হাদীসুল মাহ্‌দী

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পাঁচ খণ্ড
'কাদিয়ানী-রদ' পুস্তকের জওয়াব

হযরত মসিহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধীয়
ভবিষ্যদ্বাণীগুলির বিশুদ্ধ ও বিশদ ব্যাখ্যা

আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব
কর্তৃক প্রণীত

প্রকাশক
এডভোকেট মুজীবুর রহমান
১২৮, উত্তর বাসাবো,
ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৪০ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৫ ইং

শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ টাকা ১২০/-
Token Price $ 4.00
" " £ 3.00

মুদ্রণে ঃ ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
ঢাকা

HADITHUL MAHDI (BANGLA)
By
Allama Zillur Rahman
Published by : Mujeebur Rahman

দু'টি কথা

মরহুম আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেবের অমর গ্রন্থ হাদীসুল মাহ্দী দীর্ঘ ৫৫ বৎসর পর পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। এই বই পাঠ করে বহু লোক সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। আশা করি বইটি পুনঃপ্রকাশিত হলে নূতন করে এর ফল এ দেশবাসী লাভ করবে।

মরহুম মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেবের সুযোগ্য পুত্র প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মুজীবুর রহমান এ্যাডভোকেট সাহেব হাদীসুল মাহ্দীর দ্বিতীয় সংস্করণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছেন জেনেও খুশী হলাম। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান এই কাজটি করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন।

আল্লাহতা'লা লেখক ও প্রকাশক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন !

২০/৬/৯৫ইং

খাকসার

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

সবিনয় নিবেদন

প্রথম প্রকাশনার ভূমিকা থেকে পাঠকগণ জানতে পারবেন যে, "হাদীসুল মাহ্দী" পুস্তকখানা আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব মৌলভী রুহুল আমীন সাহেবের পুস্তক "কাদিয়ানী রদ"–এর উত্তরে লিখেছিলেন। এই বই প্রকাশিত হবার পর মৌলভী রুহুল আমীন সাহেব নীরবতা অবলম্বন করেন এবং দীর্ঘদিন যাবৎ এই অপবাদগুলো আর উত্থাপিত হয়নি। সময়ের সাথে সাথে এই বইটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। কিছুদিন যাবৎ জামাতে আহ্মদীয়ার বিরুদ্ধে আবারও অনুরূপ অপবাদ উত্থাপিত হতে শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন পুস্তক–পুস্তিকাও ছাপান হচ্ছে। তাছাড়া আবার নতুন করে "কাদিয়ানী রদ" পুস্তকটি একটি সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে পুনঃ প্রকাশিত হচ্ছে। তাই এই বইটির পুনঃ মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। সুতরাং জামাতে আহ্মদীয়ার বিরুদ্ধে উত্থাপিত ঐ সকল অপবাদ অপনোদনের লক্ষ্যে হাদীসুল মাহ্দী বইটির পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক মনে করছি।

এই বইটি আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে লেখা হয়েছিল। ইতোমধ্যে ভাষা ও বানানের অনেক পরিবর্তন–বিবর্তন ঘটেছে। তথাপি বইটিকে ভাষাগত পরিবর্তন ব্যতিরেকেই হুবহু রাখা হয়েছে যেন বইটি প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রাখে এবং তৎকালীন সময়ের সাক্ষ্য বহন করে। এতে একথাও প্রমাণিত হবে যে, বর্তমানে উত্থাপিত জোড়ালো আপত্তি ও অপবাদসমূহ নতুন কোন বিষয় নয় এবং এগুলো কোন গুরুত্বও বহন করে না।

মুদ্রণজনিত কারণে পুস্তকটিতে কুরআনের আয়াত ও অন্যান্য বই–পুস্তকের উদ্ধৃতিসমূহের মধ্যে যে ভুল–ত্রুটিগুলো ছিল তা দূর করা হয়েছে এবং যেসব শব্দকে বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন বানানে লেখা হয়েছিল তা সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। কিছু কিছু আরবী, ফারসী ও উর্দূ শব্দ যা তৎকালীন সময়ে প্রচলিত ছিল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সে-সব শব্দ এখন বিলুপ্ত প্রায়। ঐ শব্দগুলোর বর্তমান প্রচলিত বাংলা অর্থ বন্ধনীর মধ্যে দেয়া হয়েছে। আশা করি এই বইটি সময়ের দাবী পূরণে সহায়ক হবে।

আমরা আমাদের মরহুম পিতার 'সদকায়ে জারিয়াকে' নতুন করে প্রবহমান করার জন্যে এই বইটি পুনঃ প্রকাশ করছি। পাঠকের নিকট দোয়ার আবেদন, আল্লাহ্তা'লা যেন এই প্রয়াস গ্রহণ করেন। তিনি যেন আমাদের মরহুম পিতার বিদেহী আত্মাকে ঐ মহতী কর্মের সওয়াব দান করেন। পাশাপাশি তাঁর বংশধরদের বংশ পরম্পরায় যেন খেদমতে দীনের তৌফীক দিতে থাকেন। আমীন।

এই নেক কাজে মোকাররম মৌলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী সাহেব আরবী এবং উর্দূ উদ্ধৃতিসমূহকে পুনঃ যাচাই করে দেখেছেন। মোকাররম মৌলানা সালেহ্

আহ্‌মদ সাহেবও এ কাজে বেশ সাহায্য করেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে মোকাররম মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব প্রুফ রিডিং-এ আমাদেরকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। ব্যবস্থাপনার দিক থেকে স্নেহের মোহাম্মদ আহ্‌মেদ ও মোহাম্মদ রফিউজ্জামান যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। আমরা মোহ্‌তরম আমীর সাহেব, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ যে, তিনি এ বিষয়ে আমাদেরকে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং একটি ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ এঁদের সকলকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। এ ছাড়াও অন্যান্য কতিপয় বন্ধু-বান্ধব ও বুযূর্গান বিভিন্নভাবে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন তাঁদের সবার জন্যে আমরা দোয়া করি এবং পাঠকের নিকটও আমাদের সবার জন্যে দোয়ার আবেদন রাখছি।

বিনীত দোয়াপ্রার্থী

জুন, ১৯৯৫ইং

(মুজীবুর রহমান)
প্রকাশক
দ্বিতীয় সংস্করণ

মুখপত্র

পাঞ্জাবের ও বেহারের কোন কোন মৌলবী সাহেব প্রণীত আহমদী জমাত-সম্বন্ধে কতকগুলি ভুল বা মিথ্যা প্রতারণা-মূলক কেতাবাদী হইতে কতকগুলি ধার-করা আপত্তি বা অপবাদ-পূর্ণ পুস্তিকাদি লিখিয়া এদেশে বহুল প্রচার করা হইয়াছে। হযরত মাহদী (আঃ) সম্বন্ধে সেই সমস্ত অপবাদ বা আপত্তি এতই ভিত্তিহীন এবং কুরুচি-পূর্ণ যে, সেগুলির উত্তর না দিয়া হযরত মাহদী (আঃ)-এর প্রকৃত শিক্ষার প্রচার-কার্য্যই আমরা করিতেছিলাম; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, উহা অনেক সরল প্রকৃতির লোকের সৎপথ লাভের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ তাঁহারা সন্দেহ করেন যে, আমাদের কোন জবাব নাই। এই ভ্রান্ত-ধারণা দূর করিবার জন্যই "হাদীসুল মাহ্দী" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। আশা করি, নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসু সুধীজনের জন্য ইহা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিতে বিশেষ সহায় হইবে।

মোবারক আলী (খান সাহেব)
আমীর,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমানে আহ্মদীয়া, ঢাকা

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَزِيْزِ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَهَدَانَا اِلٰى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهٖ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَعَلٰى خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ لَاسِيَّمَا عَلَى الْمَهْدِيِّ الْمَعْهُوْدِ وَالْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَنْصَارِهِ السَّابِقِيْنَ وَاللَّاحِقِيْنَ خُصُوْصًا عَلٰى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ خَلِيْفَةِ الْمَسِيْحِ الثَّانِىْ اَيَّدَهُ اللّٰهُ الْوَدُوْدُ -

اَمَّا بَعْدُ -

বিনীত নিবেদন এইঃ --

চব্বিশ পরগণা নিবাসী মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব "কাদিয়ানী রদ" নাম দিয়া একখানা পুস্তক লিখিয়া পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত করিয়াছেন। এই পুস্তকখানার মধ্যে হযরত মসিহে মাওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দাবী খণ্ডন করিবার অযথা চেষ্টা করা হইয়াছে। কোন আহ্‌মদীর জন্য ইহার জওয়াব লেখার প্রয়োজন ছিল না। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই পুস্তকখানা নিজেই ইহার জওয়াব। কিন্তু কোরান-হাদীসে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে ইহার প্রচার হইয়াছে দেখিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া কর্তৃক ইহার জওয়াব লেখার ভার আমার উপর অর্পণ করা হয়।

তবলীগী কাজের অত্যধিক ব্যস্ততার ভিতর দিয়া আমাকে এই "হাদীসুল মাহ্‌দী" কেতাবখানা অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রণয়ন ও মুদ্রণের কার্য্য সমাধা করিতে হয়।

এখানে আরবী কম্পজিটরের নিতান্তই অভাব বিধায়, এই কেতাবখানা ছাপাইতে বহু বেগ পাইতে হইয়াছে। যে অল্প সময়ের মধ্যে কেতাবখানা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে ছাপার ভুল থাকিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে।

এই কেতাবখানার মধ্যে আমি কোরান-শরীফ, হাদীস-শরীফ ও অন্যান্য কেতাবাদি হইতে যে-সমস্ত হাওয়ালা (reference) উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহাতে প্রমাণের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু এবারতই উল্লেখ করিয়াছি। কোথাও কোন কোন সর্ব্বজনবিদিত কথার দিকে মাত্র ইঙ্গিত করিয়াছি।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে-সমস্ত আপত্তি ও এতেরাজ পেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার দীর্ঘ ও এলোমেলো বর্ণনাগুলির শুধু সারমর্ম্ম উদ্ধার ও উদ্ধৃত করিয়া বিভিন্ন শীর্ষে যথাবিহিত উত্তর প্রদান করিয়াছি। পাঠক উভয় পক্ষের লিখা একত্র মিলাইয়া পাঠ করিলে এবং উদ্ধৃত হাওয়ালাগুলি আসল কেতাবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যাসত্য এবং বর্তমান জমানার মৌলানা সাহেবদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি ও উপভোগ করিতে পারিবেন।

এই কেতাবখানা প্রণয়নে আল্লামা আবুল আতা জালান্ধরী সাহেবের "তফ্হীমাতে-রাব্বানীয়া", আল্লামা ফজলদীন সাহেবের "নে'মাল-ওকিল", আল্লামা জালাল উদ্দিন শামস্ সাহেবের "আত্-তাশ্রীহুস্সহীহ লেহাদীসে নযুলিল-মসিহ" ইত্যাদি কেতাব হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। পাণ্ডুলিপি সংশোধিত করার সময় মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল হাফিয সাহেব, সদর আঞ্জোমানে আহ্মদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলভী মোজাফ্ফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেব, জেনারেল সেক্রেটারী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্মদীয়া ও মৌলভী আবদুর রহমান খাঁ সাহেব, এডিটর আহ্মদী এবং আরো অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সময় সময় যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি।

جَزَاهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَزَاءِ فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا وَبَعْدَ الْمَمَاتِ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ط

বিনীত,

জিল্লুর রাহমান

আল্লামা জিল্লুর রাহমান
(১৮৯৫ইং – ৬ই মার্চ, ১৯৬৪ইং)

বিষয়–সূচী

প্রথম ভাগ

বিষয়			পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা	....	....	১
শাস্ত্রীয় মীমাংসার মূলনীতি	....	....	৬
[হযরত মাহ্‌দী (আঃ)-এর] নাম	....	....	১১
" " বংশ	....	....	১১
" " জন্ম স্থান	....	....	১২
" " লড়াই	....	....	১৩
ইমাম মাহ্‌দী ও মসিহ (আঃ)	....	....	১৪
উম্মতে মোহাম্মদীতে মিথ্যা দাবীকারক		....	১৯
রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	....	....	২৩
মৌলানা সাহেবের এদিক্ ওদিক্	....	....	৬১
হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ও মুজাদ্দিদে আল্‌ফে-ছানী		....	৬৫
হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) ও কেয়ামত-নামা		....	৬৭
হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্পর্কিত কতিপয় লক্ষণ		....	৭৩
হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ও ইমামত		....	৭৯
মাহ্‌দী শব্দের অর্থ ও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের ধোঁকা			৮২
মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সময় অন্য মাহ্‌দী		....	৮৩
ছহী বুখারীতে ইমাম মাহ্‌দীর কথা		....	৮৪

দ্বিতীয় ভাগ

বিষয়			পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা	....	....	৮৭
রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও মসিহে মাওউদ (আঃ)			৮৮
'ইবনে-মরিয়ম'	....	....	৮৮
'ইয়ান-জেলু'	....	....	৯১
'হাকামান আদলান'	....	....	৯২
'ইয়াক্‌ছেরুছ্‌ছলিবা'—ক্রুশ ধ্বংস করিবেন		....	৯৩
'ইয়াক্‌তুলুল খিঞ্জিরা'	....	....	৯৪
'জেজিয়া' কর উঠাইয়া দিবেন	....	....	৯৮
বহু মাল দান করিবেন, কেহই তাহা গ্রহণ করিবেন না		....	৯৮
"এমন কি, একটি সেজদা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট হইবে"	....	....	১০০
হযরত আবুহুরায়রা ও হাদীস নজলুল্‌-মসিহ		....	১০২
উষ্ট্র পরিত্যক্ত হইবে	....	....	১০৫
পরস্পরের মধ্য হইতে শত্রুতা ও দ্বেষ দূর হইয়া যাইবে		....	১০৬
জরদা রঙ্গের কাপড়	....	....	১১৪
প্রত্যেক বিষাক্ত জীবের বিষ হরণ করা হইবে		....	১১৭
ইয়াজোজ-মাজোজ	....	....	১২৬
মৌলানা রুহুল-আমীন সাহেবের কতকগুলি "মূল মন্তব্য" ও (উহাদের যথাযথ) উত্তর (নম্বর অনুযায়ী)		....	১৪৩
দাজ্জাল	....	....	১৪৯
মির্জা আহ্‌মদ বেগ ও ঐশী নিদর্শন		....	১৬৪

তৃতীয় ভাগ

বিষয়				পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা	....	....		২০১
হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু	....	....		২০২
মৌলানা রহুল আমীন সাহেবের কতিপয় আপত্তি ও (উহার যথাযথ) উত্তর (নম্বর অনুযায়ী)	....			২১৬

চতুর্থ ভাগ

বিষয়				পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা	....	....		২৪০
আহ্‌মদী আকায়েদ	....	....		২৪০
হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের আপত্তি ও (উহাদের যথাযথ) উত্তর (নম্বর অনুযায়ী)	....	....		২৪৫
হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এল্‌হাম, কাশ্‌ফ্ ও স্বপ্ন	....			২৫৬
বরুজ-তত্ত্ব	....	....	....	২৮৯
ফেরেস্তা-তত্ত্ব	....	....	....	২৯২

পঞ্চম ভাগ

বিষয়				পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা	....	....	....	৩১৭
সত্য–মিথ্যা পরীক্ষা করিবার উপায়	....	....		৩১৮
হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিভিন্ন দাবীর তাৎপর্য্য				৩২৪
হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি মিথ্যার এল্‌জাম ও উহার প্রতিবাদ	.....	....	....	৩৩৮

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কালাম পরস্পর বিরোধী
হওয়ার এল্‌জাম ও প্রতিবাদ ৩৭১
হযরত মসিহ্ মাউওদ (আঃ)-এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী
সম্বন্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও প্রতিবাদ ৩৮৮

পরিশিষ্ট

ইছলামে নবুওয়ত ৪০৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

প্রথম ভাগ

উপক্রমণিকা

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(ইয়াসীন : ৩১)

আল্লাহ্ বলিতেছেন— "হায়! বড়ই পরিতাপের বিষয় মানবের জন্য, তাহাদের কাছে কোনই প্রেরিত-পুরুষ আগমন করেন নাই যাহাকে নিয়া তাহারা হাসি-বিদ্রূপ না করিয়াছে।"

পরম করুণাময় আল্লাহ্তা'লা প্রত্যেক অধর্মের প্রভাবের যুগে মানুষের মধ্য হইতেই মহাপুরুষগণকে নিযুক্ত করিয়া মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন ; নিজ বাণী দ্বারা তাহাদিগকে কল্যাণমণ্ডিত করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত করিয়াছেন ; তাঁহাদের আবির্ভাবের ফলেই অধর্মের বিনাশ সাধন হইয়া জগতে পুনঃ ধর্ম্ম-ভাব সংস্থাপিত হইয়াছে। মানুষের স্রষ্টা মানুষকে সয়তানের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বার বার এবং বহু বার তাহা করিয়াছেন।

কথিত আছে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর এই মানব জগতে মানুষকে অধর্ম্মের পঙ্কিল কূপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু অধর্ম্ম প্রভাবিত মানুষ প্রতি বারই তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন—

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(ইয়াসীন : ৩১)

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ, মানব-জগতের শেষ এবং পূর্ণ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, বিশ্বব্যাপী মহা জাতীয়তার অগ্রদূত, বিশ্ব-মানবতার পূর্ণ আদর্শ, রহ্মতুল্লীল-আলামীন, খাতা-মুন্নাবীয়ীন, হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) মানব-জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন—

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهٗ وَلَا يَبْقٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدٰى عُلَمَاءُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ ـ

"হযরত আলী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে মানবের প্রতি এমন এক সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই 'বাকী' থাকিবে না, এবং কোরানের লিখা ও বাহ্যিকতা ছাড়া আর কিছুই 'বাকী' থাকিবে না, তাহাদের মসজিদগুলি খুব সজ্জিত ও আবাদ হইবে, কিন্তু উহাতে প্রকৃত ধর্ম্ম-ভাব থাকিবে না, তাহাদের আলেমগণ আকাশের নীচের সকল প্রাণী হইতে নিকৃষ্টতম হইবে, তাহারাই বিবাদের সৃষ্টি করিবে এবং তাহাদের মধ্যে বিবাদ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।" *(মিশ্‌কাত, কিতাবুল-এলম্‌)।*

আঁ-হযরত (সাঃ) আরও বলিয়াছেন—

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْهُ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى قَالَ فَمَنْ ـ

"আবুছায়ীদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই তোমরা পদে পদে তোমাদের পূর্ববর্ত্তীগণের অনুসরণ করিবে, একটি মাপ কাঠি যেমন আর একটি মাপ কাঠির সমান হয় এই রকম তোমরা তোমাদের পূর্ববর্ত্তীগণের সমতুল্য হইবে, এমন কি, তাহারা যদি কোন গোসর্পের গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকে তোমারাও তাহাই করিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কি ইহুদী ও নাছারা? হযরত বলিলেন, তবে আর কে?" কোরান ও হাদীসে এই রকম আরও বহু ভবিষ্যদ্বাণী আছে যাহাতে মুসলমান জাতির ধর্মচ্যুত হইয়া পতিত হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

এই অধঃপতিত যুগের মুসলমান জাতির পুনরুদ্ধার ও জগতে ইস্‌লামের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এক মহাপুরুষের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও আল্লাহ্‌র কালামে এবং রসুলুল্লাহ্‌র হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

আঁ-হযরত (সাঃ) সেই আগমনকারী মহাপুরুষকে ইমাম মাহ্‌দী, মসিহ্, ইসা ইব্‌নে-মরিয়ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ সরল প্রাণে এই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের বহু দিন ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বর্তমানে—আমাদের এই জমানায়—১৩শ শতাব্দীর শেষ ও ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাঞ্জাবের 'কাদিয়ান' নামক পল্লীতে -হযরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) উক্ত প্রতিশ্রুত মসিহ ও ইমাম মাহ্‌দী হইবার দাবী করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধের শিরোনামায় উল্লিখিত আয়াত অনুযায়ী দুনিয়ার অধিকাংশ মুন্সি-মুল্লা, পীর-পুরোহিত, মৌলবী-মৌলানা ইত্যাদি ধর্মযাজকগণ এবং তাঁহাদের প্রতি অন্ধ-বিশ্বাসী মুরিদান, তাবেদারগণ এই দাবীকারকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাঁহার প্রতি শত্রুতা সাধনে নিজেদের যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে ও করিতেছে এবং যাহাতে তাঁহার দাবী গৃহীত না হয় সেই জন্য হিমালয় সদৃশ বাধার সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু তথাপি কোরান ও হাদীসে অভিজ্ঞ বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও বিভিন্নধর্মের সত্যানুসন্ধিৎসু সুধীজন তাঁহার দাবীর সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং প্রাণের সবখানি ভক্তি ও ভালবাসা দিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া ইস্‌লাম উদ্ধার ও ইস্‌লাম প্রতিষ্ঠার জেহাদে-কবীর (তবলীগ বা প্রচার) ও জেহাদে-আকবরে (আত্ম-শুদ্ধিতে) আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

বিরাট মুসলমান জাতির তুলনায় তাঁহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও জগতের প্রত্যেক প্রান্তে তাঁহাদের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ক্রমে প্রত্যেক দেশ ও জাতি হইতে ধর্মপিপাসুগণ আসিয়া এই ঐশী-প্রেরিত মহাপুরুষের পতাকা-তলে সমবেত হইতেছেন, এবং ইসলাম—তথা বিশ্ব-মানবতার বিজয় অভিযানে যোগদান করিতেছেন। প্রতিশ্রুত মসিহ মাহ্‌দী (আঃ)-এর পতাকাতলে যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন তাঁহারাই আজ আহমদী নামে পরিচিত।

আল্লাহ্-প্রেরিত মহাপুরুষগণ যে-সমস্ত উজ্জ্বল নিদর্শন, অকাট্য প্রমাণ, অখণ্ডনীয় যুক্তি, অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও স্বতঃসিদ্ধ মীমাংসার উপর নিজেদের দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন, দুঃখের বিষয়, বিরুদ্ধবাদীগণ ঐ দিক্ দিয়া মোটেই আলোচনা করিতে চান না। তাঁহারা কতকগুলি সন্দিগ্ধ রেওয়ায়েত, ভিত্তিহীন কিংবদন্তি ও ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দগত কূট তর্কের আবরণে সত্যকে ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বুঝেন না, বা বুঝিয়াও চাপিয়া রাখিতে চান যে, সন্দিগ্ধ রেওয়ায়েত, ভিত্তিহীন কিংবদন্তি ও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিই আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষগণের সত্যতার শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ

নয়। শাস্ত্রোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিই যদি নবীদের সত্যতার একমাত্র প্রমাণ হইত তাহা হইলে যাঁহারা কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অধীন নহেন, অর্থাৎ আহ্‌লে-কেতাব নহেন, তাঁহাদিগকে মানাইবার উপায় কি? বরং— آفتاب آمد دلیل آفتاب

"সূর্য্যই সূর্যের অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ"— অনুযায়ী উজ্জ্বল নিদর্শন, স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ও অভ্রান্ত মীমাংসার উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের মহান ব্যক্তিত্বই তাঁহাদের দাবীর সত্যতার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর দাবীর সত্যতা কি পূর্ব-কথিত ভবিষ্যদ্বাণী ও নকলী রেওয়ায়েতের উপর নির্ভর করিয়াছিল? তাহা হইলে ত আঁ-হযরত (সাঃ)-কে যে-সমস্ত হতভাগা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই তাহাদিগকে কোনই দোষ দেওয়া চলে না। তাহারা বলিতে পারে যে, আঁ-হযরতের সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য পূর্ব হইতে এমন কোন নিশ্চিত কথা আমাদের জানা ছিল না, অথবা এমন কোন কিতাব আমাদের কাছে ছিল না, যাহার প্রত্যেকটি কথা অভ্রান্ত ; অতএব আঁ-হযরতের দাবী সত্য বলিয়া আমরা কি করিয়া নিশ্চিত হইতে পারি? এই রকম লোকের উত্তরে প্রত্যেক ইমানদার মুসলমান যাঁহারা হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর সত্যতা সত্য-সত্যই প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিয়াছেন, বলিবেন— آفتاب آمد دلیل آفتاب তাঁহার দাবীর সত্যতা বাইরের কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করে না ; বরং তিনি তাঁহার মহান ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এমন কতকগুলি উজ্জ্বল নিদর্শন, স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ও নির্ভুল যৌক্তিকতার উপর যে, তাঁহার দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই ফাঁক নাই। প্রত্যেক ন্যায়-বিচারক বিবেক তাঁহার সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য। কাজেই যে-সমস্ত হতভাগা আঁ-হযরতের সত্যতা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা নিজেদের বিবেকের কাছে এবং এই জন্যই আল্লাহ্‌র কাছেও ভীষণ অপরাধে অপরাধী।

অতএব, পূর্ব-কথিত নকলী রেওয়ায়েত, কিংবদন্তি ও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ছাড়াও আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষগণের সত্যতা প্রমাণ করিবার মত জ্বলন্ত নিদর্শন, স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ও নির্ভুল যৌক্তিকতা তাঁহাদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকে— যাহা কোরান শরীফ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য সমগ্র বিশ্বের অগণিত ভবিষ্যতের মানুষের বিবেকের কাছে পেশ করিয়াছে। সুতরাং আমরা কোরান শরীফে পেশ-করা সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করিবার নির্ভুল ও অখণ্ডনীয় প্রমাণগুলির সাহায্যে আলোচ্য দাবীকারকের দাবী সম্বন্ধে নিশ্চিত মীমাংসায় পৌঁছিতে পারি।

কিন্তু বিরুদ্ধবাদীগণ এই সহজ ও সরল পথে না আসিয়া কতকগুলি সন্দিগ্ধ রেওয়ায়েত, ভিত্তিহীন কিংবদন্তি ও ভবিষদ্বাণীগুলির ভ্রান্ত অর্থ উপস্থিত করিয়া বিষয়টাকে জটিল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। ফলে সর্বসাধারণ সহজে নিশ্চিত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারে না। কোরান শরীফ পেশ-করা অকাট্য প্রমাণাদির দিকে না আসিয়া তাহারা

সন্দিগ্ধ ও বিতর্কিত কথাগুলি উপস্থিত করিয়া জটিলতা সৃষ্টি করেন কেন? ইহার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, আমরা এই পুস্তকের বিরুদ্ধবাদী মওলানা সাহেবদের কূট তর্কের জাল ছিন্ন করিয়া, কোরান শরীফে পেশ-করা অকাট্য যুক্তিগুলির সাহায্যে কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে-মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এই জামানার বহু লোক বহু কিছু লিখিয়াছেন, আহমদীগণও তাহাদের যথাবিহিত উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন ব্যক্তি একই রকমের একই ধরনের ও একই আপত্তি বার বার পেশ করিয়াছে, এবং বার-বারই তাহাদের সংক্ষেপ ও বিস্তারিত উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বাংলাদেশের বিখ্যাত ওয়ায়েজ মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাঁহার পীর ফুরফুরা নিবাসী মৌলানা আবুবকর সাহেবের সমর্থন লইয়া "কাদিয়ানী রদ" নামক একখানা পুস্তক লিখিয়া পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত করিয়াছেন। এই পুস্তকখানাতে তিনি পূর্বে প্রকাশিত বিরুদ্ধ পুস্তকাদিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

যে-সমস্ত উর্দু পুস্তকাদি হইতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এতেরাজ ও আপত্তিগুলি নকল করিয়াছেন, তিনি যদি আর একটুকু তক্‌লীফ (কষ্ট)* স্বীকার করিয়া উহাদের উত্তরগুলিও দেখিয়া লইতেন তাহা হইলে আমার বিশ্বাস ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাকে আর পাঁচখণ্ড পুস্তক "কাদিয়ানী রদ" লিখিবার তক্‌লীফ গাওয়ারা (কষ্ট স্বীকার)* করিতে হইত না। যাহা হউক, তিনি যখন এত তক্‌লীফ গাওয়ারা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালার সরল-প্রকৃতি লোকদিগকে বিপথগামী করিবার পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, আমরাও মৌলানা সাহেবের এই পাঁচখণ্ড বইয়ের উত্তরে এই পুস্তকখানা প্রণয়ন করিয়া সরল-হৃদয়, ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীদের খেদমতে প্রকৃত সত্য উপস্থিত করিলাম।

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّالْبَاطِلَ بَاطِلًا

"হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদিগকে সত্যকে সত্যরূপে এবং অসত্যকে অসত্যরূপে দেখাইয়া দাও!" আমীন!

---

* *প্রকাশক*

শাস্ত্রীয় মীমাংসার মূল-নীতি

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রমুখ বিরুদ্ধবাদী আলেমগণ প্রতিশ্রুত মসিহ্ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী খণ্ডন করিতে যে-সমস্ত হাদীস, তফছীর, ইমান ও আকায়েদ সম্বন্ধীয় কথার অবতারণা করিয়া থাকেন ও করিয়াছেন, তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে ইসলামী আকায়েদ ও শাস্ত্রীয় মূল-নীতি—বিশেষতঃ হাদীস-শাস্ত্রের গোড়ার কথা উল্লেখ করা দরকার। এই শাস্ত্রীয় মূল-নীতি ও আকায়েদ সম্বন্ধীয় মৌলিক কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করিলে বিতর্কিত বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা সহজ হইবে।

বিরুদ্ধবাদী মৌলবী-মৌলানাগণ আহ্মদীয়া মতবাদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিতে বা বর্ণনা করিতে জ্ঞানের অভাব বশতঃই হউক, বা ইচ্ছা করিয়াই হউক, ইসলামী আকায়েদ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় মূল-নীতি ও হাদীস শাস্ত্রীয় মৌলিক কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে আলোচ্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ইসলামী আকায়েদ ও হাদীস সংক্রান্ত মূল-নীতির উল্লেখ করিতেছি। এই মূল-নীতিগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করিলে এই আলোচনা সহজ হইবে।

(১)

একমাত্র আল্লাহ্‌র কালাম ও আল্লাহ্ রসুলের মীমাংসাই অভ্রান্ত। এতদ্ব্যতীত আর কাহারও মত অভ্রান্ত সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না। কোরান শরীফে বর্ণিত হইয়াছে :—

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ - (النساء: ٦٠)

"কোন বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের মীমাংসার দিকে লক্ষ্য কর।" (সুরা নেছা, রু ঃ ৮)।

(ক)

হাদীস শাস্ত্রের গ্রন্থগুলিতে যে-সমস্ত রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকটিই রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদীস কি-না এ সম্বন্ধে হাদীস শাস্ত্র-বিশারদ ইমামদের মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্ক ও মতভেদ আছে। এইজন্য হাদীসসমূহকে 'জয়ীফ', 'মাওজুহ্' ইত্যাদি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—

اَصْلُ اَقْسَامِ الْحَدِيْثِ ثَلٰثَةٌ صَحِيْحٌ، حَسَنٌ، ضَعِيْفٌ -

হাদীসকে, মূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—'ছহী', 'হাছান' ও 'জয়ীফ'।

وَمِنْ اَقْسَامِ الْحَدِيْثِ اَلشَّاذُّ وَالْمُنْكَرُ وَالْمُعَلَّلُ

"সাজ, 'মুনকার' ও মূওয়াল্লাল' এই তিন ভাগে হাদীসকে ভাগ করা হইয়াছে।"

اَلشَّاذُّ مَارُوِىَ مُخَالِفًا مَرَوَاهُ الثِّقَاتُ

"যে হাদীস বিশ্বস্ত রাবীদের বর্ণনার বিরুদ্ধে বর্ণিত হইয়াছে উহাকে 'সাজ' বলা হয়।"

اَلْمُنْكَرُ حَدِيْثٌ رَوَاهُ ضَعِيْفٌ مُخَالِفٌ مَنْ هُوَ اَضْعَفُ مِنْهُ

"যে হাদীস অধিকতর দুষিত রাবীর বর্ণনার বিরুদ্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে উহাকে 'মুনকার' বলে।"

اَلْحَدِيْثُ الْمَطْعُوْنُ بِالْكِذْبِ مَوْضُوْعٌ .

"যে হাদীসের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিয়া অভিযোগ আছে সেই হাদীসকে 'মাওজুহ্' বলা হয়।"

اَلْمُعَلَّلُ اَسْنَادٌ فِيْهِ عِلَلٌ وَاَسْبَابٌ غَامِضَةٌ خَفِيْفَةٌ قَادِحَةٌ فِى الصِّحَّةِ .

"যে হাদীসের সনদের মধ্যে দোষ ও হাদীসকে ছহী সাব্যস্ত করিবার বিরুদ্ধে আপত্তিকর কারণ নিহিত থাকে, সেই হাদীসকে 'মূওয়াল্লাল' বলা হয়।"

(খ)

কোন কোন হাদীসে বা হাদীসের কোন কোন অংশে বর্ণনাকারী রাবীদের নিজের কথা বা অন্যের কথা প্রবিষ্ট হওয়াতে সেই হাদীসের মর্ম্ম পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ আছে।

وَاِنْ اَدْرَجَ الرَّاوِىْ كَلَامَهُ اَوْ كَلَامَ غَيْرِهٖ مِنَ الصَّحَابِىِّ اَوْ تَابِعِىٍّ مَثَلًا لِغَرَضٍ مِنَ الْاَغْرَاضِ ..... فَالْحَدِيْثُ مُدْرَجٌ

"যদি কোন রাবী, নিজের বাক্য কিম্বা সাহাবী ও তাবেয়ীর মত অন্য কাহারও বাক্য, কোন উদ্দেশ্যে হাদীসের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে, তবে সেই হাদীসকে 'মুদরাজ' বলা হয়।"

(গ)

কোন কোন হাদীস রাবীদের নিজের ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর হাদীসে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সঠিক মর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে কি-না এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট

কারণ আছে। এই রকম রেওয়ায়েতকে "রেওয়ায়েত বিল-মা'না" বলা হয়। এরূপ বর্ণনাকে হাদীসরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি-না এ সম্বন্ধে মুহাক্কেকীনদের মধ্যে মতভেদ আছে। সুতরাং এই শ্রেণীর হাদীস অকাট্য প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

نَقْلُهُ بِالْمَعْنٰى وَفِيْهِ اِخْتِلَافٌ فَالْاَكْثَرُوْنَ عَلٰى اَنَّهُ جَائِزٌ مِمَّنْ هُوَ عَالِمٌ بِالْعَرَبِيَّةِ وَعَارِفٌ بِخَوَّاصِ التَّرَاكِيْبِ وَمَفْهُوْمَاتِ الْخِطَابِ لِئَلَّا يُخْطِئَ بِزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ - وَقِيْلَ جَائِزٌ فِيْ مُفْرَدَاتِ الْاَلْفَاظِ دُوْنَ الْمُرَكَّبَاتِ وَقِيْلَ جَائِزٌ لِمَنِ اسْتَحْضَرَ الْاَلْفَاظَ حَتّٰى يَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيْهِ وَقِيْلَ جَائِزٌ لِمَنْ يَحْفَظُ مَعَانِيَ الْحَدِيْثِ وَنَسِيَ اَلْفَاظَهَا لِلضَّرُوْرَةِ فِيْ تَحْصِيْلِ الْاَحْكَامِ وَاَمَّا مَنِ اسْتَحْضَرَ الْاَلْفَاظَ فَلَا يَجُوْزُ لَهُ لِعَدَمِ الضَّرُوْرَةِ وَهٰذَا الْخِلَافُ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ اَمَّا اَوْلَوِيَّةُ رِوَايَةِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيْهَا فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَءً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا فَاَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ الْحَدِيْثَ وَالنَّقْلُ بِالْمَعْنٰى وَاقِعٌ فِي الْكُتُبِ السِّتِّ وَغَيْرِهَا -

"নকল-বিল-মা'না (অর্থাৎ, নিজের ভাষায় হাদীস বর্ণনা করা) সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকেই আরবী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ, এবং বাক্য-পদ্ধতি ও বাক্য-বিন্যাস ও বাক্যের মর্ম্ম সম্বন্ধে বিশিষ্ট পারদর্শী ব্যক্তির পক্ষে ইহাকে জায়েজ মনে করেন, যেন কোন রকমের বেশ-কম করিয়া ভুল না করিয়া বসেন ; কেহ কেহ বলেন, শুধু শব্দ পরিবর্ত্তন করা জায়েজ আছে, বাক্য পরিবর্ত্তন করা জায়েজ নহে। কেহ কেহ বলেন, হযরতের প্রকৃত শব্দগুলি যাঁহার স্মরণ আছে তাঁহার পক্ষে শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের ভাষায় বর্ণনা করা জায়েজ আছে, যেহেতু হযরতেরই মর্ম্ম রাখিয়া নিজের ভাষায় বর্ণনা করিবার তাহার ক্ষমতা আছে। কেহ কেহ বলেন, হাদীসের মর্ম্ম স্মরণ আছে অথচ হাদীসের শব্দগুলি স্মরণ নাই, এমন ব্যক্তির পক্ষে দরকার বশতঃ মর্ম্ম বর্ণনা করিয়া দেওয়া জায়েজ আছে, কিন্তু যে-ব্যক্তির শব্দ স্মরণ আছে, তাঁহার পক্ষে নিজের ভাষায়

মর্ম্ম বর্ণনা করা জায়েজ নহে। এই মতভেদ ত হইল নিজের ভাষায় হাদীসের মর্ম্ম জায়েজ কি-না এ সম্বন্ধে, কিন্তু নিজে কোন রকম হস্তক্ষেপ না করিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভাষায় হাদীস বর্ণনা করাই যে সবচেয়ে উত্তম, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই, কারণ রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—আল্লাহ্ সাহায্য করুন সেই ব্যক্তিকে যিনি আমার কথা শুনিয়াছে এবং স্মরণ রাখিয়াছেন এবং যেরূপ শুনিয়াছেন ঠিক সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। রাবীদের নিজের ভাষায় বর্ণিত হাদীস ছিহা-ছিত্তা এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবগুলিতে বিদ্যমান আছে।" *(মিশ্‌কাত)*

(ঘ)

হাদীস শাস্ত্রের গ্রন্থগুলিতে ইমাম মাহদী সম্বন্ধীয় যত হাদীস বর্ণিত আছে উহাদের প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া হাদীস শাস্ত্র-বিশারদ ইমামগণ আপত্তি উঠাইয়াছেন। এই সমস্ত আপত্তির আলোচনা করিয়া নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ মরহুম তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "হুজাজুল কেরামা ফী আছারিল কেয়ামা"র ৩৬৫ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন :—

ہرچند احادیث واردہ در وجود مہدیٔ آخر زماں وظہوروی درآں آوان
بنابر کثرت طرق بحد شہرت واستفاضہ رسید وافکار جمعی را از منکرین
وجود او ازہم پاشیدہ لیکن شک نیست درآنکہ اسانید اکثر طرق وی
مَعْلُولَست بغفلت رجال اسانید وسُوْءِ حفظ یا سوءِ رائے وغیرہ ذالک
اما آنچہ ازوی درسنن ترمذی وابوداؤد وابنِ ماجہ وبزار وحاکم وطبرانی و
ابویُعلی موصلی ودارقُطنی وغیرہم مروی گشتہ اصح است ازغیر آں
خصوصًا اقل قلیلش کہ درصحیحین است زیراکہ اجماع برتلقیٔ وی بقبول
وعمل برآنچہ دروست درامت متصل گشتہ ودریں اجماعِ اعظم حمائت
واحسن دفع است وغیر صحیحین بمتابعۂ صحیحین یَنْہَضُ ومجموع ایں
روایات ضعیفہ ومطعونہ افادۂ صحت شہادت وجودِ وی در

آخر زمان میکنند اگرچہ خالص از انہا از نقد اقل قلیل باشد واللہ اعلم۔
(حجج الکرامہ ص ۳۶۵)

"যদি আখেরী জামানার ইমাম মাহদী সম্বন্ধীয় হাদীসগুলি বহু ও বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হইয়া যে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহা—যাহারা তাঁহার আগমনই অস্বীকার করে—তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছে, তথাপি ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলির অধিকাংশ সনদই রাবীদের অজ্ঞতা, স্মরণ-শক্তির অভাব, দুর্বলতা ও আপত্তিকর অভিমত ইত্যাদি দোষে দুষিত। তেরমিজি, আবু দাউদ, ইব্‌নে-মাজা, বজ্জার, হাকেম, তিবরাণী, আবু ইয়ালি মুসেলি, দারকুত্‌নী ইত্যাদি মুহাদ্দেসীন হইতে যে-সমস্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে তাহা অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী ছহী, বিশেষতঃ এই সকল হাদীসের মধ্যে ছহী বুখারী ও ছহী মুসলিমে যতটুকু আছে। কেননা, ছহী মুসলিম ও ছহী বুখারীতে যাহা আছে তাহা গ্রহণ ও আমল করা সম্বন্ধে সমস্ত মুসলমান একমত হইয়া আসিতেছে। এই একমত হওয়াটিও একটা বড় রকমের সমর্থন বা উৎকৃষ্ট প্রতিবাদ। অন্যান্য কিতাবগুলি ছহী বুখারী ও ছহী মুসলিমের তুল্য নহে। মাহদী সংক্রান্ত দুর্বল ও সন্দেহযুক্ত হাদীসগুলির সমষ্টি শুধু এতটুকুই প্রমাণ করে যে, আখেরী জামানায় ইমাম মাহদী আসিবেন। ফলতঃ রেওয়ায়েতগুলি সন্দিগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এত বহুল যে, উহাদের দ্বারা মাহদী সম্বন্ধীয় প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত না হইলেও মাহদী যে আসিবেন, এই কথাটুকু প্রমাণ হয়।

(ঙ)

হাদীস শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ ছহী বুখারী ও ছহী মুসলিমে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ছাড়া পৃথক কোন মাহদীর হাদীস স্থান পায় নাই—ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম মসিহে মাওউদ ছাড়া আর কোন মাহদীর কথা উল্লেখ করেন নাই।

(চ)

ইমাম মাহদী সম্বন্ধে বিভিন্ন হাদীসে তাহার নাম,বংশ, আবির্ভাবের স্থান, লড়াই ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সকল বিভিন্ন বর্ণনা আছে, তাহা পরস্পর এত বিরোধী যে, একই ব্যক্তির প্রতি ঐ সকল হাদীস আরোপ করা অসম্ভব।

নাম

কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে—'তোমাদের নবীর নামে তাঁহার নাম হইবে'। (আবুদাউদ)

يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ .

আবার "কোন কোন রেওয়ায়েতে মাহদীর নাম 'আহমদ' আসিয়াছে।"

در بعض روایات نام وی احمد آمده

কেহ কেহ মাহদীর নাম সম্বন্ধে কোনই গুরুত্ব দেন নাই। তাঁহারা খলিফা উমর-ইব্নে-আবদুল আজীজকেও মাহদী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

لَوْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ مَهْدِيٌّ فَهُوَ عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ

"এই উম্মতে যদি কোন মাহদী থাকিয়া থাকেন তবে তিনি উমর-ইব্নে-আবদুল আজীজ।" *(তারিখুল খুলাফা)*

অতএব মাহদীর নাম সম্বন্ধে হাদীস হইতে নিশ্চিত করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই।

বংশ

কোন কোন রেওয়ায়েতে আসিয়াছে—"মাহদী আমার বংশধর ফাতেমার আওলাদ হইতে হইবেন।" *(মিশকাত)*

اَلْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِيْ مِنْ اَوْلَادِ فَاطِمَةَ

আবার ইহাতেও মতভেদ আছে যে, তিনি হাসানের বংশধর হইবেন, না হুসেনের বংশধর হইবেন। *(হুজাজুল-কেরামা)*

مهدی از اہل بیت باشد اولاد فاطمہ حسن یا حسین علیہ السلام .

আবার মাহদী আব্বাসের বংশধর হইবেন এরূপও আসিয়াছে।

کعب احبار گفتہ مہدی از اولاد عباس باشد اخرجہ نعیم ابن حماد و دار قطنی در افراد و ابن عساکر در تاریخ خود

"কাবে আহবার বলিয়াছেন, মাহদী হযরত আব্বাসের বংশধর হইতে হইবেন। নাইম ইব্নে-হাম্মাদ ও দারকুতনী 'এফ্রাদে' ও ইব্নে আছাকের তাঁহার নিজের ইতিহাসে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।" *(হুজাজুল কেরামা, ৩৬৫ পৃঃ)*

অতএব মাহদীর বংশ সম্বন্ধেও নিশ্চিত হইয়া কিছু বলিবার উপায় নাই।

স্থান

মাহদী মদীনা হইতে হইবেন—

رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا اِلٰى مَكَّةَ - (مشكوٰة)

"এক ব্যক্তি মদীনা হইতে পলায়ন করিয়া মক্কার দিকে আসিবেন।" (মিশকাত)

মাহদী খুরাসানের দিক হইতে আসিবেন।

اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّوْدَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْخُرَاسَانِ فَأْتُوْهَا فَاِنَّ فِيْهَا خَلِيْفَةَ اللّٰهِ الْمَهْدِيَّ (مشكوٰة)

"তোমরা যখন কাল পতাকাগুলি দেখিতে পাইবে, যাহা খুরাসানের দিক হইতে আসিয়াছে, তাহাদের নিকট যাইও কেননা, উহাদেরই মধ্যে আল্লাহ্‌র খলিফা মাহদী থাকিবেন।" *(মিশকাত)*

মাহদী পশ্চিম দেশীয় হইবেন—

قرطبی در تذکرۂ خود گفتہ کہ مولدش ببلاد مغرب است و وی از انجا براہ دریا بیاید۔ (حج الکرامہ)

"কারতবী তাঁহার তাজকেরা নামক কেতাবে বলিয়াছেন, মাহদীর জন্মস্থান পশ্চিম দেশে এবং তিনি দরিয়ার পথে আসিবেন।" *(হুজাজুল-কেরামা)*

মাহদী মসজিদে-আকছা হইতে হইবেন—

برآمدن مہدی از مسجد اقصٰی ہم گفتہ

"মসজিদে আকছা অর্থাৎ বয়তুল মুকাদ্দাছ হইতে মাহদী বাহির হইবেন এরূপও কেহ কেহ বলিয়াছেন।" *(হুজাজুল-কেরামা, ৩৬৫ পৃঃ)*

কারা নামক গ্রামে মাহদীর জন্ম হইবে—

در ارشاد المسلمین گفتہ مولد وی در دہے باشد کہ آں را کرعہ گوید

"এরসাদুল মুসলেমিন কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, মাহদীর জন্ম 'কারা' নামক গ্রামে হইবে।" *(হুজাজুল-কেরামা, ৩৬৮ পৃঃ)*

"**কাদিয়া**" নামক গ্রাম হইতে মাহদী বাহির হইবেন—

يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا كَدِعَةُ -

(جواہر الاسرار)

"**কাদিয়া** নামক গ্রাম হইতে মাহদী বাহির হইবেন।" *(জোওয়াহেরুল-আছরার)*

সুতরাং হাদীস হইতে স্থির নিশ্চিত হইয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই যে, মাহদী কোথা হইতে হইবেন।

মাহদীর লড়াই

কোন কোন রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে, মাহদী মোটেই যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রক্তপাত করিবেন না।

اَخرجه ابن الجوزی فی تاریخه

گویند بیدار نه کنند مهدی نائم را و نه ریزد خون را - و مقاتله کند بر سنّت و ترک نه دهد هیچ سنّت را مگر آنکه قائم سازد آن را و نه هیچ بدعت را مگر آنکه بردارد آن را - (حجج الکرامه) -

"ইবনুল-জোওজী তাঁহার ইতিহাসে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে, মাহদী কোন নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিবেন না, অর্থাৎ শান্তি-ভঙ্গ করিবেন না এবং রক্তপাত করিবেন না। সুন্নত কায়েম করিবার জন্য সংগ্রাম করিবেন, কোন সুন্নতই কায়েম না করিয়া ছাড়িবেন না ; আর কোন 'বেদাত'ই উৎপাটিত না করিয়া ছাড়িবেন না।" *(হুজাজুল-কেরামা, ৩৬৩ পৃঃ)*

ইহাতে বুঝা যায় মাহদী ইসলামের জন্য সুন্নত কায়েম করিবার লক্ষ্যে যে সংগ্রাম করিবেন উহা তরবারির যুদ্ধ নয়।

আবার কোন কোন রেওয়ায়েত হইতে মাহদীর অস্ত্রযুদ্ধও প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়।

অতএব ইমাম মাহদী (আঃ) আসিয়া অস্ত্র যুদ্ধ করিবেন—এই কথাটাও একটা নিশ্চিত নিঃসন্দিগ্ধ ও সর্ববাদী-সম্মত মত নহে।

ইমাম-মাহদী ও মসীহ

সর্বসাধারণের মধ্যে এই মতটাই অধিকতর প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইমাম মাহদী ও মসীহ দুইজন একই সময়ে হইবেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে মাহদী ও মসীহ একজনেরই দুই নাম। لَا مَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۔ (ابن ماجہ)

"মসীহ ব্যতীত আর কোন মাহদী নাই।" *(ইবনে মাজা)*

يُوشَكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا إِمَامًا مَهْدِيًّا ۔ (مسند امام احمد حنبل)

"তোমাদের মধ্যে ভবিষ্যতে যাহারা (আধ্যাত্মিকভাবে) জীবিত থাকিবেন তাহারা দেখিতে পাইবেন, ইসা ইব্নে-মরিয়ম ইমাম মাহদীকে ন্যায়-বিচারক মীমাংসাকারী রূপে।"

আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে, মসীহ ও মাহদী দুইজন দুই সময়ে হইবেন আসিয়াছে।

كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا أَوَّلُهَا وَالْمَهْدِيُّ وَسَطُهَا وَالْمَسِيحُ آخِرُهَا ۔

"কেমন করিয়া ধ্বংস হইবে সেই উম্মত যাহার প্রথমে আমি ও মধ্যভাগে মাহদী ও শেষভাগে মসীহ থাকিবেন?" *(মিশকাত)*

অতএব ইমাম মাহদী ও মসীহ দুইজন একই সময়ে হইবেন ও দুইজন মিলিয়া তরবারীর যুদ্ধ করিয়া কাফের বধ করিবেন ; এই কথাও একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নহে, এবং এই কথার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকা যায় না।

(২)

আল্লাহ্ ও রসুলের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে মানুষ প্রায়ই ভুল করিয়া থাকে। এই ভুলের জন্য ভবিষ্যতে আগমনকারী মহাপুরুষ সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। আগন্তুক মহাপুরুষগণ সেই ভুল ধারণা অনুসারে আসেন না বলিয়াই তাহারা আল্লাহ্র প্রেরিত মহাপুরুষগণকে বারে বারেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

কোরান শরীফে নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে—আল্লাহ্তালা এই সত্যই ব্যক্ত করিয়াছেন—

" لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ
رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰى اَنْفُسُهُمْ
فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ۔ (المائدة ٥:٧٠)

"আমি নিশ্চয়ই বনী-ইস্রাইলের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা লইয়াছিলাম এবং তাহাদের নিকট আমি রসুলগণ পাঠাইয়াছিলাম। যখন-ই তাহাদের নিকট আমার রসুল আসিয়াছেন, তাহাদের মনোগত ধারণা মতে আসেন নাই বলিয়া তাহাদের এক দল মিথ্যা মনে করিয়াছে, আর এক দল যুদ্ধ করিয়াছে।"

এই আয়াতে যে সাধারণ সত্য ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা শুধু বনী-ইস্রাইলের জন্য নহে। বস্তুতঃ সর্ব্ব কালেই—যখনই আল্লাহ্‌র কোন রসুল আসিয়াছেন, এবং তাঁহার মধ্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণাসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে নাই, তখন একদল তাঁহাকে অবহেলা করিয়াছে, আর একদল তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

গত তের শত বৎসরে মুসলমান সমাজে যে সকল মুজাদ্দিদ্, গওছ, কুতুব, অলি-দরবেশ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সমসাময়িক মুসলমানগণ প্রায় সকলেই অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনও এই নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না।

ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধেও এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে,

چوں مہدی علیہ السّلام مقاتلہ بر احیاء سنّت و اماتت بدعت
فرمائد۔ علماء وقت کہ خوگر تقلید فقہاء و مشائخ و آباء خود باشند
گوئند ایں مرد خانہ بر انداز دین و ملّتِ ماشت و بمخالفت برخیزند
وبحسبِ عادت خود حکم بتکفیر وتضلیل وی کنند۔

(حجج الکرامہ ص ۳۶۳)

"যখন মাহদী আলায়হেস্‌সালাম সুন্নত কায়েম করিবার ও বেদাত মিটাইবার জন্য সংগ্রাম করিবেন, তখন পীর, ফকীহ ও পিতৃ-পুরুষদের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত সেই সময়ের আলেমগণ বলিবে যে, এই ব্যক্তি আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে ; এবং এই বলিয়া তাহারা শত্রুতা করিতে বদ্ধপরিকর হইবে এবং তাঁহাকে কাফের ও গুমরাহ মনে করিয়া ফতোয়া দিবে।"

সুতরাং কোন ধর্ম্মভীরু লোকের পক্ষে মৌলবী-মৌলানাদের বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়াই মাহদী (আঃ)-কে মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করা উচিত নহে।

(৩)

রেওয়ায়েতের দিক্ দিয়া কোন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হাদীস ছহী হওয়া সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব থাকিলেও যদি সেই ভবিষ্যদ্বাণী, হাদীসের মর্ম্ম অনুযায়ী পূর্ণ হয়, তাহা হইলে পূর্ণ হওয়ার পর সেই হাদীসটি ছহী হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বর্ত্তমান তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে উল্লিখিত বহু ভবিষ্যদ্বাণী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আগমনে পূর্ণ হইয়াছে। আমরা ঐ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে শুধু এই জন্য মিথ্যা বলিতে পারি না যে, বর্ত্তমান তৌরাত ও ইঞ্জিল কেতাবে অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ধন হইয়াছে— তৌরাত ও ইঞ্জিল কেতাব বিশ্বস্ত রাবীদের রেওয়ায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

কোরান শরীফ তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের এই রকম রেওয়ায়েতকে ছহী বলিয়া সমর্থন করিয়াছে। যথা—

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ (الاعراف: ١٥٨)

"যাঁহারা উম্মী রসুলের অনুসরণ করে, যে রসুলের কথা তাহাদের কাছে তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে লিখিত আছে— দেখিতে পাইতেছে....."

(৪)

কোন কোন হাদীস রেওয়ায়েতের দিক দিয়া ছহী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া থাকিলেও সেই হাদীসের মর্ম্ম যদি কোরান শরীফের কোন প্রকাশ্য উক্তির বিরুদ্ধে হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, হাদীসটির প্রচলিত অর্থ ঠিক নহে। সেই হাদীসের মধ্যে কোন শব্দ প্রক্ষিপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া উহার মর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে। আর যদি কোন প্রকারেই কোরানের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হয় তবে সেই হাদীসকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, সেই হাদীস ছহী নহে, কিংবা সেই হাদীসের এমন অর্থ ছহী নহে, যাহা কোরান শরীফের বিরুদ্ধে যাইতেছে। যথা—

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ (الجاثيه: ٧)

"আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র আয়াতের বিরুদ্ধে কোন্ কথাকে বিশ্বাস করিতে পার?"

(৫)

আল্লাহ্‌র রসুলগণ নিজ নিজ উম্মতের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সংকট সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হন, এবং নিজ নিজ উম্মতকে এই সকল সংবাদ জ্ঞাত করেন। হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-ও নিজ উম্মতের ভবিষ্যৎ এবং জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। এই উম্মতের উত্থান-পতনের কথা, এই উম্মতের সিদ্ধ মহা-পুরুষগণের কথা, এই উম্মতের কীর্ত্তিমান বিজয়ী রাজ-পুরুষগণের কথা, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম বৈরীগণের কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা এবং কেয়ামত পর্যন্ত বড় বড় ঘটনাবলীর কথা হুজুর (সাঃ) বলিয়া গিয়াছেন।

আঁ-হযরতের এই শ্রেণীর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ, বিজয়ী বাদশাহ, ন্যায়পরায়ণ রাজপুরুষের কথা দেখিলেই অথবা কোন বিশিষ্ট খলিফার কথা পাঠ করিলেই তাঁহাকে একমাত্র প্রতিশ্রুত মাহদী মনে করা উচিত নহে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের এই জামানার এবং মধ্যবর্ত্তী যুগের কোন কোন আলেম এই প্রকারের মস্তবড় ভুল করিয়াছেন।

বিভিন্ন আগন্তুক সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে একই ব্যক্তির উপর আরোপ করিতে যাইয়া এক দিকে যেমন প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ সম্বন্ধে এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছেন, আর এক কি দিয়া রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হাদীসগুলিকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন।

পরস্পর বিরোধী ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে একই মাহদীর জন্য বলা হইয়াছে মনে না করিয়া তাঁহারা যদি অতীত মুসলিম জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেন ও ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে হাদীসের অমর্যাদাকর এরূপ দুর্বোধ্য প্রহেলিকার সৃষ্টি হইত না। অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী এই প্রহেলিকার সমাধান করিয়া দিত।

বস্তুতঃ, ইসলামের মুহাক্কেক আলেমগণ মাহদী সম্বন্ধীয় বিভিন্ন হাদীসগুলিকে একই ব্যক্তির উপর আরোপ করেন নাই। তারিখুল-খুলাফা নামক বিখ্যাত গ্রন্থে হযরত উমর-ইব্‌নে-আবদুল আজীজকেও একজন মাহদী বলা হইয়াছে।

لَوْكَانَ فِيْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ مَهْدِيٌّ فَهُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ -

"এই উম্মতে যদি কোন মাহদী থাকিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি উমর-ইব্‌নে-আবদুল আজীজ।"

(৬)

হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেম মাত্রই অবগত আছেন, আঁ-হযরত (সাঃ) একাধিক মাহদীর কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। খুলাফায়ে রাসেদিন সম্বন্ধেও আঁ-হযরত (সাঃ) মাহদী হইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ -

"তোমরা আমার সুন্নত ও খুলাফায়ে রাসেদিন—মাহদীগণের সুন্নতের অনুসরণ করিও।"

অতএব হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত উমর ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-ও এক একজন মাহদী ছিলেন। তদ্রূপ খলিফা উমর-ইবনে-আবদুল আজীজও একজন মাহদী ছিলেন।

সুতরাং হাদীসের কিতাবে মাহদী সম্বন্ধীয় কোন লক্ষণ দেখিলেই আমরা বলিতে পারি না যে, এই লক্ষণ আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মসীহ মাহদী (আঃ)-এর জন্য বলা হইয়াছে।

অবশ্য প্রতিশ্রুত মসীহ মাহদী (আঃ)-এর দাবী আলোচনা করিতে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, মাহদী সম্বন্ধে যত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে কোন কোন লক্ষণ আলোচ্য দাবীকারকের মধ্যে পাওয়া যায় কি-না?

সবগুলি লক্ষণ এই একই মাহদী—প্রতিশ্রুত মসিহ মাহদী (আঃ)-এর মধ্যে তালাস করা মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

(৭)

আল্লাহ্ ও রসূলের কালামে অনেক সময় অল্প কথায় অনেক অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য রূপক বা অলঙ্কারের ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাকে আরবী ভাষায় استعارة (এস্তেয়ারা) বলা হয়। দুনিয়ার যাবতীয় শ্রেষ্ঠ লেখকের ভাষায় "এস্তেয়ারা" বা রূপকের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ্ ও রসুলের বাণী যে গভীরতা ও জ্ঞানের দিক দিয়া অনুপম হইবে এবং তাহাতে যে রূপক ও অলঙ্কারের ব্যবহার বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى - (بنی اسرائیل: ۷۳)

"যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে অন্ধ, সে পরজগতেও অন্ধ হইবে।" এই কথায় কেহ জড় চক্ষুর অন্ধত্ব বুঝিবে না।

মসিহ মাওউদ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহাও এই সাধারণ নিয়মের অধীন। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীতে যে সকল استعارة 'এস্তেয়ারা' বা রূপকের ব্যবহার হইয়াছে, আমাদের মৌলবী-মাওলানা সাহেবান উহার অর্থ করা সম্বন্ধে আল্লাহ্ ও রসুলের বাণীর মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যতদূর গভীর দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যক ছিল তাহা তাহারা দেন নাই। তাহারা এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে যেখানে কোন রূপক ও অলঙ্কারের ব্যবহার হইয়াছে, সেইখানেই ধাতুগত অর্থ করিয়া বিষয়টাকে আরব্য উপন্যাসের মন-ভুলান গল্পের মত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা বাস্তব জগতে ঘটিবার নহে, শুধু অবসর সন্ধ্যায় শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের বিলাসিতার কাজে ব্যবহার হইতে পারে।

উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে মিথ্যা দাবীকারক

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্জা গোলাম আহমদ সাহেব (আঃ)-এর দাবী সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাহার পুস্তক 'কাদিয়ানী-রদে'র প্রথমেই বলিয়াছেন,—

"ইনি যে প্রকারের মাহদী হইবার দাবী করিয়াছেন সেইরূপ তাঁহার পূর্বে প্রায় ২০ জন উক্ত দাবী করিয়াছিলেন।"

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করিতে যাইয়া মৌলানা-মৌলবী সাহেবানের প্রায় সকলেই এরূপ অসংলগ্ন যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন।

কতকগুলি লোকের দাবী মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইলেই আমাদের আলোচ্য দাবীকারকের দাবী মিথ্যা হইবে, এরূপ যুক্তির পিছনে যে-কোন স্থির মস্তিষ্ক কাজ করিতেছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। কোরান শরীফ স্পষ্টই সাক্ষ্য দেয় যে, অনেক মৌলানা-মৌলবী ভণ্ড তপস্বী সাজিয়া অন্যায়ভাবে জনসাধারণের মাল খায়। যথা—

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ - (التوبة: ٣٤)

"নিশ্চয়ই বহু সংখ্যক আলেম ও দরবেশ অন্যায়ভাবে জনসাধারণের মাল খায় ও লোকদিগকে আল্লাহ্র রাস্তা হইতে ফিরাইয়া রাখে।" *(সূরা তৌবা, ৫ম রুকু)*

এইজন্য প্রত্যেক মৌলানা-মৌলবী সাহেবকেই ভণ্ড তপস্বী বলা কি উচিত হইবে? মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এইরূপ ফতোয়া দিবেন বলিয়া আশা করা যায় না।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জমানায় 'মুসাইলামা কাজ্জাব' গং কতিপয় ব্যক্তি মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল বলিয়া কি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব আঁ-হযরতের দাবীকেও মিথ্যা বলিবেন? *(নাউজুবিল্লাহ্)।*

যদি না বলেন, এবং নিশ্চয়ই বলিবেন না, তবে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব – হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)–এর বিরুদ্ধে এরূপ শোচনীয় অবস্থার পরিচয় জনসাধারণের সম্মুখে পেশ করিয়া কেন অযথা হাস্যাস্পদ হইতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ, যে–সমস্ত লোকের দাবীর কথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের দাবী যে প্রকৃতপক্ষে কি ছিল, তাহা দাবীকারকদের নিজেদের লিখা হইতে পেশ করা হয় নাই। যে–সমস্ত কিতাব হইতে তাহাদের দাবী পেশ করা হইয়াছে ঐ সমস্ত কিতাবের গ্রন্থকার, বা রাবী, দাবীকারকদের বিরুদ্ধ–দলের লোক। অনেক সময় দেখা যায় যে, রাজনৈতিক ঝগড়ায় দুই বিরোধী দলের কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের নেতার বিরুদ্ধে জনমতকে উত্তেজিত করিবার জন্য এমন সব কথা রটনা করিয়া থাকে, যাহাতে অপর পক্ষের কোনই সংস্রব থাকে না। এ সম্বন্ধে আমরা স্বয়ং ভুক্তভোগী। কাদিয়ানের হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) নিজ দাবী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগদ্ব্যাপী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দাবী সম্বন্ধে ঠিক অবগত হওয়া আদৌ কষ্টকর নহে। তথাপি বিরুদ্ধবাদী মৌলানা–মৌলবীগণ এমন সমস্ত মিথ্যা রটনা করিয়া থাকেন যাহা শুনিলে কানে হাত দিতে হয় ; যেমন, খোদায়ী দাবী, আঁ–হযরত (সাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ হইবার দাবী ইত্যাদি। (নাউজুবিল্লাহ্)। পাঠক ক্রমে দেখিতে পাইবেন, 'কাদিয়ানি–রদে'র গ্রন্থকার মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)–এর বিরুদ্ধে জনমতকে উত্তেজিত করিবার এই সহজ পন্থা অবলম্বন করিতে একটুকুও কসুর করেন নাই।

অতএব কাহারও দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বা কিছু লিখিতে ও বলিতে হইলে দাবীকারকদের নিজ লিখা হইতে তাহা পেশ করা ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নিতান্তই কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ, এই সমস্ত ঐতিহাসিক লোকের প্রশংসা করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব লিখিয়াছেন যে, "তাঁহারা বড় আলেম, ফকীহ, আরবী সাহিত্যিক, হাদীসের হাফেজ, অছোলে ফেকাহ্ ও আকায়েদ তত্ত্ববিদ, পরহেজগার ও দরবেশ ছিলেন, সকল সময় আদেশ ও নিষেধ কার্য্যে রত থাকিতেন।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই প্রশংসা যদি সত্য হইয়া থাকে, এবং মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, ইহারাও নিজ নিজ জমানার অন্যতম মাহদী ছিলেন, তাহা হইলে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের কি বলিবার আছে, আমরা জানি না ; পক্ষান্তরে রসুলে করীম (সাঃ)–এর হাদীসের আলেম মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত নিজ উম্মতে বহু মাহদীর কথা বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বিদ্বানগণের মতে কোন সত্য মাহদীও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দুনিয়ার আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত কোন আল্লাহ্‌র প্রিয় মহাপুরুষ এমন জন্ম গ্রহণ করেন নাই যাঁহার বিরুদ্ধে তখনকার অধিকাংশ পীর-পুরোহিত, মুন্সি-মৌলবী, মুল্লা-মৌলানাগণ ক্ষিপ্ত হইয়া না উঠিয়াছে।

কাজেই মধ্য যুগের যে সমস্ত লোকের মাহদী হইবার দাবীর কথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রমুখ মৌলানাগণ পেশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অন্যতম মাহদী ছিলেন না, একথা জোর করিয়া বলিবার কোন হেতু নাই। ঐ সমস্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থা তখনকার রাজনৈতিক কুটিলতার আবরণে এরূপভাবে আচ্ছন্ন হইয়া জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহাদের সম্বন্ধে ঠিক নিশ্চিতভাবে এখন কিছু বলা কঠিন।

এ সমবন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধানকারী পাঠকদিগকে আমরা ইব্‌নে আছিরের "তারিখে-কামেল" এবং আল্লামা ইব্‌নে খুলদুনের "তারিখে ইব্‌নে খুলদুন" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

উল্লেখিত ঐতিহাসিক লোকদের দাবী সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, তাহা পেশ করিয়া আমাদের আলোচ্য দাবীকারকের দাবী খণ্ডনের চেষ্টা করা অবিকৃত মস্তিষ্কের কাজ বলিয়া মনে করা কঠিন।

উল্লেখিত ঐতিহাসিক লোকদের দাবী মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইলে কি মৌলানা সাহেব মনে করেন যে, আর কোন সত্য মাহদী আসিবেন না?

একদিকে যেমন হাদীসে প্রায় ৩০ জন মিথ্যা দাবীকারকের ভবিষ্যদ্বাণী আছে, **আর একদিকে হাদীসে সত্য মাহদী মসিহ নবীউল্লাহ্‌র আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও ত আছে।**

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا
مِنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ -

(بخاری)

..... يَأْتِيْ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسٰى - (مسلم-بخاری)

"কেয়ামত কায়েম হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না, প্রায় ৩০ জন মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারী প্রকাশ হয়, যাহাদের প্রত্যেকেই নবী বলিয়া দাবী করিবে" ; (বুখারী)..."আল্লাহ্‌র নবী ইসা আগমন করিবেন"— *(মুসলিম ও বুখারী)।*

"হুজাজুল-কেরামা ফি আছারিল কেয়ামা" নামক বিখ্যাত কিতাবের গ্রন্থকার এই রকম ২৭ জন মিথ্যাদাবীকারকের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"بالجملہ آنچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخبار بوجود دجّالین کذّابین در اُمّت فرمودہ بود واقع شُد و عدد بست و ہفت تمام شد"

(حجج الکرامہ)

"মোটের উপর আঁ-হযরত (সাঃ) যে, এই উম্মতের মধ্যে মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারী দাবীকারকদের কথা বলিয়াছেন, এইরূপ দাবীকারকদের সংখ্যা ২৭জন পর্যন্ত পৌঁছিয়া তাহা পূর্ণ হইয়াছে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং আরও বহু আলামত পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া তিনি ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে; **হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জমানা খুবই নিকটে।** তিনি লিখিয়াছেন—

اہل علم گفتہ اند کہ خروج او بعد از دوازدہ صد سال ہجرت شود ورنہ از سیزدہ صد سال تجاوز نہ کُند۔

"বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, মাহদী (আঃ) হিজরীর দ্বাদশ শতাব্দী পরে প্রকাশ হইবেন, নতুবা ত্রয়োদশ শতাব্দী হিজরী অতিক্রম করিবে না।" *(হুজাজুল-কেরামা)*

তিনি আরও বলিয়াছেন—

بخاطر می رسد کہ شاید بر سر صد چہاردہم ظہور وی اتفاق اُفتد

"আমার মনে হয়, সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শীর্ষ ভাগে মাহদী (আঃ) প্রকাশিত হইবেন।" *(হুজাজুল-কেরামা—৩৯৫ পৃঃ)*

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হাদীসে উল্লিখিত যে-আলামত দেখিয়া বিদ্বানগণ ও বুজুরগানে-দীন স্থির করিয়াছেন যে, মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় খুব নিকটে, এমন কি, তাঁহারা ১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ১৪শ শতাব্দীর শীর্ষ ভাগ নির্ধারণ করিয়াছেন— সেই আলামতকেই 'কাদিয়ানী রদে'র গ্রন্থকার ইমাম মাহদী (আঃ) বিরুদ্ধে পেশ করিতেছেন। "উল্টা বুজলী রাম।"

যে ঘটনা—অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ জন মিথ্যা দাবীকারীর প্রকাশ হওয়া—মাহদীর জমানা যে খুবই নিকটে তাহা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব সেই ঘটনাকে মাহদীর দাবী মিথ্যা হওয়ার প্রমাণস্বরূপ পেশ করিয়াছেন।

রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)

বর্ত্তমান জমানার মৌলবী-মৌলানাগণ কাদিয়ানে আবির্ভূত প্রতিশ্রুত মসিহ্ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কতকগুলি হাদীস আওড়াইয়া নিজেদের অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও তাঁহার পুস্তকে ক্রমিক নম্বর দিয়া কতকগুলি হাদীস পেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত হাদীসই আমাদের বিরুদ্ধবাদী মোল্লা-মৌলবীদিগকে প্রায়ই আওড়াইতে শুনা যায়।

আমরা নিম্নে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পেশ-করা হাদীসগুলির প্রকৃত অর্থ জনসাধারণের বিচারক্ষেত্রে পেশ করিয়া বিবেকের সদ্ব্যবহারের আশা করিতেছি। পাঠক এই আলোচনায় মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের বিদ্যার দৌড় ও যুক্তির নমুনা দেখিতে পাইবেন।

১নং হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِيْ يُوَاطِئُ اِسْمُهٗ اِسْمِيْ -

(رَوَاهُ التِرمذی و ابوداؤد)

"আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাছউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আহলে-বয়েত হইতে এক ব্যক্তি আরবের বাদশাহ্ না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না। তাঁহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে।" *(তেরমিজি ও আবুদাউদ)*

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, এই হাদীসে ইমাম মাহদীর কোন কথা নাই। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, "আরবের বাদশাহ্ হইবে এক ব্যক্তি"। কাদিয়ানের হযরত আহমদ (আঃ) মাহদী হইবার দাবী করিয়াছেন, "আরবের বাদশাহ্" হইবার দাবী করেন নাই। এরূপ ক্ষেত্রেই কোন কবি গাহিয়াছিলেন—

"من چہ می سرائم و طنبورۂ من چہ می سراید"

"আমিই বা গাই কি, আর আমার তবলায়-ই বা বাজায় কি?"

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীসে "মোহাম্মদ নামের হইবে" এমন কোন কথা নাই। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেও অনুবাদ করিয়াছেন—"আমার নামের তুল্য হইবে"। কিন্তু বন্ধনীর ভিতরে "মোহাম্মদ নামের হইবে" ঢুকাইয়া দিয়া জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, "মোহাম্মদ নামের হইবে" আর "মোহাম্মদ নামের তুল্য হইবে" একই কথা। মোহাম্মদ নামের হওয়া আর মোহাম্মদ নামের তুল্য হওয়া যে, এক কথা নহে, দুইটি বিভিন্ন জিনিষ না হইলে যে তুলনা হয় না, এই সহজ কথাটাও মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারেন নাই, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। তবে কি মৌলানা সাহেব তাহার পাঠকবর্গকে বোকা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন?

তৃতীয়তঃ, এই হাদীসের এক জন রাবী 'আছেম' সম্বন্ধে হাদীস শাস্ত্র বিশারদ ইমামগণের নিম্ন-লিখিত অভিমত এই হাদীসটির ছহী হওয়া সম্বন্ধেও সন্দেহের সৃষ্টি করে—

قَالَ اَحْمَدُبْنُ حَنْبَلْ ..... وَالْاَعْمَشُ اَحْفَظُ مِنْهُ وَكَانَ شُعْبَةُ يَخْتَارُ الْاَعْمَشَ عَلَيْهِ فِيْ تَثْبِيْتِ الْحَدِيْثِ وَ قَالَ الْعُجَلِيُّ كَانَ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ فِيْ زِرٍّ وَّ اَبِيْ وَائِلٍ يُشِيْرُ بِذٰلِكَ اِلٰى ضُعْفِ رِوَايَتِهٖ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ ثِقَةً اِلَّا اَنَّهُ كَثِيْرَ الْخَطَاءِ فِيْ حَدِيْثِهٖ - وَقَالَ يَعْقُوْبُ ابْنُ سُفْيَانَ فِيْ حَدِيْثِهٖ اِضْطِرَابٌ قَالَ اِبْنُ اَبِيْ حَرَاشٍ فِيْ حَدِيْثِهٖ نُكْرَةٌ وَقَالَ اَبُوْجَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ اِلَّا سُوْءُ حِفْظِهٖ -قَالَ الذَّهْبِيُّ ثَبَتٌ فِي الْقِرَأَةِ وَهُوَ فِي الْحَدِيْثِ دُوْنَ الثَّبَتِ وَقَالَ الدَّارُقُطْنِيُّ فِيْ حِفْظِهٖ شَيْئٌ - (مقدمہ ابن خلدون)

"আহমদ ইবনে হাম্বল বলিয়াছেন, 'আমাশ' হইতে 'আছেমে'র স্মরণ-শক্তি কম ছিল এবং 'শোবা' হাদীস প্রমাণ করিতে, 'আছেমে'র পরিবর্ত্তে 'আমশে'র হাদীস গ্রহণ করিতেন। উজায়লী বলিয়াছেন, 'জুর' ও 'আবুওয়ায়েল' সম্পর্কে 'আছেম' সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এই কথা দ্বারা উজায়লী তাঁহার রেওয়ায়েত জয়ীফ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত

করিয়াছেন। মোহাম্মদ ইব্নে-ছাদ বলিয়াছেন, তিনি বিশ্বাসী রাবী হইলেও অত্যন্ত ভুল করিতেন। ইয়াকোব ইব্নে ছুফিয়ান বলিয়াছেন, 'আছেমের' হাদীস বর্ণনার মধ্যে অস্থিরতা আছে। ইব্নে আবী হেরাস বলিয়াছেন, 'আছেমে'র হাদীসের মধ্যে এমন কথাও আছে যাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আবু জাফর উকায়লী বলিয়াছেন, 'আছেমে'র হাদীসে স্মরণ-শক্তির ত্রুটি ছাড়া আর কোন দোষ ছিল না। 'জাহবী' বলিয়াছেন, তাঁহার কোরান পাঠ প্রামাণ্য হইলেও হাদীস বর্ণনা প্রামাণ্য নহে। 'দারকুতনী' বলিয়াছেন, 'আছেমে'র স্মরণ-শক্তির দোষ ছিল। *(মুকাদ্দামায়ে ইব্নে খুলদুন)*

মৌলানা রুহুল আমীন প্রমুখ মৌলানা-মৌলবীগণ কোরানের অকাট্য প্রমাণ ও সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করিবার অকাট্য মাপকাঠি ছাড়িয়া দিয়া প্রতিশ্রুত মসিহ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী খণ্ডন করিবার জন্য যে-সমস্ত দলিল-আদেল্লার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন তন্মধ্যে তাঁহাদের মতে ইহার চাইতে বেশী মজবুত ও অধিকতর ছহী হাদীস একটিও পেশ করিতে পারেন নাই। তাই মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই হাদীসটিকেই সকলের প্রথম পেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত মসিহ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী খণ্ডনে এই হাদীসটি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকে কতটুকু সাহায্য করিয়াছে তাহা পাঠক দেখিতে পাইতেছেন।

এই হাদীসটি জয়ীফ, হযরত মসিহ মাওউদ বা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কোন কথা এই হাদীসে নাই। "মোহাম্মদ নামের হইবে" এই কথাও এই হাদীসে নাই ; তথাপি এই হাদীসটি পেশ করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে মৌলানা সাহেবের মন-গড়া কথাগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আল্লাহ্র প্রেরিত মহাপুরুষের বিরূদ্ধাচরণের ফলে তাহাদের বুদ্ধি-বৃত্তির এই শোচনীয় পরিণতি আক্ষেপের বিষয় বটে !

২নং হাদীস

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهٗ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ حَتّٰى يَبْعَثَ اللّٰهُ فِيْهِ رَجُلًا مِنِّيْ اَوْ مِنْ اَهْلِ بَيْتِيْ يُوَاطِئُ اِسْمُهٗ اِسْمِيْ اِسْمُ اَبِيْهِ اِسْمُ اَبِيْ وَيَمْلَاءُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا -

(رواه ابوداؤد)

"আবু দাউদের অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যদি দুনিয়ার একটি দিবস ব্যতীত বাকী না থাকে, তবে আল্লাহ্‌তা'লা উক্ত দিবসকে লম্বা করিয়া দিবেন এবং উক্ত দিবসে আমার মধ্য হইতে, কিংবা আমার বংশ হইতে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিবেন, তাঁহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে ; তিনি ন্যায়-বিচারে দুনিয়া পূর্ণ করিয়া দিবেন, যেমন জুলুম ও অত্যাচারে ইহা পূর্ণ হইয়াছিল।"

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন এই হাদীসেও ইমাম মাহদী বা মসিহ মাওউদের কোন কথার উল্লেখ নাই। "এক ব্যক্তি হযরতের উম্মত বা হযরতের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ন্যায়-বিচারে দুনিয়া পূর্ণ করিয়া দিবেন" এই কথা আছে। তিনিই যে ইমাম মাহদী বা মসিহে মাওউদ, এ কথা ত আঁ-হযরত (সাঃ) বলেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীসের তরজমা করিতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব

يُوَاطِئُ اِسْمُهُ اِسْمِيْ -

বাক্যের অনুবাদ "তাঁহার নাম ও আমার নাম একই হইবে" করিয়াছেন। অথচ ১নং হাদীসে এই বাক্যটির তরজমা মৌলানা রুহুল আমীম সাহেব নিজেই "তাঁহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে" করিয়াছেন। একই হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত একই বাক্যের দুই রকম অর্থ করিলেন মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কি উদ্দেশ্যে?

১নং হাদীসের আলোচনায় বলিয়া আসিয়াছি যে, "তাঁহার নাম আঁ-হযরতের নামের তুল্য হইবে"— এই কথা দ্বারা তাঁহার নাম ও আঁ-হযরতের নাম একই হইবে বুঝায় না। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও জানেন যে, মোহাম্মদ নামের তুল্য হইবে বলিলে মোহাম্মদ নামের হইবে এই কথা কিছুতেই প্রমাণ হয় না। কাজেই ২নং হাদীসে আসিয়া "তাঁহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে" না লিখিয়া নিজের কল্পিত ধারণা প্রমাণ করিবার জন্য "তাঁহার নাম ও আমার নাম একই হইবে" লিখিয়া ফেলিলেন।

" يُوَاطِئُ " শব্দের অর্থ "একই হইবে" করা মৌলানা সাহেবের মস্ত বড় ভুল, আরবী ভাষা মৌলানা সাহেবের এই অর্থ সমর্থন করে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় মৌলানা সাহেব এই ভুল ইচ্ছা করিয়া জনসাধারণকে ধোকা দিবার জন্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয়তঃ, এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যেও 'আছেম' বর্ত্তমান আছেন। ১নং হাদীসের আলোচনায় আছেম সম্বন্ধে কতকটা বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। তদনুসারে এই হাদীসটিও জয়ীফ।

৩নং হাদীস

عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَنَظَرَ اِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ قَالَ

إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمّٰى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ وَيُشْبِهُهُ فِي الْخُلُقِ وَلَا يُشْبِهُهُ فِي الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا ۔ (رواه ابو داؤد)

"আবু ইসহাক বলিয়াছেন, হযরত আলী (রাঃ) আপন পুত্র হাসানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'আমার এই পুত্র সৈয়দ, যেহেতু রসুলে করীম (সাঃ) তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। অচিরে তাঁহার বংশ হইতে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইবেন, তোমাদের নবীর নামে তাঁহার নাম হইবে, সে ব্যক্তি চরিত্রে তাঁহার তুল্য হইবেন, আকৃতিতে তাঁহার তুল্য হইবেন না। তৎপর তিনি বলিলেন, সে ব্যক্তি ন্যায়-বিচারে পৃথিবীকে পূর্ণ করিবেন।" *(আবু দাউদ)*

প্রথমতঃ, এই হাদীসের মধ্যে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কোন কথা-ই নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ১নং ও ২নং হাদীসের মত এই হাদীসটিও ছহী কি-না এ সম্বন্ধে হাদীসের ইমামগণ সন্দেহ করিয়াছেন, কারণ এই হাদীসের একজন রাবী 'উমর ইব্নে আবিকায়স্'।

قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ فِيْ حَدِيْثِهٖ خَطَأٌ وَقَالَ الذَّهْبِيُّ صَدُوْقٌ لَهٗ اَوْهَامٌ وَفِيْ اِسْنَادِهٖ اَبُوْ اِسْحٰقَ السَّبِيْعِيُّ كَانَ شِيْعِيًّا وَرِوَايَتُهٗ عَنْ عَلِيٍّ مُنْقَطِعَةٌ وَكَانَ يَخْتَلِطُ فِيْ اٰخِرِ عُمُرِهٖ ۔

(مقدمہ ابن خلدون)

"আবু দাউদ বলিয়াছেন, 'উমর ইব্নে আবুকায়েসে'র হাদীসে ভুল আছে। 'জাহবী' বলিয়াছেন, তিনি সত্যবাদী হইলেও তাঁহার কতকগুলি অলীক ধারণা আছে। এই হাদীসের আর একজন 'রাবী "আবু-ইসহাক-নসফী"। তিনি শীয়া সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি তাঁহার বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে হযরত 'আলী'র সঙ্গে মিলাইতে পারেন নাই ; আর শেষ বয়সে তিনি তাঁহার হাদীসের বর্ণনায় গোলমাল করিয়া ফেলিতেন।"

(মুকদ্দমায় ইব্নে খুলদুন ও হুজাজুল কেরামা)।

অতএব এই হাদীসের উপর নির্ভর করিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার উপায় নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে-সমস্ত হাদীসে ইমাম মাহদী বা প্রতিশ্রুত মসিহর কোন কথাই নাই, অথচ সেই হাদীসগুলি ছহী কি-না এসম্বন্ধে সন্দেহ আছে, যে-সমস্ত হাদীসের উপর নিশ্চিত হইয়া কিছু বলিবার উপায় নাই, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই রকম হাদীসগুলি প্রতিশ্রুত মসিহ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী খণ্ডন করিবার জন্য পেশ করিয়াছেন। এরূপ করার মত ধৃষ্টতা আর কি হইতে পারে?

সত্যই কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন—

اَلْغَرِيْق يتشبث بالحشيش -

"ডুবিবার সময় লোকে তৃণখণ্ডকেও আঁকড়াইয়া ধরে"।

৪নং হাদীস

عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِيْ مِنْ اَوْلَادِ فَاطِمَةَ (رواه ابوداؤد)

"হযরত উম্মে ছালমা বলিয়াছেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, মাহদী আমার বংশধর হইতে ফাতেমার আওলাদ হইতে হইবেন।" *(আবুদাউদ)*

প্রথমতঃ, এই হাদীস ছহী হওয়া সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে।

ابوجعفر عقيلی تضعيف وی کرده است و در سندش علی ابن نفيل است عقيلی گفته لَا يُتَابِعُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْرَفُ الا به -

"আবুজাফর উকায়লী বলিয়াছেন, এই হাদীস জয়ীফ এবং এই হাদীসের সনদে আলী ইব্নে নুফায়েল বিদ্যমান আছেন। আলী ইব্নে নুফায়েলের বর্ণনার অনুসরণ করা যায় না, আর আলী ইব্নে নুফায়েল ব্যতিরেকে এই হাদীস আর কেহই বর্ণনা করেন নাই।" *(হুজাজুল কেরামা, ৩৫৩ পৃঃ)*

ইহাতে বুঝা যায় যে, এই হাদীসের উপর নিশ্চিতভাবে ভরসা করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীসকে যদি ছহী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও শুধু এই কথাই প্রমাণ হয় যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে কোন মাহদী ফাতেমার বংশধর হইতেও হইবেন ; এই উম্মতের সমস্ত মাহদীই ফাতেমার বংশধর হইতে হইবেন এই হাদীস হইতে ইহা প্রমাণ হয় না ; আর ইহাও প্রমাণ হয় না যে, যে-মাহদীকে আঁ-হযরত (সাঃ) মসিহ বা ইসা বলিয়াছেন, সেই মাহদীও ফাতেমী বংশধর হইবেন।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হাদীসে একাধিক মাহদীর কথা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব একজন মাহদীর হাদীসকে আর একজনের বিরুদ্ধে কেন পেশ করেন, তাহা বুঝা দুষ্কর। কাদিয়ানের মহাপুরুষ প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী হইবার দাবী করিয়াছেন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ইতিহাস হইতে যে-সমস্ত দাবীকারকের বড় বড় লম্বা গলায় প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ফাতেমী বংশীয় ছিলেন, হয় ত তাঁহাদের কাহারও দ্বারা এই হাদীস পূর্ণ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, এই হাদীস যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা দ্বারাও কাদিয়ানে আবির্ভূত মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা প্রতিপন্ন হয়, যেহেতু তিনিও মাতৃকূলের দিক দিয়া ফাতেমী বংশীয় ছিলেন।

৫নং হাদীস

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ نِ الْخُدْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَلْمَھْدِیُّ مِنِّیْ اَجْلَی الْجَبْھَۃِ اَقْنَی الْاَنْفِ یَمْلَاُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا یَمْلِکُ سَبْعَ سِنِیْنَ ۔

(رواہ ابوداؤد)

"আবু ছাইদ খুদরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, মাহদী আমার প্রিয় ব্যক্তি হইবেন ; তাঁহার ললাট উচ্চ ও প্রশস্ত এবং নাসিকা উচ্চ হইবে। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়-বিচারে পূর্ণ করিয়া দিবেন, যেমন ইহা জুলুম ও অত্যাচারে পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সাত বৎসর আধিপত্য করিবেন।"

প্রথমতঃ, এই হাদীসেও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব জানিয়া শুনিয়াই হউক, আর অজ্ঞতা বশতঃই হউক, মস্ত বড় ভুল করিয়াছেন।

"مِنِّیْ মিন্নী" শব্দের অর্থ মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব করিয়াছেন— "আমার বংশধর"। সকল মাহদীকেই সৈয়দ প্রমাণ করিতে হইবে এই অন্ধ প্রয়াস মৌলানা সাহেবের জ্ঞান-চক্ষুকে একেবারে অন্ধ করিয়া দিয়াছে।

'মিন্নী' শব্দের অর্থ মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব জানেন না, ইহা মনে করিতেও আমার লজ্জা বোধ হয়। "মিন্নী" শব্দের অর্থ যদি মৌলানা সাহেব বংশধর করিতে চান তাহা হইলে নিম্নলিখিত হাদীসগুলিতে তিনি "মিন্নী" শব্দের কি অর্থ করিবেন?

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَ اَنَا مِنْهُ۔

"এমরান ইব্‌নে হুসাইন হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আলী আমার এবং আমি আলীর"? *(মিশকাত, ৫৬৪ পৃঃ)*

عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعَبَّاسُ مِنِّي وَ اَنَا مِنْهُ۔ (رواه الترمذى)

"হযরত আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আব্বাস আমার এবং আমি আব্বাসের"। তেরমিজি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(মিশকাত, ৫৭০ পৃঃ)

আরও শুনুন—

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْشِرُوْا وَاَبْشِرُوْا اِنَّمَا مَثَلُ اُمَّتِيْ مَثَلُ الْغَيْثِ لَا يُدْرٰى اٰخِرُهٗ خَيْرٌ اَمْ اَوَّلُهٗ اَوْ كَحَدِيْقَةٍ اُطْعِمَ مِنْهَا فَوْجٌ عَامًا ثُمَّ اُطْعِمَ مِنْهَا فَوْجٌ عَامًا لَعَلَّ اٰخِرَهَا فَوْجًا اَنْ يَكُوْنَ اَعْرَضَهَا عَرْضًا وَاَعْمَقَهَا عُمْقًا وَ اَحْسَنَهَا حُسْنًا كَيْفَ تَهْلِكُ اُمَّةٌ اَنَا اَوَّلُهَا وَالْمَهْدِيُّ وَسْطُهَا وَالْمَسِيْحُ اٰخِرُهَا لٰكِنَّ بَيْنَ ذٰلِكَ فَيْجٌ اَعْوَجُ لَيْسُوْا مِنِّي وَلَا اَنَا مِنْهُمْ۔

(مشكوٰة ٥٨٣)

"হযরত জাফর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আনন্দিত হও, আনন্দিত হও, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত সেই মেঘের মত যাহার প্রথম দিক ভাল, কি শেষের দিকটা ভাল, তাহা বলা যায় না ; কিংবা সেই বাগানের মত যে বাগান হইতে একদল লোককে এক বৎসর খাইতে দেওয়া হইয়াছে এবং

আর একদল লোককে আর এক বৎসর খাইতে দেওয়া হইয়াছে। হইতে পারে, এই উম্মতের শেষের দিকটা অধিকতর বিস্তৃত, অধিকতর গভীর এবং অধিকতর উৎকৃষ্ট হইবে। কেমন করিয়া সেই উম্মত ধ্বংস হইতে পারে, যাহার প্রথম দিক দিয়া আমি এবং মধ্যভাগে মাহদী, আর শেষের দিক্ দিয়া মসিহ্ হইবেন। কিন্তু ইহার **মধ্যবর্ত্তী সময়ে বক্রগামী দল হইবে ; তাহারা আমা হইতে নয় এবং আমি তাহাদের হইতে নহি ; অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।**" *(মিশকাত)*

এই হাদীসেও 'মিন্নী' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন মৌলানা সাহেব বলিতে পারেন কি যে, মধ্য যুগের বক্রগামী দল ব্যতিরেকে বাকী সমস্ত নেক্ মুসলমানগণ হযরত রসুলে করীম (সাঃ)–এর বংশধর? যদি তা না হয় তাহা হইলে 'মিন্নী' শব্দের অর্থ মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব 'বংশধর' করিলেন কি অজ্ঞতা বশতঃ, না জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার মানসে?

আর যদি 'মিন্নী' শব্দ দ্বারা আধ্যাত্মিক বংশধর মনে করা হয়, তাহা হইলে মধ্য যুগের বক্রগামী দল ছাড়া বাকী সকল নেক মুসলমানই রসুল করীম (সাঃ)–এর বংশধর ; এই হিসাবে কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী (আঃ)–ও আঁ–হযরত (সাঃ)–এর বংশধর বলিয়া কথিত হইতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত এই হাদীস দ্বারা একাধিক মাহদীর কথাও প্রমাণ হয়, আর এই কথাও প্রমাণ হয় যে, শেষ যুগের মসিহ মাওউদ (আঃ)ও এই উম্মতে মোহাম্মদীয়া হইতেই হইবেন ; কারণ, শেষ যুগে এই উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে–মসিহের কথা এই হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে, **তাঁহার আসমান হইতে নামিয়া আসার কোন কথাই নাই, আর তাঁহার সঙ্গে অন্য কোন মাহদীর কথাও নাই ;** তাহাতে মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর জমানাতে যে আর কোন পৃথক মাহদী হইবেন না, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই ৫নং হাদীসে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব "يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ" কথার অর্থ "পৃথিবীর অধিপতি হইবেন" করিয়াছেন। এখানে পৃথিবী বুঝায় এমন কোন শব্দ নাই। মৌলানা সাহেব 'পৃথিবী' শব্দ অতিরিক্ত করিয়া হাদীসের মধ্যে 'তহরীফ', অর্থাৎ অন্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আর এই সাত বৎসরের কথাও রাবীর ভুল বলিয়া অনুমিত হয় ; কারণ, এই সাত বৎসরের কথায় মুহাদ্দেসগণ একমত হইতে পারেন নাই।

"كَمَا لَا يَخْفٰى عَلَى النَّاظِرِ"

তৃতীয়তঃ, এই ৫নং হাদীসে প্রশস্ত ললাট, উচ্চ নাসিকা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা প্রতিশ্রুত মাহদীর যে হুলিয়া বা আকৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাও কাদিয়ানে আবির্ভূত মাহদী (আঃ)–এর সত্যতাই প্রমাণিত হয়। কারণ, কাদিয়ানে আবির্ভূত মাহদী (আঃ)–এর আকৃতি বা হুলিয়া হাদীসে বর্ণিত এই আকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ।

আর "পৃথিবী হইতে জুলুম ও অত্যাচার দূর করিয়া ইহাকে ন্যায়-বিচারে পূর্ণ করিয়া দিবেন"—এই কথার অর্থ বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জগতের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ— হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) অপেক্ষা অধিক আর কেহ দুনিয়াকে জুলুম ও অত্যাচারের পরিবর্ত্তে ন্যায়-বিচারে পূর্ণ করিতে পারে বলিয়া কোন মুসলমান বিশ্বাস করিতে পারে না। হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) যে শিক্ষা প্রচার করিয়া পৃথিবীকে জুলুম ও অত্যাচারের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষা পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারাই মসীহে মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) দুনিয়াকে আবার ন্যায়-বিচারে পূর্ণ করিয়া দিবেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জড়বাদিতা বিশ্বমানবতার উপর যে প্রকার জুলুম ও অত্যাচার করিয়াছে, কাদিয়ানে আবির্ভূত মহাপুরুষের আবির্ভাব এই বিশ্বগ্রাসী জড়বাদীদের চাকচিক্যময় শীষ-মহলে এক মহা ভূমিকম্প উত্থাপন করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে দুনিয়া দেখিতে পাইবে, পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যময় শীষ-মহলের পরিবর্ত্তে ইসলামী বিশ্বমানবতার সাদা মিনার হইতে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রেমের বাণী নিনাদিত হইতেছে। কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এই মহা পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়া গিয়াছেন ; ফলে জড়বাদিতার কেন্দ্রস্থল লণ্ডন ও চিকাগো ইত্যাদি মহানগরীগুলি হইতেও বিশ্ব-মানবতার মিলনের বাণী প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

জগতের উত্থান-পতন ও আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের প্রতি যাহাদের লক্ষ্য আছে, যাহাদের মস্তিষ্ক দুনিয়ার ভূত-ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, তাহারা জগতের বর্ত্তমান সভ্যতার আশু পরিবর্ত্তনের লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইতেছে।

কিন্তু হায়রে আখেরী জমানার মৌলবীগণ! তাহারা যে এখনও বিশ্বাস করে, দুনিয়া গোল নহে, চেপ্টা এবং আস্‌মানগুলি ধাতু নির্মিত! তাহাদিগকে বুঝাইব কেমন করিয়া!

৬নং হাদীস

"وَفِيْ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ خَالٌ اَسْوَدُ"

"আর তাঁহার দক্ষিণ গণ্ডদেশে কাল তিলক হইবে।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তরজমা করিয়াছেন, "মাহদীর ডাইন চেহারাতে কাল তিলক হইবে।"

এই হাদীসে মাহদীর কোন নাম-গন্ধও নাই। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদীসের মধ্যে মতলব মত শব্দ ঢুকাইয়া দিয়া তহ্‌রীফ বা অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে পরওয়া করেন না, এই জন্যই মৌলানা সাহেব এই হাদীসের আগা-গোড়া কিছুই উল্লেখ করেন নাই, এবং 'কাঞ্জোল-ওম্মাল' কিতাবের ১৯৫৬ পৃষ্ঠার উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠক শুনিয়া আশ্চার্য্য হইবেন যে, 'কাঞ্জোল-ওম্মালের' কোন খণ্ডেই ১৯৫৬

পৃষ্ঠা নাই ; ১৯৫৬ নং হাদীসকে ১৯৫৬ পৃষ্ঠা বর্ণনা করা কি ধোঁকা দেবার জন্য, না ভুল বশতঃ, তাহা পাঠকের বিচারের উপর ন্যস্ত করিলাম। কিন্তু 'কাঞ্জোল-ওম্মাল' কিতাবের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এইরকম দশ বারটি করিয়া হাদীস সন্নিবেশিত আছে। এরূপ ক্ষেত্রে হাদীসের নম্বরকে কিতাবের পৃষ্ঠা বলিয়া কেমন করিয়া ভুল করা যাইতে পারে, তাহা বুদ্ধির অগম্য। যাহা হউক, এখানে পূর্ণ হাদীসটি প্রদত্ত হইল। তাহা পাঠ করিলে পাঠকের বুঝা সহজ হইবে যে, কি উদ্দেশ্যে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কিতাবের 'হাওয়ালা' (Reference) দিতে গোলমালের সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

سَتَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الرُّوْمِ اَرْبَعُ هُدَنٍ يَوْمُ الرَّابِعُ
عَلٰى يَدِ رَجُلٍ مِنْ اٰلِ هِرَقْلَ يَدُوْمُ سَبْعَ سُنِيْنَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ
اللّٰهِ مَنْ اَمَامُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ قَالَ مِنْ وُلْدِىْ ابْنُ اَرْبَعِيْنَ
سَنَةً كَاَنَّ وَجْهَهُ كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ فِىْ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ خَالٌ اَسْوَدُ
عَلَيْهِ عِبَايَتَانِ قُطْوَانِيَّتَانِ كَاَنَّهُ مِنْ رِجَالِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ
يَمْلِكُ عَشَرَ سِنِيْنَ سَيُخْرِجُ الْكُنُوْزَ وَ يَفْتَحُ مَدَائِنَ
الشِّرْكِ -

"তোমাদের মধ্যে এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে চারিবার সন্ধি হইবে, চতুর্থ বার হারোনের বংশধর একজন লোকের হাতে সন্ধি হইবে। তখন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, হে আল্লাহ্‌র রসুল ! সেই সময় লোকের ইমাম কে হইবেন? আঁ-হযরত বলিলেন, আমার বংশধরদের মধ্যে একজন ৪০ বৎসর বয়স্ক লোক, তাঁহার চেহারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ও তাঁহার দক্ষিণ গণ্ডদেশে কাল তিলক হইবে। তিনি 'কোতওয়ানী' জাতীয় কাপড়ের দুইটি 'আবা' পরিহিত থাকিবেন ; তিনি যেন বনী-ইস্রায়ীলের লোক এরূপ বোধ হইবে, দশ বৎসর আধিপত্য করিবেন, এবং ধন-ভাণ্ডার বাহির করিবেন, ও শির্‌কের নগরগুলি জয় করিবেন।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন যে, এই হাদীসের মধ্যে ইমাম মাহদীর কোন নাম-গন্ধও নাই। হাদীসের আগা-গোড়া কিছুই উল্লেখ না করিয়া, প্রতারণা-মূলক Reference দিয়া মধ্য হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহাকে ইমাম মাহদীর উপর আরোপ করার মধ্যে কি সাধু উদ্দেশ্য থাকিতে পারে তাহা পাঠক বিবেচনা করুন। আমাদের জিজ্ঞাস্য শুধু এই যে, **এই হাদীসের মধ্যে তিনি ইমাম মাহদীর কথা কোথায় পাইলেন** এবং কেন তিনি

রসুলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসের মধ্যে 'তহ্‌রীফ বা অন্যায় হস্তক্ষেপ করিলেন? এইরকম লোকের জন্য হযরত রসুলে করীম (সাঃ) কি বলিয়াছেন তাহা কি মৌলানা সাহেবের জানা নাই?

৭নং হাদীস

বোরহান কিতাবে আছে—

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ الْمَهْدِيَّ فَذَكَرَ ثِقْلاً فِيْ لِسَانِهٖ -

"নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মাহদীর লক্ষণ বর্ণনা করিতে বলিয়াছেন যে, তিনি 'তোত্‌লা' হইবেন।"

এই হাদীস উল্লেখ করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই এখনও জীবিত আছেন ; তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে মৌলানা সাহেব অক্লেশে জানিতে পারিতেন যে, এই লক্ষণটি তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল ; অর্থাৎ তিনি কথা বলিবার সময় অনেক সময় তোত্‌লামি প্রকাশ পাইত।

বস্তুতঃ, কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর এই লক্ষণটি আহমদীয়া গ্রন্থাদিতে প্রকাশও করা হইয়াছে। আশা করি, সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য পাঠকগণ এবিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব অজ্ঞতা বশতঃ এই হাদীসটি তাঁহার বিরুদ্ধে পেশ করিয়াছেন।

৮নং হাদীস

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَاءً يُصِيْبُ هٰذِهِ الْاُمَّةَ حَتّٰى لَا يَجِدُ الرَّجُلُ مَلْجَاً اِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِيْ وَاَهْلِ بَيْتِيْ فَيَمْلَاُ بِهِ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا

يَرْضٰى بِهٖ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْاَرْضِ لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْئًا اِلَّا صَبَّتْهُ مِدْرَارًا وَلَا تَدَعُ الْاَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئًا اِلَّا اَخْرَجَتْهُ حَتّٰى يَتَمَنَّى الْاَحْيَاءُ الْاَمْوَاتَ يَعِيْشُ فِيْ ذٰلِكَ سَبْعَ سِنِيْنَ اَوْ ثَمَانَ سِنِيْنَ اَوْ تِسْعَ سِنِيْنَ -

আবুছাইদ খুদরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন এক বিপদের কথা, যাহা এই উম্মতের উপর পতিত হইবে ; এমন কি তখন লোক অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন আশ্রয় খুঁজিয়া পাইবে না। 'তৎপর আল্লাহ্তালা আমার বংশ হইতে এক ব্যক্তিকে উৎপন্ন করিবেন, তিনি পৃথিবীকে ন্যায়-বিচারে পূর্ণ করিবেন, যেমন ইহা জুলুম ও অত্যাচারে পূর্ণ হইয়াছিল'। আস্মানের অধিবাসীগণ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট থাকিবেন। আসমান উহার বৃষ্টিসমূহের কিছুই বাকী রাখিবে না, বরং উহা মূষলধারে বর্ষণ করিবে, জমি উহার উদ্ভিদরাজি কিছুই বাকী রাখিবে না বরং সমস্তই উৎপাদন করিবে ; এমন কি জীবিতরা মৃতদের (জীবিত থাকার) কামনা করিবে। তিনি এই অবস্থায় সাত, কি আট, কি নয় বৎসর জীবিত থাকিবেন।" *(মিশকাত)*

প্রথমতঃ, এই হাদীসে ইমাম মাহদীর কোন কথা নাই। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কি মনে করেন যে, হযরতের বংশধরদের মধ্যে একমাত্র ইমাম মাহদী ছাড়া আর কেহই জুলুম ও অত্যাচারে পূর্ণ দুনিয়াতে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবেন না? কিংবা একমাত্র ইমাম মাহদী ছাড়া হযরতের উম্মতের মধ্যে আর কোন সাধু মহাপুরুষের উদ্ভব হইবে না? তাহা হইলে হযরতের উম্মতের মত এইরূপ হতভাগা উম্মত আর কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ!

দ্বিতীয়তঃ, মুহাদ্দিস ইমাম জাহবী এই হাদীসটি সন্দিগ্ধ বলিয়াছেন :—

قَالَ الذهبى اَسْنَادُهٗ مُظْلِمٌ

"জাহবী বলিয়াছেন, এই হাদীসের সনদ অন্ধকারপূর্ণ" *(ইবনে খুলদুন)*

এই হাদীস ছহীই হউক, আর জয়ীফই হউক, ইহাতে ইমাম মাহদীর কোন কথা নাই। এই হাদীসটি কেন এক্ষেত্রে পেশ করা হইল?

৯নং হাদীস

عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُوْنُ

اِخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَاتِيْهِ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُوْنَهٗ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُوْنَهٗ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ اِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَاِذَا رَاَى النَّاسُ ذٰلِكَ اَتَاهُ اَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُوْنَهٗ ـ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ اَخْوَالُهٗ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ اِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ وَذَالِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَيَعْمَلُ فِى النَّاسِ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقِى الْاِسْلَامُ بِجِرَانِهٖ فِى الْاَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يَتَوَفّٰى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ ـ

(رواه ابوداؤد)

"হযরত উম্মে ছালমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, একজন খলিফার মৃত্যুর সময় মতভেদ উপস্থিত হইবে, এমন সময় মদীনাবাসী এক ব্যক্তি মক্কার দিকে পলায়ন করিয়া যাইবেন। ইহাতে মক্কাবাসী কতকগুলি লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া আনিবেন ; কিন্তু তিনি ইহাতে নারাজ থাকিবেন। তখন তাঁহারা 'রুকন' ও মকামে-ইব্রাহীমের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তাঁহার বয়েত গ্রহণ করিবেন। তৎপর তাঁহার বিরুদ্ধে শাম (Syria) দেশ হতে একদল সেনা প্রেরিত হইবে, তাঁহারা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ধ্বসিয়া যাইবে। যখন লোকে ইহা দেখিতে পাইবে, তখন শাম (Syria) দেশের অলিউল্লাগণ এবং ইরাক দেশের কতিপয় দল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার বয়েত গ্রহণ করিবেন। তৎপর কোরেশ বংশীয় একটি লোক উত্থিত হইবে। তাহার মাতুলগণ কলব বংশীয় হইবে। অতঃপর তাহারা উহাদের উপর জয়লাভ করিবে। ইহাই কলবের সৈন্য প্রেরণ। তিনি (মদীনা হইতে মক্কায় পলায়নকারী ব্যক্তি) রসুলের সুন্নত অনুসারে কার্য করিবেন। ইসলাম নিজের গ্রীবা-দেশকে জমির উপর স্থাপন করিবে। তিনি সাত বৎসর জীবন অতিবাহিত করিবেন, তৎপর তাঁহার মৃত্যু হইবে। মুসলমানগণ তাঁহার জানাজার নমাজ পড়াইবেন।"

প্রথমতঃ (ক) **এই হাদীসে ইমাম মাহদী সম্বন্ধে কোন কথাই নাই।** এই হাদীসকে ইমাম মাহদী সম্বন্ধে পেশ করা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই হাদীসে কোন একজন খলিফার মৃত্যুর সময় মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইবে, মাত্র এই কথাই আছে। এইরূপ মতভেদ বহু খলিফার মৃত্যুর সময় নূতন খলিফা নির্বাচন উপলক্ষ্যে হইয়াছে। এই খলিফা নির্বাচনের বেলায় যে ইমাম মাহদী (আঃ) বাহির হইবেন তাহা আঁ-হযরত (সাঃ) বলেন নাই।

(খ) এই হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে যে, এই ঘটনার সময় ইসলাম নিজ গ্রীবা-দেশ জমির উপর স্থাপিত করিবে, অর্থাৎ পৃথিবীতে ইসলাম প্রবল পরাক্রান্ত হইবে। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই ঘটনা হযরত ইমাম মাহদীর সময়ের নহে। কারণ হযরত ইমাম মাহদী আসিবার কথা তখনই, যখন দাজ্জালের উৎপাতে মুসলমানদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইবে।

(গ) এই হাদীস সম্বন্ধে আল্লামা ইব্নে খুলদুনের অভিমত এই যে,—

فَتَبَيَّنَ بِذٰلِكَ الْمُبْهَمُ فِي الْإِسْنَادِ -

"এই হাদীসের সনদ অস্পষ্ট।"

তিনি আরও বলেন—

وَيُقَالُ مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ خَلِيْلٍ وَقَتَادَةُ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَالْمُدَلِّسُ لَا يُقْبَلُ مِنْ حَدِيْثِهٖ اِلَّا مَا صَرَّحَ بِهٖ بِالسَّمَاعِ مَعَ اَنَّ الْحَدِيْثَ لَيْسَ فِيْهِ تَصْرِيْحٌ بِذِكْرِ الْمَهْدِيِّ -

(ابن خلدون)

"এই রেওয়ায়েত 'কাতাদা' হইতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে ; আর 'কাতাবা' আবু খলিল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা 'মুদাল্লিছ' ছিলেন অর্থাৎ তিনি নিজে কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছেন তাঁহার উল্লেখ না করিয়া এমনভাবে উপরের লোকের নাম বর্ণনা করিতেন যেন তিনি নিজেই শুনিয়াছেন। মুদাল্লিছের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হয় না— যদি না তিনি নিজে কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন। **এতদ্ব্যতীত এই হাদীসে মাহদীর কোন উল্লেখ নাই।**"

(ঘ) মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই হাদীসের তরজমায় কয়েক জায়গাতে **'ইমাম মাহদী' শব্দ নিজ তরফ হইতে ঢুকাইয়া দিয়াছেন,** ইহার ফলে আরবী না জানা লোকদের জন্য ধোঁকার সৃষ্টি হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে, অথচ কেন যে তিনি এইরূপ করিলেন

তাহা তিনিই জানে। কোন আরবী জানা লোক যদি মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে যে, এই হাদীসে ত "ইমাম মাহদী" শব্দ নাই, আপনি ইমাম মাহদী শব্দটি কোথায় পাইলেন? তখন তিনি কি জওয়াব দিবেন?

আর এক জায়গায় তরজমা করিতে ত মৌলানা সাহেব তাঁহার বিদ্যার হাঁড়ী হাটের মাঝখানে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি عَصَائِبُ اَهْلِ الْعِرَاقِ এই কথার তরজমা করিয়াছেন— "ইরাকবাসী আছায়েব নামক অলিউল্লাহ্‌গণ।"

আছায়েব শব্দের অর্থও বঙ্গ-বিখ্যাত আলেম ও লিখক মৌলানা মোহাম্মদ রুহুল আমীন সাহেব জানেন না, এই কথা চিন্তা করিতেও আমরা লজ্জাবোধ করি। দুঃখের বিষয়, তাঁহার 'কাদিয়ানি রদ' পাঠ করিয়া অন্যরূপ ধারণা করা সম্ভব নহে।

আরবী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছেলেরাও জানে যে, عصائب শব্দটি عَصَابَةٌ বা عُصْبَةٌ এর বহুবচন। عُصْبَةٌ শব্দের অর্থ—"কতিপয় লোকের সমষ্টি"। কোরান শরীফে আছে, হযরত ইয়োছোফ (আঃ)-এর ভাইগণ বলিয়াছিলেন, نَحْنُ عُصْبَةٌ "আর আমরা একটা দল"।

নেহায়া নামক অভিধানে আছে—

اَلْعَصَائِبُ جَمْعُ عِصَابَةٍ وَهُوَ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْعَشْرِ اِلَى الْاَرْبَعِيْنَ -

অর্থাৎ " 'আছায়েব' 'এছাবা' শব্দের বহুবচন, যাহা দশ জন হইতে চল্লিশ জনের সমষ্টিকে বুঝায়।"

আমাদের অনুরোধ এই যে, মৌলানা সাহেব হাদীসের কিতাবগুলি ঘাটাঘাটি করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ হাদীসে উল্লিখিত শব্দগুলির সঠিক অর্থ জানিয়া লইবার চেষ্টা যেন করেন।

ঙ) এই হাদীস যদি ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়া থাকে, আর হাদীসের সবগুলি কথাকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বর্ণনা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-কে সেই জমানার সব লোকেই গ্রহণ করিবেন বলিয়া মৌলানা সাহেবগণ যাহা প্রচার করিয়া থাকেন তাহা মিথ্যা। কারণ এই হাদীসে দেখা যায়, একদল শাম (Syria) দেশীয় লোক ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে।

দ্বিতীয়ঃ, ইস্‌লামের ইতিহাস ও হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেমগণ অবগত আছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে জুবেরের ঘটনায় এই হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

ছহী মুস্‌লিমের নিম্নলিখিত হাদীসটি পাঠ করিলে পাঠক উল্লিখিত হাদীসের প্রকৃত মর্ম্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাইবেন।

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ دَخَلَ الْحَارِثُ ابْنُ اَبِيْ رَبِيْعَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ صَفْوَانَ وَاَنَا مَعَهُمَا عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَسَئَلَهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِيْ يُخْسَفُ بِهٖ وَكَانَ ذٰلِكَ فِيْ اَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيُبْعَثُ اِلَيْهِ بَعْثٌ فَاِذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ مِنَ الْاَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ۔ (مسلم كتاب الفتن)

"মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে উবাইদিল্লাহ্ ইব্নে কেব্তিয়া বলিলেন যে, ইব্নে জুবেরের জমানাতে হারেছ ইব্নে আবু রাবিয়া ও আবদুল্লাহ্ ইব্নে ছাফ্ওয়ান আমাকে সঙ্গে লইয়া উম্মুল মোমেনিন উম্মে ছালমার (রাঃ) নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেই সৈন্য দল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন যাহাদের ধ্বসিয়া যাইবার কথা আছে। তখন তিনি বলিলেন, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, একজন আশ্রয়-প্রার্থী বয়তুল্লাতে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য প্রেরিত হইবে; সেই সৈন্য দল বৃক্ষ-লতা শূন্য মাঠে উপস্থিত হইলে ধ্বসিয়া যাইবে।

এই রেওয়ায়েত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইব্নে জুবেরের সময়কার ঘটনাবলী দেখিয়া হযরতের সাহাবীগণও অনুমান করিয়াছিলেন যে, সৈন্যদল ধ্বসিয়া যাওয়া সংক্রান্ত হাদীস পূর্ণ হইয়াছে।

ইতিহাস

হযরত মাবিয়ার মৃত্যুর পর খেলাফত নিয়া মতভেদ উপস্থিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে জুবের মদীনা হইতে পলায়ন করিয়া মক্কাতে আশ্রয় গ্হণ করেন, এবং হেজাজবাসীগণ আবদুল্লাহ ইব্নে জুবেরকে খলিফা মানিয়া লইয়া বয়াত করেন। তাহার বিরুদ্ধে শাম (Syria) দেশের দেমাস্ক হইতে এজিদ কর্তৃক সৈন্য প্রেরিত হয়। পথি-মধ্যেই সেনাপতির মৃত্যু হয় এবং অতঃপর মক্কা অবরোধ কালে এজিদের মৃত্যু হয়। এজিদের মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইয়া ঐ সৈন্য দল ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়। অতঃপর এরাক দেশ ও শাম দেশ হইতে প্রতিনিধি দল আসিয়া হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে জুবেরের বয়াত গ্রহণ করেন। প্রকাশ থাকে যে, এজিদের মাতুলগণ কলব-বংশীয় ছিল।

তারপর আবদুল মালেক ইব্নে মারোওয়ান হাজ্জাজ ইব্নে ইয়োছফের অধিনায়কতায় সৈন্য প্রেরণ করিয়া আবদুল্লাহ্ ইব্নে জুবেরের উপর জয়লাভ করেন এবং তাঁহাকে নিহত করেন। *(তারিখুল-উম্মত ও তারিখুল-খুলাফা নামক ইতিহাস দ্রষ্টব্য)*

এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপরোক্ত হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে জুবেরের ঘটনাবলী দ্বারা যে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে তাহাই পরিষ্কার বুঝা যায়।

১০ নং হাদীস

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّوْدَ جَائَتْ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَأْتُوْهَا فَاِنَّ فِيْهَا خَلِيْفَةَ اللّٰهِ الْمَهْدِيَّ - (رواه احمد والبيهقى)

"ছৌবান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, যখন তোমরা কাল পতাকাগুলি খোরাসানের দিক হইতে আসিতেছে দেখিতে পাইবে, তখন তোমরা তৎসমুদয়ের নিকট উপস্থিত হইও, যেহেতু উহাদের মধ্যে আল্লাহ্র খলিফা মাহদী থাকিবেন।" আহমদ ও বয়হকী এই হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, এই হাদীস যদি ছহী হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, মাহদী মদীনা হইতে আসিয়া মক্কাতে জাহের হইবেন বলিয়া যে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এক বয়ান দিয়া আসিয়াছেন, তাহা ভুল। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ৯নং হাদীসে মাহদী মক্কা হইতে জাহির হইবার কথা বর্ণনা করিয়া ১০নং হাদীসে মাহদী খোরাসানের দিক হইতে আসিবেন কেমন করিয়া বলিলেন? এই হাদীস লিখিবার সময় কি তাঁহার মোটেই স্মরণ ছিল না যে, মক্কা হইতে মাহদী জাহির হইবার এক বয়ান তিনি একটু পূর্বেই দিয়া আসিয়াছেন?

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীস দ্বারা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতাই প্রমাণিত হয়। তাঁহার উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষ মির্জা হাদীবেগ স্বীয় অনুচরগণ সহ ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে খোরাসানের দিক হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহাদের বাসস্থানই অতঃপর কাদিয়ান নামে অভিহিত হইয়াছে এবং এই গ্রামেই হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পতাকা কি বর্ণের ছিল তাহা সঠিক বলিবার উপায় নাই, কিন্তু ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে বহু অনুচরও আসিয়াছিল এবং

দুঃখ-কষ্ট মাথায় করিয়াই তাঁহারা নিজ রাজ্য হইতে এই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণের পতাকা থাকা আদৌ অসম্ভব নহে। কালপতাকা দ্বারা পরাজিত ও বিপন্ন হওয়ার লক্ষণও বুঝা যাইতে পারে। মির্জা হাদীবেগও এই অবস্থায় ভারতে আগমন করেন। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, "তোমরা ঐ পতাকার নিকট যাইবে এবং উহার মধ্যে আল্লাহ্‌র খলিফা মাহদীকে পাইবে।" আজ আমরা স্ব-চক্ষে দেখিতেছি যাহারা ঐ পতাকার নিকট গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাই আল্লাহ্‌র খলিফা মাহদীকে পাইবার সৌভাগ্য অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছেন। আজ কাদিয়ানই যে প্রকৃত ইসলামের জ্ঞান আহরণ ও বিকীরণের এক প্রবল প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

১১নং হাদীস

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ اُمَّتِيْ خَلِيْفَةٌ يَحْثِيْ الْمَالَ حَثْيًا لَا يَعُدُّهُ ـ

(رواه مسلم)

হযরত জাবের রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের শেষ ভাগে একজন খলিফা হইবেন, তিনি গণ্ডুষ ভরিয়া অর্থ দিবেন, গণনা করিবেন না।"

এই হাদীসেও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কোন কথা নাই। আর যদি এই হাদীসে উক্ত খলিফাকে ইমাম মাহদীই মনে করিয়া লওয়া হয়, তবুও এই হাদীস কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে যায় না বরং তাহার সত্যতাই প্রতিপন্ন করে। যাহারা তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছেন তাহারা জানেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যখন, দান-খয়রাত বা নিজের কাজের জন্যও কাহাকে কিছু দিতেন, হাতের মধ্যে যাহা আসিত তাহাই দিয়া দিতেন, গণ্ডুষ ভরিয়া দিতেন, গণনা করিতেন না, গণনা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না।

১২নং হাদীস

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قِصَّةِ الْمَهْدِيِّ فَيَجِيْءُ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ يَا مَهْدِيُّ اَعْطِنِيْ قَالَ فَيَحْثِيْ لَهُ فِيْ ثَوْبِهٖ مَا

(رواه الترمذى) ... اِسْتَطَاعَ اَنْ يَحْمِلَهُ -

"রসুলে করীম (সাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মাহদীর কথা উপলক্ষ্যে তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিবে, হে মাহদী! আমাকে কিছু দিন, তখন তিনি তাহার কাপড়ে যে পরিমাণ বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন দুই হস্ত পূর্ণ করিয়া সেই পরিমাণ দিবেন।" *(তেরমিজি)*

এই হাদীস দ্বারাও কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়। হযরত মসিহে মাওউদ মাহদী (আঃ)-ও মেহমানদের জন্য লঙ্গরখানার সরঞ্জাম আটা ইত্যাদি এইভাবেই প্রদান করিতেন। লঙ্গরের নিয়োজিত ব্যক্তি যে-পরিমাণ কাপড়ে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিত তাহার কাপড়ে গণ্ডুষ ভরিয়া তিনি সেই পরিমাণই ঢালিয়া দিতেন।

"গণ্ডুষ ভরিয়া কাপড়ে ঢালিয়া দেওয়া" কথা দ্বারা আটা ডাইল ইত্যাদি জাতীয় জিনিষই বুঝায়, টাকা-পয়সা বা নোট বোঝায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই হাদীসে টাকা পয়সাই বুঝিয়াছেন।

মাহদীর জমানায় যদি অর্থের এত প্রাচুর্য্য হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যে যত বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে ততই দান করা হইবে, তাহা হইলে অর্থই যে অর্থ থাকে না। কোরান শরীফে আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন—

لَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ -

"আল্লাহ্ যদি রিজিকের বাহুল্য প্রদান করিতেন তাহা হইলে পৃথিবীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইত।"

কোরান শরীফের এই উক্তির বিরুদ্ধে মাহদী (আঃ) আসিয়া কেমন করিয়া অর্থের এত বাহুল্য প্রদান করিবেন?

বস্তুতঃ, সামাজিক জীব মানুষকে আল্লাহ্‌তালা সৃষ্টি করিয়াছেন একে অন্যের মুখাপেক্ষী করিয়া। পরস্পরের সাহায্যের বিনিময়ের জন্য অর্থের তারতম্য সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থ-নীতি শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাদের সামান্য জ্ঞানও আছে তাহারা কোরান শরীফের এই পবিত্র দর্শনের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইবেন।

সুতরাং অর্থের এত প্রাচুর্য্য যে, যে-ব্যক্তি যত বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে তাহাকে ততই দান করা হইবে, তাহা কোরান শরীফের এই আয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত; অথচ এই হাদীসের মধ্যেও এমন কোন শব্দ নাই, যাহাতে এত প্রচুর অর্থ দান করা বুঝায়।

কিন্তু এই আখেরী জমানার মৌলবী-মৌলানাগণের কথা কি বলিব তাঁহারা যে নিদ্রায়, জাগরণে, উঠায়, বসায়, ২৪ ঘন্টায় টাকার স্বপন ছাড়া আর কিছুই দেখেনও না, বুঝেনও না। এই টাকা আবার বিনা মেহনতে খয়রাতী হওয়া চাই। এইজন্যই তাহারা প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন যে, ইমাম মাহদী আসিয়া বয়তুল্লাহ শরীফ খনন করিয়া উহার তলদেশ হইতে বাহির করিয়া প্রচুর অর্থ বিতরণ করিবেন।

১৩নংহাদীস

عَنْ ذِىْ مُخْبِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتُصَالِحُوْنَ الرُّوْمَ صُلْحًا اٰمِنًا فَتَغْزُوْنَ اَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُوْنَ وَتَغْنَمُوْنَ وَتَسْلِمُوْنَ ثُمَّ تَرْجِعُوْنَ حَتّٰى تَنْزِلُوْا بِمَرْجٍ ذِىْ تُلُوْلٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُوْلُ غَلَبَ الصَّلِيْبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَدُقُّهٗ فَعِنْدَ ذَالِكَ تَغْدُرُ الرُّوْمُ وَيَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ فَيَثُوْرُ الْمُسْلِمُوْنَ اِلٰى اَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُوْنَ فَيُكْرِمُ اللّٰهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ ـ

(رواه ابو داؤد)

"জুমুখবির্ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা অচীরে খ্রীষ্টানদের সহিত শান্তি-পূর্ণ সন্ধি স্থাপন করিবে; তৎপর তাহারা ও তোমরা অপর একদল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে, ইহাতে তোমরা জয়যুক্ত হইবে; এবং শত্রুদের রণসম্ভার লুণ্ঠন করিবে, এবং নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উচ্চ তৃণক্ষেত্রে অবতরণ করিবে। তৎপর একদল খ্রীষ্টান ক্রোশ উত্তোলন করিয়া বলিবে, ক্রোশ জয়যুক্ত হইয়াছে; ইহাতে একজন মুসলমান রাগান্বিত হইয়া ক্রোশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে. সেই সময় সেই খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে এবং মহাযুদ্ধের জন্য একত্রিত হইবে। ইহাতে মুসলমানগণও নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্রের দিকে ধাবিত হইবে, এবং যুদ্ধ করিবে; অতঃপর

আল্লাহ্তালা উক্ত মুসলমানদিগকে শাহাদতের দরজায় গৌরবান্বিত করিবেন।" *(আবুদাউদ)*

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, এই হাদীসেও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর কোন কথা নাই; মসিহে মাওউদ (আঃ)-এরও উল্লেখ নাই। এই হাদীসে আছে খ্রীষ্টান-মুসলিম যুদ্ধের কথা, খ্রীষ্টান-মুসলিম সন্ধির কথা, খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস ঘাতকতা করিবার কথা ও মুসলমানদের শহীদ হইবার কথা।

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

وَكَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَبَيْنَهُمْ هُدْنَةٌ نَعَدَرَهَا وَاَخَذَهَا وَ
نَكَلَ بِهِمْ وَعَذَّبَهُمْ وَاَسْكَنَهُمُ الْمَطَامِيْرَ وَالْحُبُوْسَ الْخَرْجَةَ
وَذَكَرُوْا لَهُ حَدِيْثَ الْهُدْنَةِ فَقَالُوْا قُوْلُوْا لِمُحَمَّدِكُمْ يُخَلِّصُكُمْ
فَلَمَّا بَلَغَهُ رَحِمَهُ اللّٰهُ ذَالِكَ عَنْهُ نَذَرَ اَنَّهُ مَتَى اَظْفَرَهُ اللّٰهُ
بِهٖ قَتَلَهُ بِنَفْسِهٖ - (سیرۃ صلاح الدین لابن شداد ص۲۷)

"মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে সন্ধি হইয়াছিল। অতঃপর খ্রীষ্টানেরা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল এবং মুসলিম সৈন্যদলকে কয়েদ করিয়া বিভিন্ন রকমের কষ্ট দিয়াছিল, স্বল্প পরিসর কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছিল, তখন সেই মুসলমানগণ খ্রীষ্টান সেনাপতিকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত খ্রীষ্টানদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, সে বলিয়াছিল তোমরা তোমাদের মোহাম্মদকে (সাঃ) বল, তোমাদিগকে এখন মুক্ত করিয়া দিতে। এই সংবাদ পাইয়া সুলতান সালাহ্উদ্দিন শপথ করিয়াছিলেন, আল্লাহ্তালা আমাকে জয়যুক্ত করিলে আমি এই ব্যক্তিকে নিজ হাতে হত্যা করিব।" *(সুলতান সালাহ্উদ্দিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী ইবনে সাদ্দাম লিখিত সুলতান সালাহ্উদ্দিনের জীবনী, ২৭ পৃঃ)।*

পাঠক দেখিতে পাইলেন খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধি এবং সন্ধির পর খ্রীষ্টানদের বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হইয়াছে দেখিয়া তৎকালীন বিশেষজ্ঞগণও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে মনে করিয়াছেন। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, ইহা ইমাম মাহদীর জমানায় ঘটিবে অথচ মাহদীর কোন কথাই হাদীসে নাই।

১৪নং হাদীস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يُوْشِكُ الْمُسْلِمُوْنَ اَنْ يُّحَاصَرُوْا اِلٰى
الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى يَكُوْنَ اَبْعَدُ مَسَالِحِهِمْ سِلَاحٌ وَسِلَاحٌ
تَرِيْثٌ مِنْ خَيْبَرَ۔ (رواه ابوداؤد)

"হযরত ইব্নে উমর বলিয়াছেন, মুসলমানগণ মদীনায় শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িবে, এমন কি, ইহাদের দূরবর্ত্তী সীমান্ত দুর্গ খয়বরের নিকটবর্ত্তী ছেলাহ্ নামক স্থানে হইবে।"

হযরত ইব্নে উমরের এই কথার মধ্যেও ইমাম মাহদীর কোন কথা নাই। এক সময় মুসলমানগণ মদীনায় শত্রু পরিবেষ্টিত হইবে। এই কথার সঙ্গে ইমাম মাহদীর কি সম্পর্ক আছে?

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রই অবগত আছেন যে, মদীনা শরীফ শত্রু বেষ্টিত হইবার ঘটনা কয়েকবার ঘটিয়াছে। আর বর্ত্তমান জমানায় মুসলমানদের রাজ্যগুলির সীমানা সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতেছে দেখিয়াও ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হইয়াছে।

এই হাদীস হইতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "ইমাম মাহদী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তুরস্ক রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে, মুসলমানগণ সেই সময় তুরস্ক, ইরাক ও শাম দেশ ত্যাগ করিয়া মদীনা শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।"

মৌলানা সাহেবের এই স্বকপোল কল্পিত সিদ্ধান্ত এক দিক দিয়া হাদীসের কোন শব্দ হইতে-ত প্রমাণিত হয়ই না, পক্ষান্তরে কোন স্থির মস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। তুরস্ক, ইরাক ও শামদেশীয় সমস্ত অধিবাসীদের জন্য মদীনা শহরে কীরূপে স্থান সংকুলান হইতে পারে?

১৫নং হাদীস

পনর নম্বর দিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে হাদীসটি পেশ করিয়াছেন, তাহা বুখারী শরীফের একটি হাদীসের শেষ অংশটুকু মাত্র, নিম্নে আমরা সম্পূর্ণ হাদীসটি উদ্ধৃত করিলাম, আর এই হাদীসের যে অংশটুকু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব পেশ করিয়াছেন তাহা চিহ্নিত করিয়া দিলাম। সম্পূর্ণ হাদীসটি পেশ না করিয়া ইহার অংশ মাত্র পেশ করার মধ্যে মৌলানা সাহেবের কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে চাই

না। আশা করি হাদীসটির আগা-গোড়া পাঠ করিলে পাঠক নিজেই বুঝিতে পারিবেন যে, মৌলানা সাহেব কেন হাদীসটি সম্পূর্ণ পেশ করিলেন না।

হাদীসটি এই

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غُزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ اُعْدُدْ بَيْنَ يَدَيِّ السَّاعَةِ سِتًّا مَوْتِيْ ثُمَّ فَتْحَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَاْخُذُكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اِفَاضَةَ الْمَالِ حَتّٰى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقٰى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ اِلَّا دَخَلَتْهُ ـ ثُمَّ هُدْنَةٌ سَتَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْاَصْفَرِ فَيَغْدُرُوْنَ فَيَاْتُوْنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةٍ تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا ـ (رواه بخاری)

"আওফ ইবনে মালিক হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তবুক যুদ্ধে যখন রসুলে করীম (সাঃ) একটা চর্ম্ম-নির্মিত তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন এমন সময় আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, কেয়ামতের পূর্ব্বের ছয়টা কথা গণিয়া রাখ,

১) আমার মৃত্যু, তারপর

২) বয়তুল-মুকাদ্দাস বিজয়, তারপর

৩) মহামারী যাহা তোমাদিগকে এরূপভাবে আক্রমণ করিবে যেমন মেষপালকে আক্রমণ করে,

৪) তারপর অর্থের প্রাচুর্য্য হইবে এমন কি কাহাকেও এক শত দীনার দিলেও সে সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না, তারপর

৫) এমন এক বিপ্লব উপস্থিত হইবে যাহাতে আরবের কোন ঘর বাকী থাকিবে না, তারপর

৬) তোমাদের মধ্যে ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে এক সন্ধি হইবে, তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে আশিটি পতাকা তলে সমবেত হইবে, প্রত্যেক পতাকা তলে বার হাজার লোক থাকিবে।" (বুখারী)

পাঠক দেখিতে পাইলেন, এই হাদীসেও ইমাম মাহদী (আঃ)–এর কোন কথা নাই। তবে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব মনে করেন যে, "ইমাম মাহদী প্রকাশিত হইবার পূর্বে এই ঘটনাগুলি প্রকাশিত হইবে।"

কিন্তু উপরোক্ত তিনটি হাদীসেই ইহাও বর্ণিত হয় নাই যে, ইমাম মাহদী প্রকাশিত হইবার পূর্বেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটিবে, বরং এই ১৫নং হাদীস দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আঁ–হযরত (সাঃ)–এর মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া কেয়ামত পর্যন্ত এই সমস্ত ঘটনা ঘটিবে। ইমাম মাহদী জাহের হইবার পূর্বেই সবগুলি ঘটনা ঘটিবে এমন কোন ইঙ্গিতও এই হাদীসগুলিতে নাই; ইহা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের স্বকপোল কল্পিত।

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীসে মুসলিম–খ্রীষ্টান যুদ্ধের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পেশ করা ১৬, ১৭, ১৯, ২১ ও ২২নং হাদীসগুলিতেও মুসলিম–খ্রীষ্টান যুদ্ধের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। পাঠক দেখিতে পাইবেন এই হাদীসগুলিতে একই ঘটনা সম্বন্ধে বর্ণনাকারী রাবীদের বর্ণনায় পরস্পরের মধ্যে এত বৈষম্য বিদ্যমান আছে যাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, খ্রীষ্টান–মুসলিম যুদ্ধ–বিগ্রহ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বর্ণনাকারী রাবীগণ নিজ নিজ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দগুলি আঁ–হযরত (সাঃ)–এর নয়। এরূপ বর্ণনায় হাদীস শাস্ত্রে 'রেওয়ায়েত বিল মা'না' বলা হয়। এই রকম হাদীসের প্রত্যেকটি বাক্যই প্রমাণরূপে ব্যবহার হয় না, বরং এই রকম হাদীসের মোটামুটি ভাবই গৃহীত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ১৫নং হাদীসের প্রত্যেকটি কথা আঁ–হযরত (সাঃ)–এর বর্ণিত পর্যায়ানুযায়ীই পূর্ণ হইয়াছে। হুজুর (সাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্বে ৬টি বিষয় গণিয়া রাখ—

প্রথম— 'আমার মৃত্যু'। সকলেই জানেন, আঁ–হযরত (সাঃ)–এর ওফাত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়— "বয়তুল মুকাদ্দাস বিজয়"। হযরত উমর ফারুক (রাঃ)–এর জামানায় যে বয়তুল মুকাদ্দাস বিজয় হইয়াছে তাহা কে না জানে?

তৃতীয়— 'মহামারী'। তাহাও হযরত উমর (রাঃ)–এর জমানায় 'ওমওয়াছ'–এর প্লেগ দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে, যেখানে তিন দিনে ৭০ হাজার লোক মারা গিয়াছে।

চতুর্থ— 'অর্থের প্রাচুর্য্য'। তাহাও হযরত ওসমান (রাঃ)–এর জামানায় পূর্ণ হইয়াছে।

পঞ্চম–'বিপ্লব'। হযরত ওসমান (রাঃ)–এর হত্যাকাণ্ড যে বিপ্লবের ফলে ঘটিয়াছিল তাহা দ্বারা এই বিপ্লব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

(উপরোক্ত পাঁচটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার প্রমাণের জন্য মিশ্‌কাত শরীফের ব্যাখ্যা 'মেরকাত' দ্রষ্টব্য)।

ষষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী— খ্রীষ্টানদের সঙ্গে সন্ধি হইয়া গেলে খ্রীষ্টানগণ সেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, ফলে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। তাহাও সুলতান সালাহুদ্দিনের সময় সংঘটিত হইয়া রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছে। ইহা ১৩নং হাদীসের ব্যাখ্যায় সুলতান সালাহুদ্দিনের প্রাইভেট সেক্রেটারীর রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়া আসিয়াছি। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, 'ক্রোজাইড ওয়ার' বা ক্রুশ যুদ্ধে সুলতান সালাহদ্দিনের বিরুদ্ধে ইয়োরূপের প্রায় সমস্ত খ্রীষ্টান শক্তি একত্রিত হইয়াছিল।

এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী যাহা হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়া গিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী যুগে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে তাহা ইমাম মাহদীর জমানায় পূর্ণ হইবার জন্য বসিয়া থাকা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব আলোচ্য হাদীসের ৬টি ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ৫টিরই উল্লেখ করেন নাই; ইহাতে স্বভাবতঃই সন্দেহ হয় যে, তিনি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

১৬নং হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ
السَّاعَةُ حَتّٰى تَنْزِلَ الرُّوْمُ بِالْاَعْمَاقِ اَوْ بِدَابِقَ فَيَخْرُجَ اِلَيْهِمْ
جَيْشٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ خِيَارِ اَهْلِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَاِذَا تَصَافُّوْا
قَالَتِ الرُّوْمُ خَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ فَيَقُوْلُ
الْمُسْلِمُوْنَ لَا وَاللّٰهِ لَا نُخَلِّىْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا فَيُقَاتِلُوْنَهُمْ
فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ
اَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُوْنَ اَبَدًا
فَيَفْتَحُوْنَ قُسْطُنْطِيْنِيَّةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ قَدْ
عَلَّقُوْا سُيُوْفَهُمْ بِالزَّيْتُوْنِ اِذْ صَاحَ فِيْهِمُ الشَّيْطَانُ اَنَّ الْمَسِيْحَ
قَدْ خَلَفَكُمْ فِىْ اَهْلِيْكُمْ فَيَخْرُجُوْنَ وَذٰلِكَ بَاطِلٌ فَاِذَا جَاءُوْا

الشَّامَ خَرَجَ فَبَيْنَهُمْ يَعُدُّوْنَ لِلْقِتَالِ وَيُسَوُّوْنَ الصُّفُوْفَ إِذْ أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ - (رواه مسلم)

"আবুহুরাইরা (রাঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামত উপস্থিত হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না খ্রীষ্টানগণ 'আমাক' কিংবা 'দাবাক' নামক স্থানে অবতরণ করে। ইহাতে মদীনা শরীফ হইতে এক দল সৈন্য তাহাদের দিকে বাহির হইয়া আসিবেন, যাঁহারা সেই সময়ে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইবেন। যখন তাঁহারা ব্যূহ রচনা করিতে থাকিবেন, তখন খ্রীষ্টানেরা বলিবে, যে-সমস্ত মুসলমানগণ আমাদের লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়াছে, তাহাদের ও আমাদের মধ্যে পথ ছাড়িয়া দাও, আমরা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। তখন মুসলমানগণ বলিবেন, আমাদের ভাইদিগকে তোমাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি না। তৎপর মুসলমানগণ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। ইহাতে এক তৃতীয়াংশ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। আল্লাহ্ কখনও তাহাদের তৌবা কবুল করিবেন না। অতঃপর আর এক তৃতীয়াংশ শহীদ হইবেন, তাঁহারা আল্লাহ্র কাছে শ্রেষ্ঠতম শহীদ ; এবং আর এক তৃতীয়াংশ জয়লাভ করিবেন, তাঁহারা কখনও বিপথগামী হইবেন না। তাঁহারা 'কনষ্টান্টিনপোল' অধিকার করিবেন। অতঃপর তাঁহারা যখন তাঁহাদের তরবারীগুলি জয়তুন বৃক্ষের ডালে লটকাইয়া রাখিয়া বিজিত ধন বন্টনে ব্যাপৃত হইয়া পড়িবে, এমন সময় সয়তান চিৎকার করিয়া বলিবে, দাজ্জাল তোমাদের পরিজনের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে মুসলমানগণ তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই সংবাদ মিথ্যা। তৎপর যখন তাহারা শাম দেশে উপস্থিত হইবেন তখন দাজ্জাল বাহির হইবে। তৎপর যখন তাহারা যুদ্ধের জন্য ব্যূহ রচনা করিতে থাকিবেন তখন নমাজ শুরু করা হইবে ; তখন ইসা ইব্নে মরিয়ম নাজিল হইবেন।" *(মুসলিম)*

এই হাদীসে অতি পরিষ্কারভাবেই কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, এই জগদ্বিখ্যাত ঘটনা—কুস্তুনতুনিয়া বিজয়—– সুলতান মোহাম্মদ কর্তৃক ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে এক বিরাট যুদ্ধের পর সংঘটিত হইয়াছে।

আর কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের পর যখন মুসলমানগণ ধর্ম্মের জেহাদ হইতে বিরত হইয়া তরবারীগুলি লটকাইয়া রাখিয়াছিল তখনই স্পেন দেশে মুসলমান রাজ্যে খ্রীষ্টানদের আক্রমণ হয়, এবং মুসলমানগণ এই দাজ্জাল বাহির হইবার সংবাদ পাইয়া সেই দিকে ধাবিত হয়। তারপর ক্রমশঃ মুসলমানশক্তি হীন-বল হইয়া পড়ে, আর খ্রীষ্টান শক্তি ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে।

অতঃপর যখন মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এমন কি, রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান সাহায্য করিয়াছিল-তখনই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব হয়।

দ্বিতীয়তঃ, 'কনষ্টান্টিনপোল' বিজয় সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন রাবী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনায় এত বিরোধ বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, এই ঘটনা সম্বলিত প্রত্যেকটি কথা প্রমাণরূপে ব্যবহার হইতে পারে না। এই ভবিষ্যদ্বাণীকে রাবীগণ নিজের ভাষায় বর্ণনা করিতে যাইয়া অনেক ভুল করিয়াছেন এবং এই জন্যই পরস্পরের বর্ণনার মধ্যে এত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। পাঠক ক্রমে দেখিতে পাইবেন, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পেশ করা এই ঘটনা সম্বলিত হাদীসগুলির মধ্যে কত বৈষম্য রহিয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত হাদীসের মোটামুটি কথাই গ্রহণযোগ্য ; আর মোটামুটি কথা হইতেছে-কুস্তনতুনিয়া বিজয়, অতঃপর মুসলমানদের ধন-মদে মত্ত হইয়া দীনি-জেহাদ হইতে বিরত হওয়া, অতঃপর দাজ্জাল বাহির হওয়া, অতঃপর মসিহে মাওউদের আবির্ভাব।

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে, কুস্তনতুনিয়া বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া এই সবগুলি ভাবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হইয়াছে এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সপ্রমাণিত করিতেছে।

আর রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে কনষ্টান্টিনপোল বিজয়ের অব্যবহিত পরেই দাজ্জাল বাহির হইবার যে-কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহাও অতি পরিষ্কাভাবেই পূর্ণ হইয়াছে। দাজ্জাল বাহির হইয়াই মুসলিম শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়াছে। দাজ্জাল সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা পৃথক অধ্যায়ে করা হইবে, ইনসাল্লাহ্। সেখানে পাঠক দাজ্জালের সম্যক পরিচয় পাইবেন এবং দেখিতে পাইবেন যে, কনষ্টান্টিনপোল বিজয় ও দাজ্জালের আবির্ভাব আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ীই হইয়াছে।

কনষ্টান্টিনপোল বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী এখনও পূর্ণ হয় নাই মনে করিয়া ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকা তাহাদের পক্ষেই সম্ভব যাহারা নিজেদের দারুন অজ্ঞতাবশতঃ এখনও মনে করে যে, ইংরাজ রোমের বাদশাহ্‌কে কর দিয়া থাকে। দুঃখের বিষয় অশিক্ষিত মুসলমানদের ত কথাই নাই, বহু মৌলানা-মৌলবীও এখনও এরূপ ধারণার মধ্যে পড়িয়া আছেন।

১৭নং হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ عَدُوٌّ يَجْمَعُوْنَ لِاَهْلِ الشَّامِ وَ يَجْمَعُ لَهُمْ اَهْلُ الْاِسْلَامِ يَعْنِي الرُّوْمَ فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُوْنَ

شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ
اللَّيْلُ فَيَفِيْءُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنِيَ الشُّرْطَةُ
ثُمَّ يَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً
فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى يَحْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيْءُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ
كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنِيَ الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُوْنَ
شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى يُمْسُوْا
فَيَفِيْءُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنِيَ الشَّرْطَةُ فَإِذَا
كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللّٰهُ
الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتَتِلُوْنَ مَقْتَلَةً لَمْ يُرَ مِثْلُهَا حَتّٰى إِنَّ
الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَلَا يُخَلِّفُهُمْ حَتّٰى يَخِرَّ مَيِّتًا فَيَتَعَادُّ
بَنُوْ الْأَبِ كَانُوْا مِائَةً فَلَا يَجِدُوْنَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ
فَبِأَيِّ غَنِيْمَةٍ يُفْرَحُ أَوْ أَيِّ مِيْرَاثٍ يُقْسَمُ بَيْنَاهُمْ كَذٰلِكَ
إِذْ سَمِعُوْا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ فَجَاءَهُمُ الصَّرِيْخُ أَنَّ
الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِيْ ذَرَارِيِّهِمْ فَيَرْفُضُوْنَ مَا فِيْ أَيْدِيْهِمْ
وَيُقْبِلُوْنَ فَيَبْعَثُوْنَ عَشَرَ فَوَارِسَ طَلِيْعَةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّيْ لَأَعْرِفُ أَسْمَائَهُمْ وَأَسْمَاءَ
آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُوْلِهِمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلٰى ظَهْرِ الْأَرْضِ
يَوْمَئِذٍ۔ (رواه مسلم)

"আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাছউদ বলিয়াছেন, এক বড় খ্রীষ্টান শত্রু শামবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিতে সৈন্য সমাবেশ করিবে এবং মুসলমানগণ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সৈন্য সমাবেশ করিবেন। মুসলমানগণ এরূপভাবে মৃত্যু পণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন যে, তাঁহারা জয়লাভ না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। অতঃপর তাঁহারা যুদ্ধ করিতে থাকিবেন, এমন কি, রাত্রি আসিয়া তাহাদের মধ্যে অন্তরাল হইয়া পড়িবে। তখন উভয় দল বিনা জয় পরাজয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এবং শর্ত্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অতঃপর আবার মুসলমানগণ এইভাবে মৃত্যু পণ করিয়া যে— জয়লাভ না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না, এবং যুদ্ধ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া পড়িবে; উভয় দল বিনা জয়-পরাজয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, এবং শর্ত্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অতঃপর যখন চতুর্থ দিবস আসিবে তখন অবশিষ্ট মুসলমানগণ তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। ইহাতে আল্লাহ্তালা তাহাদের উপর পরাজয় নির্দ্দেশ করিবেন। মুসলমানগণ এরূপ যুদ্ধ করিবেন যে, উহার তুলনা পরিলক্ষিত হয় না। এমন কি, পক্ষী তাহাদের চারি দিকে উড়িয়া যাইতে থাকিবে, কিন্তু তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, মরিয়া পড়িয়া যাইবে। বংশের লোকদিগকে গণনা করা হইলে দেখিতে পাইবে শতকরা একজনের বেশী জীবিত নাই। কাজেই কোন্ বিজিত ধনে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে এবং কোন্ পিতৃসম্পত্তি বন্টন করা যাইবে? এমতাবস্থায় তাঁহারা তদপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সংবাদ শুনিতে পাইবেন দাজ্জাল তাঁহাদের পিছনে তাঁহাদের পরিজনের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে-এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের হস্তস্থিত ধন-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইবেন এবং দশজন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী সৈন্যরূপে পাঠাইবেন। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি নিশ্চয়ই তাঁহাদের নাম, তাঁহাদের পিতৃপুরুষদের নাম, তাঁহাদের ঘোটকের রং পর্যন্ত জানি; তাঁহারা সেই সময়ের শ্রেষ্ঠতম অশ্বারোহী হইবেন।" *(মুসলিম)*

প্রথমতঃ, এই হাদীসেও ইমাম মাহদী ও মসিহ্ মাওউদ সম্বন্ধে কোন কথা নাই। এই হাদীসে অতি পরিষ্কারভাবেই খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে এক বিরাট যুদ্ধের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অতীত মুসলিম-খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে-সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত যুদ্ধ ইহাদেরই অন্যতম। নিম্নে এক যুদ্ধের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা গেল, তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, আলোচ্য হাদীসের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

فالتقى العسكران على سطح جبل طبرية الغربي منها في آواخر الخميس
الثاني وعشرين وحال الليل بين الفئتين فتبايتا على مصاف شاكي السلاح الى
صبيحة الجمعة في الثالث والعشرين فوكب العسكران و

تصادما و اشتد الامر وذالك بارض تسمى اللوبيا وضاق الخناق
بالقوم هذا وهم سائرون كانما يساقون الى الموت وهم
ينتظرون وهم ايقنوا بالويل والثبور واحست انفسهم
انهم فى غد زوار القبور ولم يزل الحرب يلتحم والفارس
مع قرنه يصطدم حتى لم يبق الا الظفر ووقع الوبال على
من كفر فحال بينهم الليل وظلامه ..... حتى كان
صباح السبت الذى بورك فيه -

(سيرة صلاح الدين لابن شداد ٢١ تا ٢٢)

"অতঃপর দুই দল পরস্পর সম্মুখীন হইল তিবরিয়া পর্ব্বতের সমতল ভূমিতে ২২শে তারিখ বৃহস্পতিবারের শেষ ভাগে; এবং রাত্রি আসিয়া উভয় দলের মধ্যে অন্তরাল হইয়া পড়িল। উভয় দল যুদ্ধক্ষেত্রেই অস্ত্রশস্ত্র বাঁধা অবস্থায় ২৩শে তারিখ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত অবস্থান করিল। তারপর আবার দুই দলই যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দুই দলের পরস্পরের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই কঠোর যুদ্ধ হইয়াছিল 'লুবিয়া' নামক গ্রামের মাঠে। যুদ্ধ এমন কঠোর হইয়াছিল যে, উভয় দলের প্রায় দম বন্ধ হইয়া আসিল, প্রত্যেকেই মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং নিজাদিগকে অনিবার্য্য ধ্বংসের সম্মুখীন মনে করিতে লাগিল এবং ভাবিতে লাগিল, তাহাদিগকে যেন মৃত্যুর দিকে আকর্ষণ করা হইতেছে। এইভাবে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রত্যেক অশ্বারোহী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে রক্তারক্তি আরম্ভ করিল, যেন জয় না করিয়া ফিরিবে না এবং কাফেরকে ধ্বংস করিবেই।

অতঃপর রাত্রি এবং অন্ধকার আসিয়া তাহাদের মধ্যে অন্তরাল হইয়া পড়িল। ... .এমন কি, শনিবারের সকাল আসিয়া উপস্থিত হইল যেদিন তাঁহারা বিজয় গৌরবে কল্যাণমণ্ডিত হইয়াছিল"।

(সুলতান ছালাহুদ্দিনের জীবনী, ৬১–৬৩ পৃঃ)

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বর্ণনা পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে ৫৮৩ খৃষ্টাব্দে।

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পর মুসলমানদের জন্য বিজিত ধন-রত্নে আনন্দিত হইবার কিছুই থাকিবে না। কারণ, তখন

শতকরা নিরানব্বই জন মুসলমান মরিয়া যাইবে, পাখী উড়িয়া যাইতে যাইতে মরিয়া পড়িয়া যাইবে, তবুও মৃত ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম করিতে পারিবে না।

হাদীসের এই উক্তি শাব্দিকভাবে গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হইবে, এই যুদ্ধে অসংখ্য মুসলমানের নিহত হইবার কথা অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে; অতিশয় উক্তি নামক অলঙ্কারের ব্যবহার প্রত্যেক ভাষায়ই প্রচলিত আছে। আর যদি অতিশয় উক্তি না ধরা হয় তাহা হইলে এই বর্ণনার তাৎপর্য্য রূপকে গ্রহণ করিয়া মনে করিতে হইবে যে, আধ্যাত্মভাবে দেশের প্রায় সমুদয় লোকই মরিয়া যাইবে।

বস্তুতঃ, খ্রীষ্টান-মুসলিম যুদ্ধের পরিণামে মুসলমাদের জয়লাভ করার পর ধন-মদে মত্ত হইয়া মুসলমানদের যে-শোচনীয় আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। স্বয়ং চিন্তাশীল মুসলমানগণ এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

مسلمانان درگور ـ ومسلمانی درکتاب

মুসলমান গিয়াছে সবি কবরেতে চলি,
ইসলাম হয়েছে শুধু কিতাবের বুলি।

আলোচ্য হাদীসেও হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এই কথাই বলিয়াছেন। আর ১৬নং হাদীসের—"কনষ্টান্টিনপোল জয় করার পর জয়তুন বৃক্ষের ডালে তরবারী লট্‌কাইয়া রাখিয়া বিজিত ধন বন্টনে ব্যাপৃত হইয়া পড়িবে"— কথার মধ্যেও এই কথারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আঁ-হযরত (সাঃ) একই কথা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর মুসলমানদের এরূপ অবস্থায়ই যে দাজ্জাল বাহির হইয়া মুসলমানদের উপর আক্রমণ করিয়াছে এবং মুসলিম শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে, তাহাও রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পূর্ণ হইয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু হায় দাজ্জাল কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াও মুসলমানগণ দাজ্জালের তাৎপর্য বুঝিতে পারে নাই! এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে, ইনসাল্লাহ্।

১৮নং হাদীস

يَجِئُ مِنَ الْحِجَازِ حَتَّى يَسْتَوِىَ عَلَى مِنْبَرِ دِمَشْقَ ـ

"তিনি হেজাজ হইতে আসিয়া দেমাস্কের মিম্বরে বসিবেন।"

এই হাদীস প্রতিশ্রুত মসিহ ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধে কি-না তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পেশ করেন নাই যে, যিনি হেজাজ হইতে আসিয়া দেমাস্কের মিম্বরে বসিবেন তিনি প্রতিশ্রুত মসিহ ইমাম মাহদী।

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীস যদি মাহদী সম্বন্ধে হইয়া থাকে তাহা হইলে খোরাসানের দিক হইতে আগমনকারী, অথবা মদীনা হইতে মক্কার দিকে পলায়নকারী যে মাহদীর কথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন, সেই হাদীসগুলি মিথ্যা সাব্যস্ত হয়।

এই রকম পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়েত পেশ করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কি প্রমাণ করিতে চান তাহা বুঝা কঠিন। কিন্তু এই রকম পরস্পর বিরোধী বর্ণনা দ্বারা নিশ্চিতভাবেই ইহা প্রমাণ হয় যে, এই রকম রেওয়ায়েতগুলি জয়ীফ। এই রকম পরস্পর বিরোধী জয়ীফ রেওয়ায়েত পেশ করিয়া জনসাধারণের ইমানের পথে বাধা সৃষ্টি করা ধর্ম্মভীরু আলেমের পক্ষে বড় অন্যায়।

১৯নং হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ سَمِعْتُمْ بِمَدِيْنَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِى الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِى الْبَحْرِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَغْزُوَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِنْ بَنِىْ اِسْحَاقَ فَلَمَّا جَاؤُهَا نَزَلُوْا فَلَمْ يُقَاتِلُوْا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوْا بِسَهْمٍ قَالُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَسَقَطَ اَحَدُ جَانِبَيْهَا قَالُوْا ثَوْرٌ اِبْنُ يَزِيْدَ الرَّاوِىُّ لَا اَعْلَمُهُ اِلَّا قَالَ الَّذِىْ فِى الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ الثَّانِيَةَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْاٰخَرُ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ الثَّالِثَةَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَكْبَرُ فَيُفْرَجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُوْنَهَا فَيَغْنَمُوْنَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ اِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيْخُ فَقَالَ اِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرُكُوْنَ كُلَّ شَىْءٍ وَيَرْجِعُوْنَ - (رواه مسلم)

"আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা কি এমন একটি নগরের কথা শুনিয়াছ, যাহার এক দিক স্থল অপর দিক সমুদ্র? তাঁহারা বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! হযরত বলিলেন, কেয়ামত উপস্থিত হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ৭০ সহস্র বনী-ইস্হাক উক্ত নগরবাসীদের সহিত যুদ্ধ না করিবে। যখন তাঁহারা

অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিবেন না, এবং তাঁহারা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আক্‌বর' বলিবেন, তখন তাহার এক দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। রাবী সন্দেহ করিয়া বলিতেছে, ইহা সমুদ্রের দিকের প্রাচীর হইতে পারে। তৎপর তাহারা আবার বলিবেন, 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর'। তখন আর এক দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তৃতীয় বার 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর' বলিবেন, ইহাতে তাঁহাদের পথ পরিষ্কার হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ সম্ভার লুণ্ঠন করিবেন। তৎপর লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি বন্টন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন, এমন সময় এক রব শুনিতে পাইবেন যে, দাজ্জাল বাহির হইয়াছে। তখন তাঁহারা সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।"

প্রথমতঃ, এই হাদীসে এক দিকে স্থল ও অপর তিন দিকে জলবিশিষ্ট কোন একটি নগর মুসলমান কর্তৃক অধিকার করার পর দাজ্জাল বাহির হইবার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে; ১৬নং হাদীসেও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, 'কনষ্টান্টিনপোল-বিজয়ের পর দাজ্জাল বাহির হইবে'। সুতরাং ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, এই হাদীসে বর্ণিত এক দিকে স্থল ও তিন দিকে জলবিশিষ্ট নগর 'কনষ্টান্টিনপোল' ব্যতীত আর কোন শহর নহে। মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারক আল্লামা নোবীর সিদ্ধান্ত ইহাই। তিনি ছহী মুসলিমের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :—

قوله صَلَّى اللهُ عليه وسلم فى المدينة بعضها فى البر وبعضها
فِيْ البحر يغزون سبعون الفا من بنى اسحاق قال القَاضى
كذالك فى جميع اصول صحيح مسلم قال بَعْضُهُمْ من بنى اسمٰعيل
هُوَالذى يدل عليه الحديث وسياقه لانه اراد العرب والمدينة
هى القسطنطينية - (نووى شرح مسلم جلد ٢: ٣٩٦)

"রসুলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত সেই নগর সম্বন্ধে— যাহার এক দিকে স্থল অপর দিকে সমুদ্র, এবং যাহাতে ৭০ হাজার বনী-ইসহাক যুদ্ধ করিবে-কাজি বলিয়াছেন যে, এইরূপ বর্ণনাই ছহী মুসলিমের সমস্ত আসল কপিগুলিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, বেশী প্রসিদ্ধ ও সুরক্ষিত রেওয়ায়েত হইতেছে 'বনী-ইসমাইল' এবং হাদীসের পূর্ব্বাপর দেখিলেও হইতেছে 'বনী-ইসমাইল' এবং হাদীছের পূর্ব্বাপর দেখিলেও ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, আরবদিগকে বুঝাইবার জন্যই হযরত ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আর সেই নগর হইতেছে কনষ্টান্টিনপোল।" *(নোবী সরেহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৩৯৬ পৃঃ)।*

সুতরাং এই হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীও কনষ্টান্টিনপোল বিজয়ে পূর্ণ হইয়াছে। এই হাদীসটিও ১৬নং হাদীসেরই অন্য রেওয়ায়েত।

কলেমা পড়ার ফলে নগর-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়ার কথা যে রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। নতুবা ১৬ নং হাদীসের সঙ্গে এই হাদীসের কোনই সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। এই হিসাবে দুইটি হাদীসই সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে। আর এই হাদীসের রূপকভাবে অর্থ করিলে কোনই গোলমাল থাকে না। বস্তুতঃ, মুসলমানের দিগ্বিজয় কলেমার সাহায্যেই হইয়াছিল, তীর-কামানের সাহায্যে নয়। মুসলমানদের তীর-কামান সমগ্র দুনিয়ার বিরাট খ্রীষ্টান শক্তির মোকাবেলাতে কিছুই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কাজেই কলেমার বলেই যে মুসলমানগণ কুস্তনতুনিয়া জয় করিয়াছিল, তাহাদের অস্ত্র ব্যবহার যে নিতান্তই নগণ্য ছিল এই হাদীসে তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে। ছহী মুসলিমের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারী ইমাম নোবীও এই হাদীসের মর্ম্ম কুস্তনতুনিয়া-বিজয়ই মনে করিয়াছেন এবং এই হাদীসের অন্যান্য কথাগুলির মধ্যে যে রাবীদের ভ্রম আছে তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। আর ইমাম নোবী কলেমা পড়ার ফলে কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের কথাকে রূপক অর্থে মনে না করিলে এই হাদীসকে কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের উপর আরোপ করিতেন না। আর ইমাম নোবীর ব্যাখ্যা হইতে আর একটা কথা এই প্রতিপন্ন হয় যে, এই সমস্ত হাদীস-বিশারদ ইমামগণ অর্ধশিক্ষিত কাট-মোল্লাদের মত শাব্দিক অর্থ না করিয়া 'বিল-মা'না' রেওয়ায়েতগুলির মোটামুটি তাৎপর্য্যই গ্রহণ করিতেন, এবং প্রত্যেকটি শব্দের উপর গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন মনে করিতেন না।

২০নং হাদীস

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِيْ جَبَلَ الدَّيْلَمِ وَالْقُسْطُنْطُنِيَّةِ - (رواه ابن ماجه)

"হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যদি দুনিয়ার একটি দিবস ব্যতীত অবশিষ্ট না থাকে আল্লাহ্তালা সেই দিবসকে লম্বা করিয়া দিবেন, এমন কি, আমার আহলে-বয়েত হইতে এক ব্যক্তি দায়লাম পাহাড় ও কুস্তনতুনিয়ার অধিপতি হইবেন।" (ইবনে মাজা)

এই হাদীসের মধ্যেও ইমাম মাহদীর কোন কথা বা কোন ইঙ্গিতও নাই; আঁ-হযরতের আহলে বয়েত হইতে এক ব্যক্তি দায়লাম পর্বত ও কুস্তনতুনিয়ার বাদশাহ্ হইবেন, এই কথার সঙ্গে ইমাম মাহদীর কি সম্পর্ক আছে? এইরূপ অসম্পর্কিত হাদীসগুলি মৌলানা সাহেব কি উদ্দেশ্যে পেশ করিতেছেন?

২১নং হাদীস

عَنْ مَعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ خَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوْجُ
الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطُنْطِيْنِيَةِ خُرُوْجُ الدَّجَّالِ -(رواه ابوداؤد)

"মা-আজ ইবনে জাবাল হইতে বর্ণিত হইয়াছেন, যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, বয়তুল মুকাদ্দাসের উন্নতির পর মদীনা শরীফের অবনতি হইবে; মদীনা শরীফের অবনতির পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, ভয়ঙ্কক যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর কুস্তনতুনিয়া বিজয় হইবে; কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের পর দাজ্জাল বাহির হইবে।" *(আবুদাউদ)*

মুসলিম ইতিহাস সম্বন্ধে যাহাদের সামান্য জ্ঞানও আছে, তাঁহারা জানেন যে, এই হাদীসে উল্লিখিত ঘটনাগুলি পূর্ণ হইয়াছে।

হযরত উমর ফারুকের (রাঃ) জামানায় বয়তুল-মুকাদ্দাস বিজিত হইয়া ইহার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়, তৎপর হযরত আলীর (রাঃ) জমানায় মুসলমানদের দারুল-খোলাফা মদীনা হইতে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে মদীনা শরীফ শ্রীহীন হইয়া পড়ে এবং ইহার পরই খ্রীষ্টান মুসলিম যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ মুসলমান কর্তৃক খ্রীষ্টান রাজ্যগুলি অধিকৃত হইতে থাকে, এবং পরে মুসলমানগণ কর্তৃক কনষ্টান্টিনপোল বিজিত হয়। তারপর অর্থাৎ কনষ্টান্টিনপোল জয় করার পর যখন মুসলমান জাতি নিজেদের অপরাজেয় শক্তির উপর ভরসা করিয়া জয়তুন-বৃক্ষ রূপ বিলাসিতার বৃক্ষে তরবারীগুলি লটকাইয়া রাখিয়া ধনমদে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সুযোগেই ইয়োরোপে মুসলিম শক্তিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য চালবাজ ইসলাম-বিরোধী জাতি শক্তি সংগ্রামে বাহির হইয়া আসে, ইহাই ইতিহাসে 'Renaissance of Europe' বা ইউরোপের পুনরুত্থান নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং ইহাই হাদীসে 'খরোজে দাজ্জাল' নামে উক্ত হইয়াছে। ইহারই ফলে মুসলমান জাতি অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে ইসলামের উদ্ধার-কর্ত্তা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জাহির হইবার যাবতীয় লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়াছে, এবং নির্ধারিত সময় মত ইমাম মাহদী (আঃ) জাহেরও হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের এই জমানার মৌলানা সাহেবেরা এখনও কনষ্টান্টিনপোল বিজয়েরও সংবাদ রাখেন না। অজ্ঞতার জমাট অন্ধকারের মধ্যে তাহারা আর কত দিন অলস নিদ্রায় ঘুমাইয়া থাকিবেন কে জানে!

২২নং হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُسْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَ فَتْحِ الْمَدِيْنَةِ سِتُّ سِنِيْنَ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ۔ (رواه ابوداؤد وقال هٰذا اَصَحُّ)

"আবদুল্লাহ্ ইব্নে বোছর হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, ভয়ঙ্কক যুদ্ধ ও কনষ্টান্টিনপোল বিজয়—এতদোভয়ের মধ্যে ৬ বৎসর লাগিবে; সপ্তম বৎসরে দাজ্জাল বাহির হইবে। আবুদাউদ এই হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই হাদীসটিই সমধিক ছহী।

প্রথমতঃ, এই হাদীসের শেষ কথা দ্বারা দেখা যায় যে, এই সম্পর্কে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে-সমস্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন, ইহাদের ছহী হওয়া সম্বন্ধে হাদীস শাস্ত্রবিশারদ ইমামগণও সন্দেহ করিয়াছেন। তাই আবুদাউদ এই হাদীসটিকে অন্যান্য হাদীসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক ছহী বলিয়াছেন। তবে কেন মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই সমস্ত সন্দিগ্ধ, অসম্পর্কিত রাশি রাশি হাদীস পেশ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিলেন তাহা বুঝা কঠিন।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মুসলমান কর্ত্তৃক কনষ্টান্টিনপোল বিজিত হইয়াছে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে। এই ঘটনার এক বৎসর পর দাজ্জাল বাহির হইবার কথা ছহী বলিয়া স্বীকার করিয়াও আজ বিংশতি শতাব্দীতে 'কাদিয়ানী রদ' লিখিতে বসিয়া মৌলানা সাহেবের হুঁসই হয় নাই যে, তাহাদের মতে এখনও দাজ্জাল বাহির হয় নাই। কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে তাহারা বড় জোর গলায় প্রচার করিয়া থাকেন যে, এখনও দাজ্জালই বাহির হয় নাই, ইমাম মাহদী কেমন করিয়া আসিবে?

বস্তুতঃ, এখনও যদি দাজ্জাল বাহির না হইয়া থাকে তাহা হইলে কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের এক বৎসর পরই দাজ্জাল বাহির হইবার হাদীসকে তিনি সমধিক ছহী বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন কোন হিসাবে-তাহা আমি কেন, কোন বুদ্ধিমানই বুঝিতে পারিবেন না। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই সমস্ত হাদীস উল্লেখ করার পর লিখিয়াছেন :—

"উপরোক্ত হাদীসগুলিতে বুঝা যাইতেছে যে, ইমাম মাহদীর প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তুরস্ক রাজ্য বিধ্বস্ত হইবে। মদীনা শরীফের নিকটস্থ খয়বর অবধি কেবল মুসলমানদের অধিকারভুক্ত থাকিবে। তুরস্ক, ইরাক, শাম খৃষ্টানদের রাজ্যভুক্ত হইবে। ইমাম মাহদী খলিফা হইবেন; সমস্ত খৃষ্টান শক্তি তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইবে; ইমাম মাহদী ও তাহার সহায়তাকারী মোজাহিদগণ উক্ত যুদ্ধে জয়ী হইয়া কনষ্টান্টিনপোল ও মুসলমান রাজ্য অধিকারভুক্ত করিয়া লইবেন, এই যুদ্ধকে হাদীসে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বলা হইয়াছে।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই বয়ান, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রমুখ মৌলানাগণের স্বকপোল কল্পিত, নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। পাঠক দেখিয়া আসিয়াছেন, মৌলানা সাহেবের এই সমস্ত কথার সঙ্গে হাদীসের উক্তিগুলির কোনই সম্পর্ক নাই। এই সমস্ত হাদীসে ইমাম মাহদীর কোন উল্লেখই নাই। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ নামে হাদীসে যে-যুদ্ধের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা 'ক্রোজেইড ওয়ার' বা ক্রশ যুদ্ধ দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে, এবং কনষ্টান্টিনপোল বা কুস্তনতুনিয়াও মুসলমানদের কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। কনষ্টান্টিনপোল মুসলমানদের হস্তচ্যুত হইয়া দ্বিতীয় বার ইমাম মাহদী কর্তৃক বিজিত হইবে এমন কোন কথা হাদীসে নাই। হাদীসে যেমন বায়তুল-মুকাদ্দাস- বিজয়, পারস্য-বিজয়, মিশর-বিজয় ইত্যাদি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং যথা সময়ে তাহা পূর্ণ হইয়াছে, এই রকম কনষ্টান্টিনপোল বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও আছে এবং তাহাও যথা সময়ে পূর্ণ হইয়াছে। হাদীসে যে-সমস্ত কথার কোন ইঙ্গিতও নাই এমন সব অবান্তর কথার সৃষ্টি করিয়া মৌলানাগণ লোকদিগকে গুমরাহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতেই সহৃদয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, এই রকম জমানায় যদি আল্লাহ্তা'লা অনুগ্রহ করিয়া ইমাম মাহদী (আঃ)-কে না পাঠাইতেন, তাহা হইলে এ হেন শোচনীয় অবস্থায় ইসলামকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় ছিল না।

মৌলানা সাহেবের এদিক্ ওদিক্

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—

يوشك ان ياتى على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه
ولا يبقى من القران الا رسمه مساجدهم عامرة وهى خراب
من الهدى علماءهم شر من تحت اديم السماء منهم
تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ (رواه البيهقى)

"অচিরে মানুষের উপর এমন এক সময় আসিবে যে, ইস্‌লামের নাম ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না— কোরানের লিখা ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না; তখনকার মসজিদগুলি খুব আবাদ হইবে কিন্তু উহাতে প্রকৃত হেদায়ত থাকিবে না, তাহাদের আলেমগণ আকাশের নীচে সকল প্রাণী হইতে নিকৃষ্টতম হইবে, তাহাদের মধ্য হইতেই ঝগড়ার সৃষ্টি হইবে তাহাদেরই মধ্যে ঝগড়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।" *(বয়হাকী)*

আমাদের দাবী এই যে, বর্ত্তমান যুগই সেই যুগ যাহার সম্বন্ধে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) উপরে উল্লিখিত হাদীসে মানুষকে সতর্ক করিয়াছেন। বর্ত্তমান জমানার ওলামা, ওয়ায়েজ, সাহিত্যিক ও কর্ম্মী তাহাদের পুস্তকাদিতে, বক্তৃকাদিতে, বক্তৃতা-মঞ্চে এবং মাসিক ও দৈনিক প্রভৃতি পত্রিকায় বর্ত্তমান যুগের মুসলমানদের ইমান ও আমলের শোচনীয় অধঃপতনের ক্রন্দন করিতেছেন। যাহাদের প্রাণে সত্যিকার ইস্‌লাম-প্রীতি ও খোদার-ভয় আছে তাহাদের পক্ষে মুসলমানগণের এহেন শোচনীয় অধঃপতনের যুগে ইমাম মাহদী মসিহে মাওউদ হযরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবী আলোচনা করিতে গিয়া বহুছ জিতিবার আগ্রহ ও প্রকৃত সত্য গোপন করিবার চেষ্টা যে নিতান্তই জঘন্য অপকর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। দুঃখের বিষয়, 'কাদিয়ানী-রদে'র লিখক মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এইরূপই করিয়াছেন। ইসলাম ধর্ম্মের মূল ভিত্তি— কোরান শরীফই হযরত মসিহে মাওউদের (আঃ) দাবীর সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট। মৌলানা সাহেব প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া বিরাট পুস্তক লিখিয়া ফেলিয়াছেন, অথচ কোরান শরীফে সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিবার যে-মাপকাঠি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা তিনি মোটেই স্পর্শ করেন নাই। এইরূপ ক্ষেত্রেই কোরানের ভাষায় বলিতে হয়—

فَنَبَذُوْا وراء ظهورهم ۔ (ال عمران : ۱۸۸)

"তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিঠের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছেন।"

এই শ্রেণীর আলেমদের অবস্থা ব্যক্ত করিবার জন্যই কোরানের ভাষায় রসুলে করীম (সাঃ) আল্লাহ্তালার নিকট ফরিয়াদ করিয়াছেন—

يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا - (فرقان:٣٠)

"হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার কৌম এই মহিমান্বিত কোরানকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছে।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কোরানে উল্লিখিত মাপকাঠি পেশ করা তাহার পক্ষে সুবিধা-জনক নহে দেখিয়া পরস্পর বিরোধী কতকগুলি হাদীসের রেওয়ায়েতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা এই সমস্ত রেওয়ায়েতের আলোচনা করিয়াছি, এবং আশা করি, পাঠকের নিকট এই কথা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, এই সকল হাদীসও মৌলানা সাহেবের কোনই সাহায্য করে নাই।

জ্ঞানীজন বলেন— الغريق يتشبث بالحشيش - "ডোববার সময় লোকে তৃণ খণ্ডকেই আঁকড়াইয়া ধরে"। মৌলানা সাহেবও কোরান ও হাদীসে সুবিধা না পাইয়া ফতুহাতে মক্কিয়া, মকতুবাতে আহমদীয়া ও অবশেষে কেয়ামত নামার পর্য্যন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কোরান শরীফের দিকে রুজু করিবার যিনি সাহস করেন নাই— হাদীসে যাহাকে মোটেই সাহায্য করে নাই— তাহার পক্ষে এই সমস্ত কিতাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে কোন লাভ নাই তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, মৌলানা সাহেবকে تابخانه بايد رسانيد তাহার ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

ফতুহাতে মক্কিয়া

'ফতুহাতে মক্কিয়া' হযরত মুহিউদ্দিন-ইবনে-আরবীর একখানা বিরাট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতেও বহু সময়ের দরকার। এই বিরাট গ্রন্থ হইতে মৌলানা সাহেব এক সুদীর্ঘ এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ কিতাবের কোন্ পৃষ্ঠায়, কোন্ অধ্যায় ও কোন্ খণ্ড হইতে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। কি সাধু উদ্দেশ্যে মৌলানা সাহেব এইরূপ করিয়াছেন, আসল কিতাব খানা পাঠ করিলে তাহা অতি সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

মৌলানা সাহেব তাহার উদ্ধৃত এবারতের – যে বাক্যের তরজমা করিয়াছেন– 'কেবল বিশুদ্ধ ইস্লাম ধর্ম বাকী থাকিবে" উহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যে হযরত-ইবনে-আরবী বলিয়াছেন ঃ—

اَعْدَاءُهٗ مُقَلِّدَةُ الْعُلَمَاءِ اَهْلِ الْاِجْتِهَادِ لِمَا يَرَوْهُ مِنَ الْحُكْمِ بِخِلَافِ مَا ذَهَبَتْ اِلَيْهِ اَئِمَّتُهُمْ -

(فتوحات مكيه جلد ٢ باب ٦٦)

"মুকাল্লেদ আলেমগণ ইমাম মাহদীর শত্রু হইবে, যেহেতু তাহারা দেখিতে পাইবে যে, ইমাম মাহ্দীর মীমাংসা তাহাদের ইমামদের মতের বিরুদ্ধে যাইতেছে"।

এই এবারত ও ইহার তরজমা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বাদ দিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি হযরত-ইবনে-আরবীর ব্যক্তিগত অভিমত উদ্ধৃত করেন নাই। ইমাম মাহদী সম্বন্ধে যে সকল রেওয়ায়েত প্রচলিত আছে, হযরত-ইবনে-আরবী প্রথমতঃ এইগুলি একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং পরে নিজস্ব অভিমত লিখিয়াছেন। হযরত-ইবনে-আরবীর নিজস্ব অভিমত বাদ দিয়া, ঐ সকল রেওয়ায়েতের সংগ্রহকে তাঁহার নিজের অভিমতরূপে উপস্থিত করা একজন ওয়াজ ব্যবসায়ী আলেমের পক্ষে যে নিতান্তই হীন রুচির পরিচায়ক ও তাক্ওয়া পরহেজগারীর খেলাফ্ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

হযরত ইব্নে-আরবীর নিজস্ব অভিমত এই :—

فَاعْلَمْ اَنِّيْ عَلَى الشَّكِّ مِنْ مُدَّةِ اِقَامَةِ هٰذَا الْمَهْدِيِّ
اِمَامًا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا فَاِنِّيْ مَاطَلَبْتُ مِنَ اللّٰهِ تَحْقِيْقَ ذَالِكَ
وَلَا تَعْيِيْنَهُ وَ تَعْيِيْنَ حَادِثٍ مِنْ حَوَادِثِ الْاَكْوَانِ اِلَّا اَنْ
يُعَلِّمَنِيَ اللّٰهُ بِهٖ اِبْتِدَاءً لَا عَنْ طَلَبٍ فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّفَوِّتَنِيْ
مَعْرِفَتِيْ بِهٖ تَعَالٰى حَظًّا فِي الزَّمَانِ الَّذِيْ اَطْلُبُ فِيْهِ مِنْهُ تَعَالٰى
مَعْرِفَةَ كَوْنٍ وَحَادِثٍ بَلْ سَلَّمْتُ اِلَى اللّٰهِ مُلْكَهُ يَفْعَلُ فِيْهِ
مَا يَشَاءُ-

"জেনে রেখ যে, আমি এই মাহদীর এই পৃথিবীতে ইমাম হইয়া আসার নির্দ্ধারিত সময় সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করি, কেননা, আমি এই বিষয়ে আল্লাহ্র কাছ থেকে কোন তহকীক তলব করি নাই, এবং কোন নির্দিষ্ট অবস্থা জানিতেও চাহি নাই, এবং জগতের কোন ঘটনীয় ঘটনা সম্বন্ধে জানিতে চাওয়া আমার অভ্যাসও নয়, যদি না তিনি নিজে থেকে আমাকে কিছু জানাইয়া দেন। যেহেতু আমি ভয় করি যে, যে সময় আমি এই সমস্ত ঘটনীয় ঘটনার নির্দিষ্ট অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য সময় ক্ষেপণ করিব, সেই সময় আল্লাহ্র মারেফতের দিক দিয়া ততটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হইব; বরং আমি আল্লাহ্র রাজ্য আল্লাহ্র হাতে ছাড়িয়া দেই। তিনি তাঁহার রাজ্যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন।" *(ফতুহাতে মক্কিয়া, ২য় খণ্ড, ৬৬ অধ্যায়)।*

এতদ্ব্যতীত মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ফতুহাতে মক্কিয়ার যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা-যে হযরত-ইবনে-আরবীর নিজস্ব অভিমত নয়, তাহা প্রমাণ করিবার

জন্য এই উদ্ধৃত অংশই যথেষ্ট। কারণ, ঐ উদ্ধৃত অংশে এমন কথা আছে যাহা হযরত ইব্নে-আরবী-ত দূরের কথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও বিশ্বাস করিতে পারেন বলিয়া আমরা ধারণা করিতে পারি না। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের ভাষায় ঐ কথাটির তরজমা এই—

"আল্লাহ্ তাহা দ্বারা (ইমাম মাহদী দ্বারা) এরূপ কল্যাণ সাধন করিবেন যাহা কোরান শরীফ দ্বারা করেন নাই।"

মৌলানা রুহুল অমীন সাহেব কি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ) — নবীকূল শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবেন, আঁ-হযরত (সাঃ) কোরান শরীফ দ্বারা জগতের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন ইমাম মাহদী (আঃ) আসিয়া তাহা হইতেও অধিকতর কল্যাণ সাধন করিবেন? যদি তিনি এরূপ আকিদা না রাখেন তাহা হইলে আমাদের বিরুদ্ধে ইহা পেশ করিলেন কেন? এই উক্তিকে একটা গলত রেওয়ায়েত বা ছহী রেওয়ায়েতের গলত অর্থ মনে করিয়া পরিত্যাগ করাই ইমানদারের কাজ ছিল।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)
ও
মুজাদ্দিদে আল্‌ফেছানী

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে-ছানীর এক দীর্ঘ বয়ান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে-ছানীর বুজরগী ও মাহাত্ম্য আমরাও স্বীকার করি, এবং তিনি যে নিজ জমানার একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন তাহাও আমরা বিশ্বাস করি; আর মুজাদ্দিদগণ যে মুসলমানদের সাময়িক দুরবস্থা দূর করিবার জন্য প্রকাশ হইয়া থাকেন এবং তিনিও যে নিজ জমানায় ইসলামে প্রবিষ্ট দুরবস্থা দূর করিয়া গিয়াছেন ইহাও আমরা স্বীকার করি; কিন্তু হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কিত কথাগুলি তাঁহার সংশোধনের বিষয়ীভূত ছিল না, এবং এই জন্য তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কোন 'কাশফ্' বা এলহাম বা নিজের কোন গবেষণা পেশ করেন নাই; বরং তিনি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি কথা বলিয়াছেন, এবং বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত কথাগুলির ফারসী ভাষায় তরজমা করিয়াছেন। এই কথাগুলির ভাবার্থ কি, এই কথাগুলির মধ্যে বর্ণিত রূপক ও আলঙ্কারিক কথাগুলির মর্ম্ম কি— তাহা তিনি বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিয়া কিছুই বলেন নাই এবং বলিবার দরকারও ছিল না।

كل امر مرهون باوقاتها

"প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই নির্দ্ধারিত সময় আছে;" এবং সেই সময়ই সেই সাময়ীক বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশিত হয়।

মুজাদ্দিদ আল্‌ফে-ছানী সাহেব তাঁহার এই বয়ানের মধ্যে শুধু এই কথাই মোটামোটি-ভাবে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার জমানায় যে এক ব্যক্তি মাহদী বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন, তাহার দাবী সত্য নহে।

মুজাদ্দিদ সাহেবের বুজুরগী ও মাহাত্ম্য স্বীকার করা সত্ত্বেও কোন মুসলমান এই আদিকা পোষণ করেন না বা করিতে পারেন না যে, তিনি معصوم عن الخطاء অভ্রান্ত ছিলেন। 'এজ্‌তেহাদি গল্‌তি' বা বুঝিতে ভুল করার সম্ভাবনা তাঁহারও ছিল।

অতএব মুজাদ্দিদ সাহেবের শাব্দিক অনুবাদকে, যাহা তাঁহার নিজের অভিমত বলিয়া বুঝিবার কোন হেতু নাই, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে পেশ করা কিছুতেই সঙ্গত হয় নাই। হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে-ছানীর উল্লিখিত বয়ানের কথাগুলি যদি রূপক না হইয়া শাব্দিক অর্থ অনুসারে সত্য হয় তবে দেখা যায় কোন মুসলমান ইমাম মাহদী (আঃ)-কে অস্বীকার করিতে পারিবে না। মুসলমান কেন, কোন মানুষের পক্ষেই ইমাম মাহদী (আঃ)-কে অস্বীকার করা সম্ভব হইবে না। মাথার উপর মেঘ হইতে আস্‌মানি

আওয়াজ শ্রুত হইলে কার সাধ্য ইমাম মাহদী (আঃ)-কে অস্বীকার করে? আস্‌মানি আওয়াজেই-তো দুনিয়ার যাবতীয় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ইমাম মাহদীর হাতে মুসলমান হইয়া যাইবে। ইমাম মাহদীকে দুনিয়া ব্যাপিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ করিবারও কোন কারণ থাকে না। কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফে-ছানী সাহেব তাঁহারই মকতুবাত কিতাবের অন্যত্র লিখিয়াছেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-কে তো মুসলমান মৌলবীরাই অস্বীকার করিবে।

علماء ظواہر مجتہدات اورا علی نبینا و علیہ السّلام ازکمال دِقّت
وغموض ماخذِ انکار نمایند و مخالف کتاب وسنّت دانند۔

مکتوباتِ امام ربّانیؒ مکتوب: ۵۵)

"হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) যখন প্রকাশিত হইবেন তখন সম-সাময়িক বাহ্যদর্শী মৌলবী-মৌলানাগণ তাঁহার সূক্ষ্ম বিষয়গুলির গভীরতায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া তাহা অস্বীকার করিবে ও তাহা কোরান ও সুন্নতের বিরুদ্ধে মনে করিবে।"

সুতরাং মৌলানা সাহেবগণের ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, "আস্‌মান হইতে শব্দ শুনা যাইবে" কথাটা রূপক অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। তাই বলিতেছি, হযরত মুজাদ্দেদ আল্‌ফে-ছানীর কথা বুঝিবার জন্য বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)
ও
কেয়ামত-নামা

তারপর মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কেয়ামত-নামা হইতে এক দীর্ঘ বয়ান পেশ করিয়াছেন। কেয়ামত-নামার এই বয়ানের মধ্যে যে আনুপূর্ব্বিক ধারাবাহিক গল্প বর্ণিত হইয়াছে, রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদীসে এই আনুপূর্ব্বিক কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন হাদীসের যে-সমস্ত কথা সংযোগ করা হইয়াছে ঐ সমস্ত বিভিন্ন হাদীস ও বিভিন্ন রেওয়ায়েতের পরস্পরের মধ্যে কোন সংযোগ ও সম্পর্ক নাই। পৃথক অসম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলির সঙ্গে নিজেদের কল্পনা-প্রসূত অনেক কথা বাড়াইয়া মৌলানা সাহেবগণ যে গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই মনগড়া গল্পের দ্বারা প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী সম্পর্কিত হাদীসগুলির যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এখানে কেয়ামত-নামার বয়ানের আলোচনায় ঐ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিয়া পাঠকের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। তবে এই কেয়ামত-নামার বয়ানের মধ্যেও হাদীসের মর্ম্ম বুঝিতে মৌলানা সাহেব প্রকাশ্য ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"রমজান মাসের ১ম তারিখ চন্দ্র গ্রহণ ও ১৪ তারিখ সূর্য্যগ্রহণ হইবে।" কিন্তু হাদীসের মর্ম্ম তাহা নহে।

হাদীসটি এই :-

إِنَّ لِمَهْدِيِّنَا اٰيَتَيْنِ لَمْ تَكُوْنَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِاَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ
فِي النِّصْفِ مِنْهُ ـ (رواه دارقطنی باب صفة صلوٰة
الخسوف والكسوف)

"আমার মাহদীর জন্য দুইটি লক্ষণ প্রকাশ পাইবে যাহা আসমান জমিন সৃষ্টি অবধি কখনও প্রকাশ হয় নাই; রমজান মাসের মধ্যে প্রথম তারিখ (পূর্ণিমার ১ম তারিখ) চন্দ্র-গ্রহণ হইবে এবং ঐ মাসেই মধ্যভাগে (অমাবস্যার মধ্যভাগে) সূর্য্যগ্রহণ হইবে"।

প্রথমতঃ, এই হাদীসে ১ম তারিখের চন্দ্রে, যাহাকে আরবী ভাষায় 'হেলাল' বলা হয়, গ্রহণ লাগার কথা নাই। হাদীসে 'কমর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে কাজেই এখানে ১ম তারিখ কথাটা পূর্ণিমার ১ম তারিখ অর্থে বুঝা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ১৪ তারিখে সূর্য্যগ্রহণ লাগিবে এই কথাও হাদীসে নাই। হাদীসের কথা "মধ্য ভাগে"।

তৃতীয়তঃ, প্রথম তারিখের চন্দ্রে চন্দ্রগ্রহণ ও ১৪ তারিখের চান্দ্র-মাসে সূর্য্যগ্রহণ অর্থ করা কোরান শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

(يٰسٓ : ٣٩)

"সৌরমণ্ডল তাহার নির্দ্ধারিত নিয়ম অনুসারে চলিতেছে; ইহাই প্রবল জ্ঞানময় আল্লাহ্‌র অটল নির্দ্ধারিত নিয়ম"।

সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র নিদ্ধারিত নিয়ম আবহমান কাল হইতে এই চলিয়া আসিতেছে যে, পূর্ণিমার ১৩-১৪-১৫ তারিখত্রয়ের কোন একটিতে চন্দ্রগ্রহণ, আর অমাবস্যার ২৭-২৮-২৯ এই তারিখত্রয়ের কোন একটিতে সূর্যগ্রহণ হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ, ১ম তারিখের চন্দ্রের মধ্যে যদি গ্রহণ লাগে তাহা হইলে এই গ্রহণ কোন মানুষের পক্ষে দৃশ্য হইতে পারে না। কারণ, ১ম তারিখের চন্দ্রের প্রায় সবখানিই-ত অদৃশ্য থাকে। তাহার উপর যদি আবার গ্রহণ লাগিয়া বসে তাহা হইলে উহা দেখা যাইবে কেমন করিয়া? সুতরাং, ১ম তারিখের চন্দ্রের গ্রহণ ইমাম মাহদীর লক্ষণ হইতে পারে না। যাহা লোকে দেখিবেই না, তাহা লক্ষণ হইবে কীরূপে? কাজেই চন্দ্রের ১ম তারিখ চন্দ্রগ্রহণ এবং ১৪ তারিখ সূর্য্য গ্রহণ অর্থ করা যে নিতান্তই ভুল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অতএব আলোচন্য হাদীসের ছহী অর্থ— রমজান মাসের মধ্যে পূর্ণিমার **প্রথম** অর্থাৎ ১৩ তারিখ চন্দ্রগ্রহণ, আর ঐ মাসেই অমাবস্যার **মধ্য তারিখে** অর্থাৎ ২৮ তারিখ সূর্য্য গ্রহণ লাগিবে, **এবং একই রমজান মাসের মধ্যে নির্দ্ধারিত এই তারিখগুলিতে গ্রহণ-লাগা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের লক্ষণ হইবে।**

প্রিয় পাঠক! এইরূপ গ্রহণ ১৩১১ হিজরী সনের রমজান মাসে হাদীসে উল্লেখিত নির্দ্ধারিত তারিখ মতে লাগিয়াছিল। যাহারা এ বিষয়ের কোনই খবর রাখেন না তাহারা ১৩১১ হিজরীর পঞ্জিকা দেখিলেই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন।

তেরশত বৎসর পূর্ব্বের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া জগদ্বাসীর নিকট একদিক্ দিয়া যেমন মহানবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সত্যতা প্রমাণ করিতেছে, আর এক দিক দিয়া তাঁহার খলিফা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে—

آسماں بارد نشاں الوقت میگوید زمیں
ایں دو شاہد از پئے تصدیق من اِستادہ اند

"আকাশ নিদর্শন বর্ষণ করিতেছে, জমি বলিতেছে ইহাই নির্দ্ধারিত সময়;— এই দুই সাক্ষী আমার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে।" কিন্তু স্বার্থান্ধ ও ব্যবসায়ী মৌলবী-মৌলানাগণ এই জ্বলন্ত নিদর্শন দেখিয়াও হযরত মসিহে মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করিতেছে না।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব লিখিয়াছেন ঃ- "মাহদীর নিকট বয়াত করিবার সময় আসমান হইতে একটি শব্দ হইবে ঃ—

هَذَا خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِىُّ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْا -

"'ইনি আল্লাহ্‌র খলিফা মাহদী, তাঁহার কথা শুন ও তাঁহার বাধ্য হও"।

এই হাদীস অনুসারেও কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা অতি পরিষ্কারভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে।

আসমানি আওয়াজ বা 'এলহাম' প্রাপ্ত বহুলোক হযরত মসিহে মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উপরও আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এই এলহাম হইয়াছে যে—

"يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ" (تذکرہ)

"এমন বহু লোক তোমার সাহায্য করিবে আমি যাহাদিগকে আস্‌মান হইতে ওহি করিব।"

বস্তুতঃ, আহমদী জমাতে এরূপ বহু লোক এখনও জীবিত আছেন যাহারা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে আস্‌মানি আওয়াজ পাইয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আর উল্লিখিত হাদীসের এরূপ অর্থ করা যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বয়াত করিবার সময় আস্‌মান হইতে এরূপ শব্দ হইবে যাহা দুনিয়ার সমস্ত লোক শুনিতে পাইবে, তাহা মস্ত বড় ভুল। আস্‌মানি আওয়াজ যদি দুনিয়ার সব লোক শুনিতে পাইত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র নবীগণের সময় এত গণ্ডগোল হইত না, এত খুন-খারাবী, লড়াই-ঝগড়া হইত না, এবং 'ইমান বিল-গায়েব'-এর মর্য্যাদা রক্ষা হইত না।

বিশেষতঃ, এরূপ হইবার হইলে সবচেয়ে বড় শব্দ হইত মহানবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সময় তাঁহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য। হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সময়ই যখন আস্‌মান হইতে এরূপ কোন শব্দ বাহ্যকর্ণে শ্রুত হয় নাই, তখন আর কাহারও সম্বন্ধে এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র। এরূপভাবে আস্‌মান হইতে

শব্দ করিয়াই আল্লাহ্তালা সর্ব্ব-সাধারণকে জ্ঞাত করিয়া দিতেন যে, ইনি ইমাম মাহ্দী, তাহা হইলে এত লক্ষণাদি বর্ণনা করিবারই-বা কি দরকার ছিল?

বস্তুতঃ, আসমানী আওয়াজই পৃথিবীকে জাগরিত করে, কিন্তু আসমানি আওয়াজ সকল মানুষ শুনিতে পায় না।

হযরত রসুলে করীম (আঃ)-এর নিকট আসমানী আওয়াজ আসিত, কিন্তু ইহা সকল মানুষ শুনিতে পাইত না। এই রকম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর নিকটও আসমানী আওয়াজ আসিত এবং অনেক সাহেবে-কামাল ওলিউল্লাহ্দের নিকটও কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে আস্মানি আওয়াজ আসিয়াছে।

আস্মানি আওয়াজ সম্বন্ধে যাহাদের কোনই অভিজ্ঞতা নাই, দুনিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে বলিয়া আসমানের দিকে কর্ণপাত করিবারও যাহাদের অবসর নাই, তাহাদের পক্ষে এই আস্মানি আওয়াজ শুনা বা আস্মানি আওয়াজের কথা বুঝা কঠিন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব লিখিয়াছেন—

"ইমাম মাহদী তোত্লা হইবেন, আর মির্জা সাহেব তোত্লা ছিলেন না।"

এই কথাটা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব অজ্ঞতাবশতঃ বলিলেন, বা জানিয়া শুনিয়া সত্যের অপলাপ করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। এত বড় গুরুত্ব-পূর্ণ দাবীর জওয়াব লিখিতে বসিয়া দাবীকারকের ব্যক্তিগত অবস্থা সম্বন্ধে এতটুকু খবরও মৌলানা সাহেব রাখেন না, তাহা আশ্চর্য্য বটে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর জিয়ারত (দর্শন) যাহারা লাভ করিয়াছেন তাহারা অবগত আছেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর জিহ্বায় জড়তা ছিল, এবং তিনি তোত্লা ছিলেন। এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব আরও লিখিয়াছেন যে, "তিনি অর্থশালী হইয়াও জাকাতের টাকা গ্রহণ করিতেন।"

ইহাও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের আরও একটা জ্বলন্ত মিথ্যা উক্তি। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কখনও জাকাতের টাকা ভোগ করিতেন না। বর্ত্তমান জামানায় ইসলামহারা মৌলানা-মৌলবীদের না আছে কোন 'খলিফা', আর না আছে তাহাদের 'বায়তুল-মাল', যেখানে ইসলামী শরিয়তের নিয়মানুসারে জাকাত আদায় করিতে হয়। তাই তাহারা এই সুযোগে জাকাতের টাকা গ্রহণ করিয়া নিজেদের উদর পূরণ করিয়া থাকেন, এবং নিজেদের এই অবস্থার উপর কেয়াছ (অনুমান) করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হযরত মসিহে মাওউদের (আঃ) উপর এই জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছেন।

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر

আমি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকে চেলেঞ্জ করিতেছি যে, তিনি এই অভিযোগ প্রমাণ করুন। যদি না পারেন তবে কেন এরূপ মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিলেন—

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (البقرة:٢٥)

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কখনও জাকাতের টাকা খাইতেন না, বরং তিনি হযরত রসুলে করীম (সাঃ)–এর খলিফা হিসাবে 'বায়তুল–মাল' স্থাপন করিয়াছেন, এবং সমস্ত 'সাহেবে নিছাব' আহমদীদিগকে বয়তুল–মালে জাকাত আদায় করিতে আদেশ দিয়াছেন, এবং কোরানের ব্যবস্থা অনুসারে জাকাত ভোগ করিবার প্রকৃত অধিকারী মিছকীনদিগের মধ্যে তাহা বন্টন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইসলামের এই ব্যবস্থা পুনঃ স্থাপিত হইলে মৌলানা–মৌলবীদের উদর স্বরূপ বয়তুল–মাল আর পূরণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না দেখিয়া মৌলানা সাহেব তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন, এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর বিরুদ্ধে বিবিধ প্রকার মিথ্যা প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের দুষ্ট প্রতিভা

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাঁহার 'কাদিয়ানী রদ' পুস্তকের প্রথম ভাগের ৩১–৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"মির্জা সাহেব যখন দেখিলেন যে, ইমাম মাহদীর চিহ্নগুলি তাঁহার মধ্যে নাই, তখন তিনি নিরাশ হইয়া ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলি জয়ীফ ও বাতিল বলিয়া ফেলিলেন। তিনি ১৩০৮ হিজরীর মুদ্রিত এজালাতুল আওহামের ২৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"لیکن محققین کے نزدیک مہدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں ہے۔"

"কিন্তু সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণের মতে (ইমাম) মাহদীর আগমন বিশ্বাসযোগ্য বিষয় নহে।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের মত একজন বিখ্যাত ওয়ায়েজের পক্ষে এবং বহু–লোক–মান্য ফুরফুরিয়ার পীর সাহেবের একজন খ্যাতনামা খলিফার পক্ষে যে মিথ্যা কথা বলা সম্ভব হইতে পারে ইতিপূর্ব্বে আমরা এরূপ কল্পনা করিতে পারি নাই।

পাঠক শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, উপরে উদ্ধৃত ক্ষুদ্র এবারতের মধ্যেও তিনি দুইটা জ্বলন্ত মিথ্যা কথা বলিয়াছেন।

প্রথমতঃ, ১৩০৮ হিজরীর মুদ্রিত এজালাতুল আওহামের ২৬৬ পৃষ্ঠার বরাত দিয়া যে এবারত তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এজালাতুল আওহাম কিতাবের উক্ত পৃষ্ঠার আশে পাশে বা এজালাতুল আওহামের যতগুলি সংস্করণ বাহির হইয়াছে তাহার কোনটিরই

উক্ত পৃষ্ঠায় এই এবারত নাই, এমনকি উক্ত পৃষ্ঠার আশে পাশেও এই এবারত নাই। তবে ১৩০৮ হিজরীর এজালাতুল আওহামের ৪৫৭ পৃষ্ঠার ও পরবর্ত্তী ৫ম সংস্করণের ১৯০ পৃষ্ঠার যে এবারতের অপূর্ণ অংশ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন উহাতে এজালাতুল আওহামের মর্ম্ম বিকৃত করিয়া দিয়াছেন। আমার মনে হয় এই জন্যই তিনি কিতাবের পৃষ্ঠা গলত দিয়াছেন, এবং তিনি আরও বহু জায়গায় এরূপ করিয়াছেন, সময় মত আমি ইহা পাঠকের গোচরীভূত করিব, 'ইনসাল্লাহ্'।

এইখানে মিথ্যা বরাত দিয়া তিনি যে এবারতের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেলঃ—

یہ بات یاد رہے کہ شیعہ لوگ امام محمد مہدی کی نسبت بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہونے کی حالت میں ہی ایک غار میں چھپ گئے اور مفقود ہیں قریب قیامت ظاہر ہونگے اور اہلِ سنّت جماعت کے لوگ ان کے اس خیال کو باطل تصوّر کرتے ہیں اور یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سو برس کے بعد کوئی شخص زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سو اہلسنّت جماعت کا یہ مذہب ہے کہ امام مہدی فوت ہو گئے ہیں اور آخری زمانہ میں انہی کے نام پر ایک اور امام پیدا ہوگا لیکن محققین کے نزدیک یہ مہدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں۔

অর্থাৎ

"এই কথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, সীয়া সম্প্রদায়ী লোকগণ ইমাম মোহাম্মদ মাহদী সম্বন্ধে এই বিশ্বাস রাখেন যে, তিনি জীবিত অবস্থায় এক গর্ত্তে আত্ম-গোপন করিয়াছেন, এবং কেয়ামতের সন্নিকটবর্ত্তী সময় প্রকাশ হইবেন। আর সুন্নত জমাতের লোকের বিশ্বাস যে, এই ধারণা মিথ্যা। তাঁহারা এই হাদীসগুলি পেশ করেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, এক শত বৎসরের পরে কেহই জীবিত থাকিবে না। অতএব সুন্নত জমাতের বিশ্বাস মতে ইমাম মাহদীর মৃত্যু হইয়াছে, এবং শেষ যুগে তাঁহার নামে আর একজন লোক জন্মগ্রহণ করিবে; কিন্তু সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ বিদ্বানগণের মতে এই ইমাম মাহদীর আগমন নিশ্চিত বিশ্বাস-যোগ্য বিষয় নহে।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন, এখানে সীয়াদের প্রতিবাদে মোহাম্মদ নামীয় মাহদী সম্বন্ধে সুন্নত জমাতের আকিদা বলা হইয়াছে মাত্র। একেবারে কোন মাহদী আসিবেন না হযরত মির্জা সাহেব তাহা বলেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার জন্য এরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এই জন্যই তিনি ১৩০৮ সনের মুদ্রিত এজালাতুল আওহামের **মিথ্যা বরাত** দিয়াছেন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের দ্বিতীয় মিথ্যা কথা এই যে— হযরত মির্জা সাহেব— হাদীসে বর্ণিত চিহ্নগুলি নিজের মধ্যে না দেখিয়া নিরাশ হইয়া ছিলেন। এত বড় মিথ্যা কথা তিনি কোন্ সাহসে বলিলেন, তাহা বুঝিবার মত শক্তি আমাদের নাই। যাহারা হযরত মির্জা সাহেবের লিখিত গ্রন্থাদি মোটামুটিভাবেও দেখিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) হাদীসে বর্ণিত বহু নিদর্শন যাহা তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায় এবং তাঁহার দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন করে তাহা নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেও যে সকল হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বর্ণিত নিদর্শনগুলিও কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মধ্যে বিদ্যমান আছে। আমরা নিম্নে পাঠকের অবগতির জন্য কতকগুলি নিদর্শন উল্লেখ করিতেছি যাহা কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা প্রতিপন্ন করে—

ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কিত কতিপয় লক্ষণ

يخرج المهدى من قرية يقال لها كدعه ـ (جواهر الاسرار)

(১) "কাদেয়া নামক গ্রাম হইতে মাহদী জাহের হইবেন"। জোওয়া-হেরুল আছরার নামক কিতাবে এই হাদীস উল্লিখিত হইয়াছে।

وَيَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ يُوَطِّئُوْنَ لِلْمَهْدِيِّ خِلَافَتَهُ ـ (ابن ماجه)

(২) পূর্ব্ব দেশ হইতে একদল লোক বাহির হইবেন যাহারা মাহদীর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিবেন।"

আরব হইতে পূর্ব্ব দেশ বলিতে ভারতবর্ষই বুঝায়।

(৩) মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন মাহদী তোত্লা হইবেন।

আমি বলিয়া আসিয়াছি, কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) তোত্লা ছিলেন।

(৪) মাহদীর সময় একই রমজান মাসের ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ ও ২৮ তারিখে সূর্য্য-গ্রহণ লাগিবে। আমি উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি যে, এরূপ গ্রহণ লাগিয়াছে ১৩১১ হিজরী সনে।

و در علاماتِ حضرت مہدی کہ در جانبِ مشرق ستارہ طلوع کند
کہ آں را ذَنَب باشد۔

(৫) পূর্ব্বদিক হইতে এক পুচ্ছবিশিষ্ট নক্ষত্র উদয় হওয়া মাহদীর একটি লক্ষণ— পাঠকের অনেকেই অবগত আছেন যে এরূপ নক্ষত্র উদয় হইয়াছে।

يكسر الصليب (بخاری)

(৬) তিনি "ক্রুশ ধ্বংস করিবেন"।

ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইমাম মাহদীর জমানায় খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রাধান্য থাকিবে। পাঠক অবগত আছেন যে, আমাদের এই জমানায়ই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রাধান্য হইয়াছে।

يكثر الزلازل (مسلم)

(৭) "বহু ভূমিকম্প হইবে।" আমাদের এই জমানায় গত ৫০ বৎসরের ভিতরে যত ভূমিকম্প হইয়াছে, এত ভূমিকম্প বিগত হাজার বৎসরের মধ্যেও হয় নাই।

اَلْاٰيَاتُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ (مشكوٰة)

(৮) "মাহদীর লক্ষণগুলি ১২ শত বৎসর পর, অর্থাৎ ১৩ শতাব্দিতে প্রকাশ হইবে।"

পাঠক জানেন ১৩শ হিজরী সন পার হইয়া গিয়াছে। এখনও যদি ইমাম মাহদী ও ইমাম মাহদীর লক্ষণ প্রকাশ না হইয়া থাকে তাহা হইলে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়া যায়। (نعوذ بالله)

(৯) প্রশস্ত ললাট, উচ্চ নাসিকা, ইস্রায়ীলি দেহ, গন্দমি বর্ণ— ইমাম মাহদীর হুলিয়া হইবে।

কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আকৃতি ঠিক আঁ-হযরতের বর্ণনা অনুযায়ীই ছিল।

حكما عدلا (بخاری)

(১০) তখনকার মুসলমানগণ বহু ফেরকায় বিভক্ত হইয়া পড়িবে বলিয়াই মাহদী আসিয়া তাহাদের মত-বৈষম্যের মীমাংসা দিবেন। এই জন্যই রসুলে করীম (সাঃ) মাহদী (আঃ)-কে 'হাকামান আদলান' বলিয়াছেন। বর্ত্তমান জমানায় মুসলমানদের মত-বৈষম্যের কথা কে অস্বীকার করিতে পারে?

علمائهم شر من تحت اديم السماء من عندهم
تخرج الفتنة وفيهم تعود۔

(১১) "তখনকার আলেমগণ আকাশের নীচে সকল প্রাণী হইতে নিকৃষ্টতম হইবে, তাহাদের কাছ হইতেই ঝগড়ার উৎপত্তি হইবে এবং ঝগড়া তাহাদের মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।"

এই লক্ষণটিও আমাদের এই জমানায়ই পূর্ণ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন আলেম ভিন্ন ভিন্ন রকমের ফতোয়া দিয়া জনসাধারণের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি করিয়া দেয়; এই ঝগড়া আবার মৌলবী সাহেবদের ডাকাইয়া মুনাজারা বনামে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করাইয়া দলাদলির সৃষ্টি করে।

এই রকম আরও বহু লক্ষণ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)–এর আগমন সম্পর্কে যাহা হাদীসে ও কোরান শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, আমাদের এই জমানায়ই অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যায় জিদের আঁধুটি হইতে যাহারা নিজ চক্ষুকে মুক্ত রাখিয়াছেন তাঁহারা তাহা দেখিতে পাইতেছেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন—

ے آسماں بارد نشان الوقت میگوید زمیں
ایں دو شاہد از پئے تصدیق من استادہ اند

ے آنکھ کے اندھوں کو حائل ہو گئے سو سو حجاب
ورنہ تھا قبلہ تیرا رُخ کافر و دیندار کا

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের জঘন্য তহরীফ

মৌলানা রহুল আমীন সাহেব যখন দেখিলেন যে, কোরান ও হাদীসের দলিলাদি মোটেই তাহার অনুকূলে নহে, তখন তিনি হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর কিতাবাদিতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে প্রকৃত মর্ম্ম বিকৃত করিয়া পেশ করিয়াছেন। ইহাকেই আরবী ভাষায় 'তহরীফ' বলা হয়। কোরান শরীফে এরূপ 'তহরীফের' জন্য ইহুদী আলেমদের বহু নিন্দা আসিয়াছে।

মৌলানা রহুল আমীন সাহেব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর কিতাব 'হকিকতুল–মাহদীর' ১০ পৃঃ হইতে এক আরবী এবারত নকল করিয়া এরূপ অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন যাহাতে প্রকৃত মর্ম্ম সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তীত হইয়া গিয়াছে। মৌলানা সাহেব যেরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার নমুনা এই :—

"ان الاحادیث الّتیٰ جَاءَتْ فی المهدی الغازی المحارب من
نسل الفاطمة الزهراء کلها مجروحة بل اکثرها موضوعة

من قسم الافتراء ولاجل ذالك تركها الامام البخاري والمسلم

و امام الهمام صاحب الموطاء"

পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে আসল এবারত দেওয়া গেল :—

"قَدْ ثَبَتَ اَنَّ الْاَحَادِيْثَ الَّتِيْ جَاءَتْ فِي الْمَهْدِيِّ الْغَازِيِّ الْمُحَارِبِ مِنْ نَسْلِ الْفَاطِمَةِ الزَّهْرَاءِ كُلُّهَا ضَعِيْفَةٌ مَجْرُوْحَةٌ بَلْ اَكْثَرُهَا مَوْضُوْعَةٌ مِنْ قِسْمِ الْاِفْتِرَاءِ وَمَا وُثِّقَ رُوَاتُهَا وَاُشْكِلَ عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ اِثْبَاتُهَا وَلِاَجْلِ ذَالِكَ تَرَكَهَا الْاِمَامُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ وَاِمَامُ الْهُمَامُ صَاحِبُ الْمُوَطَّاءِ وَجَرَحَهَا اَكْثَرُ الْمُحَدِّثِيْنَ".

"**নিশ্চয়ই** ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে-সমস্ত হাদীস ফাতেমা জোহ্‌রার বংশধর গাজি-যোদ্ধা মাহদী সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে সে-সমস্তই জয়ীফ। ইহাদের বিরুদ্ধে মুহাদ্দেসীন জেরাহ করিয়াছেন; বরং ইহাদের অধিকাংশই জাল, অমূলক; **ইহাদের রাবীগণ মুহাদ্দেসীনের নিকট বিশ্বস্ত বলিয়া গৃহীত হয় নাই, এবং এই হাদীসগুলিকে ছহী বলিয়া প্রমাণ করা মুহাদ্দেসীনের নিকট অসম্ভব হইয়াছে;** এবং এই হেতু ইমাম বুখারী ও মুস্‌লিম এবং মুওয়াত্তা-প্রণেতা মহামান্য ইমাম এই হাদীসগুলিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হাকিকতুল-মাহদীর উল্লেখিত এবারতের মধ্যে আমার রেখা-চিহ্নিত কথাগুলি বাদ দিয়া তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মির্জা সাহেব এই ছহী হাদীসগুলিকে অযথা জয়ীফ ইত্যাদি বলিয়াছেন। কিন্তু পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ), তাঁহার এই এবারতে উক্ত হাদীসগুলি সম্বন্ধে মুহাদ্দেসীনের অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুহাদ্দেসীন এই হাদীসগুলিকে জয়ীফ, অমূলক ইত্যাদি বলিয়াছেন। এখানে আলোচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, বাস্তবিকই হাদীস-শাস্ত্র-বিশারদ ইমামগণ ফাতেমী বংশীয় যোদ্ধা-মাহদী সম্বন্ধে উপরোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন কি-না, যাহা হযরত মির্জা সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। যদি সত্য সত্য উল্লেখিত হাদীসগুলি সম্বন্ধে মুহাদ্দেসীনের এই অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে হযরত মির্জা সাহেবের বিরুদ্ধে মিছামিছি চেঁচামেচি করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের কোন লাভ হইবে না। হাদীস শাস্ত্রের কিতাবগুলি হইতে এই অভিমত মুছিয়া ফেলিতে না পারিলে হযরত মির্জা সাহেবের (আঃ) বিরুদ্ধে গোস্বা প্রকাশ করিলে কোনই ফল হইবে না।

জগদ্বিখ্যাত আল্লামা ইব্নে-খুলদুন তাঁহার "মোকদ্দমায়ে তারিখে ইব্নে-খুলদুন" কিতাবে ফাতেমি যোদ্ধা-মাহদী সংক্রান্ত যাবতীয় হাদীসগুলির উপর জেরাহ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই হাদীসগুলি ছহী নহে। এ সম্বন্ধে আল্লামা ইব্নে-খুলদুন এক বিশেষ অধ্যায় লিখিয়াছেন। আমি সত্যান্বেষী পাঠকবর্গকে উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তারপর ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ও ইমাম মালেকের মত হাদীস-শাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইমামগণ যোদ্ধা, ফাতেমি মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলিকে এই জন্যই পরিত্যাগ করিয়াছেন যে, এই হাদীসগুলিকে তাঁহারা ছহী মনে করেন নাই। পক্ষান্তরে ইমাম মাহদী সংক্রান্ত এই হাদীসগুলি ছহী হইলে এইগুলি হাদীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইমামদের অজ্ঞাতও থাকিতে পারে না।

বুখারী ও মুস্লিম-পরিত্যক্ত সবগুলি হাদীসই জয়ীফ বা জাল আমরা সেই কথা বলিতেছি না। অনেক ছহী হাদীসও তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিতে পারে। কিন্তু এত বড় বিখ্যাত ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস— 'ফাতেমি মাহদী আসিয়া তরবারীর যুদ্ধ করিয়া জগৎ জয় করিবেন'— ইমাম বুখারী, মুস্লিম ও ইমাম মালেকের মত ইমামদের অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। এত বড় বড় ইমামদের এত বড় ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস অজ্ঞাত থাকা এই হাদীসগুলির অমূলক হওয়ার মস্ত বড় প্রমাণ।

অতএব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কোনরূপ বাতিল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই হাদীসগুলিকে জয়ীফ বলেন নাই, বরং জমানার বাতিল-পরস্ত ব্যবসায়ী কাট-মোল্লাদের ধোঁকার পরদা ফাঁক করিয়া সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

মাহদী সম্বন্ধীয় যাবতীয় হাদীসগুলিই কি মোতাওয়াতের

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব আর একটা আশ্চর্য্য কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, মাহদী সংক্রান্ত যাবতীয় হাদীসগুলিই 'মোতাওয়াতের'। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, 'মোতাওয়াতের' বলিতে তিনি কি মনে করিয়াছেন।

হাদীস-শাস্ত্রের পরিভাষায় 'মোতাওয়াতের' বলা হয় সেই হাদীসকে যাহার বর্ণনাকারী রাবীদের সংখ্যা এত অধিক যে, এত অধিক লোকের একটা মিথ্যা কথার উপর এক মত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

"وان بلغت روايته فى الكثرة الى ان يستحيل العادة
تواطئهم على الكذب يسمى متواترا" (مشكوة)

আমি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকে জিজ্ঞসা করি, ইমাম মাহদী সম্বন্ধীয় হাদীসসমূহের কোন একটি রেওয়ায়েতকেও তিনি সর্ব্ববাদী-সম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন কি? এই সমস্ত রেওয়ায়েতের প্রত্যেকটিকে সর্ব্ববাদী-সম্মত প্রমাণ করা-ত দূরের কথা, কোন একটি রেওয়ায়েতও এই রকম নাই যাহার বিরুদ্ধে হাদীস শাস্ত্রীয় ইমামগণ কর্তৃক আপত্তি উত্থাপিত না হইয়াছে। — *(মোকাদ্দামায়ে ইবনে খুলদুন দ্রষ্টব্য)।*

হুজাজুল কেরামা-ফি-আছারীল-কেয়ামা নামক গ্রন্থে ৩৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :-

شک نیست درآں کہ اَسانید اکثر طُرقِ وَیٰ معلول است بغفلت
رجال اسانید وسُوءِ حفظ یا ضعف یا سُوئے رائے ونحوہ ذالک۔

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মাহদী সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলির অধিকাংশের সনদ রাবীদের অজ্ঞতা, স্মরণ-শক্তির অভাব, বিচার-শক্তির অভাব ইত্যাদি দোষে দূষিত।"

দ্বিতীয়তঃ, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেও তাঁহার 'কাদিয়ানি রদ' পুস্তকে পেশ করা ২২নং হাদীসের মন্তব্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, "এই হাদীসটি সমধিক ছহী।" সুতরাং তাঁহার পেশ করা ২২নং হাদীসটি যদি অন্যান্য হাদীসের তুলনায় **সমধিক** ছহী হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য হাদীসগুলি তাঁহার নিজের মতেও যে **সন্দিগ্ধ**, একথা স্পষ্টতই স্বীকার করিলেন। অতএব এই স্বীকৃতির পর এখানে আসিয়া মাহদী সংক্রান্ত যাবতীয় হাদীসগুলিকে 'মোতাওয়াতের' বলা তাঁহার অজ্ঞতার পরিচায়ক।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবই হউন বা অতীত যুগের কোন গ্রন্থকারই হউন এত মত-বৈষম্য-পূর্ণ হাদীসগুলিকে 'মোতাওয়াতের' বলিয়া থাকিলে ভুল করিয়াছেন। "মোতাওয়াতের" হইলে এই মত-বৈষম্য থাকিতে পারে না; আর 'মোতাওয়াতের' হাদীস সম্বন্ধে কোন সন্দেহও থাকিতে পারে না।

কাজী সৌকানী ও আবুল হাসান গয়রুহুম মাহদী সম্বন্ধীয় যাবতীয় হাদীসগুলিকে 'মোতাওয়াতের' বলেন নাই, বলিতে পারেনও না। ইহা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের বুঝার ভুল। তাঁহাদের কথার মর্ম্ম এই যে, এই সমস্ত পরস্পর বিরোধী রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে সর্ব্ববাদী-সম্মত কথা এই যে, **আঁ-হযরতের উম্মতের মধ্যে মাহদীর আগমন-বার্ত্তা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য**- এই ইমাম মাহদীর আগমন সম্বন্ধে সকলই একমত। **শুধু ইমাম মাহদীর আগমন** সংবাদটাকেই কেহ কেহ 'মোতাওয়াতের' বলিয়াছেন। পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত তফ্‌ছিলাত বা details, কিংবা পরস্পর বিরোধী বিবরণসম্বলিত রেওয়ায়েতগুলিকে কেহই 'মোতাওয়াতের' বলেন নাই। এই কথাই হুজাজুল-কেরামার বিখ্যাত গ্রন্থকার তাঁহার কিতাবের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

ومجموع ایں روایات ضعیفہ ومطعونہ افادۃ صحت شہادت وجود وی
در آخر زماں میکند اگرچہ خالص از انہا نقد اقل قلیل باشد

অর্থাৎ, "এই সমস্ত জয়ীফ ও আপত্তিকর 'রেওয়ায়েত'গুলির বিস্তৃত বিবরণ বাদ দিয়া, সবচেয়ে কম কথাটুকু যাহা এই সমস্ত রেওয়ায়েতগুলির সমষ্টি হইতে সপ্রমাণিত হয়, তাহা এই যে, **আখেরি জমানাতে মাহদীর আবির্ভাব হইবে।**"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ও ইমামমত

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব আর একটা মজার কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। হযরত ইসা (আঃ) যিনি প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে বনী-ইস্রায়ীল জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি আসমান হইতে নামিয়া আসিয়া হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পিছনে নমাজ পড়িবেন। কিন্তু হযরত ইসা (আঃ) যে এখনো আসমানে জীবিত আছেন তাহা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রমাণ করেন নাই, করিতে পারিবেনও না। কোরান শরীফে অতি পরিষ্কারভাবে হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথা উল্লেখ আছে। আমরা তাহা স্থানান্তরে বর্ণনা করিব, ইন্‌সাল্লাহ্। কিন্তু ইসা (আঃ) এখনও মরেন নাই; জীবিতাবস্থায় আস্‌মানে উঠিয়া গিয়াছেন; আবার আসমান হইতে সশরীরে নামিয়া আসিবেন,— প্রথমে মৌলানা সাহেবের ইহা প্রমাণ করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কেন তিনি এই স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করেন নাই, পাঠক তাহা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন।

যাহা হউক ইসা (আঃ) ইমাম মাহদীর পিছনে নমাজ পড়িবেন— এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি যে-হাদীসগুলি পেশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি :—

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ـ

"বুখারী ও মুস্‌লিমে বর্ণিত হইয়াছে, আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্যে ইব্‌নে মরিয়ম নাজেল হইবেন তোমাদেরই মধ্য হইতে তোমাদের ইমাম হইয়া, তখন তোমাদের অবস্থা কীরূপ হইবে?"

এই হাদীসে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) অতি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, এই প্রতিশ্রুত ইব্‌নে-মরিয়ম আমাদেরই মধ্য হইতে— অর্থাৎ **উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্য হইতে হইবেন এবং তিনিই তখন আমাদের ইমাম হইবেন।** অন্য কোন উম্মত হইতে বা

আস্‌মান হইতে সশরীরে নামিয়া আসার কথা এই হাদীসে নাই, তাহা পাঠক দেখিতে পাইতেছেন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই হাদীসের অর্থ করিতে—

"অথচ তখন আরবের বংশধর কেহ তোমাদের ইমাম হইবেন" আর "আসমান হইতে"— এই কথাগুলি নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে অতিরিক্ত করিয়া হাদীসের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

হাদীসে "আসমান হইতে নামিয়া" আসার কথা এবং "আরবের বংশধর আর একজন লোকের ইমাম" হওয়ার কথার কোন নাম গন্ধও নাই। মৌলানা সাহেবের এরূপ তহ্‌রীফ দেখিয়া ইহুদীরাও লজ্জায় মাথা নোওয়াইয়া ফেলিবে।

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীসের অন্য রেওয়ায়েতে— فَاَمَّكُمْ স্থলে اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ আসিয়াছে, 'অর্থাৎ তিনিই তোমাদের ইমামতী করিবেন' আসিয়াছে। *(ছহী মুস্‌লিম দ্রষ্টব্য)*।

অতএব এই দুই রেওয়ায়েত মিলাইয়া দেখিলেই হাদীসটির এই অর্থ অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, আঁ-হযরতের উম্মত হইতেই এক ইব্‌নে-মরিয়ম আসিয়া এই উম্মতের ইমাম হইবেন। উম্মতে মোহাম্মদীয়া ছাড়া অন্য কোন উম্মত হইতে কাহারও আগমনের কথা এই হাদীসে নাই।

এসম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব আর একটি হাদীস পেশ করিয়াছেন :—

" قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ
اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُوْلُ اَمِيْرُهُمْ
تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُوْلُ لَا اِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ اُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللّٰهِ
هٰذِهِ الْاُمَّةَ " (رواه مسلم)

"রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের একদল লোক সত্যের বলে বলীয়ান থাকিয়া সর্ব্বদা কেয়ামত পর্য্যন্ত জেহাদ করিতে থাকিবে। অতঃপর ইসা-ইব্‌নে মরিয়ম নাজিল হইবেন। তখন তাহাদের আমীর বলিবেন, আসুন আমাদিগকে নমাজ পড়ান, তখন তিনি বলিবেন, না তোমরা পরস্পর একে অন্যের আমীর হইতে পার। ইহা এই উম্মতের প্রতি আল্লাহ্‌র দেওয়া গৌরব।"

এই হাদীসের পরিষ্কার মর্ম্ম এই যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আবির্ভূত হইলে তাঁহাকে যখন নমাজের ইমামতী করিতে বলা হইবে, তখন তিনি বলিবেন, আল্লাহ্‌তালা এই উম্মতে-মোহাম্মদীয়াকে এই সম্মান দান করিয়াছেন যে, এই উম্মতের প্রত্যেকেই

নমাজের ইমামতী করিতে পারে, এমন কি, হযরত মসিহে মাওউদও অন্যের পিছনে নমাজ পড়িতে পারেন। এই হাদীসে অন্য কোন ইমাম মাহদী সম্বন্ধে কোন কথা নাই, এবং বনী-ইস্রায়ীলের ইসা (আঃ)-এরও কোন কথা নাই ; আসমান হইতে নামিয়া আসারও কোন কথা নাই।

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) নিজ উম্মতের গৌরব ও বুজরগী সম্বন্ধে এই রকম আরও কতকগুলি কথা বলিয়াছেন ঃ—

" فَضَّلَنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلٰثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ
وَجُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا
اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ - (رواه مسلم)

"আমাদিগকে আল্লাহ্তালা তিনভাবে লোকের উপর গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমাদের সাড়িগুলি ফেরেস্তার সাড়ির মত করিয়াছেন, আমাদের জন্য সমস্ত জমিই মসজিদ করিয়া দিয়াছেন, আর পানি না পাওয়া গেলে সমস্ত মাটিকেই আমাদের জন্য পবিত্র হওয়ার উপকরণ করিয়া দিয়াছেন," অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্তালা উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে বিশেষত্ব দান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ঠিক তদ্রূপ আলোচ্য হাদীসেও আঁ-হযরত (সাঃ) নিজ উম্মতের আর এক প্রকার গৌরবের ও বিশেষত্বের কথা বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই উম্মতের মধ্যে পৌরোহিত্য প্রথা নাই, বরং এই উম্মতের যে-কোন ব্যক্তি নমাজের ইমামতী করিতে পারেন। এমন কি, স্বয়ং মসিহে মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও অন্য ইমামের পিছনে নমাজ পড়িবেন, যাহাতে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার এই বিশেষত্ব প্রকটিত হয়। হাদীসের মধ্যে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, তিনিও অনেক সময় হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব ও হযরত মৌলানা নূরুদ্দিন সাহেবের পিছনে নমাজ পড়িতেন। ইহাতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হইয়াছে।

এই মর্ম্মের আরও কতকগুলি হাদীস মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর একই বর্ণনার বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মধ্যে রাবীদের ভ্রম প্রযুক্ত হাদীসের শব্দগুলির মধ্যে যে-সমস্ত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তাহা বাদ দিয়া মোটামোটি কথাই প্রামাণ্য হইয়া থাকে। এই হাদীসগুলিরও মোটামোটি কথা হইতেছে এই যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) স্বয়ং আল্লাহ্র নবী হইয়াও অন্য ইমামের পিছনে নমাজ আদায় করিবেন।

মাহদী শব্দের অর্থ ও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের ধোঁকা

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কিতাব এজালায়ে আওহামের ২/২৯৩ পৃষ্ঠার বরাত দিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিম্নলিখিত এবারত পেশ করিয়াছেন ঃ—

"کیا وہ خُدائے تعالیٰ کی طرف سے ھدایت پاکر نہیں آیا۔ ابن ماجہ و حاکم نے بھی اپنی صحیح میں لکھا ہے لا مھدی الا عیسٰی یعنی بجز عیسٰی کے اُس وقت کوئی مہدی نہ ہوگا۔"

প্রথমতঃ মৌলানা সাহেব পাঠকবর্গকে ধোঁকা দিবার জন্য এজালায়ে আওহাম কিতাবের যে বরাত দিয়াছেন তাহা মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এজালায়ে-আওহামের ২।২১৫ পৃষ্ঠার এক সুদীর্ঘ এবারতের পূর্ব্বাপর ও মধ্য হইতে অনেক কথা দিয়া উল্লিখিত এবারতটি জুরিয়া লইয়াছেন।

আবার ইহার উপর টিট্‌কারী করিয়া বলিয়াছেন— "মির্জা সাহেব মাহদী শব্দের এস্থলে আভিধানিক অর্থ, 'হেদায়েত-প্রাপ্ত' গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে এরূপ বিকৃত অর্থ হয়, সেই সময় ইসা (আঃ) ব্যতীত অন্য কেহ হেদায়েত-প্রাপ্ত হইবেন না।" একেত চুরি, আরো সিনা-জুরি।

মাহদী শব্দের অভিধানিক অর্থ হেদায়েত-প্রাপ্ত ব্যক্তি। আর ইসলামিক পরিভাষায় মাহদী বলিতে সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে বুঝায় যিনি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়া আসিবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী আছে। হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) এস্থলে মসিহ্ মাওউদকে আভিধানিক অর্থে মাহদী বলেন নাই, বরং তিনি— "আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হেদায়েত-প্রাপ্ত" অর্থে মাহদী বলিয়াছেন। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে-মাহদীর প্রতীক্ষায় আছেন তিনি কি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হেদায়েত-প্রাপ্ত হইবেন না?

আর যদি তাহার পরীক্ষিত মাহদীও আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হেদায়েত-প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া মাহদী নামের অধিকারী হন, তাহা হইলে সেই সময়ে মাহদী ব্যতীত আর কেহ কি হেদায়েত-প্রাপ্ত হইবেন না?

ع بریں عقل و دانش بباید گریست

পাঠকগণের কৌতূহল নিধারণার্থে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর কেতাব এজালায়ে-আওহামের আসল এবারত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"پس اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اُنہوں نے (بخاری و مسلم نے) اپنی صحیح اور کامل تحقیقات کی رو سے اُن حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھا جو مسیح کے آنے کے ساتھ مہدی کا آنا لازم غیر منفک ٹھہرا رہی ہیں اور دراصل یہ خیال بالکل فضول اور مہمل معلوم ہوتا ہے کہ باوجودیکہ ایک ایسی شان کا آدمی ہو جس کو باعتبار باطنی رنگ اور خاصیّت اس کی کے مسیح ابن مریم کہنا چاہیئے دنیا میں ظہور کرے اور پھر اس کے ساتھ کسی دوسرے مہدی کا آنا بھی ضروری ہو۔ کیا وہ خود مہدی نہیں ہے کیا وہ خُدائے تعالےٰ کی طرف سے ھدایت پاکر نہیں آیا کیا اس کے پاس اس قدر جواہرات و خزائن و اموال معارف و دقایق نہیں ہیں کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں اور اس قدر ان کا دامن بھر جائے کہ قبول کرنے کی جگہ نہ رہے۔ پس اگر یہ سچ ہے تو اس وقت دوسرے مہدی کی ضرورت ہی کیا ہے اور یہ صرف امامین موصوفین کا ہی مذہب نہیں بلکہ ابن ماجہ اور حاکم نے بھی اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ لَا مھدی اِلَّا عِیسیٰ یعنی بجز عیسیٰ کے اُس وقت کوئی مہدی نہ ہوگا۔ یوں تو ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ پہلے بھی کئی مہدی آئے ہوں اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی آویں"۔

মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সময় অন্য মাহদী

আমরা এই কিতাবে যথাস্থানে প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এই উম্মতের মধ্যে একাধিক মাহদীর কথা বর্ণনা করিয়াছেন এবং হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-ও হযরতের একজন শ্রেষ্ঠতম প্রতিশ্রুত মাহদী। কিন্তু হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর জামানায় অন্য আর একজন স্বতন্ত্র মাহদী হইবেন বলিয়া যে মৌলানা সাহেবগণ ধারণা পোষণ করেন, ইহা মস্ত বড় ভুল। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন :—

كيف تهلك امة انا اوّلها والمهدى وسطها وَالمَسِيح آخرها

(مشكوٰة)

"কেমন করিয়া ধ্বংস হইবে সেই উম্মত যাহার প্রথম ভাগে আমি, মধ্য ভাগে মাহদী ও শেষ ভাগে মসিহ থাকিবেন।" এই হাদীসে শেষ জামানার মসিহে মাওউদের সঙ্গে অন্য কোন মাহদীর কথা আঁ-হযরত (সাঃ) বলেন নাই। আর এক হাদীসে রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :—

يُوْشَكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ اَنْ يَلْقَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا اِمَامًا مَهْدِيًّا - (رواه احمد بن حنبل)

"তোমাদের মধ্যে যাহারা (রুহানীভাবে) জীবিত থাকিবে তাহারা দেখিতে পাইবে, ইসা ইব্নে-মরিয়মকে ন্যায়-বিচারক ইমাম-মাহদীরূপে"। এই হাদীসেও আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কেই ইমাম মাহদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে অন্য কোন মাহদীর কথা বলেন নাই।

অন্যত্র বলিয়াছেন :—

لَا مَهْدِىَ اِلَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ (رواه ابن ماجه)

"মসিহে মাওউদ ব্যতিরেকে আর কোন মাহদী নাই।"

অতএব এতগুলি হাদীস ও মুহাক্কেকীনের মতকে অগ্রাহ্য করিয়া ইব্নে-মাজার এই হাদীসকে জয়ীফ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করা ভুল।

ছহী বুখারীতে ইমাম মাহদীর কথা

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কিতাব শাহাদতুল-কোরান হইতে এক এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

"صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ کے بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ المھدی"

এই এবারত পেশ করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব চেঁচামেচি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, মির্জা সাহেব বুখারীতে ইমাম মাহদীর কথা আছে বলিয়া স্বীকার

করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, মাহদী সংক্রান্ত যাবতীয় হাদীস যদি জয়ীফ হইয়া থাকে তাহা হইলে 'শাহাদতুল কোরান' নামক কিতাবে মাহদীর কথা ছহী বুখারীতে আছে কেমন করিয়া স্বীকার করিলেন?

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই কথাগুলিও বাকচাতুরী বই আর কিছুই নহে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে অতি পরিষ্কারভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ছহী বুখারী ও ছহী মুসলিমে ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলি জয়ীফ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। আর জ্ঞানী আলেম মাত্রই অবগত আছেন যে, প্রকৃতপক্ষেও ছহী বুখারী ও ছহী মুসলিমে ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলি নাই। আর আমরা ইহাও প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি যে, মাহদী সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলির প্রত্যেকটিই মুহাক্কেকীনদের মতে জয়ীফ; **কিন্তু তথাপি ঐ সমস্ত হাদীসের সমষ্টি হইতে ইমাম মাহদীর আগমনের কথা যে সত্য** ইহাও প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-ও ইমাম মাহদীর আগমন সংবাদকে জয়ীফ বা মিথ্যা বলেন নাই। তিনি-ত কেবল মুহাক্কেকীনদের মতে পরস্পর বিরোধী তফ্সীল সম্বলিত রেওয়ায়েতগুলিকে জয়ীফ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নিজে মাহদী হইবার দাবী করিয়া 'মাহদীর আগমন' সংবাদটাকেই মিথ্যা বা সন্দিগ্ধ বলা অসম্ভব। ইহা মৌলানার বুঝার ভুল। মাহদী সম্বন্ধীয় **তফসীল** ও মাহদীর **আগমন**, এই দুইটা কথার বেশকম বুঝিতে খুব বেশী বিদ্যার দরকার করে না। তবে শাহাদতুল-কোরানে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই কথা কেন লিখিলেন যে—

خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے

"বিশেষতঃ, ঐ খলিফা যাহার কথা বুখারীতে লিখিত আছে"। ইহার উত্তরে আমি এই বলিতে চাই যে, যখন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) প্রকাশ্যভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এবং অতি পরিষ্কারভাবে বারবারই উল্লেখ করিয়াছেন যে, ছহী বুখারী ও ছহী মুসলিমে মাহদী সংক্রান্ত কোন হাদীসই নাই! তখন শাহাদতুল-কোরানের এই কথাটা (بخاری میں لکھا ہے) ছাপার ভুলে লিখিত হইয়াছে মনে করা মৌলানা সাহেবের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এই রকম ছাপার ভুল বা অনিচ্ছাকৃত লিখনি-বিচ্যুতি কোন মানুষের পক্ষেই অসম্ভব নয়। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানাতে যে-সমস্ত ছাপার ভুল রহিয়াছে উহার দিকে আমরা মোটেই ভ্রূক্ষেপও করি নাই; এবং কোন ভদ্র লোকের পক্ষে এরূপ করাকে সমীচীনও মনে করি নাই।

তিনি এক জায়গায় "কাজী সোকালি" লিখিয়াছেন। তিনি হয়ত شوق علی মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাহা নহে, প্রকৃত শব্দটি হইতেছে 'কাজী সৌকানী'। আমি তাঁহার এই ভুলকে ছাপার ভুল মনে করিয়া কোন উচ্চা-বাচ্য করি নাই।

পাঠক দেখিয়া আসিয়াছেন যে, হাদীসে বর্ণিত ও তরিকত তত্ত্ববিদ কাশ্ফ শক্তি-সম্পন্ন অলিউল্লাহ্গণ কর্তৃক বর্ণিত লক্ষণাদি, জমানা ও হুলিয়া কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম

মাহদী (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা অতি পরিষ্কারভাবেই প্রতিপন্ন করিতেছে। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনই যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই।

আর মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পেশ-করা পরস্পর বিরোধী অসম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলির মনগড়া বিকৃত অর্থ কোন ইমানদার বিবেকশীল ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারে না, এবং এইরূপ অবান্তর ভিত্তিহীন কথাগুলির জন্য নিজের ইমানও নষ্ট করিতে পারে না।

দ্বিতীয় ভাগ

উপক্রমণিকা

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাঁহার পুস্তকের প্রথম ভাগে হযরত মসিহে মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাহদী হইবার দাবী খণ্ডন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, ১ম ভাগে মাহদী হওয়ার দাবী খণ্ডন হয় নাই। আচ্ছা দেখা যাক, মসিহ হইবার দাবী সম্বন্ধে কিছু করা যায় কি না? কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানেও মৌলানা সাহেব সোজা পথে না গিয়া কুটীল পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

কারণ, মসিহে মাওউদ সম্বন্ধে মৌলানা সাহেবের আকীদা— বনী-ইস্রায়ীলের মসিহ সশরীরে আসমানে উঠিয়া গিয়া এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছেন এবং আখেরি জামানায় তিনিই আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন। অতএব মৌলানা সাহেবের পক্ষে প্রথমে উচিত ছিল, বনী-ইস্রায়ীলের হযরত ইসা (আঃ) যে এখনও পর্যন্ত জীবিত আছেন এবং সশরীরে আসমানে উঠিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রমাণ করা। কারণ, বনী ইস্রায়ীলের হযরত ইসা (আঃ)-এর এখন পর্যন্ত আসমানে জীবিত থাকা এবং পুনরায় সশরীরে আসমান হইতে নামিয়া আসা প্রমাণ হইলে আর কোন তর্কই বাকী থাকে না এবং আর কাহারও মসিহে মাওউদ হইবার দাবী টিকিতেই পারে না। আর মৌলানা সাহেবদিগকেও জয়ীফ, পরস্পর বিরোধী ও অসম্পর্কিত রেওয়ায়েতের বিক্ষিপ্ত তরঙ্গরাশির মধ্যে হাবুডুবু খাইতে হয় না।

কিন্তু মৌলানা সাহেব এখানে বনী-ইস্রায়ীলি হযরত ইসা (আঃ)-এর জীবিত থাকা প্রমাণ না করিয়াই কাদিয়ানের আবির্ভূত মহাপুরুষ মসিহে মাওউদ হইতে পারেন কি-না আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

যাহাহউক, আমি মৌলানা সাহেবের এই প্রসঙ্গে পেশ-করা রেওয়ায়েতগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। - وباللهِ التوفيق

রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও মসিহে মাওউদ (আঃ)

১নং হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُفِيْضُ الْمَالَ حَتّٰى لَا يَقْبَلُهٗ اَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْهُرَيْرَةَ فَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ "وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ"۔

(متفق علیه)

"আবুহুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যাঁহার আয়ত্তাধীনে আমার প্রাণ আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, অচিরে তোমাদের মধ্যে ইব্নে-মরিয়ম নাজেল হইবেন- ন্যায়-বিচারক মীমাংসাকারীরূপে, তৎপর তিনি শূকর হত্যা করিবেন, জেজিয়া কর উঠাইয়া দিবেন, এমনভাবে মাল দান করিবেন যাহা কেহই গ্রহণ করিতে পারিবে না, এমন কি, একটি সেজ্‌দা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত সকল বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট হইবে। তৎপর হযরত আবুহুরায়রা বলিলেন, তোমরা ইচ্ছা করিলে কোরানের এই আয়াতটি পাঠ করিতে পার, — "প্রত্যেক আহ্‌লে কিতাব ইহা বিশ্বাস করিবে তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে।"

আমরা এই হাদীসে উল্লেখিত প্রত্যেকটি কথার প্রতি চিন্তাশীল পাঠকের গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ইব্নে মরিয়ম

এই হাদীসের একটি কথা— "ইবনে-মরিয়ম"। ইব্নে-মরিয়ম 'নাজেল' হইবেন এই কথা দ্বারা বনী-ইস্রায়ীল জাতির ইব্নে- মরিয়ম যিনি প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গত হইয়াছে তাঁহার কথা বুঝিবার কোন কারণ নাই। কারণ, কোরান শরীফে অতি পরিষ্কার-

ভাবেই বনী-ইস্রায়ীলের পয়গম্বর হযরত ইসা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন বলিয়া বহু আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, এবং মৃত ব্যক্তির পুনরাগমন কোরান শরীফের শিক্ষার বিরুদ্ধ, তবে উল্লিখিত হাদীসে আঁঃ-হযরত (সাঃ) ইব্নে-মরিয়ম বলিতে কি মনে করিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়। যথা—

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَامِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ اِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ
فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ـ

(متفق عليه)

"আবুহুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, মরিয়ম ও ইব্নে-মরিয়ম ছাড়া সমস্ত বনী-আদমকেই জন্মিবার সময় সয়তানে স্পর্শ করে, এইজন্য সে চীৎকার করিয়া উঠে"।

এই হাদীসে স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) সয়তানের স্পর্শ হইতে যাহারা পবিত্র, এই রকম সমস্ত নেক লোককেই মরিয়ম ও ইব্নে-মরিয়ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। নতুবা সমস্ত আম্বিয়া ও আওলিয়াগণ সম্বন্ধে স্বীকার করিতে হয় যে, নাউজুবিল্লাহ, তাঁহারাও সয়তানের স্পর্শ হইতে বাঁচিতে পারেন নাই। এমন কি, নাউজুবিল্লাহ, নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-ও সয়তানের স্পর্শ হইতে বাঁচিতে পারেন নাই বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। সুতরাং 'মরিয়ম' ও 'ইবনে-মরিয়ম' বলিতে আঁ-হযরত (সাঃ) যে কেবল ইস্রায়িলী মরিয়ম ও ইব্নে-মরিয়ম মনে করেন নাই, বরং প্রত্যেক নেক লোক মনে করিয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নিম্নলিখিত হাদীসের ব্যাখ্যাকারী আল্লামাগণও এই অর্থই করিয়াছেন। যথা—

আল্লামা জমখসরী লিখিয়াছেন—

ان المراد من عيسىٰ و امّه كل رجل تقى كان على صفتهما
وكان من المتورّعين المتّقين ـ

"এই হাদীসে মরিয়ম ও ইব্নে-মরিয়ম শব্দের অর্থ-প্রত্যেক সাধু ব্যক্তি যাঁহারা মরিয়ম ও ইব্নে-মরিয়মের গুণে গুণান্বিত, সৎ ও নিষ্ঠাবান।"

এরশাদুছছারী, সরহে বুখারী, ৭ম জিল্দ, ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

نقل العينى ان القاضى عياضا اشار الى ان جميع الانبياء
يشاركون عيسى عليه السلام فى ذالك قال القرطبى هوقول

مجاهد وقد طعن الزمخشري في معنى هذا الحديث وتوقف
في صحته فقال ان صح فمعناه ان كل مولود يطمع الشيطان
في اغوائه الا مريم وابن مريم فانهما كان معصومين و
كذالك كل من كان على مفتهما لقوله تعالى الا عبادك منهم
المخلصين استهلا له صارخا من مسه تخييل وتصوير
لطمعه فيه كان يمسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا
ممن اغويه"

"আল্লামা আয়ণী নকল করিয়াছেন, কাজী এয়াজ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সমস্ত নবীগণই এই নামে ইসা (আঃ)-এর শরীক; কারতবী বলিয়াছেন যে, মুজাহিদও এই অর্থই করিয়াছেন। জমখসরী এই হাদীসের অর্থের উপর আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীস এই অর্থ ছাড়া ছহী হইতে পারে না যে, মরিয়ম ও ইব্নে মরিয়ম এবং তাহাদের গুণে গুণান্বিত প্রত্যেক নিষ্পাপ লোক ছাড়া অন্য সমস্ত লোকের উপর সয়তান গুমরাহ করিবার জন্য লোভ করে— যেহেতু আল্লাহ্তালা বলিয়াছেন, "মুখলেছ নেক বান্দাদের ছাড়া ..."। সন্তানের চিৎকার করিয়া উঠা সয়তানের লোভ করার কাল্পনিক চিত্র, যেন সয়তান সন্তানটিকে স্পর্শ করিয়া হাত মারিয়া বলে যে, আমি ইহাকে ভ্রষ্ট করিব।"

'আত্তায়ছীর সর্হে জামে ছাগীর' কিতাবে লিখিত আছে—

"وماجاء في الحديث المذكور من ذكر عيسى وامه
فالمراد هما ومن في معناهما"

অর্থাৎ "উল্লিখিত হাদীসে হযরত ইসা (আঃ) ও তাঁহার মাতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে, তাঁহারা ও তাঁহাদের গুণ-বিশিষ্ট সমস্ত লোকদিগকে মরিয়ম ও ইব্নে-মরিয়ম নামে অভিহিত করা হইয়াছেন।"

তোজিহ্ কিতাবের ১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"يستعار لعالم فقيه لفظ ابي حنيفة"

অর্থাৎ "আবুহানিফা শব্দটিও প্রত্যেক ফকীহ, আলেম ও পরহেজগার ব্যক্তির জন্য রূপকভাবে ব্যবহার হয়।"

ঠিক এই রকম মরিয়ম ও ইব্নে-মরিয়ম শব্দ-ও আঁ-হযরত (সাঃ) প্রত্যেক নেক, মুত্তাকী এবং সয়তানী ধোঁকা হইতে পবিত্র ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব আমাদের আলোচ্য হাদীসে-ও ইব্নে-মরিয়ম শব্দ "তাঁহার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি" অর্থে ইমাম মাহদীর জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। মুসনাদ ইমাম আহমদ হাম্বলের নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হয়।

"يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا امامًا مهديا -

(مسند امام احمد بن حنبل)

'অচিরেই তোমাদের মধ্যে ইব্নে-মরিয়ম ইমাম মাহদী হইয়া আসিবেন ন্যায়-বিচারক মীমাংসাকারীরূপে।'

অতএব আলোচ্য হাদীসেও যে আঁ-হযরত (সাঃ) ইব্নে-মরিয়ম বলিতে ইমাম মাহদীকেই মনে করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আর প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ইস্রায়িলী ইসা (আঃ)-কে এই হাদীসের মধ্যে টানিয়া আনা মস্ত বড় মারাত্মক ভুল। এই ভুল করিয়া মৌলবী-মৌলানাগণ ইস্লামের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন।

ইয়ান-জেলু

এই হাদীসের আর একটি শব্দ ينزل — 'অবতীর্ণ হইবেন'। এই শব্দ দ্বারা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব 'আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন' বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও আর এক মারাত্মক ভুল। نزول 'নজোল' শব্দ দ্বারা সব সময়ই উপর হইতে সশরীরে নীচে নামা বুঝায় না। কোরান শরীফে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধে এই 'নজোল' শব্দই ব্যবহার হইয়াছে :—

قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلوا عليكم ايات الله -

(سورة الطلاق: ١١)

"নিশ্চয় আল্লাহ্তালা তোমাদের প্রতি জিক্রকারী রসুল পাঠাইয়াছেন, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র আয়াত সকল পাঠ করেন।"

কোরান শরীফে লৌহ ও পোষাক সম্বন্ধেও 'নজোল' শব্দই ব্যবহার হইয়াছে ঃ—

انزلنا الحديد (الحديد: ٢٦)

"আমি লৌহ অবতীর্ণ করিয়াছি"।

انزلنا عليكم لباسا (الاعراف: ٢٧)

"আমি তোমাদের নিকট পোষাক অবতীর্ণ করিয়াছি"।

অতএব 'নজোল' শব্দ দ্বারা সব সময়ই আসমান হইতে সশরীরে নামিয়া আসা বুঝিবার কোন কারণ নাই। উপরোক্ত আয়াতগুলি হইতে অতি পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, আল্লাহ্তা'লা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে নাজেল করিয়াছেন; তদ্রূপ লৌহ এবং পোষাক ইত্যাদি বস্তুতসমূহকেও আল্লাহ্তালা নাজেল করিয়াছেন। কিন্তু সকলই জানেন এই সকল বস্তু এবং স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ)-ও সশরীরে আস্মান হইতে নামিয়া আসেন নাই।

অতএব হযরত মসিহে মাওউদ সম্বন্ধে নাজেল শব্দ দেখিলেই আসমান হইতে সশরীরে নামিয়া আসা বুঝা মস্ত বড় ভুল।

'হাকামান আদালান'

এই হাদীসের আর একটি বাক্য حَكَمًا 'হাকামান'। ইহার অর্থ মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব শাসনকর্ত্তা করিয়াছেন। তিনি এই অর্থ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মসিহে মাওউদ (আঃ) দুনিয়ার 'বাদশাহ' হইবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব حاكم 'হাকেম' حكم 'হাকাম' এই দুই শব্দের পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই।

মুফ্রাদাতে রাগেব— مفردات راغب নামক কোরান শরীফের আরবী অভিধানে লিখিত আছে—

" فابعثوا حكمًا مّن اهله وحكمًا مّن اهلها" (النّساء: ٣٦)

وانما قال حكما ولم يقل حاكما تنبيها ان من شرط الحكمين ان يتوليا الحكم عليهم ولهم حسب مَا يستصوبانه من غير مراجعة اليهم فى تفصيل ذالك ـ

অর্থাৎ "কোরান শরীফে উক্ত আয়াতে যেখানে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ায় দুই পক্ষ হইতে দুই জন সালিশ নিযুক্ত করিবার আদেশ আছে সেইখানে 'হাকাম' ব্যবহার হইয়াছে, 'হাকিম' ব্যবহার হয় নাই, এই কথা বুঝাইবার জন্য যে, উভয় 'হাকাম'ই যেন স্বামী-স্ত্রীকে বিস্তৃত কৈফিয়ত জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহারা নিজেদের জ্ঞান-মত স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মীমাংসা করিতে পারেন।

অতএব কোরান শরীফের এই আয়াতের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া মিটাইবার জন্য উভয় পক্ষ হইতে যে দুইজন মীমাংসাকারী নিযুক্ত হইবার কথা আছে ইহা দ্বারা এবং মুফরাদাতে-রাগেবের গবেষণা দ্বারা অতি পরিষ্কারভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 'হাকাম' শব্দের অর্থ বাদশাহ নয়, বরং পরস্পরের ঝগড়া মিটাইবার মীমাংসাকারী সালিশ।

সুতরাং আলোচ্য হাদীসে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে যে 'হাকাম' শব্দ ব্যবহার হইয়াছে ইহা দ্বারা হযরত মসিহে মাওউদ বাদশাহ হইবেন বুঝায় না, বরং ইহাই বুঝাইতেছে যে, তিনি মুসলমানদের আপোষের মত-বৈষম্য সম্বন্ধে মীমাংসা করিবেন।

অতএব তাঁহার আগমনের একটি লক্ষণ, তিনি এমন সময় আসিবেন, যখন মুসলমানদের মধ্যে এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে ঘোর মত-বৈষম্য উপস্থিত হইবে। এমন মত-বৈষম্য যে, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে মীমাংসাকারী না আসিলে এই ঝগড়া মিটিবার কোন উপায়ই থাকিবে না, প্রকৃত ইসলামকে বুঝা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

বস্তুতঃ মুসলমানদের মধ্যে মত-বৈষম্য আমাদের এই বর্ত্তমান জমানায় যে জঘন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন যে, এই জঘন্য প্রকৃতির ঝগড়ার মীমাংসা করিবার জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে মীমাংসাকারী মসিহে মাওউদ আসিবার ইহাই নির্দ্ধারিত সময়।

'হাকাম' শব্দের অর্থ বাদশাহ মনে করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। আর মৌলানা সাহেবের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক নবীই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ধর্ম সম্বন্ধীয় ঝগড়ার মীমাংসা করিতে আসেন ঃ-

لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ -(البقرة : ٢١٤)

"মানুষের মধ্যে যে মত-বৈষম্য উপস্থিত হয় তাহার মীমাংসার জন্যই আল্লাহ্ নবী পাঠাইয়া থাকেন"। কিন্তু প্রত্যেক নবীইত আর বাদশাহ হন নাই, মসিহে মাওউদ সম্বন্ধে 'হাকাম' শব্দ দেখিয়াই বাদশাহ মনে করা মস্ত বড় অন্যায়।

ইয়াক্‌ছেরুছ্ ছলিবা-ক্রুশ ধ্বংস করিবেন

মসিহে মাওউদ (আঃ) ক্রুশ ধ্বংস করিবেন— يكسر الصليب এই কথার অর্থ, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব করিয়াছেন— "ক্রুশগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন"— অর্থাৎ কাঠের, সোনার বা চান্দির ক্রুশগুলি পাদরী সাহেবদের গলা হইতে ছিনাইয়া লইয়া বা গীর্জ্জার প্রাচীর কিংবা উচ্চ চূড়া হইতে নামাইয়া আনিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন।

মৌলানা সাহেবের এরূপ হাস্যকর অর্থ দেখিয়া হাসিও যেন লজ্জা পায়। হাতে হাতুড়া লইয়া কতকগুলি কাষ্ঠ বা ধাতু নির্ম্মিত ক্রুশ ভাঙ্গা কি আল্লাহ্‌র একজন নবীর কাজ? দুনিয়ার সমস্ত পাদ্রীদের গলা হইতে ছিনাইয়া আনিয়া গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় সিঁড়ি লাগাইয়া ক্রুশগুলি নামাইয়া আনাইয়া ক্রুশ ভাঙ্গার কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িলে সমস্ত দুনিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে হযরত ইসা (আঃ)–এর জীবনে কুলাইবে কি–না, আর সমস্ত দুনিয়ার যাবতীয় ক্রুশ ভাঙ্গিয়া নিঃশেষ করা সম্ভব হইলেও ইহাতে কি লাভ হইবে? আবার কি খ্রীষ্টানগণ বানাইতে পারিবে না? ইত্যাদি বিষয় মৌলানা সাহেব চিন্তা করেন নাই।

ক্রুশ ভাঙ্গার প্রকৃত অর্থ মৌলানা সাহেবের মাথায় ঢুকে নাই। আল্লামা আইনী বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

" قال الطيبى يريد بقوله يكسر الصليب ابطال النصرانية
والحكم بشرع الاسلام قلت فتح هنا من فيض الاهى
وهو ان المراد من كسر الصليب اظهار كذب النصارىٰ "

"তিনি বলিয়াছেন, আঁ–হযরত (সাঃ) ক্রুশ ধ্বংস করা, খ্রীস্টান ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিয়া প্রচার করা এবং ইসলামী হুকুম জারী করা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ; আমি বলিতেছি, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে হাদীসের এই অর্থ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে যে, ক্রুশ ধ্বংস অর্থ—খ্রীস্টান ধর্ম্মের অসত্যতা প্রকাশ করা।"

কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ক্রুশ ভাঙ্গার এই অর্থ গ্রহণ না করিয়া জবরদস্তি করিয়া পাদ্রীদের গলা হইতে আর গীর্জ্জা হইতে ধাতব ক্রুশ ভাঙ্গার যে অর্থ করিয়াছেন তাহা কোরান শরীফের শিক্ষারও বিরোধী— "لا إكراه فى الدين" (البقرة، ٢٥٦)

ধর্ম্মে কোন জবরদস্তি নাই।

তারপর আমি পাঠকের মনোযোগ এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি যে, এই হাদীসের মর্ম্ম অনুসারে বুঝা যাইতেছে, হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)–এর আবির্ভাবের নির্দ্ধারিত সময় হইতেছে যখন খ্রীষ্টানি প্রভাব সমগ্র দুনিয়াতে ছড়াইয়া পড়িবে।

অতএব আজ সমগ্র দুনিয়াতে খ্রীষ্টানি প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া মনে হয় ক্রুশ ধ্বংস করিবার জন্য প্রতিশ্রুত মসিহ আসিবার নির্দ্ধারিত সময় ইহাই।

ইয়াকতুলুল খিঞ্জিরা

হাদীসের এই কথার অর্থও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব করিয়াছে "শূকরগুলি হত্যা করিবেন।"

তাঁহার মতে হযরত ইসা (আঃ) আসমান হইতে নামিয়া আসিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া শূকর মারার কাজে লিপ্ত হইবেন। একদল শিকারী কুত্তা তাঁহার সঙ্গে রাখিবেন কি না শূকরগুলি তাড়াইয়া আনিবার জন্য, তাহা মৌলানা সাহেব বয়ান করেন নাই। তিনি হয়ত মনে করিয়াছেন যে, হযরত ইসা (আঃ) নিজেই নেজা ও বল্লম হাতে করিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শূকর মারিয়া বেড়াইবেন। তবে দুনিয়ার যাবতীয় শূকর বধ করা তাঁহার জীবনে কুলাইবে কি না? তাহা চিন্তার বিষয় বটে। আর যদি সারা দুনিয়ার যাবতীয় শূকর বধ করিয়া একেবারে নিঃশেষ করিতে না পারেন তাহা হইলে দুই চারিটা বা দুই চারি হাজার বা দুই চারি লাখ শূকর মারিয়া তিনি দুনিয়ার কি ইষ্টসাধন করিবেন তাহা বুদ্ধির অগম্য। আমাদের মনে হয় শুধু শূকর মারিয়া তিনি কি করিবেন? সঙ্গে সঙ্গে যদি বাঘ ভল্লুক ইত্যাদি অন্যান্য বন্য হিংস্র জন্তুগুলি বধ করিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে জগতের কিছু উপকার হইত।

আর ইহাও বিবেচনার বিষয় যে, যে-মহান কাজের জন্য আল্লাহ্‌র এক প্রিয় নবী আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন বলিয়া মৌলানা সাহেবগণ আশায় বসিয়াছেন, এত বড় নেকীর কাজ যদি মৌলানা সাহেবগণ এখন হইতেই আরম্ভ করিয়া দেন এবং ইসা (আঃ) আসিতে আসিতে এই কাজের অনেকটা আগাইয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা হযরত ইসা (আঃ)-এর বেশী প্রিয় ও সাহায্যকারী হইবেন।

মৌলানা সাহেবগণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বাক্যের যে কীরূপ অবমাননা করিতেছেন তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়! إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -(البقرة:١٥٦)

আল্লাহ্‌তালা এই আখেরি জমানার অনেক ব্যবসায়ী মৌলানা-মৌলবীদিগকে এতটুকু সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন যে, তাহারা বুঝিতে পারেন না যে, অবস্থাভেদে ও কর্ত্তার মর্যাদাভেদে একই কর্ম ও ক্রিয়ার বিভিন্ন অর্থ হয়।

গুরু মহাশয় ঐ গাধাটাকে আজ খুব পিটিয়াছিলেন, আর ধোপা আজ তাহার গাধাটাকে খুব পিটিয়াছিল-এই দুই জায়গায় গুরু মহাশয়ের গাধা পিটা আর ধোপার গাধা পিটা যে এক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই তাহা বুঝিবার জন্য খুব বেশী বিদ্যা বা বুদ্ধির দরকার করে না। এতটুকু কথাও যে এই জামানার আলেমগণ বুঝিতে পারে না তাহা দেখিয়া মনে হয় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বাক্য 'আখেরি জামানায় এল্‌ম উঠিয়া যাইবে' পূর্ণ হইয়াছে।

ডোম ও মেথরের শূকর বধ, আর একজন আল্লাহ্‌র নবীর শূকর বধ এক অর্থে ব্যবহার হয় নাই, অন্ততঃ এই মোটা কথাটা মৌলানা সাহেবদের বুঝা উচিত ছিল। যাহা হউক—এখন আমি পাঠক ও মৌলানা সাহেবের দৃষ্টি এই হাদীসের 'শূকর বধ করিবেন' কথার প্রকৃত অর্থের দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার পবিত্র কালাম কোরান মজীদে বলিয়াছেন : —

"قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ
مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ
وَالْخَنَازِيرَ -

"তুমি বল আমি ইহাদের চাইতেও নিকৃষ্টতর লোকের কথা তোমাদের কাছে বলিব, যাহার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ ও গজব পড়িয়াছে, এবং আল্লাহ্ তাহাদের মধ্য হইতে শূকর ও বানর করিয়া দিয়াছেন।" *(মায়েদা আয়াত — ৬০)*

তফছীর কবীর, ১ম খণ্ড — ৫৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে —

المروى من مجاهد انه سبحانه تعالى مسخ قلوبهم
بمعنى الطبع والختم لا انه مسخ صورهم وهو مثل
قوله تعالى "كمثل الحمار يحمل اسفارا" (الجمعة ، ٥)
ونظيره ان يقول الاستاذ للمتعلم البليد الذى
لا ينجح فى تعليمه كُنْ حمرا

"মুজাহিদ বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তা'লা মোহর করিয়া ও রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহাদের মন পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের আকৃতি পরিবর্ত্তন করেন নাই। ইহা আল্লাহ্‌র এই কথার মত— যেমন, তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "ঐ গাধার মত, যে কিতাবের ভার বহন করে," আর ইহার দৃষ্টান্ত এই রকম — যেমন, কোন শিক্ষক তাঁহার অকৃতকার্য্য ভোঁতা ছাত্রকে গাধা বলে।"

সুতরাং কখনও কখনও আল্লাহ্ ও মানবের বাক্যে মানুষকেই জন্তু-বিশেষের নাম দেওয়া হয় ; দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষায় এই রকম বহু প্রচলন আছে।

তবুও আমাদের প্রতিপক্ষীয় মৌলানা সাহেবগণ হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর 'শূকর বধ' বন্য শূকর বধ করা অর্থে মনে করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র একজন নবী আসিয়া বন্য শূকর বধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহার চাইতে হাস্যকর কথা আর কি হইতে পারে?

ঐশী ভাষায়ও 'শূকর বধ' অর্থ দুষ্ট লোকই হইয়া থাকে। কিতাবুল ইসারাত, ২য় খণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

من راى انه يقاتل خنزيرا فانه ينازع رجلا
دَنِيًّا لا خَيْرَ فيه -

"কেহ যদি শূকর বধ করিতেছে স্বপ্নে দেখে, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি এই রকম কোন দুষ্ট প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিবে, যাহার মধ্যে কোন মঙ্গল নাই।"

'মুন্তাখাবুল কালাম' কিতাবের ১ম খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা লিখিত আছে—

الخنزير - زجل ضخم موسر فاسد الدين و خبيث

المكسب قذر ذو يد كافر او نصراني شديد الشوكة -

অর্থাৎ "শূকর অর্থ মোটা, অবস্থাপন্ন, বিধর্ম্মী ও দুষ্ট ব্যবসায়ী, অপবিত্র, শক্তিশালী কাফের, অথবা প্রতাপশালী খৃষ্টান।"

অতএব আলোচ্য হাদীসে মসিহ মাওউদ (আঃ) আবির্ভূত হইয়া শূকর প্রকৃতি-বিশিষ্ট কতিপয় দুষ্ট লোকদিগকে অলৌকিকভাবে হত্যা করিবেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) কর্ত্তৃক আল্লাহ্‌তালা এইরূপ অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঞ্জাবের আর্য্য সমাজের পণ্ডিত লেখরাম, পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথম, আমেরিকার ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডুই, ইত্যাদি দুষ্ট লোকদিগকে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) মোবাহালা, অর্থাৎ প্রার্থনা-যুদ্ধে আহ্বান করিয়া আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করিয়া হত্যা করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার এবং তাহাদের অলৌকিক হত্যার নির্দ্ধারিত সময়-জ্ঞাপক সংবাদ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া জগতময় প্রচার করিয়া জগদ্বাসীকে ঐশী-শক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। এই রকম নিদর্শনই আল্লাহ্‌র একজন নবীর শানের উপযোগী, এবং তাঁহার সত্যতার প্রমাণ হইতে পারে। আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে এইরূপ অলৌকিক নিদর্শন সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, 'তিনি শূকর বধ করিবেন' এই কথা দ্বারা।

কিন্তু আমাদের মৌলানা সাহেবগণ বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন, আল্লাহ্‌তালার এই প্রতাপান্বিত নবী আসিয়া জঙ্গলী শূকর বধ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িবেন। 'মুর্খতার মত শত্রু নাই'।

সুতরাং রসুলে করীম (সাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি জ্ঞান-চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করিলে কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এরূপ অলৌকিক নিদর্শন আঁ-হযরত (সাঃ) ব্যতিরেকে দুনিয়ার কম নবী দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়াও যাহারা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না তাহাদের মত দুর্ভাগা আর নাই।

يضع الجزية --"জেজিয়া কর উঠাইয়া দিবেন"

আলোচ্য হাদীসের আর একটি বাক্য তিনি জেজিয়া কর উঠাইয়া দিবেন। যুদ্ধের জন্য প্রজাদের উপর যে কর বসান হয় তাহকে জেজিয়া কর বলা হয়। আখেরি জামানায় যখন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আসিয়া ইসলাম প্রচার করিবেন তখন কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের দরকার হইবে না, সমর কর, অর্থাৎ জেজিয়া করেরও দরকার হইবে না, তাই হাদীসে আসিয়াছে— يضع الجزية জেজিয়া কর উঠাইয়া দিবেন।

এই কথাটাই বুখারী শরীফের অন্য রেওয়ায়েতে আসিয়াছে—يضع الحرب অর্থাৎ, যুদ্ধ উঠাইয়া দিবেন। প্রকৃত-পক্ষেও অস্ত্র যুদ্ধ উঠাইয়া দেওয়া আর যুদ্ধের কর উঠাইয়া দেওয়া একই কথা তাই কেহ কেহ يضع الحرب স্থলে يضع الجزية রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাহাই করিয়াছেন— বিনা যুদ্ধে দুনিয়া জয় করিয়া সমগ্র মানব-জাতিকে ইসলামের পতাকা তলে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার ঘোষণা করিয়াছেন। তাহারই ফলে আজ দুনিয়ার বড় বড় কেন্দ্রে তৌহীদের আহ্বান প্রতিধ্বনিত হইয়াছে ও হইতেছে।

বস্তুতঃ হাদীসের এই বাক্যটি দ্বারাও কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এরই সত্যতা প্রতিপন্ন হয়।

يفيض المال حتى لا يقبله احد

"বহু মাল দান করিবেন, কেহই তাহা গ্রহণ করিবে না।"

হাদীসের এই কথাটি দ্বারাও কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন হয়।

ছেহা-ছেত্তায় এই মর্ম্মের আরও একটি হাদীস আসিয়াছে ঃ—

وليد عون الى المال حتى لا يقبله احد

"তিনি মালের দিকে আহ্বান করিবেন, কিন্তু কেহই তাহা গ্রহণ করিবেন না।"

কাদিয়ানের হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বারাহীনে আহমদীয়া কিতাব লিখিয়া, ইসলাম ও হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ পেশ করিয়াছেন এবং সমস্ত দুনিয়াবাসীকে তাঁহার পেশ করা দলিলগুলি খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি কেহ তাঁহার দলিলগুলির এক পঞ্চমাংশও খণ্ডন করিয়া নিজেদের ধর্মের সত্যতা নিজেদের ধর্ম্ম-পুস্তক হইতে পেশ করিতে পারে তাহা হইলেও এই রকম ব্যক্তিকে দশ হজার টাকা পুরস্কার দিবেন, অথবা দশ হাজার টাকা মূল্যের পৈত্রিক

সম্পত্তির উপর দখল ছাড়িয়া দিবেন, কিন্তু কেহই তাঁহার এই আহ্বান গ্রহণ করিয়া টাকা লইতে অগ্রসর হয় নাই। এই রকম যখন বিরুদ্ধবাদী মৌলবী-মৌলানাগণ তাঁহার আরবী ভাষায় কোন জ্ঞান নাই বলিয়া বিদ্রূপ ও টিট্‌কারী করিতে লাগিল তখন আল্লাহ্‌তালা তাঁহাকে গায়বীভাবে (এলমে লাদুন্নি) আরবী ভাষা ও কোরান শরীফের মারেফত বা তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিলেন, এবং তিনি সমস্ত জগদ্বাসীকে আরবী সাহিত্যে তাঁহার মোকাবেলা করিতে হাজার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া আহ্বান করিলেন যে, যদি কেহ আরবী সাহিত্যে এবং কোরান শরীফের অত্তজ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে তাহাকে তিনি হাজার হাজার টাকা পুরস্কার দান করিবেন। এমন কি, এই ঘোষণাবাণীর মর্ম্ম অনুযায়ী তিনি নিজে এই রকম মোকাবেলার জন্য কতিপয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে প্রচার করিয়া দিলেন। আরবী ভাষাভাষী মিশর, ইরাক, শাম, হেজাজ ইত্যাদি দেশ-সমূহের মধ্যে এই সমস্ত গ্রন্থ ও ঘোষণাবাণী পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহই এই পুরস্কার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল না। আর এক কিতাবে হযরত ইসা (আঃ) জীবিত থাকা সম্বন্ধে এক চেলেঞ্জ করিয়া বিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই ইহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল না।

তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী—

"وليد عون الى المال فلا يقبله احد" "ويفيض المال فلا يقبله احد"

"তিনি মালের দিকে লোকদিগকে আহ্বান করিবেন", কিন্তু কেহই ইহা গ্রহণ করিবে না" — পূর্ণ হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিরুদ্ধাবাদী মৌলানা সাহেবগণ মনে করিতেছেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ টাকা-পয়সা খয়রাতিভাবে দান করিবেন। এরূপ মনে করা তাঁহাদের মস্ত বড় ভুল, কারণ, মালের এত প্রাচুর্য্য যে, কেহই ইহা গ্রহণ করিবে না, তাহা কখনও এই পৃথিবীর সামাজিক মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না, তাহা হইলে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যাইত। তাই আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন—

لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض - (الشورى : ٢٨)

"যদি আল্লাহ্‌তালা রিজিকের বাহুল্য বিস্তৃত করিয়া দিতেন তাহা হইলে পৃথিবীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইত।" *(সূরা শূরা : ২৭)*

সুতরাং ধনের এরূপ প্রাচুর্য্য যে, কেহই তাহা গ্রহণ করিবে না, ইহা কোরান শরীফের এই আয়াতেরও বিরুদ্ধ।

অতএব কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যে-ভাবে মালের দিকে জগদ্বাসীকে আহ্বান করিয়াছেন এবং লোকে তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই—

এইভাবে আহ্বান করা ও গ্রহণ না করার কথাই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে; এবং ইহাও মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার এক প্রমাণ ; এবং প্রমাণ স্বরূপই ইহা হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এই হাদীসের আর এক অর্থও হইতে পারে, তাহা এই যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আধ্যাত্মিক মাল এত বেশী দান করিবেন যে, কেহই তাহা লইয়া শেষ করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আধ্যাত্মিক মাল এত অধিক দান করিয়াছেন যে, কেহই সেই মালের সবটা লইতে পারিতেছেন না। আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের এক অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার তিনি দান করিয়াছেন, কাবা মসজিদের তল-দেশে প্রোথিত ধনরাশি যাহা একবার হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) বিতরণ করিয়া ছিলেন তাহাই আর একবার হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) দান করিয়াছেন। যে ধন-মদে মত্ত হইয়া আজ দুনিয়ার একটি মুষ্টিমেয় জমাত মা-বাপ, স্ত্রী-পুত্র ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া ত্যাগ করিয়া ইসলাম প্রচারের জন্য দুনিয়ার দিক্-বিদিক্ ছুটিয়াছেন, সেই অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার আজ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ঠিক তাঁহার 'আকা'— হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর মতই বিতরণ করিয়া গিয়াছেন।

حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ۔

"এমন কি, একটি সেজদা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট হইবে"

হাদীসের এই কথটির কি মর্ম্ম মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব গ্রহণ করেন, তাহা আমি জানি না। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এ সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই।

একটি সেজদা যে দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য হইতে উৎকৃষ্ট এবং সব সময়ই উৎকৃষ্ট তাহা কোন ইমানদার মুসলমান অস্বীকার করিবে না। যে-সেজদা মানুষের সীমাহীন জীবনকে অনন্ত সুখের ও গৌরবের অধিকারী করিয়া দেয়, সেই সেজদার মুল্য যে কত, উহার সঙ্গে যে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের কোন তুলনাই হইতে পারে না, প্রত্যেক ইমানদার ব্যক্তিই ইহা বুঝিতে পারেন।

پس ازسی سال ایں معنی ؛ محقق شد بخاقانی
کہ یک دم باخدا بودن ؛ بہ از تخت سلیمانی

অবশ্য ধর্ম্ম নিয়া যাহারা ব্যবসা করেন আমি তাহাদের কথা বলিতেছি না। তাঁহারা সেজদার এই মূল্য না-ও বুঝিতে পারেন কিন্তু এখানে চিন্তা করিবার বিষয় হইতেছে এই যে, আখেরী জামানায় প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ)-এর আবির্ভাবের সঙ্গে এই কথার সম্পর্ক কি?

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জামানায় বা খুলাফায়ে রাসেদিনের জামানায় কি প্রকৃত সেজদার মুল্য দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য হইতে অধিকতর মুল্যবান বা উৎকৃষ্ট ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। তাহা হইলে এই কথার অর্থ কি?

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আল্লাহ্‌র প্রকৃত এবাদত সেই সময় দুনিয়া হইতে উঠিয়া যাইবে, প্রকৃত সেজদা দুনিয়াতে আর বাকী থাকিবে না। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন,"মানবের উপর এমন এক সময় আসিবে যখন ইসলামের শুধু নাম ব্যতিরেকে আর কিছুই বাকী থাকিবে না, কোরানের শিক্ষার কতকগুলি বাহ্যিক রছুমাত ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না, মসজিদগুলি খুব আবাদ হইবে কিন্তু উহাতে প্রকৃত হেদায়েত থাকিবে না, তখনকার আলেমগণ আকাশের নীচে সকল প্রাণী হইতে নিকৃষ্টতম হইবে।"

সুতরাং এই রকম জামানাতে যখন মসীহে মাওউদ (আঃ) আগমন করিয়া প্রকৃত এবাদত দুনিয়াতে কায়েম করিবেন তখন আবার আল্লাহ্‌র প্রতি প্রকৃত সেজদা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হইবে । সেই সেজদার মূল্য দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য হইতে অধিক।

ধর্ম-ব্যবসায়ী মোল্লা-মৌলবী ও মুরীদ-ব্যবসায়ী পীরপুরোহিতদের রছমী ও লোক-দেখান এবাদত দেখিয়া এবাদতের প্রতি দুনিয়ার যে অভক্তি ও বিত-শ্রদ্ধার সৃষ্টি হইবে প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ) আসিয়া তাহা দূর করিয়া দিবেন। এবাদতের প্রকৃত মুল্য, সেজদার প্রকৃত তাৎপর্য্য মসিহে মাওউদ (আঃ) আসিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

বস্তুতঃ কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আসিয়া এইরূপ করিয়াছেন। যাঁহারা সেজদার এই উপলব্ধি হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) হইতে লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই আজ দুনিয়ার যাবতীয় সুখ-সম্মান, ধন-ঐশ্বর্য্য ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ্‌র প্রকৃত সেজদায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন— একটি সেজদায় সারা জীবন অতিবাহিত করিয়া দিতে লুটাইয়া পড়িয়াছেন।

হযরত আবুহুরায়রা
ও
হাদীস নজুলুল্ মসিহ

আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করিয়া হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন ঃ—
"অতএব তোমরা এখন ইচ্ছা করিলে এই আয়াত পাঠ করিতে পার" ঃ—

وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (النساء: ١٧٠)

"প্রত্যেক আহলে কিতাব ইহা বিশ্বাস করিবে তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে।"

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ)–এর এই কথা হইতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব মনে করিয়াছেন যে, প্রত্যেক আহলে কিতাব ইসা (আঃ) আসমান হইতে নামিয়া আসিলে পর তাঁহার উপর ইমান আনিবে। কিন্তু ইহা মৌলানা সাহেবের মস্তবড় ভুল। কারণ, প্রথমতঃ এই আয়াতে হযরত ইসা (আঃ)–এর জীবিত থাকার কোন কথা নাই। "ইহারা বিশ্বাস করিবে তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে"—এস্থলে "তাহার মৃত্যুর" পূর্ব্বে বলিতে ইসা (আঃ)–এর মৃত্যু বুঝিলে স্বীকার করিতে হয় যে, হযরত ইসা (আঃ)–এর জামানা হইতে আরম্ভ করিয়া মৌলানা রহুল আমীন সাহেব কল্পিত তাঁহার পুনরাগমন পর্য্যন্ত সমস্ত আহলে কিতাব ইসা (আঃ)–এর উপর ইমান আনিবে, এবং কোন আহলে–কিতাবই ইসা (আঃ)–এর উপর ইমান না আনিয়া মরিতে পারিবে না। অথচ আজ পর্য্যন্ত বহু আহলে কিতাব হযরত ইসা (আঃ)–এর উপর ইমান না আনিয়াই মরিতেছে। সেই জামানার সমস্ত আহলে কিতাব ইমান আনিবে বলিয়া কেহ কেহ অর্থ করিয়া থাকেন, কিন্তু এইরূপ অর্থ করাও মস্তবড় ভুল, কারণ, আলোচ্য আয়াতের কয়েকটি আয়াতের পূর্ব্বে আল্লাহ্তালা বলিয়াছেন— فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا - (النساء: ٤٧) ইহুদীদের অতি অল্প লোকেই ইমান আনিবে। সুতরাং কোন সময় সমস্ত আহলে কিতাব ইমান আনিবে— এই কথা কোরান শরীফের এই আয়াতেরও বিরোধী এবং এই মর্ম্মের আরও আয়াত আছে যে, কেয়ামত পর্য্যন্ত ইহুদী ও নাছারা বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং সমস্ত আহলে কিতাব ইমান আনিবে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ কিছুতেই ছহী হইতে পারে না।

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) এরূপ হাস্যকর অর্থ করিয়া আমাদিগকে কোরান শরীফের উক্ত আয়াতটি পাঠ করিতে বলিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ হইল— "প্রত্যেক আহলে–কিতাব ইহা বিশ্বাস করিবে অর্থাৎ ইসা (আঃ)–কে মারিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবে "তাহার মৃত্যুর" পূর্ব্বে, অর্থাৎ "তাহার নিজের মৃত্যুর পূর্ব্বে।" অর্থাৎ প্রত্যেক আহলে–কিতাব মৃত্যু পর্য্যন্ত এই

বিশ্বাসই রাখিবে যে, তাহারা ইসাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ)–এর কথার উদ্দেশ্য ইহাই হইতে পারে যে, তিনি এই উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে প্রতিশ্রুত মসিহের আবির্ভাবের কথা বর্ণনা করিয়া উম্মতেই মোহাম্মদীয়াকে ইহুদীদের এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, যখন তাহাদের কাছে তাহাদের মসিহ আগমন করিয়াছিলেন তখন তাহারা কীরূপ ব্যবহার করিয়াছিল এবং মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বলিয়াছেন যে, দেখ প্রত্যেক ইহুদী মনে করিতেছে যে, তাহারা ইসা (আঃ)–কে মারিয়া ফেলিয়াছে, এমনই নির্যাতন তাহারা করিয়াছিল। তোমাদের মধ্যেও মসিহ আগমন করিবেন, তোমাদের জন্যও ইহুদী সদৃশ হইবার আশঙ্কা–পূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী আছে, সাবধান।

সার কথা

আলোচ্য হাদীসের প্রতি একটু তলাইয়া দেখিলে কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর দাবীর সত্যতা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

I. মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থা এই জামানাকেই মসিহে মাওউদের জামানা বলিয়া নির্দেশ করিতেছে।

II. মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর মত–বৈষম্য খাঁটি ইসলামকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। তাই প্রকৃত ইসলামের সন্ধান দিবার জন্য খোদার তরফ হইতে মীমাংসাকারী "হাকাম" "আদাল" মসিহে মাওউদ আসিবার নির্দ্ধারিত সময় যে আমাদের এই জামানা তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন উপায় নাই।

III. সলিবী ধর্মের, অর্থাৎ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রভাব ইসলামের প্রভাবকে ক্ষুণ্ন করিয়াছে, ইসলামী শক্তি ও কৃষ্টিকে ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, ক্রুশ ধ্বংস করিবার জন্য প্রতিশ্রুত মসিহ আসিবার ইহাই নির্দ্ধারিত সময়।

এই রকম অবস্থায় আঁ–হযরত (সাঃ)–এর বর্ণনা অনুযায়ী দেমাস্ক—তথা আরবের পূর্ব্ব দিকে ভারতে অবস্থিত, হাদীসে বর্ণিত 'কাদেয়া' বস্তিতে (পল্লীতে), হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর এক গোলাম 'আহমদ' নামে প্রতিশ্রুত মসিহ হইবার দাবী আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ওহি প্রাপ্ত হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং আল্লাহ্‌র আদেশে ইসলাম উদ্ধারের জয় পতাকা হাতে করিয়া সলিবী ধর্ম্মের ধ্বংস–প্রাপ্ত স্তুপের উপর ইসলামী সৌধের নূতন ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া কোন বুদ্ধিমানই তাঁহার সত্যতা অস্বীকার করিতে পারেন না।

IV. আঁ–হযরত (সাঃ)–এর গৌরবময় মহিমার উপর কতকগুলি শূকর প্রকৃতি–বিশিষ্ট লোককে নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করিতে দেখিয়া অলৌকিক অস্ত্রে ঐশী–শক্তির

প্রভাবে তিনি ইহাদের বধ সাধন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার দাবীর সত্যতা অখণ্ডনীয়ভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

V. ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করা নিষেধ করিয়া দিয়া সমর কর উঠাইয়া দিয়াছেন।

VI. ধর্ম্ম পিপাসুদিগকে আল্লাহ্‌র ঘর হইতে এত ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন যে, কেহই তাহার সম্যক গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। আবার বিরুদ্ধবাদীদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিবার শর্ত্তে মোকাবেলাতে আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই এই অর্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেছে না। ইহাতেও তাঁহার দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

VII. যে জামানাতে সেজদার প্রকৃত স্বরূপ অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছিল, আন্তরিকতা-বিহীন হইয়া বাহ্য রছুমে পরিণত হইয়াছিল, এই রকম জামানাতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আসিয়া সেজদার প্রকৃত মুল্য যে দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য হইতে অধিক তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অতএব ইমানের বীজ যাহাদের হৃদয় হইতে একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই, যাহাদের আধ্যাত্মিক দর্শন-শক্তি একটুও বাকী আছে, তাহাদের পক্ষে এই হাদীসের আলোতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে চিনিয়া লওয়া একটুও কঠিন নহে। সুতরাং চিন্তাশীল পাঠকমাত্রই আলোচ্য হাদীসের প্রত্যেকটি কথা দ্বারাই কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

২নং হাদীস

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيْبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيْرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يُقْبَلُهُ أَحَدٌ - (رواه مسلم)

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র কসম, নিশ্চয়ই ইব্‌নে মরিয়ম ন্যায়-বিচারক মীমাংসাকারীরূপে আসিবেন ; ক্রুশ ধ্বংস করিবেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টান ধর্মের মিথ্যা হওয়া প্রচার করিবেন, শূকর (শূকর প্রকৃতি লোক) হত্যা করিবেন, জিজিয়া উঠাইয়া দিবেন, উষ্ট্রগুলি পরিত্যাগ করা হইবে, ইহাদের উপর বসিয়া আর দ্রুত গমন করা হইবে না; পরস্পরের মধ্য হইতে দ্বেষ-হিংসা দূর হইয়া যাইবে, তিনি মালের দিকে আহ্বান করিবেন, কিন্তু কেহই উহা গ্রহণ করিবেন না।" *(মুসলিম)*

এই হাদীসটি ১নং হাদীসের অন্য রেওয়ায়েত। এই হাদীসের 'ইব্নে মরিয়ম' 'নজোল' 'শূকর বধ' 'জিজিয়া উঠাইয়া দেওয়া' এবং 'মাল বিতরণ' এই সব কথার প্রকৃত অর্থ ১নং হাদীসের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। এখানে ইহার পুনরোক্তি নিষ্প্রয়োজন।

তবে এই হাদীসে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব 'লাইয়ানজেলান্না' শব্দের যে অনুবাদ করিয়াছেন, এসম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক। 'লাইয়ানজেলান্না' শব্দের অর্থ-নিশ্চয় অবতীর্ণ হইবেন "আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন" নহে, আসমান হইতে নামিয়া আসার কথা মৌলানা সাহেব কোথায় পাইলেন? আসমান বুঝায়, এমন কোন কথা হাদীসে না থাকা সত্ত্বেও নিজের কথা ঢুকাইয়া দিয়া মৌলানা সাহেব অনর্থক জনসাধারণকে বিপথগামী করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী হাদীসের ব্যাখ্যায় দেখাইয়া আসিয়াছি যে, "নজোল" শব্দের অর্থ সব সময়ই 'উপর হইতে বা আসমান হইতে নামা' হয় না; অতএব 'নজোল' শব্দ হইতে আসমান বুঝিবারও মৌলানা সাহেবের কোন কারণ নাই। এই হাদীসের তরজমায় 'আসমান হইতে নামিয়া আসা' অর্থ করা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

وَلَيُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا۔

"উষ্ট্র পরিত্যক্ত হইবে"

এই হাদীসের "উষ্ট্র পরিত্যক্ত হইবে, ইহাদের উপর চড়িয়া আর কেহ দ্রুত গমন করিবে না" এই কথাটুকু ১নং হাদীসে নাই।

হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি করিয়াছিলেন, তাহা কি সুন্দরভাবেই আমাদের এই জামানায় পূর্ণ হইয়া, এক দিক দিয়া অমুসলমানদের জন্য হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, আর এক দিক দিয়া সমস্ত মুসলিম জগতকে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার দিকে আহ্বান করিতেছে। আমাদেরই জামানাতেই উষ্ট্র হইতে অধিকতর দ্রুতগামী যানাদি বাহির হওয়ার ফলে উষ্ট্রের স্থান অধিকার করিয়াছে, বিশেষতঃ উষ্ট্র-প্রধান আরব দেশেও।

ইহা দেখিয়াও যে, মৌলানা সাহেবান এই পরিষ্কার সত্য কথাটা স্বীকার করিতেছেন না যে, আমাদের এই জামানাই মসিহে মাওউদের আগমনের নির্দ্ধারিত জামানা, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

والتذهب الشحناء

"পরস্পরের মধ্য হইতে শত্রুতা ও দ্বেষ দূর হইয়া যাইবে"

রসুলে করীম (সাঃ)–এর এই পবিত্র বাক্যটিও আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে। বস্তুতঃ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর আবির্ভাবের পর ইসলামের জয়–যাত্রায় যাঁহারা তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইয়াছেন ভ্রাতৃবন্ধনে তাঁহারা যে–ভাবে আবদ্ধ হইয়াছেন তাহা, কোন শত্রুও অস্বীকার করিতে পারে না। পরস্পরের মধ্য হইতে দ্বেষ–হিংসা পরিহার করিয়া তাহারা যে–ভাবে সংঘবদ্ধ হইয়াছেন তাহা দেখিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)–এর সাহাবীদের কথাই মনে পড়ে। তাই এই অল্প সংখ্যক আহমদী আজ দুনিয়ার কোণায় কোণায় ইসলাম–প্রচারের সাড়া ফেলিয়াছে। আহমদীয়া সঙ্ঘের প্রচার–আন্দোলনের ফলে আজ ধর্ম্ম–জগৎ যে–ভাবে আন্দোলিত হইয়াছে তাহা নবীদের জামানা ছাড়া আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না।

৩নং হাদীস

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَيُهِلَّنَّ
ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا ۔ (احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۰۴ مصری)

"নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে খোদার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি সেই খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি, ইবনে মরিয়ম 'ফজ্জে রৌহা' নামক স্থানে হজ্জ কিংবা ওমরা করিবার জন্য এহরাম বাঁধিবেন"।

এই হাদীসটি মৌলানা রহুল আমীন সাহেব কি মনে করিয়া পেশ করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। কারণ ইসলামী শরীয়তের সাধারণ নিয়ম বা বিধি–ব্যবস্থা যাহারা অবগত আছেন তাহারা জানেন যে, 'ফজ্জেরৌহা' এহরাম বাঁধিবার নির্দ্ধারিত স্থান নয়। হজ্জ বা ওমরার জন্য এমরাহ বাঁধিবার স্থানকে ইসলামী শরীয়তে 'মীকাত' مِيقَات বলা হয়। চতুর্দিক হইতে যাহারা হজ্জ বা ওমরা করিবার নিয়ত করিয়া মক্কা শরীফের দিকে যাত্রা করেন তাহাদের জন্য শরীয়তে ব্যবস্থা আছে, বিভিন্ন চতুর্দিকের লোক বিভিন্ন চারিটি নির্দ্ধারিত স্থানে যাইয়া এহরাম বাঁধিবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ النَّجْدِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَ هُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ اَهْلِهِ وَكَذَالِكَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا ـ (متفق عليه)

"হযরত রসুলে করীম (সাঃ) মদীনাবাসীদের জন্য 'জুলহুলায়ফা' নামক স্থানকে শামবাসীদের জন্য 'জুহফা' নামক স্থানকে, নজদবাসীদের জন্য 'করনুলমানাজেল' নামক স্থানকে এবং 'এমন' বাসীদের জন্য 'ইয়লম্লম্' নামক স্থানকে 'এহরাম' বাঁধিবার জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দিক হইতে যাহারা আসে তাঁহাদের জন্যও এই স্থানগুলিকেই নিদ্ধারিত করিয়াছেন। আর যাহারা এই স্থানগুলির ভিতরের দিক হইতে আসেন তাঁহাদের জন্য এহরাম বাঁধিবার স্থান তাঁহাদের নিজ বাসস্থান, এমন কি মক্কাবাসীগণ মক্কা হইতেই এহরাম বাঁধিবেন"। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অতএব হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে যদি আঁ-হযরতের শরীয়তের অধীন হইয়া আসার কথা, মৌলানা সাহেব স্বীকার করেন, তাহা হইলে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ব্যবস্থার বরখেলাফ 'ফজ্জে রৌহা' নামক স্থানে তিনি এহরাম বাঁধিবেন কি করিয়া?

অতএব এই হাদীস ছহী হওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে।

সমস্ত মুসলিম জগতের অবিসম্বাদিত আকীদার বরখেলাফ কথা যে-হাদীসে আছে, সেইরূপ একটি হাদীসকে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব দলীলস্বরূপ পেশ করিলেন কেন?

ইহা কি 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' প্রবাদ বাক্যটির অভিব্যক্তি। অথবা 'যেন তেন প্রকারেন' বহছ করিবার অন্ধ প্রয়াস?

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীসকে ছহী বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহার এমন অর্থ ছহী হইতে পারে না যাহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শরীয়তের বিরুদ্ধে যায়। অতএব এই হাদীসের অর্থ করিতে নিম্নলিখিত হাদীস দুইটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অর্থ করিলে আর কোন গোলমালই থাকে না। এলমে তাওউফের বিখ্যাত কিতাব 'তাআররুফ' تعرف -এর ব্যাখ্যা 'সরহে' 'তাআররুফ' নামক কিতাবে আবু ইব্রাহীম ইসমাইল ইব্নে মোহাম্মদ ইব্নে মুস্তালমী লিখিয়াছেন ঃ—

قَالَ اَبُوْمُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهٗ مَرَّ بِالصَّخْرَةِ مِنَ الرَّوْحَاءِ سَبْعُوْنَ نَبِيًّا حُفَاةً عَلَيْهِمُ الْعَبَاءُ يَؤُمُّوْنَ الْبَيْتَ الْعَتِيْقَ۔ (شرح تعرف ص: ۴)

"আবু মুছা বলিয়াছেন যে, রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি ৭০ জন নবীকে রৌহা নামক স্থানে এক প্রস্তরময় উচ্চ ভূমিতে নগ্নপদে আবা গায়ে কাবা শরীফের দিকে যাইতে দেখিয়াছি"। *(সরহে তাঅররুফ ৪ পৃঃ)*

নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারাও মুসলিম শরীফের আলোচ্য হাদীসের মর্ম্ম উদঘাটিত হইতে পারে। তাহা এই ঃ—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَيُّ وَادٍ هٰذَا فَقَالُوْا وَادِ الْاَزْرَقِ قَالَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى مُوْسٰى فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهٖ وَشَعْرِهٖ شَيْئًا وَاضِعًا اِصْبَعَيْهِ فِيْ اُذُنَيْهِ جُؤَارًا اِلَى اللّٰهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِيْ فَقَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ اَيُّ الثَّنِيَّةِ هٰذِهٖ فَقَالَ الْحَرْشِيُّ فَقَالَ اِنِّيْ اَنْظُرُ عَلٰى يُوْنُسَ عَلٰى نَاقَةٍ حَمْرَاءٍ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ مَارًّا بِهٰذَ الْوَادِيْ مُلَبِّيًا۔ (مشكوة بحواله مسلم)

"হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক দিন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গেলাম। এক উপত্যকা ভূমি দিয়া আমরা যাইতেছি, এমন সময় হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইটা কোন উপত্যকা?" সঙ্গীরা বলিলেন, "আরজক উপত্যকা"। হযরত বলিলেন, "আমি যেন মুসা (আঃ)-কে দেখিতেছি", অতঃপর হযরত তাঁহার বর্ণ ও কেশগুলি সম্বন্ধে কতক বর্ণনা দিয়া পুনরায় বলিলেন, "তিনি দুই কর্ণে অঙ্গুলি রাখিয়া লাব্বাইকা— অর্থাৎ এহরামের দোয়া পাঠ করিতেছেন। তারপর আমরা আরও কতদূর অগ্রসর হইলাম। একটি টিলার নিকট উপস্থিত হইলে হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কোন টিলা?" সঙ্গীগণ উত্তর করিলেন, "ইহা হারসী।" তখন হযরত বলিলেন, "আমি যেন ইউনুস (আঃ)-কে দেখিতেছি, তিনি একটা লালবর্ণের উটনীর উপর সওয়ার ও একটি পশমী জোব্বা পরিহিত অবস্থায়

এহরামের দোয়া পাঠ করিতে করিতে চলিতেছেন।"

উপরোক্ত হাদীস দুইটিতে যেমন আঁ-হযরত (সাঃ) বিভিন্ন নবীদিগকে 'কাশ্‌ফ'-এর অবস্থায় এহ্‌রামের দোয়া পাঠ করিতে দেখিয়াছিলেন, তদ্রূপ আলোচ্য হাদীসেও আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত ইসা (আঃ)-কে কাশ্‌ফ এর অবস্থায় এহরাম বাঁধিতে 'ফজ্জেরৌহা' নামক স্থানে দেখিয়াছেন। এইরূপ অর্থ করিলে আর কোন গণ্ডগোল থাকে না। হযরত ইসা (আঃ)-কেও দ্বিতীয় আগমনে শরীয়তে ইসলামের বরখেলাফ আমলকারী বলিতে হয় না এবং এই হেতু হাদীসকে ছহী নয় বলিয়া বাদ দিতে হয় না। বিশেষতঃ এই হাদীসে হযরত ইসা (আঃ)-এর আসমান হইতে নামিয়া আসিয়া **'ফজ্জেরৌহা' নামক স্থানে এহরাম বাঁধিবার কথা নাই।**

সুতরাং আলোচ্য হাদীসে يهلن শব্দের অর্থ করিতে হইবে— "এহরাম বাঁধিতেছেন" যেমন কোরান শরীফে يبطئن শব্দের অর্থ "দেরী করিতেছে" করিতে হয়।

৪নং হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ
بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَ اِنَّهُ نَازِلٌ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ
رَجُلٌ مَرْبُوْعٌ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَاَنَّ
رَاْسَهُ يَقْطُرُ وَاِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْاِسْلَامِ
فَيَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ
اللّٰهُ فِىْ زَمَنِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا اِلَّا الْاِسْلَامَ وَتَقَعُ الْاَمَنَةُ فِى
الْاَرْضِ حَتّٰى تَرْتَعَ الْاُسُوْدُ مَعَ الْاِبِلِ وَتَلْعَبُ الصِّبْيَانُ
بِالْحَيَّاتِ ۔ (احمد بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۴۰۰ مصری، ابوداؤد کتاب الملاحم حدیث نمبر ۱۴)

"আবুহুরায়রা রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার মধ্যে আর তাঁহার মধ্যে আর কোন নবী নাই এবং তিনি নাজিল হইবেন। তোমরা যখন তাঁহাকে দেখিবে, তখন তাঁহাকে চিনিয়া লইও; তিনি মধ্যম আকৃতির পুরুষ, লালাভ সাদা বর্ণ অর্থাৎ গন্দমী রং-বিশিষ্ট দুইটি জরদা রঙ্গের চাদর পরিহিত, তাঁহার কেশগুলি এমন চকচকে যেন উহা হইতে জল বিন্দু নির্গত হইতেছে; বিনা জলেই এরূপ দেখাইবে। তিনি ইস্‌লামের জন্য লোকের সহিত সংগ্রাম করিবেন, শূকর বধ করিবেন, জিজিয়া কর উঠাইয়া দিবেন, তাঁহার জামানায় আল্লাহ্‌তালা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম্মসমূহকে ধ্বংস

করিয়া দিবেন, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন হইবে, বাঘ ও উট এক সঙ্গে বিচরণ করিবে, এবং সর্পের সঙ্গে বালকেরা খেলা করিবে।"

এই হাদীসেও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ينزل শব্দের অর্থ "আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন" করিয়াছেন, অথচ 'আসমান হইতে নামিয়া আসা' বুঝায় এমন কোন শব্দ এই হাদীসে নাই। এইরূপ তহরীফ যেন মৌলানা সাহেবের মজ্জাগত হইয়াছে। বুখারী শরীফের এক ছহী হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রতিশ্রুত মসিহ গন্দমী বর্ণের হইবেন, তাই মৌলানা সাহেব এ হাদীসে গন্দমী হইতে পারে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সাদা লালাভ বলিতে গন্দমীবর্ণ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কাদিয়ানে আবির্ভূত মসিহে মাওউদ (আঃ)-ও এই বর্ণেরই ছিলেন।

মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কেশগুলি চকচকে যেমন সদ্য ভিজা কেশ হইতে জল বিন্দু নির্গত হইতেছে, এই কথা বুখারী শরীফের হাদীসে رجل الشعر "চুলগুলি যেন চীরুণী করা" কথার অনুরূপ।

বাস্তবিক কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) গন্দমী বর্ণের এবং সোজা চকচকে কেশ বিশিষ্ট উপরোক্ত দুইটি হাদীসের সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিলেন। কিন্তু ইমাম বুখারী তাঁহার ছহী বুখারীতে বনী-ইস্রায়ীলের মসিহ সম্বন্ধে যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ইস্রায়িলী মসিহকে جعد احمر "লাল বর্ণ কোঁকড়ান কেশ-বিশিষ্ট" বলিয়া, উম্মতে মোহম্মদীয়ায় আগমনকারী মসিহকে বনী ইস্রায়ীলের মসিহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। লালবর্ণ কোঁকড়ান চুল-বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং গন্দমী বর্ণ, সোজা চীরুণী করা চকচকে চুলবিশিষ্ট ব্যক্তিকে একই ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে-সমস্ত এলোমেলো কথা-বার্ত্তার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য বটে।

উট ও ব্যাঘ্র একত্র বিচরণ করিবে, ছোট ছোট ছেলেরা সাপের সহিত খেলা করিবে এই দুইটী কথা দ্বারা শান্তির যুগ বুঝায়। অর্থাৎ মসিহে মাওউদের জামানা এক শান্তির জামানা হইবে। সাধারণ কথায় বলে, অমুক রাজ্যে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে পানি খায়।

আমাদেরই এই জামানায় সমস্ত দুনিয়া ব্যাপিয়া ব্যক্তিগত শান্তি যে-ভাবে বিরাজ করিতেছে তাহা পূর্ব্বের লোকে কল্পনাও করিতে পারিত না। আজ একটি ক্ষুদ্র বালক দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, কিন্তু কেহই তাহার কোন ক্ষতি অনায়াসে করিতে পারে না। পূর্ব্বকার লোক দল বা কাফেলা বাঁধিয়া ছাড়া চলিতে পারিত না। বস্তুতঃ শাসন-পদ্ধতি আজকাল অনেক উন্নতি করিয়াছে এবং উন্নতির উপকরণগুলিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাহ্যভাবেও আমাদের এই জামানায় হাদীসে বর্ণিত 'বাঘে উঠে একত্র বিচরণ করা, ছেলেদের সাপের সহিত খেলা করা' পূর্ণ হইয়োছে, যাহারা সার্কাস ইত্যাদি দেখিয়াছেন তাহাদের কাছে একথা অবিদিত নাই।

সুতরাং এই হাদীস অনুসারে আমাদের এই জামানাই যে মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর জামানা, তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এইখানে আসিয়া আবার তাঁহার বিদ্যার হাঁড়ি হাটের মাঝখানে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন।

ترتع الاُسُوْدُ مع الابل

এইখানে اُسُود শব্দটি اسد–এর বহু বচন। اسد শব্দের অর্থ ব্যাঘ্র– মৌলানা সাহেব ইহাকে اَسْوَدْ 'কাল সর্প' মনে করিয়াছেন। তাহার মস্তিষ্কে এতটুকু কথাও আসিল না যে, ترتع শব্দের অর্থ 'বিচরণ করে' ইহা কাল সাপের ক্রিয়া হইতে পারে না। আরবী ভাষায় যাহাদের সামান্য জ্ঞান ও আছে তাঁহারাও জানেন যে, ترتع শব্দটা চতুষ্পদ জন্তুর জন্যই ব্যবহার হয়। মৌলানা সাহেব! এই রকম বিদ্যা লইয়া হাদীসের কিতাব ঘাটাঘাটি করিলে বিদ্যার অবমাননা হয়।

এই হাদীসের আর একটি কথা এই যে, তাঁহার জামানায় "আল্লাহ্তালা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম্মগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিবেন।" এই কথার অর্থ মৌলানা সাহেব মনে করিয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে যাবতীয় ধর্ম্ম ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু এই রকম মনে করা মৌলানা সাহেবের অজ্ঞতার পরিচায়ক। আল্লাহ্তালা আঁ–হযরত (সাঃ)–কেও ত এইজন্য পাঠাইয়াছিলেন যে, আঁ–হযরত (সাঃ) দ্বারা যেন অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মের উপর ইসলাম প্রবল হয়।

هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ ۔ (الصّفّ : ١٠)

"তিনি সেই আল্লাহ্ যিনি তাঁহার রসুলকে হেদায়ত ও সত্য ধর্ম্ম দিয়া পাঠাইয়াছেন, সমস্ত ধর্মের উপর ইহাকে প্রবল করিবার জন্য।"

কিন্তু আঁ–হযরত (সাঃ)–এর ব্যক্তিগত জীবনে ত সমস্ত ধর্ম্মের সহিত ইসলামের মোকাবেলাই হয় নাই। বরং আঁ–হযরতের জামানা বলিতে কেয়ামত পর্য্যন্ত বিস্তৃত জামানাই বুঝায়। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর আগমনও ত আঁ–হযরত (সাঃ)–এর জামানারই অন্তর্গত, এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর জামানাও হযরত রসুল করীম (সাঃ)–এর জামানারই একটা বিশিষ্ট অংশ।

অতএব যেমন আঁ–হযরত (সাঃ)–এর সমস্ত ধর্ম্মের উপর ইসলাম ধর্ম্মকে জয়ী করার কাজ তাঁহার সমস্ত জামানা কেয়ামত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া হইবে, এই রকম তাঁহার প্রতিশ্রুত খলিফা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর কাজও যাহা প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এরই কাজ— মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর সমস্ত জামানা অর্থাৎ মসিহে মাওউদের আবির্ভাবের পর কেয়ামত পর্য্যন্ত সময়ের ভিতর হইবে। তবে আঁ–হযরতের

পর যেমন দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীতে ইসলাম জয়ী হইয়াছিল, এই রকম হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর জামানায়ও দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই ইসলাম সমগ্র পৃথিবীতে জয়ী হইবে। অর্থাৎ মোহাম্মদী জামানারই এই বিশিষ্ট অংশে মসিহ–মাহদীর যুগে মোহাম্মদী মিশন সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া জয়ী হইবে।

ইবনে জরীর ১৫ জিল্‌দ, ৭২পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ۔ الصّف: ۱۰)

ذالك عند خروج عیسی ابن مریم۔

"সমস্ত ধর্ম্মের উপর ইসলাম জয়ী হইবার কথা ইসা ইব্‌নে মরিয়মের আবির্ভাবের জামানায় পূর্ণ হইবে।"

ইব্‌নে জরীর ২৫ জিল্‌দ, ৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ–

عن ابی هریرة فی قوله لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ قَالَ حین خروج عیسٰی۔

"আবুহুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, সমস্ত ধর্ম্মের উপর ইস্‌লামের জয়ী হইবার কথা ইসা (আঃ) যখন বাহির হইবেন তখন হইবে।"

তফছীর–কবীর ৮ম জিল্‌দ, ১৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ–

اذ الظهور لا یظهر الا بالاظهار وهو اتمام یرید قوله تعالیٰ اکملت لکم دینکم وعن ابی هریرة ذالك عند نزول عیسٰی ابن مریم

"প্রবল করার কথা" আল্লাহ্‌তা'লা প্রবল না করিলে কখনও প্রবল হয় না, ইহার অর্থ পূর্ণ করা, আল্লাহ্‌র কালাম— "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্মকে পূর্ণ করিয়াছি" এই কথার সমর্থন করে এবং আবুহুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে ইহা ইসা (আঃ)–এর নাজিল হইবার সময় হইবে।

আঁ–হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ–

انا والساعة كهاتین (مسلم)

"আমি ও কেয়ামত এই দুইটা আঙ্গুলের মত পাশাপাশি রহিয়াছি।"

সুতরাং মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর জামানাই অন্যান্য ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মের প্রবল হওয়ার সময়। এবং ইহাই মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর

আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সেই জামানা আসিয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লা অসত্যের ধ্বংসের স্তুপের উপর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবিার সূচনা করিয়াছেন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–কে পাঠাইয়া। যাঁহাদের জ্ঞানের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহারা দেখিতে পাইতেছেন যে, আর সেই দিন যেন দূরে নয়, যেদিন সমগ্র দুনিয়াতে বিশ্ব–ভ্রাতৃত্ব— তথা ইসলামের জয়–পতাকা উড্ডীয়মান হইবে।

সুতরাং মসিহে মাওউদের জামানা কিংবা রসুল করীম (সাঃ)–এর জামানা বা কোন নবীর জামানা বলিতে অনেক সময় তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন বুঝায় না, বরং তাঁহাদের শিক্ষার প্রচার ও প্রচলন থাকা কাল পর্য্যন্ত সময় বুঝায়।

আর অন্যান্য ধর্ম্ম ধ্বংস হওয়ার এই অর্থ নয় যে, অন্য ধর্মের কোন একজন লোকও পৃথিবীতে বিদ্যামান থাকিবে না, বরং ইহার এই অর্থ যে, অন্যান্য ধর্ম্ম নিতান্ত দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। কোরানের নিম্নলিখিত আয়াতগুলি হইতেও ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অন্যান্য ধর্ম্মও কেয়ামত পর্য্যন্তই বাকী থাকিবে।

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

(اٰلعمران: ٥٦)

"যাহারা তোমার অনুসরণ করিয়াছে তাহাদিগকে কাফেরদের উপর কেয়ামত পর্য্যন্ত প্রবল রাখিব।" *(আলে ইমরান)*

وَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ (المائدة: ١٥)

"আমি ইহুদী ও নাছারার মধ্যে শত্রুতা নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছি কেয়ামত পর্য্যন্ত।" *(মায়েদা)*

সুতরাং কেয়ামত পর্য্যন্ত যে অমুসলামান জাতি বিদ্যমান থাকিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব—

يهلك الله فى زمنه الملل كلها۔

"তাঁহার জামানায় সমস্ত ধর্ম্মকে ধ্বংস করিবেন"— কথার অর্থ "নির্জ্জীব করিয়া দিবেন" ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

এই হাদীসের আর একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। হযরত নবী করীম (সাঃ) প্রতিশ্রুত মসিহ মাওউদ (আঃ)–কে চিনিয়া লইবার জন্য তাঁহার বর্ণ ও আকৃতির কথা বর্ণনা করিয়া উম্মতকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছেন— فاعرفوه তাঁহাকে চিনিয়া লইও, যেন তাঁহাকে চিনিতে কোন গোলমাল সৃষ্টি না হয়।

কিন্তু আসমান হইতে সশরীরের দুই ফেরেশতার কাঁধের উপর 'টেক' লাগাইয়া নামিয়া আসিলে তাঁহাকে চিনিতে গোলমাল হইবার ত কোন আশঙ্কা নাই। ইহতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযরত মসিহে মাওউদের সশরীরে আসমান হইতে নামিয়া আসিবার ধারণা ভুল।

بين ممصرتين --জরদা রঙ্গের কাপড়

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) দুইখানা জরদা রঙ্গের কাপড় পরিহিত থাকিবেন। দুইখানা জরদা রঙ্গের কাপড় কি তিনি সব সময়ই পরিয়া রাখিবেন? তিনি এই জরদা রঙ্গের কাপড় কখনও বদলাইবেন না? না তাঁর সবগুলি কাপড়ই জরদা রঙ্গের থাকিবে? জরদা রঙ্গের কাপড় তিনি এত পছন্দ করিবেন কেন? ইসলাম ধর্মে ত পোষাকের এমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই, তবে কি তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী বা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের পোষাককে বেশী পছন্দ করিবেন?

আসল কথা হইতেছে এই যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) প্রতিশ্রুত মসিহে মাওউদ (আঃ)–কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, দাজ্জালকেও বয়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করিতে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, ইস্রায়িলী মসিহকেও স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন এবং ইস্রায়িলী মসিহ ও মসিহে মাওউদ উভয়ের বর্ণ, আকৃতি ও কেশ ইত্যাদির পার্থক্য স্বপ্ন দেখিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। (বুখারী ও মুসলিম দ্রষ্টব্য)। অতএব স্বপ্নে দেখা বিষয়গুলির যে তাবীর করিয়া অর্থ করিতে হয় ইহা সকলেই জানেন, নতুবা দাজ্জালের বয়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–কে জরদা রঙ্গের দুইখানা চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখারও তাবীর করিতে হইবে।

হযরত ইবনে সিরীনের تَعْطِيْرُ الْاَنَام 'তা'তীরুল আনাম' নামক গ্রন্থে ১০০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছেঃ—

الصُّفْرَةُ من الثياب كلها مرض وضعف لصاحب الثوب الذى

يلبس ذالك الثوب

অর্থাৎ "স্বপ্নে কাপড়ের রং জরদা দেখা সব সময়ই সেই কাপড় পরিহিত ব্যক্তির রোগ ও দুর্বলতা বুঝায়।"

অতএব মসিহে মাওউদ (আঃ)–কে জরদা রঙ্গের কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখার অর্থ, তিনি রুগ্ন হইবেন বই আর কিছুই নহে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–ও রুগ্ন ছিলেন। সুতরাং এতদ্বারা কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়।

এই হাদীসের মর্ম্ম—হিন্দু সন্ন্যাসী বা রামকৃষ্ণ মিশনারীদের মত মসিহে মাওউদ (আঃ) জরদা রঙ্গের কাপড় পড়িয়া থাকিবেন বুঝা, জ্ঞানের অভাব বই আর কিছুই নহে।

৫নং হাদীস

تُنْزَعُ حِمَّةُ كُلِّ ذَاتِ حِمَّةٍ حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيْدُ يَدَهُ فِي الْحَيَّاتِ فَلَا تَضُرُّهُ وَتُفِرُّ الْوَلِيْدَةُ الْاَسَدَ فَلَا يَضُرُّهَا وَيَكُوْنُ الذِّئْبُ فِي الْغَنَمِ كَاَنَّهُ كَلْبُهَا وَتُمْلَاءُ الْاَرْضُ مِنْ مُسْلِمٍ كَمَا يُمْلَاُ الْاِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَتَكُوْنُ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ فَلَا يُعْبَدُ اِلَّا اللّٰهُ وَتَضَعُ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا وَتَكُوْنُ الْاَرْضُ كَفَاثُوْرَةِ الْفِضَّةِ تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ اٰدَمَ حَتَّى تَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيَسُدُّهُمْ وَيَجْتَمِعُ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتَشْبَعُهُمْ وَتَكُوْنُ الثَّوْرُ بِكَذَا وَبِكَذَا مِنَ الْمَالِ وَتَكُوْنُ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْهِمَاتِ" (احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱، ابن ماجہ۔ کتاب الفتن حدیث: ۳۳)

আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন—

"[প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ)-এর সময়] প্রত্যেক বিষাক্ত জীবের বিষ হরণ করিয়া লওয়া হইবে, এমন কি শিশুগণ নিজের হস্ত সর্পের মুখে প্রবেশ করাইয়া দিবে, কিন্তু সর্প উহার কোন ক্ষতি করিবে না। শিশু-বালিকা ব্যাঘ্রকে বিতাড়িত করিবে, কিন্তু ব্যাঘ্র তাহার কোন ক্ষতি করিবে না। ছাগলের দলের মধ্যে নেকড়ে বাঘ ছাগল রক্ষী কুকুরের মত হইবে। পানি দ্বারা যেমন পাত্র পূর্ণ করা হয় সেইরূপ মুসলমানদের দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করা হইবে। একই কলেমা হইবে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও এবাদত করা হইবে না। যুদ্ধ রহিত হইয়া যাইবে। কোরেশগণ রাজ্যচ্যুত হইবেন। জমি রৌপ্যের তস্তরীর মত হইবে। আদমের সময়ের ন্যায় জমি স্বীয় উদ্ভিদ উৎপাদন করিবে। এমন কি আঙ্গুরের গুচ্ছের নিকট একদল লোক একত্রিত হইবে এবং উহা তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইবে এবং একদল লোক ডালিমের নিকট একত্রিত হইবে, এবং উহা ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে। গরু এত মূল্যে বিক্রয় হইবে, আর ঘোটকের মূল্য অল্প কয়েকটি মাত্র 'দেরম' হইবে।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ইব্নে মাজার এই হাদীসটির আগাগোড়া উল্লেখ না করিয়া মধ্য হইতে কতকগুলি কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই হাদীসটি, অতি দীর্ঘ, বহু বিক্ষিপ্ত, পরস্পর বিরোধী বর্ণনার একত্র সমাবেশ। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যেহেতু সবখানা হাদীস পেশ করেন নাই, এই জন্য আমিও এই সুদীর্ঘ বর্ণনার অনুসরণ করিয়া কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। কিন্তু আমি বিজ্ঞ পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যদি ইব্নে মাজা কিতাবের 'দাজ্জাল ও ইসা ইব্নে মরিয়মের আবির্ভাব' নামক অধ্যায়

পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কেন এই হাদীসটির আগাগোড়া পেশ করিলেন না, শুধু মধ্য হইতে কতকগুলি কথা উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। যে-সমস্ত কারণে মৌলানা সাহেব আগাগোড়া সবটা হাদীস পেশ করিলেন না, তন্মধ্য হইতে নিম্নোক্ত কারণগুলি আমরা পাঠকের গোচরীভূত করিতেছি ঃ

প্রথমতঃ, এই হাদীসের মধ্যে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের মতের বিরুদ্ধে কতকগুলি কথা আছে, যথা—

এই হাদীসের মধ্যে আছে—

فَيَكُوْنُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فِى اُمَّتِىْ -

"ইসা ইবনে মরিয়ম আমার উম্মতের মধ্যে হইবেন"।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই কথা মৌলানা সাহেবের ইস্রায়িলী ইসার আসার কথা খণ্ডন করে।

আরও আছে—

وان يخرج وانا بين ظهرانيكم فانا حجيج لكل مسلم

وان يخرج من بعدى فكل حجيج نفسه"..... "

"فليقرء فواتح الكهف"

"দাজ্জাল যদি বাহির হয়, আর আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকি তাহা হইলে আমি প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষ হইতে দাজ্জালের সঙ্গে বহছ করিব। আর দাজ্জাল যদি আমার পরে বাহির হয় তাহা হইলে প্রত্যেক মুসলমান নিজের পক্ষ হইতে বহছ করিবে ..... দাজ্জালের সঙ্গে বহছ করিতে যেন সূরা কাহাফের প্রাথমিক আয়াতগুলি পাঠ করা হয়।"

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই বর্ণনা, মৌলানা সাহেবগণ দাজ্জালের যে স্বরূপ বয়ান করিয়া থাকেন উহার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ইহা প্রকৃত দাজ্জালকে চিনিতে সাহায্য করে।

আর রসুলে করীম (সাঃ)-এর জামানায়ও যে-দাজ্জাল বাহির হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহাও পরিষ্কার বুঝা যায়। আর সূরা কাহাফের প্রাথমিক আয়াতগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেও দাজ্জালের আকীদা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। আমরা যথাস্থানে দাজ্জালের বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিব, 'ইনসাল্লাহ্'।

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বা ছহী হাদীসের বিরোধী কথা আছে দেখিয়া পাঠক এই হাদীসটির সব কথা ছহী হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ, এই হাদীসের মধ্যে অনেক কথা এমন আছে যাহা দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের এই যুগই প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ)-এর আবির্ভাবের যুগ।

এই সুদীর্ঘ হাদীসটি হইতে মৌলানা সাহেব যে সমস্ত কথার উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যেও আমাদেরই এই জামানাই যে মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর জামানা, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে উহার আভাষ পাওয়া যায়।

"প্রত্যেক বিষাক্ত জীবের বিষ হরণ করা হইবে"

তাহা আমাদের এই জামানায়ই পূর্ণ হইয়াছে। সর্প ইত্যাদির বিষ হরণ করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার হইতেছে। সাপুড়ে ছেলেরা সাপ নিয়া খেলা করিতেছে, ব্যাঘ্রকে সার্কাসের বালিকা বিতাড়িত করিতেছে, বাঘ নিয়া খেলা করিতে হয়ত পাঠকেরও অনেকেই দেখিয়াছেন। ব্যাঘ্র ও ছাগল একত্র বাস ও একত্র খেলা করিতেও সার্কাস দর্শক মাত্রই দেখিয়াছেন। মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর আগমনে সমস্ত দুনিয়াতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবার সূচনা হইয়াছে, দুনিয়ায় বড় বড় কেন্দ্রে ইসলাম প্রচারের মিশন স্থাপিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌র তরফ হইতেও ইসলাম–বিরোধী শক্তিগুলি চূর্ণ–বিচূর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পৃথিবী হইতে যুদ্ধ নিবারণের আন্দোলন চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ইনসাল্লাহ্ অদূর ভবিষ্যতে দুনিয়া দেখিতে পাইবে যে, পৃথিবী হইতে যুদ্ধ একেবারে রহিত হইয়া গিয়াছে। ইসলামের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই নিরস্ত্রীকরণের আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে। আজ পৃথিবীর বুকের উপর পৈশাচিত যুদ্ধের যে তাণ্ডব লীলা চলিতেছে তাহা নির্ব্বানোন্মুখ প্রদীপের শেষ বারের জ্বলিয়া উঠা বা মরণোন্মুখ ব্যক্তির নাড়ীর সবল স্পন্দনের মত। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি এই হাদীসে - تضع الحرب اوزارها —"যুদ্ধ তাহার অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া দিবে" দেখিয়াও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কেমন করিয়া বার বার মসিহে মাওউদ (আঃ) আসিয়া জগৎ ব্যাপিয়া তরবারীর যুদ্ধ করিবেন বলিয়া উল্লেখ করেন।

যে মসিহে মাওউদের আবির্ভাব যুদ্ধ রহিত করিবার সূচনা করিবে তিনি নিজেই তরবারীর সাহায্যে সমস্ত কাফের বধ করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য বটে।

এই হাদীসের আর একটা কথা "সমস্ত পৃথিবী রৌপ্যের তস্তরীর মত হইবে"। এই হাদীসের এই কথাটি এই হাদীসেরই আদমের সময়ের ন্যায় জমি শস্য উৎপাদন করিবে কথার বিপরীত। সমস্ত জমি যদি রৌপ্যের তস্তরীর মত শক্ত এবং সমতল হয়, তাহা হইলে "জমি আদমের সময়ের মত শস্য উৎপাদন করিবে" এই কথা মিথ্যা হইয়া যায়। সকলই বুঝিতে পারেন পাহাড়–পর্ব্বত, নদী নালা, বৃক্ষরাজি পানিশূন্য রৌপ্যের তস্তরীর মত শক্ত ও সমতল ভূমি কখনও শস্য উৎপাদন করিতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, এই হাদীসে অনেক কথা রাবীর প্রক্ষিপ্ত, কিংবা অনেক কথা রূপকভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে।

এরূপ পরস্পর বিরোধী সত্য–মিথ্যার সমাবেশ রেওয়ায়েতগুলিকে পেশ করিয়া মৌলানা সাহেব কখনও সত্যকে ঢাকিতে পারিবেন না।

৬নং হাদীস

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَالِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ مَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقٍ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلُ جُمَانٍ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ مِنْ رِيْحِ نَفَسِهٖ اِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهٗ يَنْتَهِيْ حَيْثُ يَنْتَهِيْ طَرْفُهٗ فَيَطْلُبُهٗ حَتّٰى يُدْرِكَهٗ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهٗ ثُمَّ يَاْتِيْ عِيْسٰى قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوْهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ ۔ (مشكوٰة بحوالہ صحیح مسلم)

"এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্তা'লা মসিহ ইব্নে-মরিয়মকে পাঠাইবেন, তিনি অবতীর্ণ হইবেন সাদা মিনারার নিকট দেমাস্ক হইতে পূর্ব দিকে ফেরেস্তার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া। যখন তিনি মাথা অবনত করিবেন তখন জলবিন্দু নির্গত হইবে; আর যখন তিনি মাথা উঁচু করিবেন, তখন উহা হইতে মুক্তার দানাগুলির মত রৌপ্য-বিন্দু নির্গত হইতে থাকিবে। যে কাফেরের উপর তাঁহার নিঃশ্বাস পড়িবে সে-ই মরিয়া যাইবে, আর তাঁহার নিঃশ্বাস তাঁহার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিবে। তৎপর তিনি দাজ্জালকে তালাস করিয়া 'লুদবাবে' তাহাকে ধরিবেন এবং তাহাকে কতল করিবেন। অতঃপর ইসা (আঃ)-এর নিকট একদল লোক আসিবে, তাহাদিগকে আল্লাহ্তা'লা দাজ্জাল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি তাহাদের চেহারা মুছিয়া দিবেন এবং তাহাদের বেহেস্তি মর্য্যাদা বর্ণনা করিবেন।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই হাদীসটি পেশ করিবার সময় চিন্তা করিয়া দেখেন নাই যে, এই হাদীসের রূপক অর্থ গ্রহণ না করিয়া শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করিলে, এই হাদীসের বর্ণনা পরস্পর বিরোধী ও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের ও অন্যান্য বর্ণনার বিরোধী হয়।

প্রথমতঃ, মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর নিঃশ্বাসের বায়ুতে যদি তাঁহার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্য্যন্ত যত কাফের আছে সব মরিয়া যায় তাহা হইলে তিনি আসিয়া তরবারীর যুদ্ধ করিবেন কাহার সঙ্গে। আর দাজ্জালকেই বা তিনি জীবিত অবস্থায় ধরিবেন কেমন করিয়া? দাজ্জালের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ত দাজ্জাল তাঁহার নিঃশ্বাসের বায়ুতে মরিয়া যাইবে। সুতরাং এই হাদীসের শাব্দিক অর্থ গ্রাহ্য হইলে যুদ্ধ-বিগ্রহ, বাবে-লুদে দাজ্জাল বধ ইত্যাদি কাহিনী মিথ্যা হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, মাথা নত করিলে জলবিন্দু নির্গত হইবে, আর যখন মস্তক উত্তোলন করিবেন মুক্তার দানার মত রৌপ্য বিন্দু সকল ঝরিতে থাকিবে— এই বাক্যটির মর্ম্মও যদি শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী হয়, তাহা হইলে ত দুনিয়াতে আর কোন ঝগড়াই বাকী থাকে না এবং এইরূপ 'কাঁদিতে মুক্তা ঝরে, হাসিতে লাল পড়ে' ঘটনা যদি কাল্পনিক পরীস্থান হইতে আসিয়া বাস্তব জগতের মানুষের কাছেই দৃশ্যমান হয়, তাহা হইলে কোরানে বর্ণিত ইমান বিল গায়েব-এর পরীক্ষায় পড়িয়া দুনিয়াতে কি কেহ কাফের থাকিতে পারে। না যুদ্ধ-বিগ্রহাদিরই কোন হেতু থাকে?

আর এরূপ প্রকাশ্যভাবে তাহার চুল হইতে মণিমুক্তা ঝরিতে দেখাইয়া দিয়া আল্লাহ্তা'লা যদি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জামানায় সমস্ত কাফেরকে মুসলমান করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে আর এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র দেহের রক্তে দুনিয়ার মাটি রঞ্জিত হইত না।

এই রকম আসমান হইতে সশরীরে দুই ফেরেস্তার কাঁধের উপর ভর দিয়া প্রকাশ্যভাবে নামিয়া আসিলে আবার তাঁহার কেশরাশি হইতে রাশি রাশি মণিমুক্তা ঝরিতেছে দেখিলে, দুনিয়ার কোন ব্যক্তি কি তাহার বিরুদ্ধে যাইতে পারে? অথচ অমুসলমান ত দূরের কথা, সেই জামানায় মৌলবী-মৌলানাগণই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে যাইবে বলিয়া হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানীও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

এই রকম হওয়া ঐশী নিয়মের (سنت الاهی) বিরুদ্ধে। এইরূপ হইলে যে ইমান-বিল গায়বের পরদা উঠিয়া যায় । আর মানুষের ইমানের কোনই মূল্য থাকে না।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রকাশ করিয়া বলেন নাই যে, এই রাশি রাশি মণিমুক্ত যাহা মসিহে মাওউদের কেশরাশি হইতে ঝরিতে থাকিবে তাহা কি কাজে লাগিবে?

মৌলানা সাহেব আর এক হাদীসের ব্যাখ্যায় বলিয়া আসিয়াছেন যে, সেই জামানার লোক অর্থ গ্রহণ করিবে না। তবে সেই রাশি রাশি মণিমুক্তা ঝরাইয়া লাভ কি? মসিহে মাওউদের কেশরাশি হইতে মণিমুক্তা ঝরাইয়া কি আল্লাহ্তা'লা তামাসা দেখাইবেন? নাউজুবিল্লাহ্।

তৃতীয়তঃ, পূর্ব্ববর্ত্তী হাদীসে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন, "দুনিয়ার জমি রৌপ্যের তস্তরীর মত হইবে।"

যদি সমস্ত দুনিয়ার পাহাড়, সমুদ্র, বৃক্ষলতাদি উঠিয়া গিয়া রৌপ্যের তস্তরীর মত সমতল ভূমিতে পরিণত হয় আর মসিহে মাওউদের দৃষ্টির শেষ সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার নিঃশ্বাসের বায়ুতে সমস্ত কাফের মরিয়া যায়, আর তিনি সমস্ত দুনিয়াতে ভ্রমণ করেন তবেত দুনিয়াতে আর একজন কাফেরও জীবিত থাকিতে পারে না। তাহা হইলে কোরানের কথা ইহুদী ও নাছারা কেয়ামত পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে মিথ্যা হইয়া যায়।

চতুর্থতঃ, এই হাদীসে মসিহে মাওউদের অবতরণের স্থান দেমাস্কের পূর্ব্ব দিকে সাদা মিনারার নিকট বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের বর্ণিত ৫নং হাদীসে, যে হাদীসের বহু কথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বাদ দিয়াছেন সেই ইব্‌নে মাজার হাদীসে, এই কথা আছে যে, মসিহ মাওউদ "বয়তুল মুকাদ্দাসে অবতীর্ণ হইবেন"।

فقالت امّ شَرِيْكٍ يارسُول الله فاين العرب يومئذ قال هم
يَوْمَئِذٍ قليل وجلهم بَيْت المقدس وَ امامهم رجل صالح
فَبَيْنَمَا امامهم تقدم يصلى بهم الصبح اذ نزل عَلَيْهِمْ
عِيسٰى بن مريم -

"উম্মে শরীক বলিয়াছেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ্‌র রসুল! তখন আরবরা কোথায় থাকিবেন? তখন আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, সেই সময় আরবরা অত্যন্ত অল্প সংখ্যক হইয়া পড়িবে, তাহাদের অধিকাংশ তখন বয়তুল-মুকাদ্দাসে থাকিবে; তাহাদের ইমাম এক জন সৎলোক হইবেন, ফজরের নমাজ পড়িতে অগ্রসর হইবেন, এমন সময়ে মসিহ ইব্‌নে মরিয়ম নাজিল হইবেন"।

অতএব মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বর্ণিত ৫নং হাদীস ছহী হইলে ৬নং হাদীস ছহী নয়, আর ৬নং হাদীস ছহী হইলে ৫নং হাদীস ছহী নয়। এইজন্য মৌলানা সাহেব ৫নং হাদীসের আগা-গোড়া বাদ দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এইরকম কঞ্জোল-উম্মাল নামক হাদীসের এক কিতাবে এক হাদীস আসিয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন —

ينزل اخى عيسٰى بن مريم على جبلٍ افيق -

"আমার ভাই ইসা ইব্‌নে মরিয়ম আফীক্ নামক পাহাড়ে অবতীর্ণ হইবেন"।

قال الحافظ ابن كثير قد ورد فى بعض الاحاديث ان عيسٰى
عليه السلام ينزل ببيت المقدس وفى رواية بالاُردن
وفى رواية بمعسكر المسلمين -

(حاشيه ابن ماجه جلد ٢ ص ٣٦٥)

"হাফিজ ইব্‌নে কাছির বলিয়াছেন, কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে, ইসা (আঃ) বয়তুল মুকাদ্দাসে নাজিল হইবেন, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি 'আরদনে' অবতরণ করিবেন, কোন কোন রেওয়ায়েতে তিনি মুসলমানদের সৈন্যাগারে নাজিল হইবেন আসিয়াছে।"

ইমাম জালালুদ্দিন ছায়োতী বলিয়াছেন—

حديث نزول عيسٰى ببيت المقدس عند المصنف هو

ارجح ولا بينا فيه سائر الروايات لان ببيت المقدس وهو

شرقى دمشق - (حاشيه ابن ماجه جلد ٢ ص ٣٦٥)

"গ্রন্থকারের নিকট বয়তুল-মুকাদ্দাসে মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর নাজিল হওয়ার হাদীস বেশী বিশ্বাসযোগ্য এবং এই হাদীস অন্যান্য রেওয়ায়েতেরও বিরুদ্ধে যায় না, যেহেতু বয়তুল-মুকাদ্দাস দেমাস্কের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।"

হানাফীদের এক জন বিশ্বস্ত মুহাদ্দেস মুল্লা আলী কারী ইমাম জালালুদ্দিন ছায়োতীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন —

قلت حديث نزوله ببيت المقدس عند ابن ماجه اصح

ولا بينا فى سائر الروايات لان بيت المقدس شرقى دمشق -

(مرقاة شرح مشكوٰة)

"আমি বলি, বয়তুল-মুকাদ্দাসে মসিহ নাজিল হওয়ার হাদীস যাহা ইব্নে মাজাতে আছে, অধিকতর ছহী এবং ইহা অন্যান্য রেওয়ায়েতেরও বিরুদ্ধে যায় না, যেহেতু বায়তুল-মুকাদ্দাস দেমাস্কের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।"

شُد پریشاں خواب من از کثرتِ تعبیرہا

"স্বপ্নটি আমার ব্যাখ্যা বাহুল্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

অতএব দেমাস্কের উপর এত জোর দিবার কোন কারণ নাই যে, মসিহে মাওউদ দেমাস্কেই নাজিল হইবেন।

তারপর ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আঁ-হযরত (সাঃ) দাজ্জালের বাহির হইবার স্থান পূর্ব্বদেশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

بل من قبل المشرق واوماء بيده الى المشرق -

"বরং দাজ্জাল পূর্ব্ব দিক হইতে বাহির হইবে, এবং তিনি হাত দ্বারা পূর্ব্ব দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।"

অতএব ইহা দ্বারাও মসিহে মাওউদ (আঃ) যে পূর্ব্ব দেশেই নাজিল হইবেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়।

কিন্তু দেমাস্ক মদীনা হইতে পূর্ব্ব দিকে নয়। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে-সমস্ত মুহাদ্দেসীন মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর নাজিল হইবার স্থান দেমাস্ক স্বীকার করেন

না এবং বয়তুল-মুকাদ্দাস মনে করেন, তাঁহারা দেমাস্কের হাদীসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য বলেন বয়তুল-মুকাদ্দাসই شرقی دمشق অর্থাৎ দেমাস্কের পূর্ব্বদিক অবস্থিত।

পরন্তু পাঠক হয়ত আরও আশ্চর্য্য হইয়াছেন যে, বায়তুল-মুকাদ্দাস ত দেমাস্কের পূর্ব্ব দিকে নয়, বরং দ্রক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। তবে আল্লামা জালালুদ্দিন ছায়োতী, ও মুল্লা আলী কারীর মত জগদ্বিখ্যাত আল্লামাগণ বয়তুল-মুকাদ্দাসকে দেমাস্কের পূর্ব্ব দিকে বলিতেছেন কেন?

তাঁহাদের মত বিদ্বানগণ দেমাস্ক ও বয়তুল-মুকাদ্দাসের ভৌগলিক অবস্থিতি অবগত ছিলেন না, তাহা বিশ্বাস করা যায় না তবে তাঁহারা বয়তুল-মুকাদ্দসকে দেমাস্কের পূর্ব্বদিকে বলিতেছেন কেন?

ইহাতে বুঝা যায়, দেমাস্কের পূর্ব্ব দিকে, অথচ মদীনারও পূর্ব্ব দিকে, এমন কোন পবিত্র স্থানের কথা ঐশী প্রভাবে জালালুদ্দিন ছায়োতী ও মুল্লা আলী কারীর মত মুহাদ্দেসীন লিখনীর মারফত 'বয়তুল-মুকাদ্দাস' অর্থাৎ 'পরিত্র ঘর' নামে অভিহিত হইয়াছে।

সুতরাং এই ৬নং হাদীসকে ছহী বলিয়া গ্রহণ করিলে উহার অধিকাংশ কথারই রূপক ভাবে ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। এই হাদীসের কথাগুলিকে একটু সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা দ্বারা কাদিয়ানে আবির্ভূত মসিহে মাওউদের সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়, যেহেতু কাদিয়ানও দেমাস্কের ঠিক পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত, আর কাদিয়ানে আবিভূর্ত মসিহে মাওউদ (আঃ) যখন সেজদায় মস্তক অবনত করিতেন তখন মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রুবিন্দু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার জায়নমাজ প্লাবিত করিয়া দিত, আর যখন মস্তক উত্তোলন করিয়া বক্তৃতায় রত হইতেন তখন মারেফত ও ঐশী-জ্ঞানের মণিমুক্তা ঝরিত। প্রত্যক্ষদর্শী ইমানদারগণ আমার এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতেও পারিবেন। আর তাঁহার দীর্ঘশ্বাস পূর্ণ দোয়াতে কতিপয় কাফের মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে আমরা 'শূকর বধ' অধ্যায়ে আরও আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। দুনিয়ার শেষ সীমা ভূপৃষ্ঠের অপর দিক্ সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত তাঁহার দীর্ঘশ্বাস পৌঁছিয়া ইসলাম-দ্রোহী 'ডুইকে' হত্যা করিয়াছে। আর তিনি 'বাবে-লুদ' অর্থাৎ তর্ক-যুদ্ধে দাজ্জালকেও গ্রেপ্তার করিয়াছেন, এবং কোরান শরীফের— ليهلك من هلك عن بيّنات - (الانفال: ٤٣) আয়েতের মর্ম্মানুযায়ী "যাহারা যুক্তি দ্বারা হালাক হইয়াছে— তাহাদের হালাক করিতে" সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাই, আজ মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর রূহানী সৈন্যগণের মোকাবেলাতে দাজ্জাল আর মাথা তুলিতে পারিতেছে না। আজ দাজ্জালী দুর্গে আহমদী পতাকা দুলিতেছে, তছলীছের (ত্রিত্ববাদের) কেন্দ্র-ভূমিতে তৌহীদের বাণী নিনাদিত হইতেছে।

কিন্তু হায়! কোরান, হাদীস ও বুজরগানে-দীনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আজ ধর্ম্মের ঠিকাদার মৌলবী-মৌলানাগণ মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবেশ করিতে না

পারিয়া, তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছে ও অন্যায় জিদের বশবর্ত্তী হইয়া বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে।

৭নং হাদীস

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَالِكَ إِذْ أَوْحَى اللّٰهُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّوْرِ وَيَبْعَثُ اللّٰهُ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةٍ طَبَرِيَّةٍ فَيَشْرَبُوْنَ مَافِيْهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُوْلُ لَقَدْ كَانَ فِي هٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيْرُوْنَ حَتّٰى يَنْتَهُوْا إِلَى جَبَلِ الْخَمَرِ وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَيَقُوْلُوْنَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرْمُوْنَ بِنُشَّابِهِمْ فَيَرُدُّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَخْضُوْبَةً دَمًا وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللّٰهِ وَأَصْحَابُهُ حَتّٰى تَكُوْنَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيسٰى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسٰى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيسٰى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيُرْسِلُ اللّٰهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ قِسِيِّ نُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِيْنَ -

(مشكوٰة باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجّال الفصل الاوّل)

"এমন অবস্থায় আল্লাহ্তালা হযরত ইসা (আঃ)-এর নিকট এই 'ওহি' প্রেরণ করিবেন আমি আমার একদল বান্দাকে বাহির করিয়াছি, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। কাজেই তুমি তুর পর্ব্বতে নিয়া আমার বান্দাদিগকে নিরাপদ কর। আল্লাহ্তালা ইয়াজোজ ও মাজোজ সম্প্রদায়কে প্রেরণ করিবেন। তাহারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি হইতে্ সবেগে ধাবিত হইবে। তাহাদের প্রথম দল তিবরীয়া সাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত পানি পান করিয়া ফেলিবে। উহাদের শেষ দল তথায় উপস্থিত হইয়া বলিবে এই সাগরে এক সময় পানি ছিল। অতঃপর, তাহারা চলিতে চলিতে বয়তল-মুকাদ্দাসের 'জবলুল-খমর' নামক স্থানে উপস্থিত হইবে এবং তাহারা বলিবে, নিশ্চয়ই আমরা পৃথিবীবাসীদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছি, এখন চল আকাশবাসীদিগকে হত্যা করিব। তখন তাহারা তীরগুলি আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহ্তালা তাঁহাদের তীরগুলিকে রক্তে রঞ্জিত করিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবেন। আল্লাহ্র নবী ও তাঁহার সহচরগণ তখন অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবেন। এমন কি, একটি গরুর মাথার মূল্য তখন তাঁহাদের জন্য তোমাদের এখনকার একশত দীনারের তুল্য হইবে। তখন আল্লাহ্র নবী ইসা তাঁহার সহচরগণ সহ আল্লাহ্তালার নিকট দোয়া করিবেন। আল্লাহ্তালা বিরুদ্ধাবাদীদের উপর প্লেগ পাঠাইয়া দিবেন; ইহাতে তাহাদের বহু লোক এক সঙ্গে নিহত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্র নবী ইসা ও তাঁহার সহচরগণও অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে বাহির হইয়া আসিবেন। কিন্তু তাঁহারা এক বিঘত পরিমাণ স্থানও পাইবেন না, যাহা তাহাদের পচা গন্ধে পূর্ণ না হইয়াছে। তখন আল্লাহ্তালা উষ্ট্রের গ্রীবা-দেশের মত লম্বা এক প্রকার পাখী পাঠাইবেন, উহারা তাহাদিগকে যেখানে ইচ্ছা লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করিবে; মুসলমানগণ তাহাদের তীর ধনুকগুলি সাত বৎসর জ্বালাইবে।"

যে মসিহে মাওউদের নিঃশ্বাসের বায়ুতে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত কাফের মরিয়া যাইবে বলিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব পূর্ব্ববর্ত্তী ৬নং হাদীসে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন পরবর্ত্তী ৭নং হাদীসে আসিয়াই মৌলানা সাহেব বলিতেছেন, আল্লাহ্তালার একদল বান্দার সহিত কাহারও যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, মসিহে মাওউদের নিঃশ্বাসের বায়ুতেও তাহারা মরিবে না, এমন কি তরবারীর যুদ্ধ করিয়াও মসিহে মাওউদ তাহাদিগকে হত্যা করিতে পারিবেন না, বরং মসিহে মাওউদ তাঁহার দলবল সহ তুর পর্ব্বতে পলাইয়া গিয়া অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া আত্মরক্ষা করিবেন। এই অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকাকালীন কত কষ্টই না তাঁহাদের হইবে, তাঁহাদের হাটঘাট, সৌদা-সলফ ইত্যাদি বন্ধ হইয়া যাইবে; এমন কি একটা গরুর মাথা তখন তাঁহাদের জন্য এখনকার একশত দিনারের মত মুল্যবান হইবে। ইয়াজোজ-মাজোজের জাতি আসিয়া সাগরের সমস্ত পানি খাইয়া ফেলিবে, সমুদ্র শুকাইয়া ফেলিবে, এমন কি ইয়াজোজ-মাজোজেরই পরবর্ত্তী দলের জন্যও আর সমুদ্রের পানি অবশিষ্ট থাকিবে না। তাহারা দুনিয়ার সমস্ত

মানুষ মারিয়া ফেলিবে, তারপর আসমানের ফেরেস্তাদিগকে মারিবার জন্য তীর নিক্ষেপ করিবে, আল্লাহ্‌তালাও তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য তাহাদের তীরের মধ্যে রক্ত মাখাইয়া ফিরাইয়া দিবেন, যেন তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহারা জগতের সমস্ত মানুষকে মারিয়া আসমানের ফেরেস্তাদিগকেও মারিয়া ফেলিয়াছে।

এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে—

প্রথমতঃ, যে-মসিহ মাওউদ সশরীরে আসমান হইতে দুই ফেরেস্তার কাঁধের উপর 'টেক' লাগাইয়া দুনিয়াতে নামিয়া আসিবেন — সেই মসিহে মাওউদের বিদ্যামান থাকা সত্ত্বেও যদি ইয়াজোজ-মাজোজ আসিয়া সমস্ত জগদ্বাসীকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলে মসিহে মাওউদের এত আড়ম্বরের সহিত দুনিয়াতে আসিয়া লাভ কি?

দ্বিতীয়তঃ, ইয়াজোজ-মাজোজ আসিয়া যদি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে মারিয়াই ফেলে তাহা হইলে তিনি (অর্থাৎ মসিহে মাওউদ) তরবারীর যুদ্ধ করিবেন কাহার সঙ্গে? আর যদি তিনি নিজ নিঃশ্বাসের বায়ুতে কিম্বা তরবারীর যুদ্ধে সমস্ত কাফেরদিগকে ইয়াজোজ-মাজোজ আসিবার পূর্ব্বেই মারিয়া ফেলেন, আর যাহারা মুসলমান হইয়া তাঁহার সহচর হইয়া পড়েন তাহাদিগকে তুর পর্ব্বতে লইয়া গিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন, তাহা হইলে ইয়াজোজ-মাজোজ আসিয়া মারিবে কাহাকে? পূর্ব্বেই ত মসিহে মাওউদের নিঃশ্বাসের বায়ুতে কিম্বা তরবারীর আঘাতে সমস্ত কাফের মরিয়া গিয়া থাকিবে।

তৃতীয়তঃ, যে-মসিহে মাওউদ ইয়াজোজ ও মাজোজের ভয়ে পলাইয়া থাকিবেন, সেই মসিহে মাওউদ দাজ্জালের সঙ্গে মোকাবেলা করিবেন কেমন করিয়া? কারণ, দাজ্জালের সঙ্গে ত মৌলানা সাহেবদের কথা সত্য হইলে খোদায়ী শক্তি এবং বেহেস্ত ও দোজখ পর্য্যন্ত থাকিবে। এ হেন দাজ্জালের সঙ্গে ইয়াজোজ-মাজোজ-ভীত মসিহে মাওউদের পক্ষে মোকাবেলা বা যুদ্ধ করা সম্ভব হইবে কেমন করিয়া?

চতুর্থতঃ, দুনিয়াবাসী সমস্ত মানুষকে মারিয়া ফেলিবার পর যখন ইয়াজোজ-মোজোজ আসমানে তীর নিক্ষেপ করিবে, তখন আল্লাহ্‌তালা তাহাদের তীরে রক্ত মাখাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন কেন? এবং এরূপ ধোঁকাই বা আল্লাহ্‌তালা কেন দিবেন? কোন মৌলানা সাহেব এই সমস্ত প্রহেলিকার সমাধান করিতে পারেন কি?

এখনও কি মৌলানা সাহেবগণ স্বীকার করিবেন না যে, এই সমস্ত রেওয়ায়াতের সবগুলি কথা ছহী নহে, কিম্বা ইহাদের শাব্দিক অর্থ ছহী নহে।

এরূপ অযৌক্তিক-অস্বাভাবিক, পরস্পর-বিরোধী, কোরান, ও ছহী হাদীসের বিরোধী, এবং আল্লাহ্‌তালার পবিত্র মহিমার বিরোধী হাস্যকর কথাবার্ত্তার অবতারণা করিয়া, আজ মৌলানা সাহেবগণ বিধর্মীদিগকে হাসাইতেছেন। এখনও যদি মসিহে মাওউদ (আঃ) আসিয়া এই প্রকারের বিকট মুখোস হইতে ইসলামের সুন্দর চেহারাকে বাহির করিয়া জগতের সম্মুখে না ধরিতেন, তাহা হইলে আজ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে এই উন্নতির যুগে ইসলামের জন্য মাথা লুকাইবারও স্থান থাকিত না।

যাহা হউক এখন জ্ঞানী পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন যে, এরূপ রেওয়ায়েতকে রূপক অর্থে গ্রহণ করা ছাড়া ছহী বলিয়া স্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

সুতরাং এস্থলে আমরা এই হাদীসটিকে ছহী বলিয়া গ্রহণ করিলে ইহার গ্রহণ-উপযোগী প্রকৃত মর্ম্ম সুধী জনসাধারণের সামনে পেশ করিতেছি।

ইয়াজোজ-মাজোজ

এই হাদীসে কোরান শরীফে উল্লিখিত ইয়াজোজ ও মাজোজের কথা আছে, সুতরাং আমাদিগকে দেখিতে হইতেছে ইয়াজোজ ও মাজোজ কাহাকে বলা হইয়াছে।

واختلفوا فى انهم من اى الاقوام فقال الضحاك هم
جيل من الترك وقال السدى الترك سرية من يأجوج
ومأجوج خرجت فضرب ذوالقرنين السد فبقيت
خارجة فجميع الترك منهم وعن قتادة انهم اثنان
وعشرين قبيلة سد ذوالقرنين احدى وعشرين قبيلة
منهم وبقيت واحدة فسموا الترك لانهم تركوا
خارجين قال اهل التاريخ اولاد نوح عليه السلام ثلثة
سام وحام ويافث فسام ابو العرب والعجم والروم
وحامُ ابو الزنج والبربر واليافث ابو الخزر والصقالبة
ويأجوج وماجوج -

(تفسير ابوسعود برحاشيه تفسير كبير سورة كهف)

ابوهريرة مرفوعا اورده ولد النوح سام وحام ويافث
فولد السام العرب وفارس والروم وولد الحام القبط والبربر
والسودان وولد اليافث ياجوج وماجوج والترك والصقالبة -

(حجج الكرامه : ٤٣٧)

"ইয়াজোজ-মাজোজ কোন জাতীয় লোক ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে মতভেদ করিয়াছেন। জাহাক বলিয়াছেন, তাহারা তুর্কি জাতিরই এক সম্প্রদায়। ছোদাই

বলিয়াছেন, তুর্কি জাতি ইয়াজোজ-মাজোজেরই এক শাখা। ইয়াজোজ-মাজোজকে জুলকারনাইন যখন আবদ্ধ করিয়াছিলেন তখন তুর্কি জাতি বাহিরে রহিয়া গিয়াছিল, অতএব সমস্ত তুর্কি জাতি ইয়াজোজ-মাজোজেরই অন্তর্গত। কাতাদা বলিয়াছেন, ইয়াজোজ-মাজোজের ২২টি শাখার ২১টিকে জুলকারনাইন আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তুর্কিরা বাহিরে রহিয়া গিয়াছিল, এই জন্যই তাহাদের নাম তুর্কি হইয়াছে। যেহেতু তাহাদিগকে বাহিরে تَرَكَ তরক করা হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধর তিন জন ছিলেন— ছাম, হাম, ইয়াফছ। আরব, পারস্য ও রোম জাতীয় লোকদের পূর্ব্ব-পুরুষ 'ছাম' ; হাবসী, জঙ্গী ও বর্ব্বর জাতীয় লোকদের পূর্ব্ব-পুরুষ 'হাম'; আর তুর্কি, ছাকালিয়া ইয়াজোজ-মাজোজ ইত্যাদি জাতির পূর্ব্ব-পুরুষ ইয়াফছ'।"

(তফছীর আবুছাউদ, তফছীর করীরের হাসিয়া, সূরা কাহাফ দ্রষ্টব্য)

"হযরত আবুহুরায়রা এক মারফু হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন যে, নূহের বংশধর 'ছাম', ও 'ইয়াফছ'। ছামের বংশধর আরব, পারসীয়ান এবং রোম, হামের বংশধর কেব্‌তী, বর্ব্বর এবং হাবসী; আর ইয়াফছের বংশধর ইয়াজোজ-মাজোজ ও ছাকালিয়া।"

(হুজাজুল কেরামা, ৪৩৭ পৃ)

অতএব ইয়াজোজ-মাজোজ যে সাধারণ মানুষেরই মত মানুষ ও তুর্কি জাতিরই অন্য কতকগুলি শাখা, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

কোন সুদূর অতীতে জুলকারনাইন নামীয় কোন শক্তিশালী রাজা তাহাদিগকে পার্ব্বত্য সীমানার পরপারে সরাইয়া দিয়া দুই পাহাড়ের মধ্যে প্রাচীর দিয়া তাহাদের পার্ব্বত্য পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং এইভাবে নিজের দেশকে তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই যুগ যে কবে অতীত হইয়া গিয়াছে! আমাদের যুগের মৌলানা সাহেবেরা যে সেই খোঁজও রাখেন না এবং এই জন্য তাহাদের বড় মাথা-ব্যথাও নাই।

আজ ইয়াজোজ-মাজোজের জাতিসমূহ দুনিয়ার প্রত্যেক উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়া সমগ্র দুনিয়ার দিকে বেগে ধাবিত হইতেছে। من كل حدب ينسلون. (الانبياء: ٩٦) শুধু তিবরিয়া উপসাগরের কেন, দুনিয়ার সমস্ত সাগরের জলরাশি শোষণ করিয়া শুকাইয়া ফেলিয়াছে। তাই, আজ মানব সমাজের শুষ্ক মরুভূমি হইতে নিঃস্ব ও রিক্ততার হাহাকার দুনিয়ার আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করিতেছে, তাহা হীন স্বার্থান্ধ অবাস্তব কল্পনার জগতে বিচরণশীল ব্যবসায়ী যাজকগণ দেখিতে বা শুনিতে পাইবে কেন?

ইয়াজোজ-মাজোজের জাতি বাহির হইয়া আসিয়াই যে, জড়বাদিতার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে দুনিয়ার প্রায় সমস্ত মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আবার

আসমানের দিকে ধাওয়া করিয়াও যে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে কতকটা সফলতা লাভ করিয়াছে, নক্ষত্র মণ্ডলীর খবর লইতে চেষ্টা পাইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

আবার কোরানের বাণী অনুযায়ী আজ ইয়াজোজ-মাজোজের

تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ (الكهف : ١٠٠)

এক দল আর এক দলের উপর চড়াও করিয়া আসিতেছে। ঠিক এই রকম সময়ই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আসিয়া আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বিগল বাজাইয়াছেন জগদ্বাসীকে আধ্যাত্মিক জীবন দান করিয়া ইসলামের সমতল ক্ষেত্রে একত্র করিবার জন্য।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

"আর ঐ সমস্ত কাফেরদের সামনে যাহারা আল্লাহ্‌র জিকর হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, এবং আল্লাহ্‌র কথা শুনিবারও যাহাদের অবসর ছিল না। আল্লাহ্‌তালা আগ্নেয় যুদ্ধের জাহান্নাম সমুপস্থিত করিয়াছেন।"

عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا - (الكهف: ١٠١-١٠٢)

সুতরাং কোরানের এই ভবিষ্যদ্বাণী ও ইয়াজোজ-মাজোজের প্রকৃত তাৎপর্য্য পাঠ করিয়া এবং জগতের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই এই কথা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, আজ ইয়াজোজ-মাজোজের জাতি বাহির হইয়াই ধর্ম্ম-জগতে মহা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন নষ্ট করিয়া আসমানের দিকেও ধাওয়া করিয়াছে, মানব সমাজের সমস্ত রস শোষণ করিয়া মানব সমাজকে শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছে ; অতঃপর তাহারা নিজেরাই একে অন্যের উপর চড়াও করিয়া আসিতেছে, আগ্নেয় যুদ্ধের জাহান্নাম তাহাদের সামনে সমুপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত মসিহ আসিয়া বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের সমতল ক্ষেত্রে শান্তির রাজ্যে একত্র করিবার জন্য সত্যের বাঁশী বাজাইয়াছেন। দুনিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে ও হইতে চলিয়াছে।

আবার আল্লাহ্‌র মসিহ আসিয়া যখন তাঁহার সহচরদিগকে পবিত্র ইসলামের তুর পর্বতে নিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন, তখন দুনিয়াবাসীরা তাঁহাদের হাটঘাট সৌদা-সলফ ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ অবস্থায় ফেলিয়াছিল। তখন তাঁহাদের জন্য সামান্য আহারের সামগ্রীও অত্যন্ত মুল্যবান হইয়া পড়িয়াছিল। মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর জমাত জমাতে আহমদীয়ার প্রাথমিক ইতিহাস আমাদের এই কথার সাক্ষ্য।

তখন আল্লাহ্‌র তরফ হইতে মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্লেগরূপ মহামারী আসিয়া বিরুদ্ধবাদীদিগকে দলে দলে নিহত করিতে লাগিল এবং মসিহে

মাওউদের সহচরদের প্লেগ হয় না দেখিয়া বহু লোক আসিয়া মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিল। তখনই তাঁহাদের বয়কট বা অবরোধ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, এবং তাহারা তবলীগের জন্য দুনিয়ার চতুর্দিকে বাহির হইয়া পড়ে।

ثُمَّ يهبط نبى الله عيسىٰ واصحابه.

তাঁহারা দুনিয়াতে বাহির হইয়াই দেখিতে পাইল, ইয়াজোজ-মাজোজ কর্ত্তৃক যে মানব-সমাজের আধ্যাত্মিক জীবন নষ্ট হইয়াছে সেই জনসাধারণের আধ্যাত্মিক মৃত দেহের পুঁতিগন্ধে দুনিয়ার জলবায়ু সব বিষাক্ত ও দুষিত হইয়া পড়িয়াছে, আর নর-রক্ত নিয়া পৈশাচিক হোলি খেলা চলিতেছে। তারপর ঠিক এমনি সময়ে এক প্রকার উড়োযান যাহা আঁ-হযরতের ভবিষ্যদ্বাণীতে طيرا كاعناق البخت. (مشكوٰة باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجّال الفصل الاوّل) উটের গলার মত লম্বা পাখী নামে উক্ত হইয়াছে, বাহির হইয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছাস্থানে লইয়া যাইতে লাগিল।

কোরান ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকৃত-মর্ম্ম অনুযায়ী পূর্ণ হইয়াছে ও হইতে চলিয়াছে।

কিন্তু 'তট্ তটায়ত্ তটং তটঃ' শব্দের পূজারী পুরোহীতেরা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের গভীর তত্ত্ব ও মারেফত হইতে দরে সরিয়া পড়িয়া অবাস্তব কাল্পনিক জগতের 'ভুল ভুলিয়াতে, পথ হারাইয়া হৈ চৈ করিতেছে, তাহাদের উদ্ধার একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই করিতে পারিবে না।

পাঠক দেখিতে পাইলেন যে, এই হাদীস অনুসারেও কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়।

৮নং হাদীস

ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ مَطَرًا لَا يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ
فَيَغْسِلُ الْاَرْضَ حَتّٰى تَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْاَرْضِ
اَنْبِتِيْ ثَمَرَتَكِ وَرُدِّيْ بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ يَاْكُلُ الْعِصَابَةُ
مِنَ الرُّمَّانِ وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقَحْفِهَا وَيُبَارِكُ فِي الرِّسْلِ حَتّٰى
اللَّقْحَةُ مِنَ الْاِبِلِ لَتَكْفِيْ لِفِيَامٍ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَةُ مِنَ الْبَقَرِ
لَتَكْفِيْ الْقَبِيْلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَةُ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ

مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَاهُمْ كَذَالِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَاْخُذُ
هُمْ تَحْتَ اٰبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ
وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ وَيَتَهَارَجُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ
تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۔ (رواه مسلم كتاب الفتن حديث: ١١٠)

"তৎপর আল্লাহ্তালা এমন বৃষ্টি বর্ষাইবেন যে, মাটির ঘর বা পশমী ঘর তাদিগকে উহা হইতে বাঁচাইতে পারিবে না এবং এই পানি জমিকে ধৌত করিয়া পরিষ্কার পাথরের মত করিয়া ফেলিবে। তৎপর জমিকে বলা হইবে, তুমি তোমার ফসল উৎপন্ন কর, এবং বরকত ফিরাইয়া আন। ফলে সেই সময় একদল লোক ডালিম ভক্ষণ করিবে এবং উহার খোসা দ্বারা ছায়া গ্রহণ করিবে এবং দুগ্ধে এমন বরকত প্রদান করা হইবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুগ্ধ এক দল লোকের জন্য যথেষ্ট হইবে, আর একটি গাভীর দুগ্ধ এক বৃহৎ পরিবারের জন্য যথেষ্ট হইবে এবং একটি ছাগির দুগ্ধ এক শাখা পরিবারের জন্য যথেষ্ট হইবে। এমন সময় আল্লাহ্তালা এক সুবাতাস প্রবাহিত করিবেন, ইহা তাহাদিগকে তাহাদের বগলের নিম্নদেশে আক্রমণ করিবে, ইহাতে প্রত্যেক মোমেন মুসলমানের প্রাণ বাহির করিয়া লওয়া হইবে। দুষ্ট লোকেরা বাকী থাকিবে, গর্দভের মত একে অন্যের উপর পতিত হইয়া ঝগড়া করিবে এবং ইহাদের উপর কেয়ামত আসিবে।" *(মুসলিম)*

এই ৮নং হাদীসটিও ৭নং হাদীসেরই শেষাংশ। এই বাক্যগুলির মধ্যেও রূপক ও আলঙ্কারীক ভাষায় মসিহে মাওউদ (আঃ) ও ইয়াজোজ-মাজোজের পরবর্ত্তী যুগের কথা, এমন কি, দুনিয়ার শেষ দিন—মহা প্রলয়ের দিনের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে। এইজন্য এই বাক্যগুলির বিস্তারিত আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম না। এই কথাগুলির প্রকৃত অর্থ ভবিষ্যতের ঘটনাবলীই প্রকাশ করিবে।

ভবিষ্যতের এই কথাগুলি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকে কাদিয়ানী রদ করিতে কি সাহায্য করিয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তবে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যদি মনে করিয়া থাকেন যে, মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দুই চারি দিন বা দুই চারি বৎসর বা দুই চারি কুড়ি বৎসরের মধ্যেই দুনিয়ায় মহা -প্রলয় — কেয়ামত আসিয়া পড়িবে, দুনিয়া শেষ হইয়া যাইবে, তাহা হইলে এমন বাজে কথার কোন উত্তর দেওয়া আমরা সঙ্গত মনে করি না।

আল্লাহ্তালা তাঁহার নবী দ্বারা দুনিয়ার সংশোধন করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস করিয়া দিবেন, এরূপ অনর্থ কাজ স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা কেন কোন সাধারণ বুদ্ধিমানের পক্ষেও সম্ভব নয়।

মসিহে মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) কর্ত্তৃক হেদায়াত-প্রাপ্ত, তৌহীদের কলেমায় মুখরিত, স্বর্গরাজ্যে পরিণত ইসলামী দুনিয়াতে মহাপ্রলয় বা কেয়ামতের মত আজাব আসা সুন্নাতে এলাহির, অর্থাৎ আল্লাহ্‌তালার নিয়ম বহির্ভূত।

لا تقوم الساعة الا على شرار الناس - (ابن ماجه كتاب الفتن باب: ٢٣)

অতএব, যে-হাদীসের কথাগুলির মর্ম্ম সুদূর ভবিষ্যতের অন্তরালে নিহিত, যে কথাগুলির সঙ্গে আমাদের কোন সংশ্রব নাই, আমরা এই সমস্ত কথাগুলির ব্যর্থ আলোচনায় রত হইলাম না।

৯নং হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ اِلَى الْاَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَ يُوْلَدُ لَهٗ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَّاَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوْتُ فَيُدْفَنُ مَعِىَ فِىْ قَبْرِىْ فَاَقُوْمُ اَنَا وَعِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِىْ قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ اَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ - (مشكوٰة باب نزول عيسى الفصل الثالث)

"আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর হইতে রেওয়ায়েত হইয়াছে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, ইসা ইব্‌নে মরিয়ম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন, তিনি বিবাহ করিবেন এবং তাঁহার পুত্র-লাভ হইবে এবং তিনি ৪৫ বৎসর অবস্থান করিবেন, এবং তৎপর তিনি মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবেন ও আমার সঙ্গে আমার কবরে মদফুন হইবেন। অতঃপর আমি ও ইসা ইব্‌নে মরিয়ম এক কবরে আবুবকর ও উমরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উত্থিত হইব।" *(মিশ্‌কাত)*

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই হাদীসের সবখানা পেশ করেন নাই; কেবল হাদীসের শেষাংশটুকু পেশ করিয়াছেন। এই হাদীসের প্রথম হইতে সবগুলি কথা, অর্থাৎ পূর্ণ হাদীসটি, তিনি কেন পেশ করিলেন না ইহার কোন সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে পূর্ব্ববর্তী ৮নং হাদীসের পর ৯নং হাদীসটির "তৎপর" কথা হইতে আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্য যদি এই হইয়া থাকে যে, তিনি পাঠককে বুঝাইতে চান যে, ৮নং হাদীসের ঘটনাবলী ঘটিয়া গেলে পর মসিহে মাওউদ (আঃ) নাজেল হইবেন, তাহা হইলে মৌলানা সাহেব বড়ই বোকামি করিয়াছেন; কারণ ৮নং হাদীসের বর্ণনায় মৌলানা সাহেব কেয়ামত হইবার কথা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। উহার পর হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথা বলার অর্থ হয়, হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু ঘটিবে কেয়ামত হইয়া যাইবার পর। ويل لكم وما تحكمون -

যাক, এখন আমরা ৯নং হাদীসের প্রকৃত মর্ম্ম পেশ করিতেছি। ৯নং হাদীসে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর মৃত্যু হইলে তাঁহাকে আঁ–হযরত (সাঃ)–এর 'কবর–স্থানে' দাফন করা হইবে। কিন্তু পাঠক দেখিতে পাইবেন, এই কথা দ্বারা মৌলানা সাহেব নিজের জমাট অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন।

কারণ, প্রথমতঃ, এই হাদীসে 'কবর–স্থান' কথা নাই, বরং 'কবর' এই কথাই আসিয়াছে, আর 'কবর' অর্থ 'কবর–স্থান' কিছুতেই শুদ্ধ হইতে পারে না। তবে রসুল করীম (সাঃ)–এর কবর শরীফ খোদিয়া তাহাতে হযরত ইসা (আঃ)–কে দাফন করাকে শরীয়তে ইস্‌লাম ও ইমানি–গয়রত কিছুতেই সমর্থন করে না– ইহা মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন, এই জন্যই তিনি এস্থলে 'কবর' অর্থ 'কবর–স্থান' করিলেন। কিন্তু এই হাদীসের দ্বিতীয় বাক্য মৌলানা সাহেবের এই অর্থকে রদ করিয়া দেয়, "আমি ও ইসা ইব্‌নে মরিয়ম একই কবর হইতে আবুবকর ও উমরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উত্থিত হইব।" এই বাক্যটিও আঁ–হযরত (সাঃ) ও ইসা (আঃ) যে একই কবরে থাকিবেন তাহা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে, সুতরাং এস্থলে 'কবর' অর্থ 'কবর–স্থান' করিবার কোনই সুবিধা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, আঁ–হযরত (সাঃ)–এর 'রওজা' মোবারক হযরত আয়েসা ছিদ্দীকা (রাঃ)–এর হুজরা শরীফেই অবস্থিত। হযরত আয়েসা ছিদ্দীকা (রাঃ)–এর হুজরা মোবারকে অর্থাৎ বর্ত্তমান আঁ–হযরত (সাঃ)–এর কবর–স্থানে হযরত উমর (রাঃ)–এর দাফন হওয়ার পর আর কোন কবরেরই স্থান নাই, এবং এই জন্যই প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হযরত আয়েসা ছিদ্দীকা (রাঃ) সেই খানে দাফন হইতে পারেন নাই।

বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা আমার এই কথা অতি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়।

عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْنِ الْاَزْدِيِّ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ اِذْهَبْ اِلٰى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْ يَقْرَءُ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ
السَّلَامَ ثُمَّ سَلْهَا اَنْ اُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ قَالَتْ كُنْتُ اُرِيْدُهُ
لِنَفْسِيْ فَلَاُوْثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلٰى نَفْسِيْ فَلَمَّا اَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا
لَدَيْكَ قَالَ اَذِنَتْ لَكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ
اَهَمَّ اِلَيَّ مِنْ ذَالِكَ الْمَضْجَعِ فَاِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُوْنِيْ ثُمَّ

قُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ فَإِذَا اَذِنَتْ لِيْ فَادْفِنُوْنِيْ وَإِلَّا فَرُدُّوْنِيْ إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ - (بخاری کتاب الجنائز)

"উমর ইব্নে ময়মুনিল-আওদী বলিয়াছেন, আমি হযরত উমর ইব্নে খাত্তাব্ (রাঃ)-কে দেখিয়াছি; তিনি বলিলেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর! তুমি উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েসা (রাঃ)-কে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর যে, উমর ইব্নে খাত্তাব্ আপনাকে ছালাম জানাইতেছেন, এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ কর যে, আমি আমার বন্ধু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কাছে দাফন হইতে চাই। হযরত আয়েসা, (রাঃ), এই কথা শুনিয়া বলিলেন, এই জায়গাটি আমি আমার নিজের জন্য নিয়ত করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ আমি আমার নিজের উপর তাঁহাকে (হযরত উমরকে) অগ্রগণ্য করিলাম। তারপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর লইয়া আসিয়াছ? তখন আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর বলিলেন, আপনার জন্য সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, হে আমীরুল মোমেনীন! তখন হযরত উমর, (রাঃ), বলিলেন, এই বিশ্রামের স্থানের চেয়ে বেশী মূল্যবান আমার কাছে আর কিছুই নাই। অতএব আমার মৃত্যু হইলে তোমরা আমাকে উঠাইয়া লইয়া যাইও, তারপর আমার ছালাম বলিয়া তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিও যে, উমর ইব্নে খাত্তাব অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। যদি তিনি অনুমতি দেন তাহা হইলে আমাকে তথায় দাফন করিও। আর যদি অনুমতি না দেন তাহা হইলে মুসলমানদের সাধারণ কবর-স্থানে ফিরাইয়া লইয়া যাইও।"

সুতরাং এই হাদীস হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর কবর-স্থানে, হযরত আয়েসা ছিদ্দীকা (রাঃ)-এর হুজ্রার মধ্যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর দাফন হওয়ার পর আর একটি কবরেরও স্থান নাই, এবং এই জন্যই উম্মুল-মোমেনীন হযরত আয়েসা ছিদ্দীকা (রাঃ)-এর অন্যত্র দাফন হইয়াছেন।

তবে "হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কবরে দাফন হইবেন" এই কথার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা পাঠক বুঝিয়া রাখুন।

আল্লাহ্তালা বলিতেছেন—

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ - مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ - ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ - (سورة عبس: ۱۹تا۲۳)

"কি দিয়া মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন? শুক্র দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তাহাকে শক্তি দান করিয়াছেন; এবং অতঃপর তাহার জন্য পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন; এবং অতঃপর তাহাকে মৃত্যু দিবেন, এবং কবরস্থ করিবেন; এবং অতঃপর যখন আল্লাহ্ চাহেন তাহাকে উত্থিত করিবেন।"

এই আয়াতগুলির মধ্যে অতি পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তালা প্রত্যেক মানুষকে যেমন শুক্র হইতে সৃষ্টি করেন এবং মৃত্যু দেন, এই রকম তিনিই প্রত্যেক মানষকে কবরস্থ করেন। যাহাদিগকে অগ্নি দ্বারা জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেওয়া হয়, যাহাদিগকে হিংস্র জন্তু খাইয়া ফেলে, যাহারা সমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়া জল-জন্তুর উদরস্থ হয়, অর্থাৎ যে-ভাবেই কেহ মরুক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ্তা'লা কবরস্থ করেন। অতএব মানব হস্তে ক্ষোদিত কবর ছাড়া আরও কবর আছে, যেখানে প্রত্যেক মানুষের আত্মাকেই যাইতে হয়; সেই কবরের মধ্যেই মৃত ব্যক্তির গোর-আজাব কিংবা বেহেস্তী সৌরভের আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। এই জন্যই আঁ-হযরত বলিয়াছেন—

القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران -

(ترمذی۔کتاب القیامة باب : ۲۶)

"কবর বেহেস্তের একটি বাগিচা কিংবা দুজখের একটি গর্ত্ত।"

সুতরাং কবর বলিতে সব সময়ই মানব-ক্ষোদিত কবর বুঝায় না, বরং মরণের পর-পারে মানবাত্মা যে-স্থানে অবস্থান করে সেই স্থানকেও কবর বলা হয়। অতএব আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কবরে মসিহ্ মাওউদ দাফন হইবেন, এই কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র আত্মা পর-জগতে যে-স্থানে অবস্থান করিতেছেন, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র আত্মাও মরণের পর তাঁহার প্রভু হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সঙ্গে অবস্থান করিবেন।

সুতরাং এই হাদীসের মধ্যেও কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর বিরুদ্ধে কোন কথাই নাই, বরং এই হাদীসের يتزوج وليولد له - (مشكوة باب نزول عيسى الفصل الثالث) "তিনি বিবাহ করিবেন ও পুত্র সন্তান লাভ করিবেন" কথা দ্বারা কাদিয়ানে আবির্ভূত মসিহে মাওউদের (আঃ) দাবীর সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, এবং আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রাপ্ত তাঁহার নিজের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীও তিনি অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন পুত্র লাভ করিয়াছেন। এই পুত্রের কথাই হযরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ্ অলি তাঁহার বিখ্যাত 'কছিদায়' হযরত ইমাম মাহদীর লক্ষণাদি বয়ান করার পর লিখিয়াছেন—

دور او چوں شود تمام بکام ❊ پسرش یادگار می بینم

"তাঁহার (হযরত ইমাম মাহদীর) জামানা যখন সফলতার সহিত শেষ হইবে, তখন তাঁহার পুত্রকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত দেখিতেছি।"

পাঠক অবগত আছেন, আহমদী জমাতের বর্তমান খলিফা হযরত আমীরুল-মোমেনীন মির্জা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ, আইয়াদাহুল্লাহু বেনাছরিহীল্ আজিজের

অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা, যাহা আজ সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য; তিনি হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর সেই পুত্র যাঁহার কথা আঁ–হযরত (সাঃ) ও মসিহে মাওউদ (আঃ) এবং শাহ নেয়ামতুল্লাহ্ অলি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

দুনিয়াতে পুত্র ত সকলেরই হয়, কিন্তু মসিহে মাওউদের (আঃ) পুত্র হওয়া সম্বন্ধে আঁ–হযরত (সাঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী করার মধ্যে পরিষ্কার এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, হযরত মসিহে মাওউদ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব–সম্পন্ন পুত্র লাভ করিবেন। খোদার ফজলে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব–সম্পন্ন পুত্র লাভ হইয়াছে, যাঁহার খেলাফতের যুগে দুনিয়ার কোণায় কোণায় আহমদীয়ত বা প্রকৃত ইস্‌লাম বিস্তার লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

১০নং হাদীস

مَكْتُوْبٌ عِنْدَ التَّوْرٰةِ صِفَتُ مُحَمَّدٍ وَّ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ -

(ترمذی کتاب المناقب باب : ۱)

"তৌরাত কিতাবে মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর ছিফত বা গুণ সম্বন্ধে লিখা আছে যে, মসিহে মাওউদ আঁ–হযরতের সঙ্গে দাফন হইবেন"।

তেরমিজি শরীফের এই হাদীস ও ৯নং হাদীসের যে–তফছীর আমি বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি উহারই সমর্থন করে। কারণ, ইস্রাইলী ইসা আঁ–হযরতের মৃত্তিকার কবরে দাফন হওয়া আঁ–হযরতের (সাঃ)–এর বা ইসা (আঃ)–এর কাহারো গুণ হইতে পারে না। সুতরাং আলোচ্য হাদীসের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, আঁ–হযরত (সাঃ)–এর কুওয়তে–কুদ্‌সিয়া এই উম্মতে এমন একজন ইসার সৃষ্টি করিবে যিনি মরণের পর–পারেও আঁ–হযরত (সাঃ)–এর সাহচর্য্য লাভ করিবেন।

১১নং হাদীস

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة -

(صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث : ۲۴۷)

"রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, সর্ব্বদা আমার উম্মতের এক দল লোক সত্যের বলে বলীয়ান হইয়া কেয়ামত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবেন। হযরত বলিয়াছেন, ইসা ইব্নে মরিয়ম নাজিল হইবেন, তখন তাহাদের আমীর বলিবেন, আসুন আমাদের জন্য নমাজ পড়ান। তখন তিনি বলিবেন, না, আল্লাহ্তা'লা এই উম্মতকে এইভাবেও সম্মানিত করিয়াছেন যে, তোমাদের পরস্পর একে অন্যের আমীর হইতে পার।" *(—মিশকাত)*

এই হাদীসের যথাবিহিত উত্তর আমরা প্রথম ভাগে দিয়া আসিয়াছি। এই হাদীসের মধ্যে মসিহে মাওউদ (আঃ)–ও যে এই উম্মতের সাধারণ ইমামের পিছনে নমাজ পড়িবেন এবং এতদ্বারা এই উম্মতের সম্মান প্রকাশ করিবেন, তাহাই বলা হইয়াছে, ইহাতে আসমান হইতে নামিয়া আসার কথা নাই।

১২নং হাদীস

فَيَفْتَحُوْنَ قُسْطُنْطِيْنِيَّةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوْا سُيُوْفَهُمْ بِالزَّيْتُوْنِ اِذْ صَاحَ فِيْهِمُ الشَّيْطَانُ اَنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِيْ اَهْلِيْكُمْ فَيَخْرُجُوْنَ وَذَالِكَ بَاطِلٌ فَاِذَا جَاءُ الشَّامَ خَرَجَ فَبَيْنَمَاهُمْ يَعُدُّوْنَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّوْنَ الصُّفُوْفَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَاَمَّهُمْ فَاِذَا رَاٰهُ عَدُوُّ اللّٰهِ ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتّٰى يَهْلِكَ وَلٰكِنْ يَقْتُلُهُ اللّٰهُ بِيَدِهٖ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِيْ حَرْبَتِهٖ -

(صحيح مسلم كتاب الفتن حديث : ٣٤)

"তৎপর উক্ত সৈন্যদল কনষ্টান্টিনপোল জয় করিবেন, তাহারা জয়তুন–বৃক্ষে তরবারীগুলি টাঙ্গাইয়া রাখিয়া লুণ্ঠিত ধন বন্টনে ব্যাপৃত হইবেন, এমন সময় সয়তান তাহাদের মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিবে, দাজ্জাল বাহির হইয়া তোমাদের পশ্চাতের দিক্ দিয়া তোমাদের পরিজনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাতে তাহারা তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িবেন, অথচ এই সংবাদ মিথ্যা। তৎপরে তাহারা যখন শামের নিকট উপস্থিত হইবেন তখন দাজ্জাল বাহির হইবে। তাহারা যুদ্ধের আয়োজন করার জন্য ব্যূহ রচনা করিতে থাকিবেন, এমতাবস্থায় নমাজের 'একামত' দেওয়া হইবে, এমন সময় ইসা ইব্নে

মরিয়ম নাজিল হইবেন, তৎপর তিনি তাহাদের ইমামতী করিবেন। যখন আল্লাহর শত্রু তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তখন লবণ যেমন পানির মধ্যে গলিয়া যায় এরূপভাবে সে গলিয়া যাইবে। যদি তিনি তাহাকে ত্যাগ করিতেন তাহা হইলে সে গলিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে উক্ত নবীর হাতে কাতল করিবেন। তিনি দাজ্জালের রক্ত লোকদিগকে তাঁহার অস্ত্রের মধ্যে দেখাইবেন।" *(মুসলিম)*

প্রথমতঃ, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই কুস্তুনতুনিয়া বিজয়, জয়তুন বৃক্ষের ডালে তরবারী লট্‌কাইয়া রাখিয়া অর্থ বন্টন করা অবস্থায় দাজ্জাল বাহির হওয়া, দাজ্জাল বধ ইত্যাদি ঘটনাবলী সম্পর্কিত পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন রেওয়ায়েত এই 'কাদিয়ানি-রদ' পুস্তকের প্রথম ভাগে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন, আমিও যথা-স্থানেই এই সমস্ত হাদীসের কতকটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, এবং খোদাতালার ফজলে হাদীসগুলির প্রকৃত মর্ম্ম উদঘাটন করিয়া আসিয়াছি। পাঠক যদি প্রথম হইতে ধারাবাহিকভাবে আমার এই গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া আসিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহা দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু এই রেওয়ায়েতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের বর্ণিত ১১নং হাদীসের রেওয়ায়েতের বিপরীত কথা আছে, যথা— اذ اقيمت الصلوة فينزل عيسى ابن مريم فـ مهـم। "নমাজের 'একামত' দেওয়া হইবে, এমন সময় ইসা ইবনে মরিয়ম নাজিল হইবেন ও তাহাদের **ইমামতী করিবেন**"।

পূর্ব্ববর্ত্তী কতকগুলি হাদীসে মৌলানা সাহেব দেখাইয়া আসিয়াছেন যে, মসিহে মাওউদ (আঃ) অন্য ইমামের পিছনে নমাজ পড়িবেন, কিন্তু এই রেওয়ায়েতে আছে যে, মসিহ মাওউদ স্বয়ং ইমামতী করিবেন। মৌলানা সাহেব যখন দেখিলেন যে, এই রেওয়ায়েতে পূর্ব্ববর্ত্তী রেওয়ায়েতের বিপরীত পরিষ্কার লিখিত আছে যে— নমাজের 'একামত' দেওয়া হইবার পর হযরত মসিহে মাওউদ নাজিল হইয়া **ইমামতী করিবেন**, অমনিই তিনি فـ مهـم শব্দের অর্থ করিয়া ফেলিলেন, **সেনাপতি হইবেন**। এরূপ বিদ্যা আর বুদ্ধি না থাকিলে কি আখেরী জামানায় পীর বা মৌলানা হওয়া যায়?

নমাজের একামত দেওয়ার পর মসিহে মাওউদ নাজিল হইয়া নিজে ইমামত করিবেন, না অন্য ইমামের পিছনে নমাজ পড়িবেন, এই নিয়া হাদীসের বিভিন্ন রাবীদের মধ্যে মতভেদ আছে। পূর্ব্ব-বর্ণিত হাদীসগুলিতে রাবী বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাকে ইমামতী করিতে বলা হইলে তিনি এই উম্মতের সম্মান প্রকাশার্থে অন্য ইমামের পিছনেই নমাজ পড়িবেন, আর এই আলোচ্য রেওয়ায়েতের রাবী বলিতেছেন, তিনি নিজেই ইমামতী করিবেন। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব মাঝখান দিয়া বলিয়া ফেলিলেন "সেনাপতি হইবেন।" আরবী ভাষায় যাহাদের সাধারণ জ্ঞানও আছে তাহারাও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই অদ্ভুত অর্থ সমর্থন করিবেন না।

তারপর আমি জিজ্ঞাসা করি, যে-মসিহে মাওউদের নিঃশ্বাসের বায়ুতে সমস্ত কাফের মরিয়া যাইবে, সেই মসিহে মাওউদের সৈন্যেরই-বা কি দরকার, আর তাঁহার সেনাপতি হওয়ারই-বা কি প্রয়োজন?

মৌলানা সাহেবকে আবার জিজ্ঞাসা করি, মসিহে মাওউদের নিঃশ্বাসের বায়ুতে দৃষ্টির শেষ সীমায় যদি দাজ্জাল মরিয়া যায় তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিয়া দাজ্জাল লবণের মত গলিতে আরম্ভ হইবে কেমন করিয়া? দৃষ্টির শেষ সীমায়ই-ত সে মরিয়া পড়িয়া থাকিবে। আরও একটা কথা আমি মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলমানগণ কর্ত্তৃক যে কুস্তনতুনিয়া কবে বিজয় হইয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত মুসলমানদের হাতেই বর্ত্তমান আছে, মৌলানা সাহেব এই খবর রাখেন কি? যদি রাখেন, তাহা হইলে কুস্তনতুনিয়া বিজয়ের পরের বৎসরই মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের বর্ণিত "সমধিক ছহী-হাদীস" অনুযায়ী দাজ্জাল বাহির হইবার কথা; সেই দাজ্জাল কোথায়, এবং কে, বা কাহারা?

প্রকৃত কথা, কাট-মোল্লাদের অন্ধ অনুসরণ হইতে মুক্ত হইয়া পাঠক একটু স্থিরভাবে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বর্ণনার প্রতি একটু গভীর দৃষ্টি দিলেই বুঝিতে পারিবেন, দাজ্জালের প্রকৃত মর্ম্ম কি, এবং কীভাবে দাজ্জাল কর্ত্তৃক মুস্‌লিম শক্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে, এবং মসিহ মাওউদের আগমনে কীভাবে দাজ্জাল ক্রমশঃ বিগলিত হইতেছে এবং মসিহে মাওউদের (আঃ) ঐশী-অস্ত্রে আল্লাহ্‌তালা দাজ্জালের রক্ত দেখাইয়াছেন কি ভীষণভাবে! যাক্, স্থানান্তরে আমরা দাজ্জালের প্রকৃত পরিচয় দিব, ইন্‌সাল্লাহ্। এই হাদীসে দাজ্জাল লবণের মত বিগলিত হইয়া রূপান্তরিত হওয়ার কথায় দাজ্জাল বধের প্রকৃত মর্ম্মের দিকে পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

হযরত মসিহে মাওউদের (আঃ) আবির্ভাবের পর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই ভবিষ্যাদ্বাণীও পূর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে— যাঁহাদের দিব্য-চক্ষু আছে তাঁহারা তাহা দেখিতে পাইতেছেন এবং ক্রমে আরও সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইবেন।

১৩নং হাদীস

رَاَيْتُنِىْ فِىْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ ..... وَاِذَا عِيْسٰى قَائِمٌ يُصَلِّىْ اَقْرَبُ النَّاسِ بِهٖ شِبْهًا عُرْوَةُ ابْنُ مَسْعُوْدِ الثَّقَفِىُّ -

(رواه مسلم-كتاب الفتن)

"হযরত বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি যেন নবীদের মধ্যে আছি ..... ইতিমধ্যে ইসাকে দেখিলাম, দাঁড়াইয়া নমাজ পড়িতেছেন, তিনি আকৃতিতে 'ওরওয়া ইব্‌নে মাস্‌উদ ছাকাফীর' সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল।"

১৪নং হাদীস

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَاَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ ـ

(ابوداؤد كتاب الملاحم باب ١٤)

"আঁ-হযরত, (সাঃ), বলিয়াছেন, দাজ্জাল বাহির হইবে, তৎপর আল্লাহ্তালা ইসা ইব্নে-মরিয়মকে পাঠাইবেন, তিনি যেন ওরওয়া ইব্নে মাস্উদ।"

এই ১৩নং ও ১৪নং হাদীসে আসিয়াছে, মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আকৃতি ওরওয়া ইব্নে মাস্উদের মত হইবে। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব মসিহে মাওউদের আকৃতি ওরওয়া ইব্নে মাস্উদের আকৃতির মত দেখিয়াই মসিহে মাওউদকে বনী-ইস্রাইলের মসিহ মনে করিয়াছেন? এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই, এই হাদীসদ্বয় হইতে এই কথা কিছুতেই প্রমাণ হয় না যে, 'ওরওয়া ইব্নে মাস্উদের' আকৃতি বনী-ইস্রাইলের ইসা (আঃ)-এর আকৃতির মত ছিল।

১৪নং হাদীসে দাজ্জালের কথা বিদ্যমান থাকায় 'ওরওয়া' ইব্নে মাস্উদের আকৃতি-বিশিষ্ট মসিহই যে আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মসিহ তাহা ত পরিষ্কার বুঝা যায়-কিন্তু তিনিই-যে ইস্রাইলী মসিহ তাহা বুঝিবার কোনই কারণ নাই।

আর যে-মসিহ এই সমস্ত মৌলানা সাহেবদের মতে সশরীরে আসমান হইতে ফেরেস্তার কাঁধে 'টেক' লাগাইয়া নামিয়া আসিবেন তাঁহার পরিচয়ের জন্য হুলিয়া বা আকৃতির বর্ণনা করার কি দরকার ছিল?

ছহী বুখারী শরীফে ইস্রাইলী মসিহ ও আখেরী জামানায় দাজ্জালের মোকাবেলাতে আগমনকারী মসিহ (আঃ)-এর আকৃতির বৈষম্য দেখাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ইস্রাইলী মসিহ ও উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে আগমনকারী মসিহ এক ব্যক্তি নহেন। আর ইমাম বুখারী মোহাম্মদী মসিহের যে আকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কাদিয়ানে আবির্ভূত মসিহে মাওউদের (আঃ) আকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ। তাহা আমরা পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে দেখাইয়া আসিয়াছি। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নিজেও রসুল করীম (সাঃ) বর্ণিত আকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার জন্য মুসলমানদিগকে আহ্বান করিয়াছেন ঃ-

موعودم و بحُلیہ ماثور آمدم ؛ حیف است گر بدیدہ نہ بینند منظرم
زنگم چو گندم ست و بمو فرق بیں است ؛ زاں ساں کہ آمدست در اخبار سرورمؐ
ایں مقدمم نہ جائے شکوک ست و التباس ؛ سیّد جدا کند ز مسیحائے احمرم

"আমিই সেই প্রতিজ্ঞাত মসিহ, আঁ-হযরত (সাঃ) বর্ণিত আকৃতি আমার; আমার আকৃতির দিকে লক্ষ্য না করা বড়ই আফছোছের কথা। আমার বর্ণ গন্দমের মত, আমার কেশরাশি ইস্রাইলী মসিহের কেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, ঠিক সেই রকম যেমন আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন। আমার এই আগমন কোন সন্দেহের স্থল ছিল না। প্রভু আমাকে লাল বর্ণের মসিহ হইতে পৃথক করিয়াছেন।"

১৫নং হাদীস

أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ
وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ جَرِيْرٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَةَ
عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْتُ
لَيْلَةً أُسْرِيَ بِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسٰى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
فَذَكَرُوْا أَمْرَ السَّاعَةِ فَرَدُّوْا أَمْرَهُمْ إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ
لَا عِلْمَ لِيْ بِهَا فَرَدُّوْا أَمْرَهُمْ إِلٰى عِيْسٰى فَقَالَ أَمَّا وَجَبَتُهَا
فَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا اللّٰهُ وَفِيْمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّيْ أَنَّ
الدَّجَّالَ خَارِجٌ وَمَعِيْ قَضِيْبَانِ فَإِذَا رَانِيْ ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ
فَيُهْلِكُهُ اللّٰهُ - (درّ منثور)

"আহমদ ইব্নে আবিশায়বা, ছয়ীদ ইব্নে মনসুর, বয়হকী, ইব্নে জরীর, হাকেম ও ইব্নে মাজা, ইব্নে মাস্উদ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, এবং হাকেম উহাকে ছহী বলিয়াছেন যে,— হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে-রাত্রে আমাকে মে'রাজে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল সেই রাত্রে আমি ইব্রাহীম, মূসা ও ইসা (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় তাঁহারা কেয়ামতের বিষয় উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের এই ব্যাপারটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট পেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, এসম্বন্ধে আমার জানা নাই। তৎপর ইহা তাহারা হযরত ইসা (আঃ)-এর নিকট পেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহার নির্দ্ধারিত সময় আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই অবগত নহেন। আমাকে আল্লাহ্তা'লা যতটুকু জানাইয়াছেন, তাহা এই যে, দাজ্জাল বাহির হইবে। আমার সঙ্গে দুইখানা ছড়ি থাকিবে। যখন সে আমাকে দেখিবে, বিগলিত হইয়া যাইবে, যেরূপ সীসা বিগলিত হইয়া যায়; এইরূপে আল্লাহ্ তাহাকে ধ্বংস করিবেন।"

তফছীরে-দূররুল-মনসুরে উল্লেখিত এই হাদীস দ্বারা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বনী-ইস্রাইলের মসিহ আসিয়া দাজ্জাল বধ করিবেন।

প্রথমতঃ, এই হাদীসের ছহী হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। হাকেম ইহাকে ছহী বলিয়া থাকিলেও বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসকে ছহী মনে করেন নাই। এই জন্যই হাদীস-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম ইমামদ্বয় ইহাকে গ্রহণ করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্ববর্তী হাদীসে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বলিয়া আসিয়াছেন, মসিহে মাওউদ বল্লম দিয়া দাজ্জালকে বধ করিবেন, ইহার বিপরীতে, এই হাদীসে— "দুইখানা ছড়ি থাকিবে"— বলা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, তাঁহাকে দেখিয়া যদি দাজ্জাল গলিয়া যায়, তাহা হইলে ছড়ি বা বল্লমেরই কি দরকার?

চতুর্থতঃ, দাজ্জাল যদি তাঁহাকে দেখিয়াই গলিয়া যায় তাহা হইলে মৌলানা সাহেব আর এক হাদীসে যে বলিয়া আসিয়াছেন, দাজ্জালকে "লুদ নামক স্থানের দরজায় প্রাপ্ত হইয়া হত্যা করিবেন", তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

পঞ্চমতঃ, দাজ্জাল যদি লবণের মত অথবা সীসার মত গলিয়া তরল হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে গ্লাস বা বোতলের মধ্যে পুরিয়া কয়েদ করিয়া রাখা যাইতে পারে,কিন্তু লৌহ অস্ত্রদ্বারা জখমী করিয়া দাজ্জালের রক্ত দেখিবার কোন সুযোগ থাকে না; এই কথা ছহী হইলে রক্ত দেখার কথা ছহী হইতে পারে না।

ষষ্ঠতঃ, এই ১৫নং হাদীসে হযরত রসুল করীম (সাঃ) মেরাজের রাত্রে ইসা (আঃ)-কে মূসা, (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে দেখিয়াছেন। আর হযরত মূসা ও ইব্রাহীম (আঃ) যে মরিয়া গিয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মতভেদও নাই; কিন্তু হযরত ইসা (আঃ) এই মৃত নবীদের সঙ্গে মিলিলেন কেমন করিয়া?

ইহাতেও ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুই প্রমাণিত হয়। তিনি মৃত্যুর পরই ইব্রাহীম ও মূসা ইত্যাদি নবীগণের সঙ্গে মিলিতভাবে আছেন এবং আঁ-হযরত (সাঃ) মেরাজের রাত্রে সকলকে একত্রেই দেখিয়াছেন।

তবে দাজ্জালকে বধ করিবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয়বার আগমনের অর্থ করিতে দেখিতে হইবে যে, কোন অতীত নবীর দ্বিতীয়বার আগমনের কথার তিনি নিজে কি অর্থ করিয়াছেন।

পাঠক! ইঞ্জিল কিতাবে হযরত ইসা (আঃ) এলিয় নবীর দ্বিতীয় আগমনের অর্থ করিয়াছেন, "তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে জানিবে, যে-এলিয়ের আগমন হইবে তিনি এই ব্যক্তি (যোহন)।" *(মথি ৫১—১৪)*

অতএব হযরত ইসা (আঃ)-ও নিজের নামে তাঁহারই মত আর এক জনের আগমনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করা ছাড়া এই হাদীসকে ছহী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

কোরানের অকাট্য প্রমাণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া পরস্পর বিরোধী, সন্দিগ্ধ ও জয়ীফ রেওয়ায়েতগুলি দলীলরূপে পেশ করিয়া মৌলানা সাহেব নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির অভাব ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ করিতে পারেন নাই।

অতঃপর মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব উপরে উল্লেখিত রেওয়ায়েতগুলির উপর ভিত্তি করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর উপর কতকগুলি নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের মন্তব্যগুলির যথাবিহিত উত্তর সুধী-জনের বিচার-ক্ষেত্রে পেশ করিতেছি।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের কতকগুলি "মূল মন্তব্য"

পাঠক! মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী ও অসম্পর্কিত হাদীসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, এবং এই সমস্ত হাদীস হইতে যে-কি বুঝা যায় তাহাও পাঠক দেখিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা এই সমস্ত হাদীসের যথোচিত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এখন মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবে নিজে যে-সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা একটু মনেযোগ দিয়া পাঠ করুন, এবং এই মন্তব্যগুলির আমরা যে-উত্তর দিয়াছি তাহাও অবধান করুন। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই মন্তব্যগুলির মধ্যে কোন নম্বর দেন নাই, আমি পাঠকের সুবিধার জন্য ক্রমিক নম্বর দিয়া ইহাদের উত্তর প্রদান করিতেছি।

১নং মন্তব্য

(ক) "হযরত ইসা (আঃ)-এর নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে মুসলমান শহরগুলি খ্রীষ্টান রাজ্য-ভুক্ত হইবে, কেবল মদীনা শরীফ মুসলমানগণের আশ্রয়-স্থল থাকিবে।"

উত্তর

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, মুসলমান অধিকৃত অধিকাংশ রাজ্যগুলি খ্রীষ্টানদিগের রাজ্যভুক্ত হইয়াছে, এবং মুসলমান জাতি ইহার শোকোচ্ছ্বাস গাহিতে গাহিতে আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্তও কাঁপাইয়া দিয়াছে, আর কেবল মক্কা মদীনা ছাড়া খ্রীষ্টানি প্রভাব হইতে আর কোন দেশ মুক্ত নাই।

(খ) "বয়তুল-মুকাদ্দাসের সমধিক উন্নতি হইবে, মদীনা শরীফ বিরান (উৎসন্ন) হইবে।"

উত্তর

মৌলানা সাহেব পূর্ব্ববর্ত্তী মন্তব্যে বলিয়াছেন, একমাত্র মদীনা শরীফই মুসলমানদের আশ্রয়-স্থল থাকিবে। এখানে বলিতেছেন, "মদিনা শরীফ বিরান (উৎসন্ন) হইবে।"। তাঁহার কোন্ কথাটা সত্য?

আসল কথা আমি হাদীসের ব্যাখ্যায় দেখাইয়া আসিয়াছি যে, এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে হযরত ইমাম মাহদী মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কোন সম্পর্ক নাই; আঁ-হযরত (সাঃ) নিজ মৃত্যুর কথা হইতে আরম্ভ করিয়া কেয়ামত পর্য্যন্ত ঘটনীয় বড় বড় কতিপয় ঘটনার

কথা বলিয়াছেন, এই ঘটনাটি ইহাদেরই অন্যতম। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। হযরত উমর (রাঃ)-এর জামানায় বয়তুল-মুকাদ্দাস বিজিত হইয়াছে এবং তৎপরবর্তী যুগে মদীনা শরীফ হইতে দারুল-খেলাফত স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে মদীনা শরীফ শ্রীহীন হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হইয়াছে। মুসলমানদের অধিকারে আসার পর বয়তুল-মুকাদ্দাসেরও সমধিক উন্নতি হইয়াছিল, ইতিহাসজ্ঞ মাত্রই ইহা অবগত আছেন।

২নং মন্তব্য

"খ্রীষ্টানেরা হলবের নিকট ৯৬০০০০ সৈন্য লইয়া সমবেত হইবে।"

উত্তর

'ছলিবী জঙ্গ' বা ক্রোজাইড ওয়ার এবং মুস্‌লিম-খ্রীষ্টানদের অতীত যুগের যুদ্ধের ইতিহাস যাহারা জানেন, তাহারা অবগত আছেন যে, লক্ষ লক্ষ সৈন্য লইয়া দুনিয়ার সমস্ত খ্রীষ্টান শক্তি সমবেত হইয়া মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে— আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

আমি এই ঘটনা-সম্বলিত হাদীসের যথাবিহিত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। তবে এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী রেওয়ায়েতগুলি যে 'রেওয়ায়েত-বিল-মানা' তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। কাজেই এই সমস্ত রেওয়ায়েতের প্রত্যেকটি কথা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিজের শব্দ নয়, বরং রাবীদের নিজের ভাষায় এই সমস্ত রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটি শব্দ ও সংখ্যা প্রামাণ্য নয়; বরং ইহাদের মোটামোটি কথাই প্রামাণ্য হইয়া থাকে। এই হাদীসেরও মোটামোটি কথা— লক্ষ লক্ষ সৈন্য লইয়া খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা — তাহা ক্রোজাইড্ ওয়ার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

এই যুদ্ধে হযরত ইমাম মাহদী বা মসিহে মাওউদ থাকিবেন, হাদীসে এমন কোন কথাই নাই।

৩নং মন্তব্য

"ইমাম মাহদীর দল এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জয়ী হইবেন।"

উত্তর

"এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ইমাম মাহদীর দল জয়ী হইবেন"— এই কথা হাদীসে নাই, তাহা পাঠক দেখিয়া আসিয়াছেন। ইহা মৌলানা সাহেবের নিজের মনগড়া মন্তব্য কিংবা কোন সহ-ব্যবসায়ীর মতের অন্ধ অনুকরণ।

৪নং মন্তব্য

"তৎপর তাহারা কনষ্টান্টিনপোল অধিকার করিবে।"

উত্তর

নিশ্চয় ঐ সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের পর মুসলানগণ কনষ্টান্টিনপোল অধিকার করিয়া লইয়াছে, এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

ইমাম মাহদী আসিয়া কনষ্টান্টিনপোল জয় করিবেন, এই কথা হাদীসে নাই, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন।

কিন্তু মুসলমানগণ কর্তৃক কনষ্টান্টিনপোল জয়ের পর বৎসর দাজ্জাল বাহির হইবার কথা। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনপোল মুসলমানগণ জয় করিয়াছে; কিন্তু দাজ্জাল কোথায়?

৫নং মন্তব্য

"এমতাবস্থায় হযরত ইসা মসিহ আসমান হইতে দেমাস্কের পূর্ব্ব দিকের মিনারার উপর নাজেল হইবেন।"

উত্তর

ইসা মসিহ 'আসমান হইতে' নাজিল হইবেন, এই কথা হাদীসে নাই, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও এমন কোন হাদীস দেখাইতে পারেন নাই।

আর হাদীস শরীফে عند منارة অর্থাৎ,"মিনারার নিকটে" আসিয়াছে,على منارة অর্থাৎ, "মিনারার উপরে" আসে নাই।

এই হাদীস সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

প্রকৃতপক্ষে, মসিহে মাওউদ (আঃ) দেমাস্কের পূর্ব্ব দিকে সাদা মিনারার নিকটেই আবির্ভূত হইয়াছেন।

৬নং মন্তব্য

"এখনও কনষ্টান্টিনপোল মুসলমানদেরই অধিকার-ভুক্ত আছে"

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব স্বীকার করিতেছেন, এখনও কনষ্টান্টিনপোল মুসলমানদের অধিকার-ভুক্ত আছে। কি করিয়া মুসলমানদের অধিকারে আসিল? কনষ্টান্টিনপোল-ত মৌলানা সাহেবের মতে ইমাম মাহ্দী আসিয়া জয় করিবেন। ইমাম মাহ্দী আসিবার পূর্ব্বেই কনষ্টান্টিনপোল কি করিয়া বিজয় হইল?

আঁ-হযরত (সাঃ) যে-সময় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সেই সময় কনষ্টান্টিনপোল খ্রীষ্টানদের হাতে ছিল, পরে ১৪৫৩ খৃঃ মুসলমানগণ ইহা জয় করেন। তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রই অবগত আছেন।

তবে কি ইমাম মাহদী আসিয়া কনষ্টান্টিনপোল মুসলমানদের হাত হইতে জয় করিবেন?

মুসলমানদের হাত হইতে খ্রীষ্টানগণ কনষ্টান্টিনপোল ছিনাইয়া নিবে, এবং তৎপরে ইমাম মাহদী আসিয়া পুনরায় ইহা জয় করিবেন, এই কথা কোন হাদীসে আসে নাই। ইহা মৌলানা সাহেবের মন-গড়া কথা। প্রকৃত কথা, পাঠক উক্ত হাদীসের আলোচনায় দেখিতে পাইয়াছেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। বয়তুল-মুকদ্দাছ বিজয়, বয়তুল-মুকদ্দাছের শ্রীবৃদ্ধি, মদীনার শ্রীহীন হওয়া, খ্রীষ্টান মুসলিম সন্ধি, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-বিগ্রহ, কনষ্টান্টিনপোল বিজয়, মিশর বিজয়, পারশ্য বিজয় ইত্যাদি সম্বন্ধে আঁ-হযরত (সাঃ) যে-সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা যথাসময়ে পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু কেবল কনষ্টান্টিনপোল বিজয় সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বলিতেছেন, ইমাম মাহদী আসিয়া জয় করিবেন। আবার কনষ্টান্টিনপোল যে মুসলমান কর্তৃক বিজিত হইয়াছে তাহাও তিনি স্বীকার করেন। ইমাম মাহদী আসিয়া কনষ্টান্টিনপোল জয় করিবেন, ইহা কোথায় পাইলেন উহার কোন নিদর্শন তিনি দিতে পারেন নাই, পারিবেনও না। এই রকম ভিত্তিহীন কথা দ্বারা মৌলানা সাহেব কখনও কাদিয়ানে আবির্ভূত মাহদীর দাবী খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন না।

৭নং মন্তব্য

"হাদীস শরীফে মরিয়মের পুত্র মসিহ্-ইসা নবীউল্লাহ্, রুহুল্লাহ্ ইত্যাদি শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। মির্জা সাহেবের মাতার নাম কি মরিয়ম ছিল? তিনি কি নবী ও রুহুল্লাহ্ ছিলেন?"

উত্তর

এই সমস্ত কথার বিস্তৃত উত্তর আমি দিয়া আসিয়াছি। ইবনে মরিয়ম শব্দ দেখিয়াই মাতার নাম মরিয়ম মনে করা, আর আবু হানিফা শব্দ দেখিয়াই পুত্রের নাম হানিফা মনে করা, আর আবু তুরাব শব্দ দেখিয়াই পুত্রের নাম মাটি মনে করা, আবু হোরায়রা শব্দ দেখিয়াই ছেলের নাম ছোট বিড়াল মনে করা মৌলানা সাহেবের অজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করে। আমি বিস্তৃতভাবে প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি যে, আঁ-হযরত (সাঃ) মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম এই দুইটি শব্দকে গুণবাচক অর্থে প্রত্যেক নেক্ লোকের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন হাতেম, রোস্তম, ইয়োছফ, আবু হানিফা ইত্যাদি নাম দানশীল, বীর, সুন্দর ও পরহেজগার ফকীহ্ অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। এই রকম প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধেও আঁ-হযরত (সাঃ) ইবনে মরিয়ম, ইসা ও মসিহ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। হাজার হাজার বৎসর পূর্বের মৃত ইসার পুনরাগমনের কোন কথা কোরান ও ছহী হাদীসে উল্লেখ নাই।

৮নং মন্তব্য

"ইমাম বুখারী ছহী বুখারীতে" প্রথমে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে হযরত মসিহ ইসা ইব্‌নে মরিয়মের নাম আছে। তৎপরে ইসা ইব্‌নে মরিয়মের নাজিল হওয়ার অধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কোরান শরীফে যে ইস্রাইলী বংশধর ইসা ইব্‌নে মরিয়মের কথা আছে, তিনিই আছমান হইতে নাজিল হইবেন।"

উত্তর

ইমাম বুখারী প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ)-এর নাজিল হইবার কথা যে-অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার পূর্বে কোরান শরীফের যে-আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথা অতি পরিষ্কারভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন, এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এক হাদীস দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ইস্রাইলী মসিহ মরিয়া গিয়াছেন, তিনি আর আসিতে পারেন না। তিনি ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়া প্রতিশ্রুত মসিহ, আলাইহেছ্‌ছালামের কথা আরম্ভ করিয়াছেন; কেহ যেন মসিহ ইব্‌নে মরিয়ম নাম দেখিয়াই ইস্রাইলী মসিহ মনে না করিয়া বসেন।

কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এত পরিষ্কার কথাটা বুঝেন নাই তাহা মনে করা কঠিন; তবে কি তিনি জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার জন্য এরূপ করিয়াছেন? এই জন্যই কি তিনি ইমাম বুখারীর উল্লেখিত আয়াতটি ইচ্ছা করিয়াই উদ্ধৃত করেন নাই?

যাহা হউক, ইমাম বুখারী, রহমতুল্লাহে আলাইহে প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ)-এর নাজিল হওয়ার অধ্যায় আরম্ভ করিবার পূর্বে যে আয়াতটি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثُمَّ قَرَاءَ كَمَا بَدَءْنَا اَوَّلَ
خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ فَاَوَّلُ مَنْ يُّكْسٰى اِبْرَاهِيْمَ
قَالَ يُؤْخَذُ بِرِجَالٍ مِنْ اَصْحَابِيْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ
فَاَقُوْلُ اَصْحَابِيْ فَيُقَالُ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى
اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ
الصَّالِحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ "وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ
فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ" قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ يُوْسُفَ الْفِرِيْرِيُّ ذَكَرَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ قَبِيْصَةَ قَالَ هُمُ الْمُرْتَدِّيْنَ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلَىٰ عَهْدِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

(بخاری ومسلم باب نزول عیسی ابن مریم)

"ইবনে আব্বাছ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, হাসরের দিন তোমরা উঠিবে উলঙ্গ, উজ্জ্বল ও নগ্ন হস্ত-পদ বিশিষ্ট হইয়া। তারপর তিনি পাঠ করিলেন, প্রথম সৃষ্টির সময় আমি যেরূপ করিয়াছিলাম এই রকমভাবে আমি তোমাদিগকে পুনরুত্থান করিব, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা, আমি এই রকমই করিয়া থাকি। অতঃপর, প্রথমে ইব্রাহীমকে বস্ত্র পরিধান করান হইবে, অতঃপর আমার আছহাবের কতকজন লোককে ডান দিকে এবং বাম দিকে গেরেফ্‌তার করা হইবে, তখন আমি বলিব, এরা যে আমার আছহাব, তখন আমাকে বলা হইবে, নিশ্চয়ই যখন হইতে তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছ, তাহারা ধর্ম্ম হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। তখন আমি সেই কথাই বলিব যে-কথা আল্লাহ্‌র নেক বান্দা ইসা ইব্‌নে মরিয়ম বলিয়াছিলেন যে, যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়াছিলে তখন হইতে তুমিই তাহাদের নেগাহ্‌বান ছিলে এবং তুমি সমস্ত বিষয়েরই সাক্ষী। যদি তাহাদিগকে আজাব দেও তাহা হইলেও তুমি প্রবল, জ্ঞানময়। তারপর রাবী বলিয়াছেন, উহারা ঐ সমস্ত মুরতাদ যাহারা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সময় মুরতাদ হইয়াছিল। **নজোলে ইসা ইব্‌নে মরিয়ম অধ্যায়।"**

পাঠক দেখিতে পাইলেন, 'নজোলে মসিহ' অধ্যায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইমাম বুখারী তাঁহার ছহী বুখারী গ্রন্থে কেমন পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ইস্রায়িলী ইসা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন, যেন প্রতিশ্রুত মসিহকে কেহ ইস্রায়িলী মসিহ মনে না করিয়া বসেন।

কিন্তু মৌলানা সাহেব কি ইমাম বুখারীর আসল এবারত উদ্ধৃত না করিয়া জন-সাধারণকে উল্টা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, না নিজেই এই পরিষ্কার কথাটা বুঝিতে পারেন নাই তাহা পাঠকের বিবেচনা সাপেক্ষ।

দাজ্জাল

৯নং মন্তব্য

"মীর্জা সাহেব খ্রীষ্টান জাতিকে অযথাভাবে দাজ্জাল বলিয়াছেন।"

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব 'কাদিয়ানি রদ' পুস্তকের প্রথম ভাগে ২২নং হাদীসে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন, "ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও কনষ্টান্টিনপোল জয় করার মধ্যে ৬ বৎসর লাগিবে, ৭ম বৎসরে দাজ্জাল বাহির হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করি, সেই দাজ্জাল কোথায় মৌলানা সাহেব খবর রাখেন কি?

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, কনষ্টান্টিনপোল মুসলমান কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর খ্রীষ্টানেরা স্পেন দেশে মুসলিম রাজ্যের উপর আক্রমণ করিয়া মুস্‌লিম শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়, এবং ইহাই ইয়োরোপে খ্রীষ্টান শক্তির পুনরুত্থানের সূচনা। আর ইয়োরোপে খ্রীষ্টান শক্তির পুনরুত্থানকেই ইতিহাস Renaissanse of Europe নামে অভিহিত করিয়াছে, এবং রসুলে করীম (সাঃ) ইহাকেই 'খরোজে দাজ্জাল' (দাজ্জাল বাহির হওয়া) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই কথাই রসুলে করীম (সাঃ)–এর অন্য হাদীস হইতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব 'কাদিয়ানি রদ' পুস্তকে ১৯নং হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেন— মুসলমানগণ যখন "লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি বন্টন করিতে থাকিবেন, এমতাবস্থায় একজন ঘোষণাকারী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবেন, নিশ্চয় দাজ্জাল বাহির হইয়াছে।"

বস্তুতঃ, কনষ্টান্টিনপোল বিজয়ের পরই মুসলমানগণ যখন বিজিত ধন বন্টনে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন, তখন স্পেনের উপর আক্রমণ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পৌঁছে, এবং মুসলমানদের সম্পূর্ণ মনোযোগ সেই দিকেই ধাবিত হয়।

তবুও যদি খ্রীষ্টানদের জাতীয় উত্থানই যে 'খরোজে–দাজ্জাল' নামে অভিহিত হইয়াছে এই কথা মৌলানা সাহেব না বুঝিয়া থাকেন, তবে কনষ্টান্টিনপোল বিজয়ের পর বৎসরই যে দাজ্জাল বাহির হইবার কথা সেই দাজ্জাল কোথায়?

ইমাম মাহদী (আঃ) আসিয়া কনষ্টান্টিনপোল জয় করিবেন এই কথা কোন হাদীসে নাই, মৌলানা সাহেব দেখাইতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান মোহাম্মদ কর্তৃক কনষ্টান্টিনপোল বিজিত হইয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, মৌলানা সাহেবদের এই ধারণা মিথ্যা যে, ইমাম মাহদী আসিয়া কনষ্টান্টিনপোল জয় করিবেন। কনষ্টান্টিনপোল জয়ের পর খ্রীষ্টান শক্তির পুনরুত্থান হযরত রসুলে করীম (সাঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। দাজ্জাল বাহির হওয়ার ফলেই আজ

মুসলমান জাতি হৃত-সর্বস্ব ও বিধ্বস্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এবং আল্লাহ্‌র কালাম-কে পিঠের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া দাজ্জাল ও ইমাম মাহদী মসিহ মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে কাট-মোল্লাগণ যে উদ্ভট আরব্য উপন্যাসিক কাহিনীর সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কোরান, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহা হউক, এখন আমরা দাজ্জাল সম্বন্ধে আরও কিছু বিস্তৃত আলোচনা সুধীজনের সম্মুখে পেশ করিতেছি। আরবী ভাষায় দাজ্জালের অর্থ—

الدجال - رفقة عظيمة تغطّى الارض بكثرة اهلها وقيل
هى تحمل المتاع للتجارة -

(اقرب الموارد "تاج العروس)

(১) "বৃহৎ দল বিশেষ, যাহারা জন-বাহুল্য দ্বারা পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলিবে, এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, যাহারা বাণিজ্য ব্যবসার জন্য পণ্য দ্রব্য বহন করিয়া ফিরিবে।"

الدجال - گروه بزرگ - طلا - وجوهر شمشير - وبسيار دروغ گوينده
(منتخب اللغات)

(২) "দাজ্জাল বৃহৎ দল, স্বর্ণ, তরবারীর ধার, বহু মিথ্যা-ভাষী।"

دجل - قطران ماليدن انداهمائے شتر را ودروغ گفتنى
(منتخب اللغات)

(৩) "দাজ্জাল শব্দের অর্থ, উটের গায় আলকাত্‌রা মালিশ করা, মিথ্যা কথা বলা।"

دجالون - اى مبالغون فى فساد العباد والبلاد فى شرح
السنّة كل كذّاب دجّال يقال دجل فلان الحق بباطله
غطاه - (مرقاة شرح مشكوة)

(৪) "যাহারা নগর ও নাগরিকদের মধ্যে বহু বিপ্লবের সৃষ্টি করে। 'সরেহ ছুন্নাহ্' কেতাবে লিখা আছে, প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ব্যক্তিকে দাজ্জাল বলা হয়। 'অমুক দজ্জল্ করিয়াছে' কথাটা 'সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সত্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে অর্থে বলা হয়।"

سُمّى الدجّال دجالا لتمويهه على الناس وتلبيسه - و
يقال دجل اذا موه ولبس (مرقاة شرح مشكوة)

(৫) "দাজ্জালের নাম দাজ্জাল এই জন্য রাখা হইয়াছে যে, সে সাজান কথা দ্বারা সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত করিয়া সত্যকে সন্দিগ্ধ করিয়া ফেলিবে।"

অতএব মিথ্যা ছলনাকারী, ডিপ্লোমেসি যাহাদের জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব, সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া যাহারা সত্যকে সন্দিগ্ধ করিয়া ফেলে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, পণ্য দ্রব্য নিয়া যাহারা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে, যাহারা নগর ও নাগরিকদের উপর অতি মাত্রায় বিপ্লবের সৃষ্টি করে, এই রকম বৃহৎ দল বা জাতি-বিশেষকে আরবী ভাষায় দাজ্জাল বলে। **দাজ্জাল কোন এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম নহে।**

কোরান ও হাদীসের উক্তি

আল্লাহ্‌র কালাম কোরান মজিদে খ্রীষ্টানি বিপ্লবকে ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় বিপ্লব বলা হইয়াছে। যথা—

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ
السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ
هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا - (مريم : ٨٩ تا ٩٢)

"তাহারা বলে, রাহমান খোদা পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত ভয়ানক বিষয়, আসমান ফাটিয়া যাইতে চায়, জমি বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হয়, পাহাড় টুক্‌রা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহ্‌র পুত্র আছে বলিয়া বলে।"

আর আল্লাহ্‌তালা কোরান শরীফের সূরা ফাতেহার—

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -

এই আয়েতাংশে আমাদিগকে অভিশপ্ত ইহুদীদের মত ও পথভ্রষ্ট খ্রীষ্টানদের মত না হইবার জন্য প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং এই প্রার্থনাকে প্রত্যেক নমাজের প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করিতে বাধ্য করিয়া খ্রীষ্টানী বিপ্লবের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ, কোরান শরীফ যাহারা বুঝিয়া পাঠ করেন তাহারা জানেন যে, খ্রীষ্টানী বিপ্লবকেই ইসলামের জন্য বড় বিপ্লব বলা হইয়াছে। আর আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, দাজ্জালী বিপ্লবই ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় বিপ্লব।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ
أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ - (رواه مسلم. احمد بن حنبل جلد ٤ مصرى)

"এমরান ইব্‌নে হুসেইন বলিয়াছেন, আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন যে, আদমের সৃষ্টি হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত দাজ্জাল হইতে ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাই।"

অতএব আল্লাহ্ ও তাঁহার প্রিয় রসুলের কালামের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, এবং দাজ্জাল শব্দের আভিধানিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিলে ইউরোপের পুনরুত্থান বা খ্রীষ্টান জাতির পুনরুত্থানকেই যে আঁ-হযরত (সাঃ) 'খরোজে-দাজ্জাল' বলিয়াছেন তাহাতে কোন বুদ্ধিমানের জন্য সন্দেহ করিবার মোটেই কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ দাজ্জাল কর্তৃক বিধ্বস্ত ও নিষ্পেষিত হওয়ার পর অবাস্তব জগতের কোন উদ্ভট ও কাল্পনিক দাজ্জালের পথ তাকাইয়া থাকা বড় মূর্খতা।

আরও শুনুন— আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ—

وَاِنْ يَخْرُجْ وَاَنَا فِيْكُمْ فَاَنَا حَجِيْجُهٗ دُوْنَكُمْ وَاِنْ يَخْرُجْ
وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُءٌ حَجِيْجُ نَفْسِهٖ ..... .

"যদি দাজ্জাল বাহির হয়, আর আমি তোমাদের মধ্যে থাকি তাহা হইলে আমি তোমাদের পক্ষ হইতে দাজ্জালের সঙ্গে প্রমাণাদি দ্বারা বহছ করিব, আর যদি দাজ্জাল বাহির হয়, আর আমি না থাকি তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ পক্ষ হইতে দাজ্জালের সঙ্গে বহছ করিবে।" এই হাদীসে অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, দাজ্জালের সঙ্গে হুজ্জত অর্থাৎ দলীলের মোকাবেলা হইবে, অস্ত্রের মোকাবেলা নয়। দ্বিতীয়তঃ, দাজ্জাল হযরতের সময়ই বাহির হইবে, কি হযরতের পরে বাহির হইবে, তাহা আঁ-হযরত (সাঃ) নিশ্চিতভাবে বলিতেছেন না। হযরতের জীবিত থাকা অবস্থায়ও দজ্জাল বাহির হইবার সম্ভাবনা আছে, কিংবা হযরতের পরেও দাজ্জাল বাহির হইবার সম্ভাবনা আছে। উভয় সম্ভাবনার কথা আঁ-হযরত (সাঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, মৌলবী সাহেবেরা যে অদ্ভুত দাজ্জালের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা ছহী নহে।

তারপর আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন,—

فَلْيَقْرَءْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَاِنَّهَا جَوَارُكُمْ
مِنْ فِتْنَتِهٖ - (مشكوٰة، مسلم، ابوداؤد كتاب الفتن باب ذكر الدجال)

"দাজ্জালের মোকাবেলাতে 'সূরা কাহাফের' প্রথম হইতে কতকগুলি আয়াত পাঠ করিও,।" 'সূরা-কাহাফের' প্রথম দিকের আয়াতগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সেইখানে আল্লাহ্‌র পুত্র হওয়া সম্বন্ধে খৃষ্টানী আকিদার তীব্রভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে। যথা—

وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ
وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ

إِلَّا كَذِبًا - فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا - (الكهف : ٥ تا ٧)

"এবং ঐ সমস্ত লোকদিগকে সতর্ক করিতেছে, যাহারা বলে যে, আল্লাহ্‌র পুত্র আছে। এ বিষয়ে তাহাদের বা তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের কোনই জ্ঞান নাই। ইহা একটি ভয়ঙ্কর কথা যাহা তাহাদের মুখ হইতে বাহির হইতেছে। তাহারা মিথ্যা বই কিছুই বলে না। তুমি কি নিজকে (হে মোহাম্মদ!) ধ্বংস করিয়া দিবে এই দুঃখে যে, তাহারা কেন এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না?"

অতএব রসুলে করীম (সাঃ)-ও যে দাজ্জালের সঙ্গে বহছ করিতে আল্লাহ্‌র পুত্র হওয়ার আকিদা খণ্ডন করিবার দলীল শিখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, "আল্লাহ্‌র পুত্র আছে" এই আকিদা যাহারা প্রচার করে তাহাদিগকে হাদীসে দাজ্জাল নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

অতএব আরবী অভিধান, রসুলে করীম (সাঃ)-এর হাদীস, দাজ্জালের সঙ্গে বহছ করিবার কোরানের দলীল, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পেশ করা হাদীস-যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কনষ্টান্টিনপোল বিজয়ের পরই দাজ্জাল বাহির হইবে— ইত্যাদি কথাগুলির প্রতি একটু মনোযোগ সহকারে এবং দাজ্জালের উদ্ভট কাল্পনিক চিত্র মস্তিষ্ক হইতে বাহির করিয়া নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলে, এবং অতীত মুসলিম ও খ্রীষ্টান জগতে ঘটিত ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া মুসলমানদের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও ইহার মুখ্য কারণ কি তাহা চিন্তা করিয়া বিচার করিলে, দাজ্জাল যে কে, বা কাহারা, তাহা চিনিয়া লওয়া কোন সাধারণ বুদ্ধির মানুষের পক্ষেও কঠিন নহে, এবং আঁ-হযরত (সাঃ) দাজ্জাল বলিতে যে কি মনে করিয়াছেন তাহা বুঝিতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় দাজ্জাল সম্বন্ধে কতকগুলি রূপক কথার বিকৃত অর্থ করিয়া জ্ঞানহীন কাট-মোল্লাগণ দাজ্জালকে চিনিতে পারিতেছে না। এইজন্যই ইমাম্ রাব্বানি হযরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফে সানী (রহঃ) বলিয়া গিয়াছেন, "তখনকার আলেমগণ মসিহে মাওউদের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি বুঝিতে না পারিয়া অস্বীকার করিবে।"

১০নং মন্তব্য

"মির্জা সাহেব বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে খোদার রহমত বলিয়াছেন।"

উত্তর

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট আর খ্রীষ্টান মিশনকে এক জিনিষ মনে করিয়াছেন বলিয়াই মৌলানা সাহেব এই প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষিত লোক অবগত আছেন যে, খ্রীষ্টান মিশন আর বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এক বস্তু নহে। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও খ্রীষ্টান মিশনকে এক বস্তু মনে করা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের কাট-মোল্লা-সুলভ অজ্ঞতা।

বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পূর্বে পাঞ্জাবে শীখ গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই আমলে ধর্মের স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছিল, মুসলমানদের উপর ভীষণ জুলুম ও অত্যাচার হইতেছিল, মুসলমানদের জন্য নিজ মসজিদে আজান দেওয়ার পর্য্যন্ত অধিকার ছিল না। মুসলমানদের কত মসজিদকে আস্তাবল ও আবর্জনা নিক্ষেপের স্থলে পরিণত করা হইয়াছিল, মসজিদে আজান দেওয়া ও কোরবানী করার অপরাধে কত মুসলমানকে ছাগল-ভেড়ার মত জবাই করা হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। পাঞ্জাবের ইতিহাস যাহারা অবগত আছেন, এবং এখনও অমুসলমান-প্রধান স্থানগুলির মুসলমান প্রজাদের কথা যাহারা অবগত আছেন, তাঁহারা আমার এই কথা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, উল্লেখিত প্রকারের ভীষণ অত্যাচারের ও উৎপীড়নের পর বৃটিশ গভর্ণমেন্ট খোদার রহমত স্বরূপই এদেশে আগমন করিয়াছেন। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট আগমন করিয়াই মুসলমানদিগকে উল্লেখিত ভীষণ অত্যাচারের হাত হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি দান করিয়াছেন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ঐ সমস্ত অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়াই বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে 'আয়্যামুছছোলাহ্' কিতাবে খোদার রহমত বলিয়াছেন, এবং সত্য কথাই বলিয়াছেন। ইহাতে সত্যের অপলাপ হয় নাই, বরং অন্যায় জীদের বশবর্ত্তী হইয়া একটা প্রকাশ্য সত্যকে অস্বীকার না করিয়া স্বীকার করাতে তাঁহার সত্যপরায়ণতারই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

১১নং মন্তব্য

"বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অনুগত থাকিলে দাজ্জাল হত্যা করিবেন কেমন করিয়া?"

উত্তর

খ্রীষ্টান মিশন আর বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে এক জিনিষ মনে করার মত অজ্ঞতার দরুনই মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই প্রশ্নও করিয়াছেন।

নিজ দেশে প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির আনুগত্য স্বীকার করা ইস্‌লামের আদেশ। ইসলাম কোন প্রকারের রাজদ্রোহিতাই সমর্থন করে না।

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى
عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ - (النحل : ٩١)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তালা তোমাদিগকে ইনছাফ, পরোপকার, ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করিতে আদেশ দিতেছেন, এবং লজ্জাকর কাজ, অন্যায় কাজ ও রাজদ্রোহিতা হইতে নিষেধ করিতেছেন।"

প্রত্যেক জুম্মার খুতবায় এই কথাগুলি পাঠ করা হয়, এই জন্য যেন কোন মুসলমানই এই নিতান্ত জরুরী কথাগুলি ভুলিয়া না যায়। অতএব গভর্ণমেন্টের অনুগত থাকিতে আদেশ দিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ইসলামেরই এই হুকুম প্রচার করিয়াছেন। আর গভর্ণমেন্টের আনুগত্য স্বীকার করিয়াও তিনি দাজ্জালকে হত্যা করিয়াছেন। لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ - (الانفال: ٤٣) এর মর্ম্ম অনুযায়ী যুক্তি ও প্রমাণের অস্ত্রে দাজ্জালকে হালাক করিয়াছেন! অবশ্য লৌহ অস্ত্রে দাজ্জালকে মসিহে মাওউদের (আঃ) হালাক বা হত্যা করিবার কথাও নাই, এবং তিনি তাহা করিয়াছেন বলিয়া দাবীও করেন নাই। বস্তুতঃ, তরবারীর যুদ্ধ উঠাইয়া দিতে আসিয়া মসিহে মাওউদ (আঃ) তরবারী দ্বারা দাজ্জালকে বধ করিবেন, কাফেরদিগকে ধরিয়া হত্যা করিবেন, ইহা মৌলানা সাহেবদের প্রচারিত ভ্রান্ত ধারণা। كَذَبَ

মসিহে মাওউদ (আঃ) দাজ্জালকে যে ভাবে হালাক করিবেন বলিয়া হাদীসে উক্ত হইয়াছে, তিনি সেইভাবেই দাজ্জালকে হালাক করিয়াছেন। তাঁহার 'হুজ্জত' ও 'যুক্তির' মোকাবেলাতে দাজ্জাল আর মাথা তুলিতে পারিতেছে না। ইহারই ফলে আজ ত্রিত্ববাদিতার কেন্দ্রসমূহে তৌহীদের কেন্দ্র স্থাপিত হইতে চলিয়াছে, 'তছলীছ'-মুখরিত গীর্জ্জায়ও তৌহীদের বাণী ঘোষিত হইতেছে। পানির মধ্যে লবণ যেমন করিয়া মিশিয়া গিয়া রূপান্তরিত হইয়া যায়, দাজ্জালও আজ ইসলামের পানিতে মিশিয়া রূপান্তরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অহম্-পরস্ত কাটমোল্লাদের মাথায় এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব না ঢুকিলেও সূক্ষ্মদর্শিগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, দাজ্জালের দাজ্জালিয়তের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে।

১২নং মন্তব্য

"এই শতাব্দীর শেষভাবে ৫ লক্ষ লোক হিন্দুস্থানে খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে, আর পাদ্রিগণ ২১ বৎসরে ৭ কোটি পুস্তক বিতরণ করিয়াছে, মির্জা ছাহেব ইহার গতিরোধ করিয়াছেন কি?"

উত্তর

নিশ্চয়ই গতিরোধ করিয়াছেন, বরং দাজ্জালি কেল্লার উপর ইস্‌লামী ঝাণ্ডা গাড়িয়া দিয়াছেন। লবণ যেমন বিগলিত হইয়া পানির সঙ্গে মিশিয়া যায়, এই রকম দাজ্জালিয়ত বিগলিত হইয়া ইস্‌লামের পানির সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও যাহারা মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর পতাকা তলে সমবেত হইয়া আল্লাহ্‌র রহমতের তুর পর্বতের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, তাহাদের উপর এখনও দাজ্জালের আক্রমণ চলিয়াছে, এবং তাহাদেরই মধ্য হইতে এখনও অনেক লোক, এমন কি, মৌলবী-

মৌলানা পর্য্যন্ত দাজ্জালি প্রলোভনে পতিত হইয়া মৌখিক ইস্‌লামকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতেছে।

হযরত মসিহে মাওউদের পতাকা-তলে যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন, দাজ্জালের কবল হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছেন। আর যাহারা মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আল্লাহ্‌র রহমতের তূর পর্বত হইতে এখনও দূরে সরিয়া রহিয়াছে, তাহারাই দাজ্জালের ও ইয়াজোজ-মাজোজের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই।

১৩নং মন্তব্য

"ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুতে খ্রীষ্টানী মতের পোষকতা হয়, আর ইস্‌লামের বিলোপ সাধন হয়।"

উত্তর

এরূপ বুদ্ধি না থাকিলে কি এই আখেরি জামানায় পীর আর মৌলানা হওয়া যায়? খ্রীষ্টানদের খোদাকে মৃত প্রমাণ করিলে খ্রীষ্টানী মতের পোষকতা হয়, আর ইস্‌লামের বিলোপ সাধন হয়, অথচ ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠাতা মানব-সৃষ্টির চরম ও পরম লক্ষ্য, বিশ্বমানবতার পূর্ণ আদর্শ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর মৃত্যুতেও ইস্‌লামের কোন ক্ষতি হয় না, এরূপ উদ্ভট মন্তব্যের পিছনে কোন সুস্থ ও ইমানদার মস্তিষ্ক কাজ করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব মনে করিয়াছেন যে, ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুতে খ্রীষ্টানদের 'কাফ্‌ফারা' মতের সমর্থন হয়। এরূপ মনে করাতে মৌলানা সাহেবেরই অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইসা (আঃ)-এর স্বাভাবিক মৃত্যুতে খ্রীষ্টানদের 'কাফ্‌ফারা' মত সমর্থিত হয় না। কারণ, খ্রীষ্টানেরা বলে, ইসা (আঃ) ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন উম্মতের গুণাহের কাফ্‌ফারাস্বরূপ। এইজন্যই খ্রীষ্টানেরা ক্রুশকে পর্য্যন্ত পবিত্র মনে করিয়া গলায় লটকাইয়া রাখে।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কোরান, হাদীস ও খ্রীষ্টানদের পুস্তকাদি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইসা (আঃ) ক্রুশে মরেন নাই এবং ক্রুশ হইতে জীবিতাবস্থায় নামিয়া পরে স্বাভাবিক মৃত্যুতে মরিয়াছেন। ইহাতে খ্রীষ্টানদের 'কাফ্‌ফারা' মত একেবারে বাতিল হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে মৌলানা সাহেবদের আকিদা অনুযায়ী যদি ইসা (আঃ)-এর আকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ক্রুশের উপর হইয়া থাকে, তাহা হইলেই খ্রীষ্টানদের 'কাফ্‌ফারা' প্রমাণিত হয়, কারণ, মৌলানা সাহেবদের জন্য এই কথা প্রমাণ্ করা অসম্ভব যে, ক্রুশে মৃত ব্যক্তির ভিতর ইসা (আঃ)-এর 'রূহ' ছিল না। মানুষের কাছে মানুষ বাহ্য আকৃতিতেই পরিচিত হয়। সুতরাং ইসা (আঃ)-এর দেহ-বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ক্রুশের উপর স্বীকার করিয়া মৌলানা সাহেবগণ খ্রীষ্টানী আকিদা 'কাফ্‌ফারার' পোষকতা করিতেছেন।

১৪নং মন্তব্য

"মীর্জা ছাহেব অন্যান্য আলেমদের তুলনায় পাদরীদের মোকাবেলাতে কিছুই করেন নাই।"

উত্তর

অন্যায় জিদের আঁধুটি চোখে না লাগাইয়া থাকিলে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব দেখিতে পাইতেন যে, যাহারা ইসা (আঃ)-কে এখন পর্য্যন্ত আস্‌মানে সশরীরে জীবিত আছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, আর যাহারা বিশ্বাস করেন যে, খ্রীষ্টানদের যীশু ছাড়া আর কেহই উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে দাজ্জালের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না, যাহারা পাদরীদের খোদার পুত্রের অপেক্ষায় সকাতর দৃষ্টিতে আস্‌মানের দিকে তাকাইয়া আছেন, তাহাদের পক্ষে সফলতার সহিত পাদ্রীদের মোকাবেলা করা সম্ভবও নয়, এবং করেনও নাই। তাহাদের কেহই পাদ্রীদের মোকাবেলাতে কোনই প্রতিবাদ করেন নাই, আমি সে-কথা বলিতেছি না, কিন্তু তাহাদের এই ক্ষীণ প্রতিবাদের ফলে এখন পর্য্যন্ত মুসলমানদেরও ঘুমের ঘোর ভাঙ্গে নাই, মুসলমানদের মধ্যে পাদ্রীদের মোকাবেলায় কোনরূপ সংগঠিত জমাতের সৃষ্টি হয় নাই, পাদরীদের আক্রমণের গতিরোধ হওয়া ত দূরের কথা।

পক্ষান্তরে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কলমের জেহাদের ফলে সমস্ত খ্রীষ্টান জগৎ আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। খ্রীষ্টান পাদরীদের মোকাবেলাতে জেহাদে-কবীরে রত আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন উৎসর্গকারী এক সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে, খ্রীষ্টান জগতের বড় বড় কেন্দ্রে ইসলাম প্রচারের মিশন স্থাপিত হইয়াছে, সমস্ত দুনিয়াতে ইস্‌লাম প্রচারের সাড়া পড়িয়াছে। হযরত মসিহে মাওউদের (আঃ) কলমের জেহাদের মোকাবেলাতে ঐ সমস্ত ক্ষীণ প্রতিবাদের উল্লেখ করিতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব লজ্জাও বোধ করেন নাই— আশ্চর্য্য!

১৫নং মন্তব্য

"মির্জা ছাহেব 'এজালায়ে-আওহাম' কিতাবে ইব্‌নে ছাইয়াদকে দাজ্জাল বলিয়াছেন। এই ব্যক্তি হযরতের জামানায় ছিল, মুসলমান হইয়া মরিয়া গিয়াছে। এত দিন পরে ইব্‌নে ছাইয়াদকে গোর হইতে জীবিত করিয়া কি দাজ্জালের নিপাত করিবেন"!

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নিশ্চিতভাবে ইব্‌নে ছাইয়াদকে দাজ্জাল বলেন নাই, ইহা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের বাজারি ধোঁকা। এরূপ ধোঁকাবাজি না করিলে কি আজকাল আর মৌলানাগিরী বজায় থাকে?

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বুখারী ও মুসলিম শরীফের নিম্ন-লিখিত হাদীসটি পেশ করিয়া বর্ত্তমান জামানার মৌলবী-মৌলানাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কোন কোন সাহাবীই যখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জামানায়ই দাজ্জালের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, তখনই ইসা (আঃ) আসিয়া দাজ্জালকে নিজ হাতে বধ করিবেন— এই আকীদা সর্ববাদী-সম্মত বলিয়া মৌলবী সাহেবগণ কেমন করিয়া বলিতে পারেন? হাদীসটি এই—

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَاَيْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَحْلِفُ
بِاللّٰهِ اَنَّ ابْنَ صَيَّادِ الدَّجَّالُ قُلْتُ تَحْلِفُ بِاللّٰهِ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ
عُمَرَ يَحْلِفُ عَلٰى ذَالِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمْ يُنْكِرْهُ (متفق عليه بخارى ومسلم)

"মোহাম্মদ ইব্নে মুনকাদের হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি, জাবের ইব্নে আবদুল্লাহ্ কছম খাইয়া বলিতেছেন যে, ইব্নে ছাইয়াদই দাজ্জাল; আমি বলিলাম, কছম খাইয়া বলিতেছ? তখন তিনি বলিলেন, আমি হযরত উমর (রাঃ)-কে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে এবিষয়ে কছম খাইতে শুনিয়াছি। আঁ-হযরত (সাঃ) অস্বীকার করেন নাই।" এই হাদীসটি এবং এই রকম আরও হাদীস পেশ করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) দেখাইয়াছেন যে, রসুলে করীম (সাঃ)-এর জামানায় সাহাবীদের মধ্যে দাজ্জাল সম্বন্ধে মতভেদ ছিল, কেহ কেহ ইব্নে ছাইয়াদকেও দাজ্জাল মনে করিয়াছেন। অতএব, ইসা (আঃ) আসিয়া নিজ হাতে দাজ্জালকে বধ করিবেন ইহা সর্ববাদী-সম্মত আকীদা নহে। এবিষয়ে মসিহে মাওউদ (আঃ) 'এজালায়ে-আওহাম' কিতাবে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন। আমরা সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকদিগকে 'এজালায়ে-আওহাম' কিতাবখানা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই মন্তব্যের মধ্যে কীরূপ জঘন্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিবেন।

যদি জাবের, আবদুল্লাহ ইব্নে উমর, ও হযরত উমর (রাঃ)-এর মত বড় বড় সাহাবীদের অভিমত সত্য হয়, আর ইব্নে সাইয়াদ দাজ্জাল হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইস্রায়িলী মসিহ আস্মান হইতে নামিয়া আসিয়া কি ইব্নে ছাইয়াদকে গোর হইতে তুলিয়া জীবিত করিয়া হত্যা করিবেন? প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকেই দিতে হয়, আমাদিগকে নয়।

১৬নং মন্তব্য

"ঈহুদী ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায় মিথ্যারূপে হযরত ইসা (আঃ)-এর ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার ধারণা লইয়া, ঈহুদীরা তাঁহাকে অভিশাপগ্রস্থ ও খ্রীষ্টানগণ তাঁহাকে জগতের

'কাফফারা' বলিয়া থাকে, এই হেতু ইহারা ক্রুশের সম্মান করিয়া থাকে। হযরত ইসা (আঃ) এই মিথ্যা অপবাদ লোপ করিবার জন্য ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন।"

উত্তর

বাঃ, মৌলানা সাহেব ! আর কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। ছোট ছোট শিশু যখন মাটিতে বা অন্য কোন বস্তুতে আঘাত পাইয়া কাঁদিয়া উঠে তখন মা তাঁহার শিশু সন্তানকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মাটি বা ঐ বস্তুকে পুনঃ আঘাত করিয়া ছেলেকে বুঝাইয়া দেন যে, খুব প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই মন্তব্যটাও তদনুরূপ। ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ইহুদীদের মিথ্যা অপবাদ বা খ্রীষ্টানদের মিথ্যা আকীদা দূর হয় কি করিয়া?

মৌলানা সাহেব বলিতেছেন, "মুসা (আঃ) গোবৎসকে আর স্বয়ং রসুল (সাঃ) প্রতিমা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, এই রকম ইসা (আঃ)–ও ক্রুশগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন"। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারিতেন যে, মুসা (আঃ) যে গোবৎস–মূর্ত্তিটাকে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন, ঐটাকে ইহুদীরা খোদা বা খোদায়ী শক্তিসম্পন্ন মনে করিত। হযরত মুসা (আঃ) ইহা ভাঙ্গিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ইহা খোদা নহে, ঠিক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর মূর্ত্তি ভাঙ্গার মত। আর, আঁ–হযরত (সাঃ)–ত কাবা মসজিদের প্রতিমাগুলি ভাঙ্গিয়াছিলেন কাবা মসজিদকে পবিত্র করিবার জন্য, এবং এই কথা কাফেরদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য যে, এই প্রতিমাগুলি খোদা নহে এবং কোনরূপ খোদাই শক্তিও এইগুলিতে নাই। পক্ষান্তরে ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের–ত এই ধাতব বা কাঠের ক্রুশগুলি সম্বন্ধে এই রকম কোন ধারণা নাই যে, এইগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহাদের আকীদার খণ্ডন হইতে পারে। ক্রুশগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কি ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বাতিল আকীদার খণ্ডন হয়? যদি না হয়, তবে তিনি এই অযথা কাজ কেন করিবেন?

১৭নং মন্তব্য

"তৌরাত কিতাবে শূকর হারাম হইয়াছে, হযরত ইসা (আঃ)–এর মতেও ইহা হারাম, এই হেতু তিনি একদল শূকর হত্যাও করিয়াছিলেন। মথি, ৩০।৩২। খ্রীষ্টানদের মধ্যে ইহা অন্যায়ভাবে হালাল বলিয়া প্রচার হইয়াছে। হযরত ইসা (আঃ) এই মিথ্যা মত ধ্বংস করিবার জন্য শূকর বধ করিবেন"।

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই উত্তর শুনিয়া মনে হয় না যে, তিনি তাঁহার মস্তিষ্কের খুব সুস্থ অবস্থায় এরূপ লিখিতে পারিয়াছেন। কোন জন্তু শরীয়তে হারাম হইলে ঐ জন্তুকে বধ করিয়া ফেলিতে হয়, এমন কোন বিধান কি শরীয়তে আছে? তাহা হইলে

তৌরাতের শরীয়ত আনয়নকারী নবী হযরত মূসা (আঃ)–এর প্রথম কর্ত্তব্য ছিল শূকরগুলি বধ করিয়া যাওয়া। তারপর, মানব–জগতের জন্য পূর্ণ ও স্থায়ী শরীয়ত আনয়নকারী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর কর্ত্তব্য ছিল শূকরগুলি হত্যা করিয়া যাওয়া সবচেয়ে বেশী। কিন্তু হযরত মুসা (আঃ) হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) কিংবা অন্য কোন নবীই–ত হারাম জন্তুগুলিকে হত্যা করিয়া যান নাই। পূর্ববর্ত্তী নবীগণ যদি দুনিয়ার হারাম জন্তুগুলিকে হত্যা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে ত আজ বাঘ, ভল্লুক ইত্যাদি হিংস্র ও হারাম জন্তুদের অস্তিত্বই দুনিয়াতে বিদ্যমান থাকিত না। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর দুনিয়াতে আসিয়া একটা হারাম জন্তুও ত দুনিয়া হইতে লোপ করিয়া যান নাই।

তারপর, হযরত ইসা (আঃ) মৌলানা সাহেবের আকীদা অনুসারে আস্‌মান হইতে সশরীরে নামিয়া আসিয়া যখন সমস্ত কাফের বধ করিয়া ফেলিবেন, শূকর ভক্ষণকারী আর কেহই বাকী থাকিবে না, তখন আর শূকর বধ করিয়া লাভ কি? আল্লাহ্‌তালার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা শূকর ভক্ষণ করিতেছে, শূকরকে হারাম জানিয়াও যাহারা উহা পরিত্যাগ করে নাই, ইসা (আঃ) আসিয়া কয়েকটা শূকর মারিলেই কি ঐ সমস্ত লোক শূকর খাওয়া পরিত্যাগ করিয়া দিবে?

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব লিখিয়াছেন, ইসা (আঃ) প্রথম আগমনের সময়ও কতকগুলি শূকর বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শূকর হত্যার ফল ত খ্রীষ্টানদের মধ্যে উল্টাই ফলিয়াছে। ইহা দেখিয়াও তিনি আবার শূকর মারা কাজে কেন অনর্থক সময় নষ্ট করিবেন? আর যদি তিনি দুনিয়ার সমস্ত শূকর মারিয়া শূকরের অস্তিত্বই লোপ করিয়া দিতে চান, আর এই কাজ নিয়া তিনি জীবন ব্যাপিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে শূকর বধ কাজে লিপ্ত থাকেন, তাহা হইলে দাজ্জালের সঙ্গে লড়াই করিবেন কখন?

১৮নং মন্তব্য

"বারাহীনে আহমদিয়াতে মির্জা সাহেব মসিহ (আঃ)–এর দ্বিতীয় আগমন স্বীকার করিয়াছেন।"

উত্তর

'বারাহীনে আহমদীয়া' লিখিবার সময় হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সাধারণ মুসলমানদের এক দল লোকের মত নিজেও এই ধারণাই রাখিতেন যে–প্রতিশ্রুত মসিহ আস্‌মান হইতে নাজেল হইবেন। যেমন, প্রথম প্রথম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)ও বলিতেনঃ—

لَا تُخَيِّرُوْنِيْ بَيْنَ اَنْبِيَاءِ اللّٰهِ -

(بخاری جلد۲ کتاب الخصومات والدیات)

مَنْ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ ابْنِ مَتّٰى فَقَدْ كَذَبَ۔

(بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورۃ النساء آیت انّا اوحینا

الیک کما اوحینا الیٰ نوحٍ ۔ جلد ۳ مصری

"নবীদের মধ্যে আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিও না"।

"যে ব্যক্তি আমাকে ইউনুস-ইবনে মাত্তা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিবে সে, নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিবে"।

কিন্তু পরে আঁ-হযরত (সাঃ) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে জানিতে পারিয়া দাবী করিয়াছেনঃ—

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ ۔ اَنَا سَيِّدُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۔ (بخاری ومسلم و

ابن ماجہ کتاب الزھد باب ۳۷، ۲۰)

"আমি সমস্ত আদম সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি পূর্ব্বাপর সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

এই রকম হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)ও প্রথম প্রথম বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসিহ। ইস্রায়িলী মসিহ সম্বন্ধে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত যে ধারণা আছে তাহাই তিনি নিজেও পোষণ করিতেন, এবং 'বারাহীনে আহমদীয়া' কিতাবে তাহা লিখিয়াও দিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে আল্লাহ্‌তালার তরফ হইতে এলহাম ও ওহি প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসিহ। এসম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন ঃ—

"جیسے براہین احمدیہ میں مَیں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا مگر بعد میں یہ لکھا کہ آنے والا مسیح مَیں ہی ہوں ۔ اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا۔ کہ اگرچہ خُدائے تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسٰی رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خُدا اور رسُول نے دی تھی مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جما ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسٰی آسمان پر سے نازل ہوں گے اس لئے مَیں نے خُدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا بلکہ اس وحی کی تاویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا

تھا۔ اور اسی کو براہین احمدیہ میں شائع کیا۔ لیکن بعد اس کے اس بارہ میں بارش کی طرح وحیٔ الٰہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا تھا تو ہی ہے۔"

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۴۹ طبع اوّل)

অতএব, হযরত মসিহে মাওউদের (আঃ) পূর্ব্ব-আকিদা অনুসারে যাহা লিখিত হইয়াছিল এবং যাহা তিনি পরে হকিকাতুল-ওহির ১৪৯ পৃষ্ঠায় ঐশী এল্‌হাম অনুযায়ী খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পেশ করিয়া মৌলানা সাহেবের ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা নিতান্ত অন্যায়।

১৯নং মন্তব্য

"মথি পুস্তকের ২৭।৫০ অধ্যায়ে লিখিত আছে, পরে মসিহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, ইহার বিপরীত কোরান শরীফে আছে, তিনি জীবিত অবস্থায় আস্‌মানে সমুত্থিত হইয়াছেন।"

উত্তর

মথি লিখিত 'প্রাণত্যাগ করিলেন' কথা মথির ভুল, আর 'সশরীরে জীবিত অবস্থায় আস্‌মানে সমুত্থিত হইয়াছেন" এই কথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রমুখ মৌলানাগণ ও খ্রীষ্টান পাদ্রীগণের মিলিত ভুল। تَشَابَهَتْ قُلُوْبَهُمْ۔ (البقرہ : ۱۱۹)

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করার কথা মিথ্যা। মথি লিখিত এবং অন্যান্য ইঞ্জিল লিখিত সবগুলি ঘটনা মিলাইয়া দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযরত মসিহ ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন নাই, বরং ক্রুশ হইতে সংজ্ঞা-হীন অবস্থায় তাঁহাকে নামাইয়া আনা হইয়াছিল; এবং সংজ্ঞা লাভ করিয়া ৩দিন পরে তিনি বাগানের মালির ছদ্মবেশে সেইখান হইতে গোপনে হিজরত করেন। এবিষয়ে বিস্তৃত অবগত হইতে হইলে মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাদি আলোচনা করার দরকার। একটু মনোযোগ সহকারে ইঞ্জিল পাঠ করিলে পাঠক নিজেও ইহা বুঝিতে পারিবেন।

মসিহকে জীবিতাবস্থায় আস্‌মানে উঠান হইয়াছে এই কথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কখনও কোরান শরীফ হইতে দেখাইতে পারিবেন না।

২০নং মন্তব্য

"মসিহে মাওউদের জামানায় ইস্‌লাম ব্যতীত সব ধর্ম্ম লোপ পাইবে।"

উত্তর

ইহার বিস্তৃত উত্তর হাদীসের ব্যাখ্যায় দিয়া আসিয়াছি। এখানে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নবীদের জামানা বলিতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের জামানা বুঝায় না, বরং তাঁহার সংগঠিত জমাতের কর্ম্মময় জামানা বুঝায়। আর সমস্ত ধর্ম্ম একেবারে লোপ পাওয়ার কথা কোরানের নিম্নলিখিত আয়াতের বিরুদ্ধে—

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

(آل عمران : ٥٦)

"তোমাকে যাহারা অনুসরণ করিবে তাহাদিগকে, যাহারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, কেয়ামত পর্যন্ত তাহাদের উপরে প্রবল রাখিব।"

এই আয়াতে অতি পরিষ্কারভাবেই কেয়ামত পর্য্যন্ত কাফেরদের বিদ্যমান থাকার কথা রহিয়াছে। এই মর্ম্মের আরও কতিপয় আয়াত কোরান শরীফে বিদ্যমান আছে।

অতএব কাফেরগণ একেবারে লোপ পাইবে, এরূপ মনে করা মৌলানা সাহেবের বুঝার ভুল।

২১নং মন্তব্য

"দুনিয়ার ৪০ কোটি মুসলমানকে কাফের বলিয়াছেন।"

উত্তর

চল্লিশ কোটি মুসলমানকে কাফের বলা হয় নাই। কাফের বলা হইয়াছে শুধু ঐসমস্ত লোকদিগকেই যাহারা হযরত রসুল করীম (সাঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীই কাফের হইয়া পড়িয়াছিল; ইস্‌লামের নাম ও বাহ্যিকতা ছাড়া যাহাদের কাছে ইস্‌লামের কিছুই ছিল না; অবশেষে হযরত রসুলে করীম (সাঃ)–এর প্রতিশ্রুত খলিফাকে যাহারা অস্বীকার করিয়া নিজেই কাফের হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকেই কাফের বলা হইয়াছে মাত্র। তাহারা সংখ্যায় যত কোটিই হউক না কেন, ইহাতে কোন আসে যায় না।

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً - (البقرة : ٢٥٠)

২২নং মন্তব্য

"তিনি জিজিয়া কর উঠাইয়া দিবার উপযুক্ত ছিলেন কি? সমস্ত ইহুদী ও খ্রীষ্টান তাঁহার উপর ইমান আনিয়াছিল কি?"

উত্তর

মৌলানা সাহেবের বুদ্ধি বলিহারী যাই। একই নিঃশ্বাসে দুইটা কথা পরস্পর বিরোধী

বলিয়া ফেলিলেন। বলি, মসিহে মাওউদের জামানায় যখন সমস্ত ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য সমস্ত কাফের মুসলমান হইয়া যাইবে তখন ইস্রায়িলী মসিহ জিজিয়া কর উঠাইয়া দিবার উপযুক্ত থাকিবেন কি? মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব শরীয়তে ইস্‌লামের এতটুকু কথাও জানেন না যে, জিজিয়া কর মুসলমানদের কাছ থেকে লওয়া হয় না, বাধ্যতামূলক যুদ্ধ হইতে রেহাই দেওয়ার বিনিময়ে অ-মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে যে সমর-কর লওয়া হয় তাহাকে জিজিয়া বলে।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বর্ত্তমান জামানায় ধর্ম্ম-যুদ্ধ রহিত হওয়ার ফতোয়া দিয়া জিজিয়া কর লইবার হেতু বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমি মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, ইস্রায়িলী মসিহ শরীয়তে মোহাম্মদীয়ার বিধান উঠাইয়া দিবেন কেমন করিয়া?

২৩নং মন্তব্য

"হযরত ইসা (আঃ)-এর আগমনের পর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকিবে না।"

উত্তর

"মিথ্যাবাদীর স্মরণ শক্তি থাকে না।" دروغ گو را حافظہ نباشد

পাঠক জানেন, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই 'কাদিয়ানি রদ' পুস্তকে কত জায়গায় উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন যে, হযরত ইসা (আঃ) আসিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করিবেন, কাফের বধ করিবেন, দাজ্জাল হত্যা করিবেন, মুসলমানগণ যখন যুদ্ধের জন্য ব্যূহ রচনা করিতে থাকিবেন এমন সময় মসিহ নাজেল হইবেন, আর এখানে আসিয়া বলিতেছেন যে, হযরত ইসা (আঃ)-এর আগমনের পর কোন যুদ্ধ হইবে না।

মির্জা আহমদ বেগ ও ঐশী নিদর্শন

২৪নং মন্তব্য

"মীর্জা সাহেব আহমদ বেগ সাহেবের মহাম্মদী বেগম নাম্নী কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া বিবাহের প্রস্তাব করেন।"

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নিজের হীন রুচি ও নীচ প্রকৃতিরই পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতার মেছুওয়া বাজারের কতিপয় লোক ছাড়া এই রকম রুচির কথা একজন ওয়াজ ব্যবসায়ী মৌলানা নামধারী লোকের পক্ষে মোটেই শোভা পায় না।

ع کارِ پاکاں را قیاس از خود مگیر

হযরত রসুলে করীম (সাঃ)–এর ৫০ বৎসর বয়সে ৯ বৎসর বয়স্কা বালিকা হযরত উম্মুল মোমেনীন আয়েসা ছিদ্দীকা (রাঃ)–এর সহিত বিবাহ এবং উম্মুল মোমেনীন হযরত জয়নবের (রাঃ) সহিত বিবাহ নিয়া খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ ও আর্য্যসমাজি রাজপাল ইত্যাদি মুসলিম বিদ্বেষী "রঙ্গিলা রসুলের" মত পুস্তকের লিখকগণ যেরূপ জঘন্য রুচির পরিচয় দিয়াছে, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও সেইরূপ করিয়াছেন।

تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۔ (البقرہ : ۱۱۹)

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব গয়রুহুম যে–সমস্ত তফছীরের কথাগুলিকে অকাট্য প্রমাণের মত মনে করেন, সেই সমস্ত তফছীরের মধ্যেও হযরত দাউদ (আঃ) হযরত লুত (আঃ) এমন কি হযরত রসুলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধে পর্য্যন্ত এই রকম জঘন্য রুচির কথা লিখিত আছে। এই সমস্ত তফছীর পাঠ করিয়াই আজ–কালকার মৌলবী–মৌলানাগণ বড় গর্ব অনুভব করিয়া থাকেন। আর এই সমস্ত তফছীরাদি হইতেই "রঙ্গিলা রসুলের" মত পুস্তকাদির গ্রন্থকারগণ 'হাওয়ালা' (Reference) সংগ্রহ করিয়া আঁ–হযরত (সাঃ)–এর নিষ্কলঙ্ক পবিত্র চরিত্রের উপর নৃসংশভাবে আক্রমণ করিতেছে। কাজেই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর উপর মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে–ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব মির্জা আহমদ বেগ সাহেবের কন্যা সম্বন্ধীয় যে–ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, আমরা সেই ঘটনা সম্বন্ধে প্রকৃত কথা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর লিখা হইতে নিম্নে বিবৃত করিলাম—

(۱) "مجھے .... اس رشتہ کی درخواست کی کچھ ضرورت نہیں تھی سب ضرورتوں کو خُدا نے پُورا کر دیا تھا اولاد بھی عطا کی اور اُن میں سے وہ لڑکا بھی جو دین کا چراغ ہوگا بلکہ ایک اور لڑکا ہونے کا قریب مدّت تک وعدہ دیا جس کا نام محمود احمد ہوگا اور اپنے کاموں میں اولوالعزم نکلے گا۔ پس یہ رشتہ جس کی درخواست کی گئی ہے محض بطور نشان کے ہے تا خُدائے تعالیٰ اس کنبہ کے منکرین کو اعجوبۂ قدرت دکھلاوے۔ اگر وہ قبول کریں تو برکت اور رحمت کے نشان ان پر نازل کرے اور اُن بلاؤں کو دفع کر دیوے جو نزدیک چلی آتی ہیں لیکن اگر وہ ردّ کریں تو ان پر قہری نشان نازل کر کے ان کو متنبّہ کرے۔"

(اشتہار ۱۵ جولائی ۱۸۸۸ء۔ مجموعہ اشتہارات جلد ۱ صـ ۱۶۲)

(۲) "خدائے تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیشگوئی ظاہر کی ہے کہ اُن میں سے ایک شخص احمد بیگ نام ہے اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عاجز کو نہیں دے گا تو تین برس کے عرصہ تک بلکہ اس سے بھی قریب تر فوت ہو جائیگا۔"

(آئینہ کمالاتِ اسلام صـ۲۸۶)

(۳) اِنِّیْ رَاَیْتُ عِصْیَانَھُمْ وَطُغْیَانَھُمْ فَسَوْتَ اَضْرِبُھُمْ بِاَنْوَاعِ الْاٰفَاتِ اُبِیْدُھُمْ مِنْ تَحْتِ السَّمٰوٰتِ وَسَتَنْظُرُ مَا اَفْعَلُ بِھِمْ وَکُنَّا عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَادِرِیْنَ - اِنِّیْ اَجْعَلُ نِسَائَھُمْ اَرَامِلَ وَاَبْنَائَھُمْ یَتَامٰی وَبُیُوْتَھُمْ خِرْبَةً لِیَذُوْقُوْا طَعْمَ مَا قَالُوْا وَمَا کَسَبُوْا وَلٰکِنْ لَا اُھْلِکُھُمْ - دَفْعَةً وَّاحِدَةً بَلْ قَلِیْلًا قَلِیْلًا لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُوْنَ وَیَکُوْنُوْنَ مِنَ التَّوَّابِیْنَ - (آئینہ کمالات اسلام صـ ۵۶۹)

(۴) وَکَذَّبُوْا بِاٰیَاتِنَا وَکَانُوْا بِھَا یَسْتَھْزِئُوْنَ فَسَیَکْفِیْکَھُمُ اللّٰہُ وَیَرُدُّھَا اِلَیْکَ اِنَّ رَبَّکَ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیْدُ -

(اشتہار ۱۰ر جولائی ۱۸۸۸ء۔ مجموعہ اشتہارات جلد ۱ صـ۱۵۸)

(۵) رَئَیْتُ ھٰذِہِ الْمَرْئَةَ وَاَثَرَ الْبُکَاءِ عَلٰی وَجْھِھَا فَقُلْتُ اَیَّتُھَا الْمَرْئَةُ تُوْبِیْ تُوْبِیْ فَاِنَّ الْبَلَاءَ عَلٰی عَقِبِکِ وَالْمُصِیْبَةُ نَازِلَةٌ عَلَیْکِ یَمُوْتُ وَیَبْقٰی مِنْہُ کِلَابٌ مُتَعَدِّدَةٌ -

(اشتہار ۱۰ر جولائی ۱۸۸۸ء۔ مجموعہ اشتہارات جلد ۱ صـ۱۶۲)

এই ৫টি এবারতের বাংলা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

১—"এই সম্বন্ধের জন্য দরখাস্ত করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না; আল্লাহ্‌তা'লা সমস্ত প্রয়োজনই পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন; সন্তান-সন্ততিও দান করিয়াছেন; তন্মধ্যে সেই ছেলেও দান করিয়াছেন যে দীনের চেরাগ হইবে, আর নিকটবর্ত্তী সময়ে আর একটি ছেলে হইবে বলিয়াও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, যাহার নাম মাহ্‌মুদ আহমদ হইবে, যিনি প্রবল মানসিক শক্তি-সম্পন্ন হইবেন। সুতরাং এই সম্বন্ধের জন্য শুধু আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শন বা মোজেজা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই দরখাস্ত করা হইয়াছিল, এই পরিবারের আস্থাহীন

লোকদিগকে আল্লাহ্‌র কুদরতের আশ্চর্য্য নিদর্শন দেখাইবার জন্য। যদি তাহারা গ্রহণ করে তাহা হইলে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের উপর কল্যাণ ও নিদর্শন অবতীর্ণ করিবেন, আর ঐ সমস্ত বিপদরাশীকে দূর করিয়া দিবেন যাহা শীঘ্রই তাহাদের উপর পতিত হইবে; কিন্তু তাহারা যদি আমার এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তা'লার গজবের নিদর্শন তাহাদের উপর অবতীর্ণ হইবে এবং তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবে।" *(বিজ্ঞাপন, ১৫ জুলাই, ১৮৮৮)*

২—"আল্লাহ্‌তা'লা এই অধমের বিরুদ্ধবাদী আত্মীয়দিগকে এক নিদর্শন বা 'মোজেজা' দেখাইবার জন্য এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে মির্জা আহমদ বেগ নামীয় এক ব্যক্তি আছেন, তিনি যদি তাঁহার বড় মেয়েটিকে এই অধমের কাছে না দেন, তাহা হইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বরং আরো নিকটবর্ত্তী সময়ে তিনি মরিয়া যাইবেন।" *(বিজ্ঞাপন, ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ইং)*

৩– "আল্লাহ্‌'তালা বলিয়াছেন, আমি তাহাদের পাপরাশি ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখিয়াছি, শীঘ্রই আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারের বিপদরাশী দিয়া মারিব এবং আকাশের নীচ হইতে তাহাদিগকে উৎসন্ন করিব; অচিরেই তুমি দেখিবে আমি তাহাদের সঙ্গে কি করি; এবং আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সক্ষম। আমি তাহাদের স্ত্রীদিগকে বিধবা এবং ছেলেদিগকে পিতৃহীন করিব, এবং তাহাদের গৃহগুলিকে জনহীন করিব; তাহারা যাহা বলিয়াছে ও করিয়াছে উহার স্বাদ যেন তাহারা গ্রহণ করে। কিন্তু আমি তাহাদিগকে একেবারে ধ্বংস করিব না, বরং অল্প অল্প করিয়া মারিব যেন তাহারা ফিরিয়া আসিবার ও তৌবা করিবার সুযোগ পায়।" *(আইনায়ে-কামালাতে ইস্‌লাম, ৫৬৯ পৃঃ)*

৪—"তাহারা আমার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করিয়াছে, এবং ইহাদের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছে, অতএব আল্লাহ্‌ই তোমার পক্ষে তাহাদের জন্য যথেষ্ট, এবং তিনি তাহাকে তোমার দিকে ফিরাইয়া আনিবেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন।" *(বিজ্ঞাপন, ১০ জুলাই, ১৮৮৮ইং)*

৫—"এই নারীকে (আহ্‌মদ বেগের শ্বাশুরী) আমি দেখিয়াছি, এবং তাহার চেহারাতে ক্রন্দনের চিহ্ন, তখন আমি বলিলাম, হে নারী! তৌবা কর, তৌবা কর, যেহেতু বিপদ তোমার পিছনে এবং তোমার প্রতি আপদ অবতীর্ণ হইবে। সে (আহ্‌মদ বেগ) মরিবে এবং তাহার পক্ষ হইতে কতিপয় কুকুর অবশিষ্ট থাকিবে।" *(বিজ্ঞাপন, ১০ জুলাই, ১৮৮৮ইং)*

পাঠক হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই ৫টি এবারত পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই বিবাহের প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিবাহ হওয়া ছিল না, বরং বিবাহ-প্রস্তাবের উপলক্ষ করিয়া একটা বৃহৎ খান্দানের কতকগুলি নাস্তিক প্রকৃতির লোকের উপর আল্লাহ্‌র 'কহর' নাজেল করাইয়া দেখাইয়া দেওয়া যে, বাস্তবিক এক ইচ্ছাময় সর্ব্বশক্তিমান বিরাট সত্তা আছেন, তিনি যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন,

এবং করেন। আর পাঠক ইহাও দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেছেন যে, শর্ত্তমূলক ভবিষ্যদ্বাণীর উপলক্ষিত বিবাহ-প্রস্তাব মঞ্জুর না হইয়া যে উক্ত খান্দানের কতিপয় লোক আল্লাহ্‌র 'কহরের' নিদর্শনস্বরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, ভবিষ্যদ্বাণীর কর্ত্তা তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। তিনি যেন জানিতেন যে, এই বিবাহ হইবে না, এবং এই প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়া হাসি ও বিদ্রূপ হইবে। ফলতঃ, এই প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়া খান্দানের মধ্যে দুই রকম লোকের প্রতি আল্লাহ্‌তালা দুই রকম ব্যবহার করিয়াছেন। যাহারা বিরুদ্ধাচরণ, হাসি ও বিদ্রূপ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র কহর নাজিল হইয়াছে, তাহারা আল্লাহ্‌র কহরে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইয়া ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে, আহমদ বেগও নির্দ্ধারিত মেয়াদের ভিতরেই মারা গিয়াছে। আর যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, বরং ভীত হইয়া তৌবা এস্তেগফার করিয়াছেন, তাহারা আল্লাহ্‌র গজব হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ রহিয়াছেন।

বস্তুতঃ, এই বিবাহের প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে বিবাহ সংসাধিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না। এই বিবাহের প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়া আল্লাহ্‌তালা দেখাইয়াছেন যে, মানুষের পারিবারিক ব্যাপারের ভিতরেও আল্লাহ্‌তা'লার কর্ত্তৃত্বময় অস্তিত্ব বিরাজ করিতেছে। যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে, আর যাহারা এই মোজেজা দেখিয়া তৌবা করিয়াছেন, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা আজ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে বা-বরকত কল্যাণময় জীবন লাভ করিয়া হযরত মসিহে মাওউদের (আঃ) সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছেন। এখন শুধু 'কতিপয় কুকুর' এই কথা নিয়া ঘেও ঘেও করিতেছে। আমি বলি, যাহাদের সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা জীবিত, তাহারা ত এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব গয়রুহুম কোন্ অধিকার নিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আপত্তি উত্থাপন করেন?

এখন আমরা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই ঘটনার সদৃশ ঘটনা জগতের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর জীবন হইতে পেশ করিতেছি। পাঠক নবীদের জীবনের এই রকম ঘটনার স্বার্থকতা বুঝিতে পারিবেন। জায়েদ নামে হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর তৎকালীন প্রথানুযায়ী এক পোষ্য-পুত্র ছিলেন। আঁ-হযরত (সাঃ) আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জাহাসের নিকট প্রস্তাব করিলেন, আমার পুত্র জায়েদের নিকট তোমার ভগ্নী জয়নবকে বিবাহ দাও। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জাহস্ ও জয়নব উভয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন হযরত বলিলেন, আল্লাহ্‌তা'লার এই আয়াত নাজেল হইয়াছে ঃ—

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا
أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ـ

(الاحزاب : ٣٧)

"মোমেন পুরুষ ও স্ত্রীরপক্ষে তাহাদের নিজের বিষয়েও স্বাধীনতা থাকে না, যখন আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল কোন বিষয়ে মীমাংসা করেন।"

এই আয়াত শ্রবণ করিয়া আবদুল্লাহ্-ইব্নে-জাহস এবং হযরত জয়নব (রাঃ) এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু মুসলমান পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, এই বিবাহ স্থায়ী হইল না। অবশেষে এই বিবাহ-বিচ্ছেদ করাইতে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বাধ্য হইতে হইল; এবং আবার আল্লাহ্র আদেশে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বিবি জয়নবের পাণি গ্রহণ করিতে হইল।

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى
الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ - (الاحزاب : ٣٨)

"জায়েদ যখন নিজের দরকার পূরণ করিয়া লইল, আমি তাহাকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম, যেন মোমেনদের জন্য পোষ্যপুত্রদের স্ত্রী সম্বন্ধে কোনও অসুবিধা না হয়।"

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন হযরত উম্মুল মোমেনীন বিবি জয়নব (রাঃ)-এর বিবাহ প্রথমে আল্লাহ্র নির্দ্দেশমতেই জায়েদের সঙ্গে হইয়াছিল, এবং আল্লাহ্র নির্দ্দেশমতেই বিবাহ-বিচ্ছেদও হইল, আবার আল্লাহ্র নির্দ্দেশ মতেই স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ) বিবি জয়নব (রাঃ)-এর পাণিগ্রহণ করিলেন। হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর জীবনের এই ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হীনচেতা দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা যে-প্রকার জঘন্য মন্তব্যের প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা রঙ্গিলা রসুলের মত পুস্তকাদি প্রকাশ হওয়ার পর আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। কিন্তু প্রত্যেক সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ইমানদার মাত্রই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনের এই ঘটনার মধ্যে অতি পরিষ্কারভাবেই দেখিতে পাইবেন যে, বিবি জয়নবের উভয় বিবাহের ভিতর দিয়া একটা মস্তবড় সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে। এই ঘটনার মধ্যে প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিষ্ঠাবান শিষ্য ও ছাহাবী ছিলেন; আল্লাহ্তালা এই বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনঃ-বিবাহ ঘটাইয়া একটা সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, এবং এই ঘটনার মধ্যে ইহাই ছিল আল্লাহ্তালার মহান উদ্দেশ্য।

আর আল্লাহ্তালা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কর্ত্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধাবাদী দুষ্ট নাস্তিক প্রকৃতির লোকদের মধ্যে শর্ত্তমূলক এক বিবাহ-প্রস্তাব করাইয়া প্রস্তাবের শর্ত্ত অনুসারে বিরুদ্ধবাদী দুষ্ট লোকদের উপর গজব ও ভীতচিত্ত তৌবাকারী শিষ্ট লোকদের উপর শর্ত্তানুযায়ী রহমত নাজিল করিয়া স্বীয় সচেতন অস্তিত্বের বাস্তবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এবং ইস্লাম ও তাঁহার প্রতিশ্রুত মসিহর সত্যতার সাক্ষ্য দান করিয়াছেন।

এত বড় খোদাই নিদর্শনকে লক্ষ্য করিয়া যাহারা বাজারী বিদ্রূপ করিতে লজ্জা অনুভব করে না, তাহারা নিজ নিজ চরিত্রের অভ্যন্তরীণ হীন অবস্থারই পরিচয় প্রদান

করেন। ইহাতে আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষদের কোনই ক্ষতি হয় না, আঁ-হযরত (সাঃ)-এরও কোন ক্ষতি হয় নাই, আর তাঁহার খলিফা মসিহে মাওউদ (আঃ)-এরও কোন ক্ষতি হয় নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ছিল্‌ছিলা দিন দিন উন্নতিই করিয়াছে, এবং করিতে থাকিবেই।

ے چشم بداندیش کہ برکندہ باد
عیب نمائد ہنرش در نظر

২৫নং মন্তব্য

"মির্জা সাহেব ন্যায়-বিচারক ছিলেন না। তিনি তাঁহার নির্দ্দোষ পুত্রবধুকে তালাক দিতে বলিয়া পুত্রকে ত্যাজ্যবিত্ত করিতে বলিয়া অবিচার করিয়াছিলেন।"

উত্তর

সত্যের বিরুদ্ধাচরণ যে কত বড় অন্যায়, আর পুত্রের প্রতি পিতার যে অধিকার ইস্‌লাম প্রদান করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না। আবুল আম্বিয়া হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্‌ তাঁহার পুত্র হযরত ইস্‌মাইল (আঃ)-কে কারণ না দর্শাইয়াই পুত্রবধুকে তালাক দিতে আদেশ দিয়াছিলেন; আর হযরত উমর ফারুক তাঁহার পুত্রকে কারণ না দর্শাইয়াই পুত্র-বধুকে তালাক দিতে আদেশ দিয়াছিলেন, এবং রসুলে করীম (সাঃ) হযরত উমরের আদেশেরই সমর্থন করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ যখন হযরত ইব্‌নে উমর তাঁহার স্ত্রীকে ভালবাসিতেন।

উপরোক্ত দুইটি ঘটনাই ছহী হাদীসের কেতাব হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرَكَتِي
قَالَ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ إِسْمَعِيلُ فَقَالَتْ إِمْرَأَتُهُ
ذَهَبَ يَصِيدُ فَقَالَ قُوْلِي لَهُ إِذَا جَاءَ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ فَلَمَّا
جَاءَ أَخْبَرَتْهُ قَالَ أَنْتِ ذَاكَ فَاذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ۔ (بخاری کتاب الانبیاء باب)

"অতঃপর যখন ইব্রাহীমের ইচ্ছা হইল, তিনি তাঁহার পরিবারকে বলিলেন, আমি আমার পরিত্যক্ত সন্তানের সংবাদ লইতে যাইব। তারপর তিনি আসিলেন এবং ছালাম করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইস্‌মাইল কোথায়? ইস্‌মাইলের স্ত্রী বলিল, তিনি শিকার করিতে গিয়াছেন। তখন হযরত ইব্রাহীম বলিলেন, সে আসিলে তাহাকে বলিও, সে যেন তাহার দ্বারের চৌকাঠ বদলাইয়া ফেলে। তারপর যখন হযরত ইস্‌মাইল ফিরিয়া আসিলে তাঁহার স্ত্রী তাহাকে এই সংবাদ দিলেন। তখন হযরত ইস্‌মাইল বলিলেন, ইহার অর্থ তুমি। অতএব তুমি তোমার বাপের বাড়ী চলিয়া যাও।"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَحْتِيْ إِمْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِيْ طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا۔ (ترمذی کتاب النکاح ۔ ابوداؤد کتاب الطلاق)

"হযরত ইব্নে উমর হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিলেন, আমার এক স্ত্রী ছিল। আমি তাহাকে ভালবাসিতাম, এবং উমর তাহাকে না-পছন্দ করিতেন। তিনি আমাকে বলিলেন, ইহাকে তালাক দাও। আমি অস্বীকার করিলাম। তখন হযরত উমর রসুলে করীম (সাঃ)-এর নিকট আসিয়া একথা বলিলেন। তখন হযরত রসুলে করীম (সাঃ) আমাকে বলিলেন, তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়া দাও।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যদি তাঁহার পুত্রকে খোদা ও খোদার রসুলের বিরুদ্ধাবাদীদের সংশ্রব পরিতাগ করিতে বলিয়া থাকেন, অন্যথায় খোদা ও পিতার না-ফরমানীর দরুন ত্যাজ্য-বিত্ত করিবার ভয় দেখাইয়া তাহাকে শাসন করিয়া থাকেন, তবে কোন অন্যায় বা অবিচার করেন নাই। পাঠক "তবলীগে রেসালত", ২য় খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠায় এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাইবেন। একজন দুনিয়াদার মানুষের পক্ষে নিজ সন্তানের চাইতে প্রিয় আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রেমিকগণ নিজ সন্তানকেও আল্লাহ্‌র খাতিরে কোরবান করিতে পারেন।

সুতরাং মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর নিজ সন্তানের প্রতি এরূপ শাসনের বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তি করা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের হীন মানসিকতারই পরিচায়ক।

২৬নং মন্তব্য

"মীর্জা সাহেবের সময় অর্থের আধিক্য হইয়াছিল না, বরং তিনি নিজেই কিতাব ছাপা, মসজিদ, মেহমান-খানা, খ্রীষ্টানদের প্রতিবাদের মাসিক পত্রিকা বাহির করা ইত্যাদির জন্য রীতিমত মাসিক চাঁদা এবং ক্ষমতাপন্ন বিশিষ্ট লোকদের কাছে, বিশেষ বিশেষ বিভাগের ভার বহন করিবার চাঁদা চাহিতেন।"

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণের অন্যায় জিদ মৌলানা সাহেবের চিন্তার ধারা ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। নতুবা কোরানের এত বড় একটা শিক্ষার বিরুদ্ধে মৌলানা সাহেব এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না।

কোরানের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় মাল খরচ করিবার আদেশ দেখিয়াও মৌলানা সাহেব কোন্ সাহসে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দীনি কাজের জন্য চাঁদা

চাহিবার বিরুদ্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় রীতিমত নিজের রিজিকের একটা অংশ খরচ করা ইসলামী শিক্ষার একটা বৈশিষ্ট্য। আজ আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রদত্ত সমাজের এই দান অন্যায়ভাবে ব্যবসায়ী মৌলানাদের বিবিদের অলঙ্কার ও চৌগা-চাপকানে ব্যয়িত হইতেছে। তাই তাঁহারা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দীনি কাজের এই সুশৃঙ্খল এন্তেজামকে ভাল চক্ষে দেখিতে পারিতেছে না।

আর অর্থের আধিক্য সম্বন্ধে আমরা হাদীসের ব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, এখানে ইহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

২৭নং মন্তব্য

"হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, মাহদী অসংখ্য টাকা বিতরণ করিবেন, কিন্তু মির্জা সাহেব তাহা করেন নাই।"

উত্তর

এসম্বন্ধে হাদীসের ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে করিয়া আসিয়াছি। এইখানে শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-ও সহস্র সহস্র টাকার দিকে আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু টাকার লোভে পেট ফাটিয়া যাওয়া সত্ত্বেও মৌলানা সাহেবদের কেহই উহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় নাই।

২৮নং মন্তব্য

"তিনি ছবি বিক্রয় করিয়া কম টাকা গ্রহণ করেন নাই।"

উত্তর

এই কথার উত্তরে আমরা— لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ "মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ (লানত) বর্ষিত হউক" ছাড়া আর কিছুই বলিব না। মৌলানা সাহেব "আমীন" বলিবেন কি? মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি তিনি এই কথার কোন প্রমাণ দিতে পারিবেন কি? যদি না পারেন তবে এত বড় 'সাদা ঝোট্' কেন বলিলেন, নিজের বিবেকের কাছেও যে হীন হইয়া পড়িলেন।

২৯নং মন্তব্য

"কোরান শরীফে টাকা পয়সা ও সন্তানদিগকে ফাছাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াও তিনি নিজে মিনারা ও মসজিদের চাঁদা লইতেন এবং সন্তানলাভের জন্য বিবাহ করিতেন।"

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই মন্তব্য পাঠ করিয়া মনে হয় হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণের অন্যায় জিদে মৌলানা সাহেবের চিত্ত-বৈকল্য ঘটিয়াছে।

কোরান শরীফে মাল ও আওলাদকে ফেতনা বলা হইয়াছে, অথচ হযরত রসুলে করীম (সাঃ)ও চাঁদা গ্রহণ করিতেন এবং বিবাহও করিয়াছিলেন। আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে যে-উত্তর মৌলানা সাহেব প্রদান করিবেন তাঁহার খলিফা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধেও সেই উত্তর মনে করিয়া লউন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের আকীদা অনুসারে মসিহে মাওউদ (আঃ) যদি লোকদিগকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অসংখ্য টাকা-পয়সা দান করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোকদিগকে ফাছাদে ফেলা হইবে, কেননা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা পয়সাকে কোরানে ফাছাদ বলা হইয়াছে। দীনি কাজের জন্য চাঁদা লওয়াকে কোরানে 'ফাছাদ' বলা হয় নাই।

৩০নং মন্তব্য

"হাদীসে আছে হযরত মসিহ (আঃ) হজ্জ ও ওমরাহ্ করিবেন। আপনাদের মির্জা সাহেব হজ্জ করেন নাই কেন?"

উত্তর

হাদীসের আলোচনায় আমরা ইহার বিস্তৃত উত্তর ও হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিয়া আসিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে যে, উক্ত হাদীসে উম্মতে-মোহাম্মদীয়াতে আগমনকারী মসিহ (আঃ)-এর হজ্জ করিবার কথা নাই; বরং ইস্রায়িলী মসিহ (আঃ)-কে কাশ্‌ফী অবস্থায় হজ্জ করিতে আঁ-হযরত দেখিয়াছেন।

আর যে-কারণে রসুলে করীম (সাঃ) একবার হজ্জ করিতে আসিয়াও ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এবং যে-কারণে আঁ-হযরত (সাঃ) জীবনেও জাকাত আদায় করেন নাই, সেই কারণেই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নিজে সশরীরে হজ্জ করিতে পারেন নাই। অবশ্য তাঁহার পক্ষ হইতে 'হজ্জেবদল' করান হইয়াছে।

শরীয়তের শর্ত্তানুসারে যাহার উপর হজ্জ করা ফরজ হয় নাই, তাঁহার উপর হজ্জ্ না করার জন্য আপত্তি করা মূর্খতা।

৩১নং মন্তব্য

"মির্জা সাহেবের কল্পিত অর্থ ঠিক হইলে হাদীসের অর্থ এইরূপ হইবে, মির্জা সাহেব কোরানের এলম প্রচার করিবেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা উহা গ্রহণ করিবে না। এক্ষেত্রে তাঁহার শিষ্যেরা কোরানের এল্‌ম অগ্রাহ্য করিয়া কাফের হইবে কি না?"

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) উক্ত হাদীসের এই অর্থ করেন নাই যাহা মৌলানা সাহেব "মির্জা সাহেবের কল্পিত অর্থ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যে-অর্থ করিয়াছেন তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে যথাস্থানে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি,

পাঠক অত্র গ্রন্থের উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় এবং "মাহদী শব্দের অর্থ ও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের ধোঁকা" অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন, হযরত মসিহে মাওউদ— "শিষ্যেরা অগ্রাহ্য করিবেন"—এই কথা বলেন নাই। হাদীসেও "শিষ্যেরা অগ্রাহ্য করিবে"— এ কথা নাই।

৩২নং মন্তব্য

"মীর্জা সাহেব শাহাদতুল কোরানে লিখিয়াছেন, আমাদের জমাতের অধিকাংশ লোক এখনও কোন যোগ্যতা, সভ্যতা, অন্তরশুদ্ধি, পরহেজগারী এবং পরস্পর লিল্লাহী মহব্বত অর্জন করে নাই ইত্যাদি।'

উত্তর

আফছোছ! মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব একটা সাধারণ কথা বুঝিবার বুদ্ধি হইতেও বঞ্চিত রহিয়াছেন, কিংবা বুঝিয়া সুজিয়াও লোকদিগকে ধোঁকা দিবার প্রচেষ্টায় সমস্ত বুদ্ধি খরচ করিয়া থাকেন।

কোরান শরীফে মোমেনদের সম্বন্ধে বহু জায়গাতে অজস্র প্রসংশা আসিয়াছে ঃ—

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (الانفال: ٧٥)

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۔ (الفتح: ٣٠)

"ইহারাই প্রকৃত মোমেন।"

"মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে ইমান আনিয়াছে তাঁহারা কাফেরদের প্রতি বড় শক্ত ও পরস্পরের মধ্যে বড় দয়ার্দ্রচিত্ত।"

الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

(الصّف: ٥)

"যাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সীসা-গলিত প্রাচীরের মত হইয়া জেহাদ করে...."

কোরান শরীফেই আবার সাধারণভাবে মোমেনদিগকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্‌তা'লা বিভিন্ন জায়গায় তাহাদের দোষের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۔

(الصّف: ٣)

"হে মোমেনগণ, কেন তোমরা বল যাহা তোমরা কর না"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ (التوبہ: ٣٨)

"হে মোমেনগণ তোমাদের কি হইয়াছে, যখন তোমাদিগকে বলা হয়— অভিযান কর, তখন তোমরা পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়।"

এই রকম রসুলে করীম (সাঃ) কতবার বলিয়াছেনঃ—

لولا قومك حديث عهد بالاسلام

"তোমার এই জাতি যদি নূতন মুসলমান না হইত..."

এখন আমরা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, যে-মোমেনদের এত প্রশংসা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুল বর্ণনা করিয়াছেন সেই মোমেনদিগকে লক্ষ্য করিয়া আবার তাহাদের এত দোষের কথা কেন বর্ণনা করিলেন?

আপনাদের যে উত্তর আমাদেরও সেই উত্তর।

প্রকৃত কথা, আল্লাহ্তালার তরফ হইতে যে-সকল মহাপুরুষ মানুষের সংশোধনের জন্য আবির্ভূত হন, তাহাদের সংশ্রবে আসিয়া এক দিনেই সমস্ত লোক উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছায় না, বরং তাহারা ক্রমশঃ উন্নতি করিতে থাকেন; আর যতই কেহ উন্নতি করুক না কেন, তাহাদের উন্নতির আরও বাকী থাকে, এবং সকলেই এক সমান উন্নতিও করিতে পারে না। হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবীদের হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অন্যান্য সাহাবীদের তুলনায় অধিক উন্নতি করিয়াছিলেন, এই কথা সকল মুসলমানই স্বীকার করেন। সুতরাং আল্লাহ্র নবীদের জমাতের মধ্যেও দোষ-ত্রুটি বিদ্যামান থাকে, এবং আল্লাহ্ নবীদের জন্য নছিহত ও তাম্বি করিবার গুঞ্জায়েশ (সুযোগ) থাকে, এবং তাঁহারা সব সময়েই নিজ জমাতকে, শিষ্য-মণ্ডলীকে তাম্বি, নছিহত করিয়া থাকেন। পরন্তু এই তাম্বির এই অর্থ নয় যে, নবীর শিষ্য-মণ্ডলী নবীর বিরুদ্ধাবাদীদের চেয়েও সমাজ হিসাবে নিকৃষ্ট, বরং তাহাদের তাম্বি ও নছিহতের অর্থ শুধু এই যে, নবীগণ যে উচ্চ আদর্শে নিজ জমাতকে গঠন করিতে চান, তাহাদের জন্য এখনও সেই আদর্শের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবার আরও বাকী আছে। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর এই প্রকারের তাম্বি ও নছিহতের কথা উল্লেখ করিয়া আহমদী জমাতকে গয়র-আহমদী হইতেও হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা সত্যের অপলাপ।

ع چه نسبت خاک را با عالم پاک

৩৩নংমন্তব্য

"দ্বিতীয় খলিফার সময় মির্জায়ীদিগের ৫টি পার্টি হইয়াছে"।

উত্তর

সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। দ্বিতীয় খলিফা হযরত আমীরুল-মোমেনীন আয়্যাদাহুল্লাহুতালা বেনাছরিহীল-আজিজের নির্বাচনের সময় মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব কতিপয় অল্প সংখ্যক লোক লইয়া পৃথক হইয়া পড়েন, এবং লাহোরে একটা পৃথক আঞ্জোমন কায়েম

করেন। এই হিসাবে মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের আঞ্জোমনের মেম্বরদিগকে আহমদীদের একটা পৃথক পার্টি বলা যাইতে পারে। বাকী যে-সমস্ত লোকের কথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের কোন পার্টি বা জমাত নাই। কতিপয় বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকের আবল-তাবল কথা-বার্ত্তার দরুন তাহাদিগকে মাজযোব বা পাগল মনে করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, নবীকূল-শ্রেষ্ঠ হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর পর হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর জামানা হইতে মুসলমানদের মধ্যে যে কত মত-বৈষম্য হইয়া আসিয়াছে, প্রাথমিক মুসলমানদের এই সমস্ত ঐতিহাসিক খবর মৌলানা সাহেবের জানা আছে কি? মৌলানা সাহেব বলিতে পারেন কি, হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আয়েসা ছিদ্দীকা (রাঃ)-এর মধ্যে 'ছিফ্‌ফীনে' ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল কি-না, আর কেন হইয়াছিল? হযরত আলীকে কোন্ লোক শহীদ করিয়াছিল? হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইনকে কে শহীদ করিয়াছিল? মৌলানা সাহেব বলিয়া দিবেন কি— আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) ও তৃতীয় খলিফা হযরত উস্‌মান জিন্নুরাইন (রাঃ)-কে কে এবং কাহারা শহীদ করিয়াছিল, তাহারা মুসলমানদেরই জামাতের লোক ছিল কি-না?

যদি জগতের শ্রেষ্ঠতম নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যেই এই রকম মত-বৈষম্য হইতে পারে, মোনাফেক ও বিকৃত স্বভাবের লোকের বিদ্যমানতা অসম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আঁ-হযরতের (সাঃ) খলিফার জমাত হইতেও যদি দুই চারিটা লোক এই রকম বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ইহা দ্বারা কি প্রমাণ করিতে চাহেন?

৩৪নং মন্তব্য

"মির্জা সাহেব 'এজালায়ে-আওহাম' কিতাবে ২৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—

ممکن ہے کہ مثیل مسیح ایسا بھی ہو کہ رسُول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔

"ইহা সম্ভব যে মছিলে মসিহ এইরূপও হইবেন যে নবী (সাঃ)-এর কবরের নিকটে মদফুন হইবেন।"

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রায়ই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এবারতকে এমনভাবে পেশ করেন যাহাতে প্রকৃত মর্ম্ম বিকৃত হইয়া পরে। এখানেও তিনি তাহাই করিয়াছেন।

হযরত মসিহে মওউদ, (আঃ) 'এজালায়ে আওহামে' লিখিয়াছেন,

" ورنہ فرض کے طور پر اس حدیث کو جو نصوص بیّنہ کے مخالف صریح پڑی
ہوئی ہے صحیح بھی مان لیں اور اس کے معنی کو ظاہر پر ہی حمل کریں تو ممکن
ہے کہ کوئی مثیل مسیح ایسا بھی ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے
پاس مدفون ہو"

"এই হাদীসটিকে, যাহা কোরানের প্রকাশ্য উক্তির পরিষ্কারভাবেই বিরুদ্ধে বর্ণিত হইয়াছে, যদি ছহী বলিয়া ধরিয়াও লওয়া হয় এবং ইহাকে শাব্দিক অর্থেই গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও ইহাই সম্ভব হইতে পারে যে, এমন কোন মসিহ সদৃশ ব্যক্তি আসিবেন যিনি রসুলে করীম (সাঃ)-এর রৌজার কাছে সমাহিত হইবেন।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন, এখানে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই এবারতের মধ্যে অতি পরিষ্কারভাবেই ইসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন ও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কবরে দাফন হওয়াকে কোরান শরীফের প্রকাশ্য উক্তির বিরুদ্ধে মনে করিতেছেন, এবং বিরুদ্ধবাদীদিগকে এই উত্তর দিয়াছেন যে,— তোমাদের এই অসম্ভব কথাটাকে সম্ভব বলিয়া ধরিলেও তোমরা আমাকে অস্বীকার করিতে পার না। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই এবারতের আসল কথা বাদ দিয়া অযথা এত্‌রাজের সৃষ্টি করিয়াছেন।

৩৫নং মন্তব্য

"তিনি ১৯০৬ সনের জানুয়ারী মাসের মেগাজিনে লিখিয়াছেন,

ہم مکّہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے۔

কিন্তু তিনি লাহোর মরিয়াছেন"।

উত্তর

ہم مکّہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے۔

এই মন্তব্যটাও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের আর এক প্রকারের ধোঁকা। এই কথাটা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর নিজের কথা নয়, বরং ইহা এলহামী এবারত এবং এই এলহামের যে অর্থ তিনি করিয়াছেন তাহা পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল ঃ—

"اور کلمہ ہم مکّہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے اس کے یہ معنی ہیں کہ قبل از موت مکّی فتح نصیب ہوگی جیسا کہ وہاں دشمنوں کو قہر کے ذریعہ مغلوب کیا گیا تھا اُسی طرح ہمارے دشمن قہری نشانوں سے مغلوب کئے جائیں گے دوسرے یہ معنی ہیں کہ قبل از موت مدنی فتح نصیب ہو گی۔ یعنی خود بخود لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہو جائیں گے۔"

(ریویو ماہ جنوری ۱۹۰۶ء)

"আমরা মক্কাতে মরিব কি মদীনাতে মরিব এই বাক্যটির অর্থ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে আমাদের 'মক্কী-বিজয়' লাভ হইবে। সেখানে যেমন শত্রুদিগকে আল্লাহ্‌র কহর দ্বারা জয় করা হইয়াছিল এই রকম এইখানেও শত্রুদিগকে আল্লাহ্‌র কহরের নিদর্শন দ্বারা জয় করা হইবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে আমাদের 'মদনী বিজয়' লাভ হইবে, অর্থাৎ আপন হইতে মানুষের হৃদয় আমাদের দিকে আকৃষ্ট হইবে।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই বাক্যটিকে মৌলানা সাহেব যে-ভাবে পেশ করিয়াছেন তাহাতে ইহার অর্থ সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

تفسیر القول بمالا یرضی بہ قائلہ۔

৩৬নং মন্তব্য

"মসিহ নাজিল হইয়া জেহাদ-কারী ইমামের পিছনে নমাজ পড়িবেন। মির্জা সাহেবের সময় জেহাদ হইয়াছিল কি?"

উত্তর

এই গ্রন্থের যথাস্থানে এই প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) জেহাদ-কারী ইমামের পিছনে প্রায়ই নমাজ পড়িতেন। তবে কোরান শরীফে—

جَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا (الفرقان:٥٣)

"তাহাদের সঙ্গে বড় জেহাদ কর"— কথার মধ্যে যে-জেহাদের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই রকম জেহাদ-কারী ইমামের পিছনেই নমাজ পড়িয়াছেন।

মসিহে মাওউদ (আঃ) আবির্ভূত হইয়া সেই 'জেহাদে কবীর' আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহারই ফলে আজ কুফর-স্থানের বড় বড় কেন্দ্রে ইসলামী মীনারা মাথা উঁচু করিয়া আছে। এই জেহাদে রত ইমামের পিছনেই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) অনেক সময় নমাজ আদায় করিতেন।

আজ কালকার অনেক মৌলানা-মৌলবী সেই বড় জেহাদের কোন খবরই রাখেন না, হালওয়া-মুণ্ডা লাভ হইলে তাহাদের আর সেই বড় জেহাদের কোন দরকারও নাই। তাঁহারা-ত বসিয়া আছেন এমন এক মসিহের আশায় যিনি আসিয়া তাঁহাদিগকে কাফের মারিয়া বহু টাকা পয়সা দিবেন।

৩৭নং মন্তব্য

"তাঁহাদের পক্ষে একটি সেজদা পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু হইতে প্রীতিকর হইবে। মির্জা সাহেবের আমলে এইরূপ হইয়াছিল কি?"

উত্তর

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার সৎসাহস থাকিলে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও দেখিতে পাইতেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে গ্রহণ করার ফলে দুনিয়ার সর্ব স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া যাহারা সর্ব প্রকারের পার্থিব কষ্ট সহ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও যাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহারা বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র এবাদতের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিয়াছেন এবং পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য হইতেও একটি সেজদাকেই তাঁহারা অধিকতর মূল্যবান মনে করিয়াছেন। এমন মনে করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য এবং প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে পারিয়াছেন ও পারিতেছেন।

যাহাদের কাছে সেজদার মূল্য মুরীদানের কয়েকটা পয়সার বেশী কিছুই নহে তাহারা কেমন করিয়া সেজদার এই মূল্য বুঝিবে?

৩৮নং মন্তব্য

"আমরা বলি ইমাম মাহদী কনষ্টান্টিনপোল জয় করিয়া দেমাস্কে উপস্থিত হইবেন।"

উত্তর

হে মৌলানা সাহেব! এপর্য্যন্ত হাদীসের কিতাবগুলি এত ঘাটাঘাটি করিয়াও **একটি হাদীসও এই রকম বাহির করিতে পারিলেন না যাহাতে ইমাম মাহদীর কনষ্টান্টিনপোল জয় করিবার কথা আছে।** আর কনষ্টান্টিনপোল ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া আপনাদের এই ধারণা বাতিল হওয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

৩৯নং মন্তব্য

"মীর্জা সাহেব দেমাস্ক শব্দের মর্ম্ম কাদিয়ান গ্রহণ করিয়াছেন, আমি বলি, মির্জা সাহেবের দাবী সত্য হইলে নবী করীম (সাঃ) কাদিয়ানের নামটি লইতে পারিলেন না কেন?"

উত্তর

"জোওয়াহেরুল-আছরার" নামক কিতাবের এক হাদীস আমি উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি যাহাতে কাদেয়া বস্তির কথা আছে; কিন্তু তবুও আপনারা পার্থিব স্বার্থ ত্যাগ

করিয়া মানিতে পারিতেছেন না। আমি আরও বলি, যদি আপনাদের এই অনুমান অনুসারে মসিহ দেমাস্কেই নাজিল হইতেন, তাহা হইলেও আপনারা বয়তুল-মুকাদ্দছে মসিহ নাজিল হওয়ার হাদীসকে অধিকতর সহী বলিয়া দেমাস্কে অবতীর্ণ মসিহকে অস্বীকার করিতেন। আর যদি মসিহ বয়তুল- মুকাদ্দছে নাজিল হইতেন তাহা হইলে দেমাস্কোর ও কাদেয়া বস্তির কিংবা আফীক নামক পাহাড়ে নাজিল হওয়ার হাদীস পেশ করিয়া তাঁহাকে অস্বীকার করিতেন।

হযরত মুজাদ্দিদে-আলফেছানী, হযরত মুহিউদ্দীন ইব্নে আরবী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন যে সমসাময়িক অধিকাংশ মৌলানাগণ মসিহে মাওউদকে অস্বীকার করিবে। স্বয়ং রসুলে করীম (সাঃ)ও চিনিয়া লইবার জন্য তাকীদ করিয়া তাঁহার হুলিয়া ইত্যাদি পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এই জন্যই যে, আপনারা চিনিয়া লইতে গোলমাল করিতে পারেন।

আল্লাহ্তালা তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষদিগকে এমনভাবেই পাঠাইয়া থাকেন যেন মানুষ তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইতে বিচার-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করিতে পারে, এই জন্যই মানার বড় মর্য্যাদা ও না-মানার জন্য বড় অভিশাপ মানুষ লাভ করিয়া থাকে।

৪০নং মন্তব্য

"নামে কখনও 'এস্তেয়ারা' استعارة অর্থাৎ রূপক থাকে না।"

উত্তর

আবার মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজের জ্ঞানের লজ্জাকর অভ্যন্তরীণতার পরদা ফাঁক করিয়া দিলেন।

বাহাদুর বা বীর অর্থে রস্তম, দানশীল অর্থে হাতেম, পরম সুন্দর অর্থে ইয়োছফ ইত্যাদি নামের বহুল ব্যবহার সভ্য জগতের প্রায় প্রত্যেক ভাষায়ই প্রচলিত আছে। তৌজিহ নামক অছুলে ফেকাহর কিতাবে লিখিত আছেঃ—

يستعار لفظ ابى حذيفة لكل فقيه عالم متفق .

"আবু হানিফা শব্দটি প্রত্যেক জ্ঞানী, ফকীহ, পরহেজগার ব্যক্তির জন্য রূপকভাবে ব্যবহার হয়।"

৪১নং মন্তব্য

"নবী করীম (সাঃ)-এর অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে— আরব বিজয়, পারশ্য বিজয়, কেছরার ধনাগার বিজয়, রোম বিজয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল চেহারা, নত নাসিকা বিশিষ্ট তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ, বয়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, মিশর বিজয়, ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে, মির্জা সাহেব ইসা (আঃ)-এর নজোল-স্থান দেমাস্ককে কাদিয়ান করিলেন কেন"?

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই সমস্ত বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু কনষ্টান্টিনপোল বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও যে পূর্ণ হইয়াছে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, উহার উল্লেখ করেন নাই কেন? দেমাস্কের হাদীস সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। মসিহের নজোল-স্থান দেমাস্ক বলিয়া মুহাদ্দেসীন একমত হইতে পারেন নাই, বরং হানফীদের বড় বড় মুহাদ্দেস, মুল্লা আলি কারী ও জালালুদ্দিন ছায়োতী, মসিহে মাওউদের নজোল-স্থান দেমাস্কের পূর্ব দিকের কোন বয়তুল-মুকাদ্দাস সাব্যস্থ করিয়াছেন, এবং ইহাকেই অধিকতর ছহী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) যদি হাদীসের উল্লেখিত 'কাদেয়া' বস্তিকে দেমাস্কের পূর্ব-দিকস্থ মসিহ্‌র নজোল-স্থান মনে করিয়া থাকেন, আর এই 'কাদেয়া' বস্তিই যদি মুল্লা আলী কারী ও জালালুদ্দিন সায়োতী রহমুতুল্লাহ্ আলাইহের দেমাস্কের পূর্ব দিকের বয়তুল-মুকাদ্দাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে মৌলানা সাহেবের আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

৪২নংমন্তব্য

"হাদীসে আছে হযরত ইসা (আঃ) দুই ফেরেস্তার বাহুর উপর হাত রাখিয়া নাজিল হইবেন। এজালায়ে আওহামের ১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন দুইজন মানুষের স্কন্ধে হাত রাখিবেন, অর্থাৎ দুইজন লোক তাঁহার সহায়তাকারী হইবে"।

উত্তর

ইহাও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের আর একটি মিথ্যা কথা মনে হইতেছে, এজালায়ে আওহাম কিতাবের দুই তিন সংস্করণ আমি ১৫৮ পৃষ্ঠা তালাস করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের উদ্ধৃত কথা পাইলাম না, বরং দুই ফেরেস্তা সম্বন্ধে এজালায়ে আওয়ামের ৩৪৯ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত রূপ লিখা আছে—

"ازاں جملہ ایک یہ ہے کہ مسیح کے نزول کی علامت یہ لکھا کہ دو فرشتوں کے پروں پر اس نے اپنی ہتھیلیاں رکھی ہوئی ہوں گی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا دایاں اور بایاں ہاتھ جو تحصیل علوم عقلی اور انوارِ باطنی کا ذریعہ ہے آسمانی موکلوں کے سہارے پر ہوگا اور وہ مکتب اور کتابوں اور مشائخ سے نہیں بلکہ خدائے تعالیٰ سے علم لدنی پائے گا اور اس کی ضروریاتِ زندگی کا بھی خدائے تعالیٰ ہی متکفل ہوگا۔"

"নজোলে মসিহর লক্ষণগুলির মধ্যে একটি লক্ষণ এই যে, তিনি দুই ফেরেস্তার কাঁধের উপর নিজের হস্তদ্বয় স্থাপন করিয়া থাকিবেন, ইহা এই কথার দিকে ইঙ্গিত করিতেছে যে, তাঁহার দক্ষিণ ও বাম হস্ত, যদ্বারা মানসিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ অর্জন করা হইয়া থাকে, আস্‌মানী ফেরেস্তাদের সহায়তার উপর ন্যস্ত থাকিবে। বিদ্যালয়, কিতাব এবং শিক্ষক হইতে উহা লাভ হইবে না, বরং আল্লাহ্‌তালার তরফ হইতে এলমে-লুদন্নি লাভ করিবেন, আর পার্থিব জীবনের উপকরণগুলিও খোদাতা'লার উপরই ন্যস্ত থাকিবে"।

বস্তুতঃ, নবীদের সমস্ত কাজই ফেরেস্তার সাহায্যে হইয়া থাকে, কিন্তু এই ফেরেস্তাদিগকে সাধারণ মানুষ বাহ্য-চক্ষুতে দেখিতে পায় না। নবীদের সাহায্যকারী ফেরেস্তাদিগকে যদি জগতের লোক বাহ্য-চক্ষুতে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে ত কোন ঝগড়াই বাকী থাকিতে না, এবং নবীদিগকেও এত দুঃখ, কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। রসুলে করীম (সাঃ)-কেও ফেরেস্তাগণ সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু এই ফেরেস্তাদিগকে সাধারণভাবে সাধারণ মানুষ দেখিতে পায় নাই। কিন্তু মসিহে মাওউদের ফেরেস্তাদিগকে সাধারণ লোকে বাহ্য-চক্ষুতে দেখিতে পাইবে বলিয়া আশা করা জ্ঞানের স্বল্পতা বই আর কিছুই নহে।

মেশকাত শরীফের এক হাদীসের ব্যাখ্যা اشعة اللمعات 'আশেয়াতুল্লামআত' কিতাবে লিখিত আছে-

قد اثبت الاجنحة للملائكة والا لسنة قالوا ليس ذالك
كما يتوهم من اجنحة الطير ولكنها عبارة عن صفات
الملائكة وقواهم ولا يعرف الا بالمعانية ۔
(باب ذكر اليمن والشام)

"ফেরেস্তার পালক ও জিহ্বা আছে বলিয়া প্রমাণ আছে, জ্ঞানীগণ বলেন ইহা পাখীর পালকের মত নহে, বরং ফেরেস্তার পালকের অর্থ ফেরেস্তাদের গুণ ও শক্তিসমূহ। ইহাকে বাহ্য-দৃষ্টিতে জানা যাইতে পারে না, ইহাকে কেবল ভাব দ্বারাই জানা যাইতে পারে।"

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—

عن زيد ابن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
طوبى للشام قلنا لاى ذالك يا رسول الله قال ملائكة الرحمن
باسطة اجنحتها عليها ۔ (رواه الترمذى كتاب المناقب باب)

"জায়েদ ইবনে ছাবেত হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, শাম দেশের প্রতি ধন্যবাদ। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কিসের জন্য— হে আল্লাহ্‌র রসুল! তখন হযরত বলিলেন, যেহেতু আল্লাহ্‌র ফেরেস্তাগণ উহার উপর পালক বিছাইয়া রাখিয়াছে"। এখন মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকে আমরা জিজ্ঞাসা করি তিনি শাম দেশের ফেরেস্তাদিগকে চর্ম্ম চক্ষুতে দেখিতে পারেন কি?

তবে কখন কখন হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর অতি উচ্চ দরের সাহাবীগণ হযরতের দরবারে মানুষের আকৃতিতে ফেরেস্তাগণকে কয়েক মিনিটের জন্য দর্শন করিয়াছেন। মৌলানা সাহেবগণও যদি মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রতিশ্রুত প্রতিনিধিকে গ্রহণ করিয়া রুহানী উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাদের জন্যও কখনও কখনও ফেরেস্তাদিগকে দর্শন করা অসম্ভব ছিল না।

৪৩নংমন্তব্য

"দেমাস্কের হাদীসকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা গোমরাহী নহে কি?"

উত্তর

দেমাস্কের হাদীসকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নাই; বরং ইহার প্রকৃত মর্ম্ম উদঘাটিত করা হইয়াছে। স্বপ্ন-দর্শিত ঘটনা প্রায়ই রূপকভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, দাজ্জাল, নজোলে মসিহ, দেমাস্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে আঁ-হযরত (সাঃ) যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যে তাঁহার স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ দর্শিত বর্ণনা, ইহাতে কোন জ্ঞানী পাঠক সন্দেহ করিতে পারেন না। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বর্ণনা করাকে উড়াইয়া দেওয়া বলা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের অন্যায় প্রচেষ্টা। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই দেমাস্কি হাদীসের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এখানে আসিয়া বলিতেছেন, স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ع دروغ گورا حافظہ نباشد

৪৪নংমন্তব্য

"মীর্জা সাহেবের বাতীল মতে কোন ঘটনা স্বপ্নে দেখিলে আর সেই ঘটনা বাস্তবে পরিণত হয় না।"

উত্তর

কোন ঘটনা স্বপ্নে দেখিলে আর সেই ঘটনা বাস্তবে পরিণত হয় না, ইহা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর মত নয়। তিনি কোথাও এই রকম লিখেন নাই। হযরত মির্জা সাহেবের প্রতি এই রকম মত আরোপ করা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের আর এক সাদা ঝোট। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, স্বপ্নের অধিকাংশ কথা রূপকভাবে দর্শিত ও বর্ণিত হইয়া থাকে।

৪৫নং মন্তব্য

'মির্জা সাহেব এজালায়ে আওহামে লিখিয়াছেন যে, "যেন আমি" এই শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে উহা স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ ছিল كَاَنِّىْ 'যেন আমি' শব্দ দ্বারা সব সময়ই কাশ্‌ফ বুঝায় না। "

উত্তর

হযরত মির্জা সাহেব এই কথা কোথাও লেখেন নাই যে كَاَنِّىْ 'যেন আমি' শব্দ দ্বারা সব সময়ই স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ বুঝায়। কিন্তু আমি এই মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ বর্ণনা করিতেও ত লোকে এইكَاَنِّىْ 'যেন আমি' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে,এবং রসুলে করীম (সাঃ)كانى رأيت "আমি যেন দেখিলাম",رأيتنى الليلة "অদ্য রাত্রে আমি নিজেকে দেখিলাম" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নিজেই কি অতি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন নাই যে, ইহা স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ?

আর মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর লেখা পাঠ করিয়াও কি কোন সত্যবাদী বুদ্ধিমান এই কথা বলিতে পারিবে যে, তিনি كَاَنِّىْ শব্দদ্বারা সব সময়ই কাশ্‌ফ বুঝায় বলিয়াছেন?

৪৬নং মন্তব্য

"মসিহকে স্বপ্ন দেখার তাবীর হয় ছফর করা। অতএব, রসুল করীম (সাঃ) মসিহকে স্বপ্নে দেখিয়া থাকিলে ইহার তাবীর হইবে আঁ–হযরত (সাঃ)–এর ছফর করা। সুতরাং মসিহে মাওউদের আগমনের কথাই মিথ্যা হইয়া যায়, আর মির্জা সাহেবের দাবী সমূলে উৎপাটিত হয়"।

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই আবল তাবল পাঠ করিয়া মনে হয় তাহার বুদ্ধি–বৈকল্য ঘটিয়াছে। পাঠক অবশ্য অবগত আছেন যে, স্বপ্নের তাবীর সব সময় এক রকম হয় না, বিশেষতঃ আল্লাহ্‌র নবীগণ নিজ স্বপ্নের যে তাবীর করিয়া থাকেন উহাই শুদ্ধ হইয়া থাকে। নবীদিগকে স্বপ্ন ও কাশফের তাবীর অনেক সময় আল্লাহ্‌র তরফ হইতে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। আঁ–হযরত (সাঃ)–ও এই স্বপ্নের তাবীর নিজে করিয়া মসিহে মাওউদের (আঃ) আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। অতএব, আঁ–হযরত (সাঃ)–এর এই স্বপ্নের অন্য কোন তাবীর করিবার মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের অধিকার নাই। رؤيا الانبياء وحى অর্থাৎ "নবীদের স্বপ্নও ওহি" এবং ইহাকে ওহির মত গ্রহণ করাই কর্তব্য।

৪৭ নং মন্তব্য

"৭ম হাদীসে আছে ইয়াজোজ–মাজোজের দল তিবরীয়া উপ–সাগরের সমস্ত পানি পান করিয়া ফেলিবে।"

উত্তর

ইয়াজোজ-মাজোজের দল তিব্‌রীয়া সাগর কেন অন্যান্য সাগরসমূহের পানি পান করিয়া শুকাইয়া ফেলিয়াছে; ইয়াজোজ-মাজোজের অন্য দল কিছুই পাইতেছে না। এই কারণেই তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে; সমুদ্রের ঢেউয়ের মত একদল আর এক দলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে এই সমস্ত সূক্ষ্ম কথা মৌলানা সাহেবদের মাথায় ঢুকে নাই এবং চোখে দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না।

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমি ইতিপূর্ব্বে হাদীসের আলোচনায় করিয়া আসিয়াছি।

৪৮নং মন্তব্য

"হযরত ইসা (আঃ)-এর দোয়াতে তাহাদের গ্রীবাদেশে একপ্রকার কীট প্রবেশ করিবে।"

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দোয়াতে এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বিরুদ্ধবাদীদের গ্রীবাদেশে প্লেগের কীট প্রবেশ করিয়া হাজার হাজার মুখালেফের প্রাণ নাশ হইয়াছে।

৪৯নং মন্তব্য

"মির্জা সাহেব কি তুর পর্ব্বতে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন?"

উত্তর

আমরা হাদীসের আলোচনায় এই কথার বিস্তারিত উত্তর দিয়া আসিয়াছি। মসিহে মাওউদ দাজ্জাল বধ করিবার জন্য সশরীরে আস্‌মান হইতে দুই ফেরেস্তার কাঁধের উপর ভর করিয়া সশরীরে নামিয়া আসিয়া নিজের দল-বলসহ তুর পর্ব্বতে যাইয়া পলায়ন করিয়া অবরুদ্ধ থাকার কথা যে রূপক অর্থে ব্যবহার হইয়াছে তাহা কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। বস্তুতঃ, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাহার দলবলসহ সমস্ত দুনিয়ার মুখালিফাত ও বিরুদ্ধাচরণের সময় আল্লাহ্‌র হেফাজতের তুর পর্বতেই অবস্থান করিতেছিলেন। নতুবা হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সমবেত শক্তির মোকাবেলায় তাঁহার পক্ষে জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইত না।

৫০নং মন্তব্য

"তিনি কি ইংরাজ ও রুস জাতিদ্বয়কে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন?"

উত্তর

ইতিপূর্ব্বে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেই এক হাদীস উল্লেখ করিয়া লিখিয়া আসিয়াছেন যে, ইয়াজোজ-মাজোজের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার কাহারও ক্ষমতা থাকিবে না;

স্বয়ং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-ও ইয়াজোজ-মাজোজের ভয়ে দলবলসহ তুর পর্ব্বতে যাইয়া পলাইয়া থাকিবেন; আর এখানে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তিনি তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন কি না? ইহাতে সেখ সাদীর কথাই স্মরণ হয় ঃ—

دروغ گو را حافظہ نباشد

বস্তুতঃ, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের ফলে ইয়াজোজ-মাজোজের ধ্বংস ও ইস্‌লামের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে ও হইতেছে; যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা দেখিতেছেন।

৫১নং মন্তব্য

"তাহাদের লাসগুলি কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পক্ষী উঠাইয়া লইয়া অন্যত্র ফেলিয়া দিয়াছে?"

উত্তর

আঁ-হযরত (সাঃ) হাদীসের মধ্যে উটের গলার মত লম্বা পক্ষী বলিয়া বর্ত্তমান জামানার উড়োযানগুলির প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহা আজ আমাদের চোখের সামনে পূর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে, এই উড়োযানগুলিই আজ ইয়াজোজ-মাজোজকে উঠাইয়া দূর-দূরান্তে লইয়া যাইতেছে। হাদীসে লাস উঠাইবার কথা নাই। ইহা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের নিজের মস্তিস্ক হইতে প্রসূত।

৫২নং মন্তব্য

"তাহাদের তীর ও তীরদানগুলি কত দিনের জ্বালানী কাষ্ঠ হইয়াছে?"

উত্তর

ইহা ইয়াজোজ-মাজোজের ধ্বংস হওয়ার পর যুদ্ধ নিরাকরণের আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়া ইস্‌লামের শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে দেখা যাইবে, তাহাদের সরঞ্জামগুলি কতদিনের জ্বালানী কাষ্ঠ হয়। এখনই এই প্রশ্ন কেন?

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের ফল ও তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে-কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া শেষ হইবে ইহা বিশ্বাস করা এখন খুব কঠিন নহে।

৫৩নং মন্তব্য

كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم

(بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مریم)

"মির্জা সাহেব বুখারী ও মুস্‌লিমের এই হাদীসের বাতীল অর্থ করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত অর্থ—তোমাদের কি আনন্দময় অবস্থা হইবে, যে সময় তোমাদের মধ্যে মরিয়মের পুত্র নামিয়া আসিবেন, অথচ তোমাদের ইমাম তোমাদেরই মধ্য হইতে (কোরেশ হইতে) হইবেন"।

উত্তর

আরবী ভাষায় যাহাদের সাধারণ জ্ঞানও আছে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই হাদীসের যে অর্থ করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণ ভুল, এবং নিজ হইতে অতিরিক্ত শব্দ প্রক্ষিপ্ত করিয়া হাদীসের মর্ম্ম বিগড়াইয়া দিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি যে, ইব্‌নে মরিয়ম শব্দটি মরিয়মের পুত্র হিসাবে এই হাদীসে ব্যবহৃত হয় নাই, বরং গুণবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই হাদীসে 'কোরেশের' কোন কথা নাই, আর 'নজোল' শব্দ দ্বারাও **নামিয়া আসা** বুঝায় নাই। এই হাদীসের "و امامكم" "ও ইমামুকুম" শব্দটির মধ্যে যে, 'و' "ওয়াও" অক্ষরটি আছে উহার তরজমা মৌলানা সাহেব 'অথচ' করিয়াছেন। আরবী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছেলেরাও জানে যে 'و' অক্ষরটি 'আতেফা' কিংবা 'হালিয়া' রূপে ব্যবহার হয়। 'আতেফা' বলা হয় সংযোজক অব্যয়কে— যেমন রাম ও শ্যাম আসিয়াছে। এখানে রাম ও শ্যাম 'আসিয়াছে' ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে সংযুক্ত বা শরীক হইয়াছে। অতএব, ইহার অর্থ হইবে রামও আসিয়াছে, শ্যামও আসিয়াছে। সুতরাং আলোচ্য হাদীসে যদি 'و' কে 'আতেফা' মনে করা হয় তাহা হইলে হাদীসের অর্থ হইবে— ইব্‌নে মরিয়ম ও ইমামুকুম, উভয়-ই নাজিল হইয়াছেন।

আমার বিশ্বাস মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই হাদীসে 'و' কে 'আতেফা' বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। তাহা হইলে মৌলানা সাহেব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, এই হাদীসে 'و' অক্ষরটি 'হালিয়া' রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর 'হালিয়া' বলা হয় যাহা দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়ার কর্ত্তা কিংবা কর্মের অবস্থা বর্ণনা করা হয়।

"الحال ما يبيّن هيئة الفاعل والمفعول به" (كافيه)

সুতরাং আলোচ্য হাদীসের 'و' টি যদি 'হালিয়া' হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই 'و' দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী نزل 'নাজালা' ক্রিয়ার কর্ত্তার অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আলোচ্য হাদীসে 'নাজালা' ক্রিয়ার কর্ত্তা ইব্‌নে মরিয়ম, আর 'و' অক্ষর দ্বারা উহার অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে।

অতএব আলোচ্য হাদীসের অর্থ হইতেছে—"নাজেল হইবেন ইব্‌নে মরিয়ম যে-অবস্থায় এই ইব্‌নে মরিয়ম তোমাদের ইমাম হইবেন।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-ও এই অর্থ-ই করিয়াছেন। ইহা বাতীল অর্থ নহে। পক্ষান্তরে, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে-অর্থ করিয়াছেন তাহাতে তাহার বিরাট অজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যাকরণের সূত্র উল্লেখ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছেলেদের মত করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার পরও তিনি তাহার গোঁ ছাড়িবেন কি?

৫৪নং মন্তব্য

"ইমাম বয়হকী কিতাবুল-আছমা ওছ্ছিফাতের ৩০১ পৃঃ লিখিয়াছেন—

كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم من السماء

"এই হাদীসে স্পষ্টই আসমান শব্দ আছে।"

উত্তর

ইমাম বয়হকীর এই 'হাওয়ালা' উদ্ধৃত করিতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব আসল কথা বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়াছেন। ইমাম বয়হকীর আসল এবারত হইতে " رواه البخاري " শব্দদ্বয় বাদ দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, ইমাম বয়হকী নিজের তরফ হইতে কিছুই বলেন নাই, বরং ইমাম বুখারীর বরাত দিয়া বলিয়াছেন ও বুখারীর হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন।

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نزل
ابن مريم من السماء فيكم واما مكم منكم

مسند احمد بن حنبل. رواه البخاري)

কিন্তু পাঠক ইহাও অবগত আছেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখিয়া আসিয়াছেন যে, ইমাম বুখারী "আসমান হইতে" শব্দ বর্ণনা করেন নাই। তবে ইমাম বয়হকী 'আসমান হইতে' শব্দ কেন অতিরিক্ত করিলেন? আমি বলিব, ইহা ছাপার ভুল, বা ইমাম বয়হকীর লিখনি-বিচ্যুতি। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পক্ষে ইমাম বয়হকীর এই আসল কথাটি যে, তিনি বুখারী হইতে ইহা বর্ণনা করিতেছেন, বাদ দেওয়া বড় অন্যায়।

৫৫নং মন্তব্য

" وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ " (الحديد: ٢٦) - " وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ (الزمر: ٧)
" يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا " - (الاعراف: ٢٧)

"এই সমস্ত আয়াতের অর্থ করিতে কোন কোন ব্যাখ্যাকারী আস্‌মান হইতে হযরত আদম (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ্‌তালা লৌহ, চতুস্পদ জন্তু ও পোষাক নাজিল করিয়াছিলেন বলিয়া অর্থ করিয়াছেন।"

উত্তর

ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, এরূপ অর্থ যদি কোন ব্যাখ্যাকারী করিয়া থাকেন তবে ভুল করিয়াছেন। কারণ, আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এই সকল বস্তু পৃথিবীতেই উৎপন্ন হয়, এবং অনেক তফছীরকারকও এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হওয়া অর্থই করিয়াছেন।

المراد بالنزول الاحداثُ والانشاءُ والابداعُ كقوله تعالىٰ

"انزل لكم من الانعام" وقوله تعالىٰ "انزلنا الحديد"۔

"নজোল শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা, প্রস্তুত করা, নূতন আবিস্কার করা, যেমন আল্লাহ্‌র বাক্য 'চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি' 'লৌহ সৃষ্টি করিয়াছি"। *(তফছীর-কবীর, ৫ম খণ্ড, ৩৯০ পৃঃ)।*

এই রকম আরও বহু তফছীরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহাতে তফছীরে কবীরের এই অর্থই সমর্থন করা হইয়াছে;

এতদ্ব্যতীত কোরান শরীফের নিম্নলিখিত আয়াত হইতেও আমাদের এই অর্থই সমর্থিত হয়।

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

(الحجر: ٢٢)

"প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডারই আমার কাছে বিদ্যমান আছে, আমি নির্দ্ধারিত সময় মত ইহা নাজিল করিয়া থাকি।"

তফছীরে-কবীরে এই হাদীসটিও লিখা আছে—

ان الله انزل اربع بركات من السماء الى الارض انزل الحديد

والنّار والماء والملح ۔

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তালা এই চারিটি বরকত (কল্যাণ) নাজিল করিয়াছেন— লৌহ, অগ্নি, পানি, এবং লবণ।"

বিজ্ঞ পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আল্লাহ্‌তালা যে-সমস্ত বস্তু জগতের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাদের জন্যই আস্‌মান হইতে নাজেল করার সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মৌলানা সাহেব বলিয়াছেন, আদম (আঃ)-এর আস্‌মান হইতে পৃথিবীতে নাজিল হওয়ার সময় এই সকল বস্তু নাজিল হইয়াছিল, কিন্তু এই কথা দ্বারাও মৌলানা সাহেব নিজ অজ্ঞতার আর এক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তালা বলিতেছেন—

"انی جاعل فی الارض خلیفة"۔ (البقرہ ؛ ۳۱)

"আমি পৃথিবীতে খলিফা বানাইব" আর মৌলানা সাহেব বলিতেছেন, আদম (আঃ)-কে আস্‌মানে রাখা হইয়াছিল তথা হইতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব আদমের জান্নাত (বাগান) যে আল্লাহ্‌তালার ওয়াদা অনুসারে পৃথিবীতেই ছিল তাহা কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারে না।

৫৬নং মন্তব্য

"قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا"۔ (الطلاق ؛ ۱۱، ۱۲)

"তফছীরে কাশ্বাফে এই আয়াতে রসুল অর্থ জিব্রাইল করিয়াছেন। এইখানেও নজোল অর্থ আস্‌মান হইতে নাজেল হওয়া করিতে হইবে।"

উত্তর

হযরত বড় পীর সৈয়দ আব্দুল কাদের জীলানি এই আয়াতে রসুল শব্দের অর্থ— 'হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)' করিয়াছেন—

وقد سمی الله عزوجل اشیاء فی القران ذکرا من ذالك ----

وسمی الرسول ذکرا قوله عزوجل "قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا"۔ (غنیة الطالبین ص ٦٦٨)

অতএব হযরত রসুলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধে নজোল ব্যবহার হইয়াছে দেখিয়াও যখন তাঁহার আস্‌মান হইতে নামিয়া আসা অর্থ কেহই করেন না, তখন ইসা (আঃ) সম্বন্ধেও নজোল শব্দ দেখিলেই আস্‌মান হইতে নামিয়া আসার অর্থ করা উচিৎ হইবে না।

৫৭নং মন্তব্য

"তেরমিজি শরীফে হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে—

"اذ هبط عیسی ابن مریم"۔ (ترمذی کتاب الفتن باب ٩) —অবতীর্ণ হওয়া আসিয়াছে।'

উত্তর

هبط শব্দের অর্থ 'উপর হইতে বা আস্‌মান হইতে নামিয়া আসা' মৌলানা সাহেব কোথায় পাইলেন? কোরান শরীফে আসিয়াছে— اهبطوا مصرا — "মিশরে যাও"। অতএব هبط শব্দ হইতে আসমান হইতে আসা অর্থ করার চেষ্টা করা ভুল।

এতদ্ব্যতীত হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেই এক হাদীসে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেনঃ—

اذ بعث الله عيسى ابن مريم (ابن ماجه كتاب الفتن باب ٣٣)

"আল্লাহ্ যখন ইসা (আঃ)–কে পাঠাইবেন।"

কঞ্জোল–উম্মাল কিতাবের ২য় খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠায় আসিয়াছে—

عن ابى هريرة قال ان المساجد لتحدر لخروج المسيح وانه
سيخرج فيكسر الصليب ويقتل الخنزير

"আবুহুরাইরা হতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মসিহ (আঃ) **বাহির হইলে** মসজিদগুলি সজ্জিত হইবে, তিনি অচিরেই বাহির হইবেন, ক্রুশ ভাঙ্গিবেন এবং শূকর বধ করিবেন।"

পাঠক, ইসা (আঃ)–এর আগমন সম্বন্ধে 'নজোল', 'হবোত', 'বা–আছ', 'খরোজ' (نزول - هبوط - بعث - خرج) এই সকলগুলি শব্দই ব্যবহার হইয়াছে। পক্ষান্তরে, আস্‌মান হইতে সশরীরে নামিয়া আসা বুঝায় এমন একটি শব্দও নাই। তথাপি মৌলানা সাহেব তাঁহার গোঁ ছাড়িতেছেন না—আশ্চর্য্য!

৫৮নং মন্তব্য

"মীর্জা সাহেব খ্রীষ্টানদের জাল কিতাবের হাওয়ালা দিয়াছেন।"

উত্তর

খ্রীষ্টানদের কিতাবের সবগুলি কথাই জাল নহে, বরং খ্রীষ্টানদের কিতাবে আঁ–হযরত (সাঃ) সম্বন্ধীয় বহু ভবিষ্যদ্বাণী এখনও বিদ্যমান আছে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, এই সমস্ত কিতাবে অনেক কথা প্রবিষ্ট হইয়াছে; এই সমস্ত কিতাব অসত্য হইতে খালি নহে। এই সমস্ত কিতাবের সব কথাই জাল নহে, আর সব কথাই অসত্যও নহে। সুতরাং, ইঞ্জিল ইত্যাদি কেতাবের যে–সমস্ত কথা কোরান ও হাদীসের শিক্ষার ও বর্ণনার সমর্থন করে, ঐ সমস্ত কথাকে তায়িদী দলীল বা সমর্থনকারী প্রমাণরূপে পেশ করাতে জাল কিতাবের দলীল পেশ করা হইয়াছে মনে করা জ্ঞানের সংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নহে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কোথাও ইঞ্জিল ইত্যাদি কেতাবের কথাকে কোরান ও হাদীসের বিরুদ্ধে সত্য বলিয়া পেশ করেন নাই, বরং ইহাদের তীব্রভাবে খণ্ডন করিয়াছেন।

৫৯নং মন্তব্য

"এক্ষণে মির্জা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি মসিহ (আঃ) ইয়াহ্‌ইয়াকে এলিয় বলিতেছেন, আর ইয়াহ্‌ইয়া নিজেকে এলিয় বলিয়া অস্বীকার করিতেছেন; এক্ষণে কোন নবীর কথা সত্য? মথি ও যোহন এই উভয় পুস্তকের কোন্‌টি সত্য?

উত্তর

মথি ও যোহন এই দুই ইঞ্জিলের কোনটিরই সবগুলি কথা সত্য নহে, আর সবগুলি কথা মিথ্যাও নহে। মৌলানা রুহুল সাহেব উল্লিখিত দুইটি রেফারেন্সের সামঞ্জস্য বুঝিতে পারেন নাই, ইহার কারণ তিনি পরিষ্কার মন ও নিরপেক্ষ বিবেক নিয়া চিন্তা করেন নাই। সাদা মন নিয়া চিন্তা করিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, উক্ত দুইজন নবীর দুইটি কথাই সত্য। প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে এই যে, তৌরাত কিতাবে এলিয় নবীর আস্‌মানে যাওয়া ও মালাকী নবীর কিতাবে এলিয় নবীর আগমনের কথা আছে। এই কথা দুইটির মর্ম্ম ইহুদীরা বুঝিয়া বসিয়াছিল যে, এলিয় সশরীরে আস্‌মানে জীবিত আছেন, এবং মসিহের আগমনের পূর্বে তিনি তৃতীয়বার আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন, এই বিশ্বাস এখন পর্যন্ত ইহুদীদের আছে, এবং তাহারা এখনও এলিয় নবীর আগমনের জন্য আস্‌মানের দিকে তাকাইয়া আছে। এই জন্যই তাহারা হযরত ইসা (আঃ)-কে এবং পরবর্ত্তীকালে হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কেও মানিতে পারে নাই।

হযরত ইসা (আঃ) আসিয়া যখন দাবী করিলেন; তখন ইহুদী মৌলবী-মৌলানারা জিজ্ঞাসা করিল যে, তুমি যদি মসিহ হইয়া থাক তবে এলিয় কোথায়, এলিয় নবী আস্‌মান হইতে নামিয়া না আসিলে মসিহ কেমন করিয়া আসিতে পারে? তখন হযরত ইসা (আঃ) উত্তর দিলেন— জাকারিয়া নবীর পুত্র ইউহান্নাই আগমনকারী এলিয়। আবার ইহুদী মৌলবী-মৌলানারা যাইয়া ইউহান্না বা ইয়াহ্‌ইয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এলিয়? তখন তিনি উত্তর দিলেন, আমি এলিয় নহি, অর্থাৎ তোমাদের ভুল ধারণা মত হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বের এলিয় যিনি সশরীরে আস্‌মানে জীবিত আছেন বলিয়া মনে করিতেছ, আমি সেই এলিয় নহি। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ইহুদী মৌলবী-মৌলানাদের প্রশ্নের উত্তরে তাহাদের ধারণা মত এলিয় হওয়া হইতে অস্বীকার করিয়াছেন। মসিহ (আঃ)-এর আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে মহাপুরুষের এলিয় নামে আসার কথা ছিল, সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি হওয়া সম্বন্ধে তিনি অস্বীকার করেন নাই।

হযরত ইসা (আঃ) এলিয় নবীর আস্‌মানে যাওয়া ও তাঁহার আসা সম্বন্ধে যে, মীমাংসা দিয়াছেন এবং ইহুদীদের বুঝার যে ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া ইহুদীরা হযরত ইসা (আঃ)-কে অস্বীকার করিয়াছে। আর ইস্রায়িলী ইসা (আঃ)-এর উঠিয়া যাওয়া ও ইসা (আঃ)-এর আগমন সম্বন্ধে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যে মীমাংসা দিয়াছেন, তাহা না বুঝিয়া মুসলমানদেরও অনেকেই আজ মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে গ্রহণ করিতেছে না। আঁ-হযরত (সাঃ) সত্যই বলিয়াছেন ঃ—

لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع

"তোমরা পদে পদে ইহুদীদের অনুসরণ করিবে"।

হযরত ইসা (আঃ) আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তারপর হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)ও আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ইহুদী মৌলানা-মৌলবীদের খেয়াল মত এলিয় নবী আস্‌মান হইতে এখনো সশরীরে নামিয়া আসিলেন না, এবং আসিবেনও না। আর উম্মতে মোহাম্মদিয়াতে মসিহে মাওউদ (আঃ) আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন ইসা (আঃ) এখন পর্যন্ত সশরীরে আস্‌মান হইতে আসিলেন না, আসিবেনও না।

৬০ মন্তব্য

"মৃন্ময় দেহ নিয়া আস্‌মানে উঠা বিজ্ঞান মতে অসম্ভব হইলে বাইবেলে রাজাবলির ২য় অধ্যায় ১১ পদে আছে, এলিয় নবীকে অগ্নিময় অশ্ব আসিয়া আস্‌মানে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিল, আর কোরান শরীফে আছে—

يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة

'হে আদম তুমি এবং তোমার জোড়া জান্নাতে বাস কর।' ইহাতে তাহাদের সশরীরে আস্‌মানে থাকা প্রমাণ হয়।"

উত্তর

বাইবেলের 'রাজাবলীর' উক্ত পদের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ইহুদী মৌলানা ও মৌলবী সাহেবগণ আজ পর্যন্ত হযরত ইসা (আঃ)-এর উপর ইমান আনিতে পারে নাই, আর কোরানে বর্ণিত হযরত ইসা (আঃ)-কে 'আল্লাহ্‌র উঠাইয়া নেওয়ার' অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ২য় সংস্করণের ইহুদী মৌলানাগণও, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উপর ইমান আনিতে পারিতেছে না। এলিয় এবং ইসা (আঃ) কেহই সশরীরে আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন না। কাজেই ইহুদী এবং তথা-কথিত মুসলমানদের আস্‌মানের দিকে তাকাইয়া থাকা বৃথা। এই রকম বিশ্বাস নিয়া একবার ইহুদীরা অভিশপ্ত হইয়াছে, আর এই রকম বিশ্বাসের গতিকে মুসলমান নামধারী অনেকেই ইহুদীদের দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হইতে চলিয়াছে। হায় রে ভবিতব্য!

আল্লাহ্‌তালা হযরত আদম (আঃ)-কে আস্‌মানে রাখিয়াছিলেন মৌলানা সাহেব এই কথা কোথায় পাইলেন। আমি বলিয়া আসিয়াছি আল্লাহ্‌তালা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—

انى جاعلٌ فى الارض خليفة ـ

"আমি পৃথিবীতে খলিফা করিব"

আর মৌলানা সাহেব বলিতেছেন, আস্‌মানে রাখিয়াছিলেন। তিনি হয়ত বলিবেন, জান্নাত শব্দ যে আছে। আমি বলি, জান্নাত কি কেবল আস্‌মানই হয়? দুনিয়াতে জান্নাত হয় না? জান্নাত শব্দের অর্থ কি?

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ
هَٰذِهِ أَبَدًا (كهف:٣٦)

কোরাণ শরীফে আছে, "সে তাহার জান্নাতে প্রবেশ করিল যখন সে তাহার নিজের আত্মার উপর অত্যাচার (গুণাহ) করিতেছিল, এবং বলিল এই জান্নাত কখনও ধ্বংস হইবে না" ।এই আয়াতের কি অর্থ করেন? জান্নাত শব্দ দেখিলেই আসমান মনে করার কি কোন হেতু আছে? নেহায়ৎ আরবী না-জানা পাঠকের জন্য আমি বলিয়া দিতেছি, জান্নাত শব্দের অর্থ — বাগান; আম, কাঁঠাল, খেজুর, আঙ্গুর ইত্যাদি ফলের বাগানকেও আরবী ভাষায় জান্নাত বলে।

৬১নং মন্তব্য

মেরাজ জিছমানি ছিল, না রুহানী? যেহেতু আঁ-হযরত (সাঃ) মেরাজে সশরীরে গিয়াছিলেন হযরত ইসা (আঃ) যাইতে পারিবে না কেন?

উত্তর

আস্‌মানে যাইতে পারা, না পারা, নিয়াত তর্ক নাই। তিনি যে আস্‌মানে গিয়াছেন, ইহার প্রমাণ কই? এতবড় একটা কথা— সশরীরে আস্‌মানে যাওয়া—শুধু যাইতে পারা দ্বারাই গিয়াছেন বলিয়া ধারণা করা যায় না।

হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর মেরাজ সম্বন্ধে বড় বড় সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল বলিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব স্বীকার করিয়াছেন—সশরীরে হইয়াছে না স্বপ্নে হইয়াছে। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ)-এর মত ছিল, তাঁহার জড়দেহ আস্‌মানে যায় নাই, তাঁহার আত্মা গিয়াছিল। কোরান শরীফে আছে "الرُّؤْيَا" একটি 'স্বপ্ন'। কেহ কেহ বলেন 'রোওইয়া' অর্থ স্বপ্ন হইলেও এখানে চোখের দেখা رُؤْيَا الْعَيْن আমি বলি, স্বপ্নেও লোকে চোখেই দেখে, কান দিয়া দেখে না। বুখারী শরীফে পরিষ্কারভাবে স্বপ্ন বলিয়া উল্লেখ আছে।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, রসুল করীম (সাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়া এবং তাঁহার মেরাজে যাওয়ার কথা কোরানে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আঁ-হযরতের (সাঃ) বড় বড় সাহাবীগণ কয়েক ঘন্টার জন্য সশরীরে গিয়াছেন কিনা এবিষয়ে মতভেদ করিতেছেন। আর মৌলানা সাহেব বিনা প্রমাণেই হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ইসা (আঃ) সশরীরে আসমানে বসিয়া আছেন বলিয়া বিশ্বাস করাইতে চান।

৬২নং মন্তব্য

"আসহাবে কাহাফ' তিনশত নয় বৎসর **বিনা আহারে** জীবিত ছিল, কাজেই হযরত ইসা (আঃ)ও বিনা আহারে আস্‌মানে জীবিত থাকিতে পারেন।"

উত্তর

'আসহাবে কাহাফ' **বিনা আহারে** তিন শত নয় বৎসর জীবিত ছিলেন তাহা মৌলানা সাহেব কোথায় পাইলেন? **বিনা আহারে জীবিত থাকার কথা ত কোরান শরীফে নাই** বরং কোরান শরীফে আসিয়াছেঃ—

مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ (الانبياء: ٩)

"আমি এমন কোন দেহ সৃষ্টি করি নাই যাহারা খাদ্য না খাইয়া থাকিতে পারে।" কাজেই তিনশত নয় বৎসরের কথা যাহা কোরান শরীফে উল্লেখ আছে, তাহা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন নয়, সামাজিক জীবন।

৬৩নং মন্তব্য

"পরলোকে যখন বেহেস্তে থাকিবেন তখন যেমন মলমুত্র ছাড়াই থাকিবেন, এই রকম ইসা (আঃ)ও আছেন।"

উত্তর

এতক্ষণে মৌলানা সাহেব ঘুরিয়া ঘুরিয়া এবং বহু ঘুরিয়া ঠিক কথাই বলিয়া ফেলিলেন। পরলোকে মানুষ যে-রকম দেহ নিয়া মলমুত্র ছাড়া থাকিবে, এই রকম দেহ নিয়াই হযরত ইসা-(আঃ)-ও সেই অবস্থায়ই আছেন, এবং পারলৌকিক দেহ নিয়া পরলোকেই আছেন। পারলৌকিক দেহ পারলৌকিক অবস্থা পরলোকে গেলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃত্যুর পূর্বে এই জড় দেহ ত্যাগ না করিয়া কেহই পারলৌকিক দেহ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

সুতরাং ইসা (আঃ) স্বাভাবিক মৃত্যুর পর পারলৌকিক দেহ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৬৪নং মন্তব্য

"আল্লাহ্ কি আস্‌মানে হযরত ইসা (আঃ) এর খাদ্য প্রদান করিতে পারেন না?"

উত্তর

নিশ্চয়ই পারেন। আল্লাহ্‌র পারা, না পারা, নিয়া-ত কোন তর্কই নাই। আল্লাহ্‌তালা সর্বশক্তিমান, তিনি সব করিতে পারেন। তিনি মানুষ, গরু, ঘোড়া, সবকেই সশরীরে আস্‌মানে উঠাইতে পারেন। আল্লাহ্‌তালা ইচ্ছা করিলে মানুষকেও লেজ এবং শিং দিতে পারেন। কিন্তু কথা হইতেছে তিনি এরূপ করিয়াছেন কিনা? তিনি হযরত ইসা (আঃ)-কে আস্‌মানে সশরীরে জীবিত অবস্থায় রাখিয়াছেন কিনা? কোরান শরীফে অতি পরিষ্কারভাবেই হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথা উল্লেখ আছে। তাঁহার সশরীরে আস্‌মানে যাওয়ার কথা কোরান হাদীসের কোথাও নাই।

৬৫নং মন্তব্য

"দাজ্জাল বাহির হইবার কালে মুসলমানগণ যেমন শুধু তছ্বীহ পড়িয়া জীবিত থাকিবেন, কিছুই খাইবেন না; ইসা (আঃ)–ও আস্‌মানে শুধু তছবীহ পড়িয়াই জীবিত আছেন।"

উত্তর

شد پریشان خوابِ من از کثرتِ تعبیرہا

"স্বপ্নটি আমার ব্যাখ্যা বাহুল্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

পীর ও মৌলানাগণ যদি এইরূপ শিক্ষাই না দিতেন, তবে মুসলমান সমাজ আজ এইরূপ ভয়াবহ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইত না।

মৌলানা সাহেব যে সমধিক ছহী হাদীসটি উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন কনষ্টান্টিনপোল বিজয়ের পরবর্ত্তী বৎসরই দাজ্জাল বাহির হইবে, কনষ্টান্টিনপোল ত ১৪৫৩ খৃ: বিজিত হইয়াছে, আর এই হাদীস অনুসারে ১৪৫৫ খৃঃ দাজ্জালও বাহির হইয়াছে। সেই অবধি মৌলানা সাহেবগণ কি কিছুই না খাইয়া শুধু তছবীহ পড়িয়াই জীবিত আছেন? তছবীহ্‌র গুণাবলী এইরূপ বর্ণনা না করিলে মৌলানা সাহেবদের তছবীহ্, কবচ, ইত্যাদির কদর হইবে কি করিয়া।

৬৬নং মন্তব্য

"আস্‌মানের আবর্ত্তনে হযরত ইসা (আঃ) যদি নীচে আসেন, জমির আবর্ত্তনে মির্জা সাহেব নীচে যান কি?"

উত্তর

যাহারা আস্‌মানের এই রকম আবর্ত্তন বিশ্বাস করে তাহাদের মতে আস্‌মান ঘুরিয়া জমির নীচে যায়। অতএব তাহাদের বিশ্বাস মতে হযরত ইসা (আঃ)–কেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া জমির নীচে যাইতে হয়। কিন্তু যাহারা আস্‌মানের এইরকম আবর্ত্তন বিশ্বাস করে না, তাহারা জমির পিঠের দিক্‌টাকে উপরে মনে করিয়া থাকেন, অতএব, জমি ঘুরিয়া যেখানেই যাউক না কেন, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) জমির উপরেই আছেন।

৬৭নং মন্তব্য

"কাফেররা জানিত যে, হযরতের আস্‌মানে যাওয়া সম্ভব হইবে, কাজেই তাহারা এক শর্ত্ত পেশ করিল, আস্‌মানে আরোহণ করাতেও ঈমান আনিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্য কিতাব আনয়ন কর।"

উত্তর

যেখানে স্বয়ং আঁ–হযরত (সাঃ)–এর সাহাবীগণও হযরতের (সাঃ) জড়দেহ নিয়া আস্‌মানে যাওয়া অসম্ভব মনে করিতেন, সেইখানে কাফেরগণ হযরতের (সাঃ) জড়দেহ

নিয়া আস্‌মানে যাওয়া সম্ভব মনে করিয়াছিল বলা, সাধারণ বুদ্ধির অভাবের দরুনই সম্ভব হইয়াছে।

কাফেরগণ যদি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সশরীরে আস্‌মানে যাওয়া বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওয়ত অবিশ্বাস করিত না। আস্‌মানী কিতাব ত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাহাদের সামনে পেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের প্রশ্ন ছিল **সশরীরে যাইয়া আস্‌মান হইতে** কিতাব নিয়া আসা, তাহা হইলে তাহারা বিশ্বাস করিবে। তাহাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্‌তা'লা বলিলেন—

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا - (بنی اسرائیل: ۹۴)

"তুমি বলিয়া দাও (হে মোহাম্মদ!) আমি মানুষ, রসুল ব্যতিরেকে কিছুই নই"।

অর্থাৎ মানুষ রসুলের পক্ষে আস্‌মানে যাওয়া অসম্ভব।

৬৮নং মন্তব্য

"তৌরাতের অধীনে বহু নবী আসিয়াছেন, যথা মুসা (আঃ)-এর অধীনে তাঁহার ভাই হারুন (আঃ) আর লুত (আঃ) নবী হইয়াও হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর তাবেদারী করিতেন, এই রকম হযরত ইসা (আঃ) আসিয়া হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর তাবেদারী করিবেন, **মোহাম্মদী শরীয়তের খলিফা ও তাবেদার হইয়া নবী হইলে নবুওয়ত খতম হওয়ার বিপরীত হয় না।**"

উত্তর

যাহা হউক, এখানে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব পরিষ্কারভাবেই স্বীকার করিলেন যে, মোহাম্মদী শরীয়তের তাবেদার ও খলিফা হইয়া নবী হইলে নবুওয়ত খতম হওয়ার বিপরীত হয় না। মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) খাতামুন্নবীয়ীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার তাবেদার ও খলিফা হইলে নবী আসিতে পারে।

সুতরাং, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব শুধু এইজন্য কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে অস্বীকার করিতে পারেন না যে, তিনি নবুওয়তের দাবী করিলেন কেন, কারণ, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) হযরত (সাঃ)-এর শরীয়তের অধীনে ও তাবেদারীতে নবুওয়তের দাবী করিয়াছেন। কিন্তু, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অধীনে ইস্রায়িলী নবী ইসা (আঃ) আসিতে পারেন না, যেহেতু ইস্রায়িলী ইসা (আঃ) রসুলে করীম (সাঃ)-এর তাবেদারী না করিয়া আঁ-হযরত (সাঃ) পূর্বেই নবী হইয়াছিলেন। এইজন্য ইস্রায়িলী ইসা (আঃ) আসিলে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর খাতমুন্নবীয়ীন হওয়ার বিরুদ্ধে হয়।

৬৯নং মন্তব্য

"ইসা (আঃ)-এর উপর ওহি নাজিল হইলে যদি মোহাম্মদী শরীয়ত 'মনছোখ' হয় তবে মির্জা সাহেবের উপর ওহি নাজেল হইলে মোহাম্মদী শরীয়ত মনছোখ হইবে না কেন?"

উত্তর

ইসা (আঃ)-কে আল্লাহ্তালা (৩ : ৫০) رَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ - "বনী-ইস্রায়ীলদের প্রতি রসুল" করিয়া রসুল করীম (সাঃ)-এর পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার ওহি-প্রাপ্তির মর্য্যাদা রসুলে করীম (সাঃ)-এর তাবেদারী না করিয়াই লাভ হইয়াছিল। যে নবী ওহি-প্রাপ্তিতে রসুল করীম (সাঃ)-এর অধীন নয়, এই রকম নবী পরে আগমন করিলে রসুলে করীম (সাঃ)-এর মর্য্যাদার হানি ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শরীয়ত 'মনছোখ' হইবার কারণ হয়।

৭০নং মন্তব্য

"যেহেতু হযরত ইসা (আঃ) বিনা পিতায় পয়দা হইয়াছিলেন, এবং হযরত ইসার (আঃ) মাতা যেরূপ দরজা লাভ করিয়াছিলেন, আমাদের আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মাতা সেইরূপ দরজা লাভ করেন নাই। ইসা (আঃ)-এর উপর খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা নাযিল হইয়াছিল, আমাদের হযরতের উপর সেরূপ খাঞ্চা নাযেল হয় নাই। এইজন্য আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পক্ষে আস্মানে যাওয়া সম্ভব না হইলেও হযরত ইসা (আঃ)-এর জন্য আস্মানে যাওয়া সম্ভব হওয়াতে আপত্তি কি?"

উত্তর

দুঃখের বিষয়, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এতটুকু কথাও বুঝিতে পারেন না যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মর্য্যাদা যদি সমস্ত নবী ও রসুলদের হইতে অধিক হইয়া থাকে, আঁ-হযরত (সাঃ) যদি পূর্বাপর নবী ও রসুলদের হইতে শ্রেষ্ঠতম হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্য কোন নবী সম্বন্ধে এমন কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না, যাহাতে রসুলে করীম (সাঃ)-এর সর্ব্বোচ্চ মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, এবং কোরান শরীফের আয়াত ও হাদীসের এমন কোন অর্থ ছহী হইবে না, যাহা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে অন্য কোন নবী হইতে হেয় প্রতিপন্ন করে।

হযরত ইসা (আঃ)-এর বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করাতে হযরত ইসা (আঃ)-এর মরতবা অধিক প্রতিপন্ন হয় না। তাঁহার মাতাকে আঁ-হযরতের মাতা হইতে অধিক মর্যাদাশালিনী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত মর্য্যাদা ইসা (আঃ) হইতে অধিক প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু, শত্রুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য যদি আল্লাহ্তা'লা হযরত ইসা (আঃ)-কে সশরীরে আস্মানে উঠাইয়া থাকেন, আর যদি নবী-কূলশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেশান্তর পলাইয়া গিয়া আত্ম-রক্ষার জন্য বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে রসুলে করীম (সাঃ) হইতে যে ইসা (আঃ) আল্লাহ্তা'লার অধিক প্রিয় ছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। আঁ-হযরতের (সাঃ) উম্মতকে দাজ্জালের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য যদি হাজার

হাজার বৎসর যাবৎ ইসা (আঃ)-কে আস্‌মানে রিজার্ভ রাখিয়া থাকেন; আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে যদি এই রকম আর একজন নবী পয়দা হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলেও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর 'মরতবা' ইসা (আঃ) হইতে কম ছিল বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

৭১নং মন্তব্য

"মির্জা সাহেব ৪নং আরবাইনে ৭ পৃষ্ঠায় শরীয়ত-ওয়ালা নবী হইবার দাবী করিয়াছেন।"

উত্তর

মিথ্যা কথা; আমরা আরও অনেক জায়গায় দেখাইয়া আসিয়াছি যে, মিথ্যা কথা বলিতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের জিহ্বায় যেন একটুও জড়তা আসে না।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাঁহার গ্রন্থাদিতে অতি পরিষ্কারভাবেই লিখিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি কোন নূতন শরীয়ত নিয়া আসেন নাই, মোহাম্মদী শরীয়তের খাদেম হিসাবে আসিয়াছেন। আরবাইন কিতাবের যে-রেফারেন্স মৌলানা সাহেব নকল করিয়াছেন তাহা তিনি আসল কথাগুলি বাদ দিয়া মর্ম্ম বিকৃত করিয়া পেশ করিয়াছেন। আসল এবারত নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

اگر کہو کہ صاحب الشریعۃ افترا کرکے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری
تو اوّل تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے خُدا نے افترا کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی۔
ماسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے
ذریعہ سے چند امر نہی بیان کئے اور اپنی امّت کے لئے ایک قانون مقرر
کیا۔ پس اس تعریف کی رُو سے وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس
تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر
بھی ہے نہی بھی مثلاً یہ الہام قل للمؤمنین یغضون ابصارھم

"যদি বল সাহেবে-শরীয়ত নবী প্রবঞ্চনা-মূলক দাবী করিলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সকল প্রকারের প্রবঞ্চনাকারী ধ্বংস হয় না, তাহা হইলে, প্রথমতঃ তোমাদের এই কথার কোন প্রমাণ নাই। আল্লাহ্‌তালা যে প্রবঞ্চনা-মূলক দাবী-কারীকে ধ্বংস করিবার কথা বলিয়াছেন তাহা সাহেবে-শরীয়ত নবী হওয়ার দাবীর সঙ্গে সীমাবদ্ধ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত শরীয়ত জিনিষটা কি ইহাও বুঝিয়া লও। যিনি নিজের ওহি দ্বারা কতকগুলি আদেশ ও নিষেধ বর্ণনা করিয়াছেন, নিজের উম্মতের জন্য একটা বিধান নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তিনিই সাহেবে-শরীয়ত হইলেন। অতএব এই সংজ্ঞা অনুসারেও আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ দোষী

সাব্যস্ত হন, যেহেতু আমার ওহিতেও আদেশ ও নিষেধ আছে, যেমন এই এলহাম—"মোমেনদিগকে বলিয়া দাও তাহারা যেন তাহাদের চক্ষু নত রাখে।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) উল্লিখিত এবারতের মধ্যে পরিষ্কার বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রবঞ্চনা-মূলক মিথ্যা নবুওয়তের দাবীকারীকে আল্লাহ্‌তা'লা ধ্বংস করিয়া দিবার যে-কানুন কোরান শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সাহেবে-শরীয়ত নবুওয়তের দাবীকারকের জন্য সীমাবদ্ধ নহে, বরং যেকোন প্রকারের প্রবঞ্চনামূলক মিথ্যা নবুওয়তের দাবীকারকের জন্য সাধারণ কানুন। আর **এল্‌জামী জওয়াব স্বরূপ** বলিয়াছেন, যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, ওহি ও এল্‌হামের মধ্যে শরীয়তের আদেশ ও নিষেধ থাকিলেই খোদাতা'লা ধ্বংস করেন, তবে এই হিসাবেও বিরুদ্ধবাদীগণই দোষী সাব্যস্ত হয়, যেহেতু তাঁহার প্রতিও কোরান শরীফের শরীয়তের কোন কোন 'আহকাম' এল্‌হাম হইয়াছে। কোন নূতন শরীয়তের আহকাম এলহাম হইবার দাবী তিনি করেন নাই।

এতদ্ব্যতীত তিনি শত শত জায়গাতে অতি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিয়াছেন,—আমি কোন নূতন শরীয়ত নিয়া আসি নাই, আমি মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর তাবেদারী করিয়া মোহাম্মদী শরীয়তের খেদমত করিবার জন্য আসিয়াছি।

تفسیر القول بمالا یرضی بہ قایلہ

তৃতীয় ভাগ

উপক্রমণিকা

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাঁহার 'কাদিয়ানি-রদ' পুস্তকের ১ম ও ২য় ভাগে হযরত ইমাম মাহদী মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবী খণ্ডন করিতে যাইয়া পরস্পর বিরোধী যে-সমস্ত কথা-বার্ত্তার অবতারণা করিয়াছেন, এবং রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদীসের যেরূপ হাস্যকর বিকৃত অর্থ করিয়া বোকা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা পাঠক দেখিয়া আসিয়াছেন।

'কাদিয়ানী রদ' পুস্তকের ৩য় ভাগ আরম্ভ করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রথমে হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধীয় প্রমাণগুলি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ইসা (আঃ) সশরীরে আস্‌মানে জীবিত আছেন বলিয়া যখন মৌলানা সাহেব বিশ্বাস করেন, তখন তাঁহার পক্ষে উচিৎ ছিল, প্রথমে হযরত ইসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে জীবিত প্রমাণ করা; তাহা না করিয়া তিনি মৃত্যুর প্রমাণগুলি খণ্ডন করিতে উদ্যত হইলেন কেন, ইহা পাঠক বুঝিয়া দেখিবেন। আমরা বলিতে চাই, হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে কোরান শরীফে কোন কথা না থাকিলেও আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইত যে, ইসা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন। এই দুনিয়াতে কত লোক জন্মিয়াছে, মরিয়া গিয়াছে, কত নবী, কত রসুল, কত অলি, কত দরবেশ, এই পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন আর মরিয়া গিয়াছেন, কোরান শরীফে ত সকলের মৃত্যুর উল্লেখ নাই; এবং উল্লেখ নাই বলিয়া ত আমরা কাহাকেও জীবিত মনে করিতেছি না; হযরত মুসা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন— এই কথা ত কোরানে উল্লেখ নাই; কিন্তু উল্লেখ নাই বলিয়া ত কেহই হযরত মুসা (আঃ)-কে জীবিত মনে করেন না, মৌলানা সাহেবগণও করেন না। সুতরাং ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথা কোরানে যদি উল্লেখ না থাকিত তবু ন্যায়তঃ আমরা ইসা (আঃ)-কে মরিয়া গিয়াছেন বলিয়াই বিশ্বাস করিতে বাধ্য ছিলাম। অতএব, ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর প্রমাণগুলি খণ্ডন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের কোনই কাজে আসিতে পারে না। মৌলানা রুহুল আমীন্ সাহেবের ত দেখান উচিৎ ছিল যে, হযরত ইসা (আঃ) এখন পর্যন্ত সশরীরে আস্‌মানে উঠিয়া গিয়া জীবিত আছেন। এতবড় একটা অসাধারণ কথা তিনি কোথায় পাইলেন, — আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন, না আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন? তাহা না করিয়া তিনি ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর প্রমাণগুলি খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিলেন কেন? আবার ইহা ছাড়িয়া দিয়া হঠাৎ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন এবং মসিহ্ মাওউদ

(আঃ)-এর উপর অযথা কতকগুলি অপবাদ ও অন্যায় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি কেন ইসা (আঃ)-এর জীবিত থাকার প্রমাণ দিবার বেলায়-এরূপ পাশ কাটাইয়া চলিতেছেন তাহা পাঠকের বিচারের উপর ন্যস্ত করিলাম। যাহা হউক, আমি এখন হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণ করিব এবং পরে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের অন্যায় আপত্তিগুলির যথা-বিহিত উত্তর দিয়া প্রকৃত কথা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিব, ইনসাল্লাহ্।

হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু
হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর প্রথম প্রমাণ

يٰعِيسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

(العمران: ٥٦)

"হে ইসা! নিশ্চয়ই আমিই তোমাকে মৃত্যু দিব এবং আমার দিকে তোমাকে উঠাইব, এবং তোমাকে পবিত্র করিব এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহাদিগকে, যাহারা কুফর করিবে তাহাদের উপরে কেয়ামত পর্যন্ত প্রবল রাখিব।"

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন এই আয়াতে হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে যে চারিটি কথা বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আল্লাহ্র দিকে উঠা, তাঁহার পবিত্রতা প্রতিপন্ন হওয়া, তাঁহার অনুসরণকারীদের কাফেরদের উপর জয়লাভ করা, এই তিনটি বিষয় যে পূর্ণ হইয়াছে তাহাতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও মতভেদ করেন না। তিনি কেবল এই আয়াতে উল্লিখিত চারিটি ওয়াদার সর্ব্বপ্রথম ওয়াদাটি— অর্থাৎ 'মুতাওয়াফ্ফীকা' সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন, এবং এ সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন রকমের কথা বলিয়াছেন। আমি একে একে তাঁহার সবগুলি কথাই উল্লেখ করিতেছি ঃ—

তিনি মুতাওয়াফ্ফীক শব্দের নিম্নলিখিত অর্থগুলি বিভিন্ন তফছীর হইতে পেশ করিয়াছেন :—

১। "ফিরাইয়া লইব" (মৌলানা আবদুল কাদের সাহেব)

میں تجھ کو پھروں گا

২। "গ্রহণ করিব" (শাহ রফিউদ্দিন সাহেব)

میں تجھ کو لینے والا اور اُٹھانے والا ہوں ۔

৩। "এই জাহান হইতে গ্রহণ করিব" (শাহ অলিউল্লাহ্)

گفت خدا ای عیسیٰ ہر اینہ من برگیرندۂ توام ازیں جہاں

৪। "আয়ুকাল পূর্ণ করিব" (বয়জবী)

اى متوفى اَجَلَكَ

৫। "তোমাকে মারিয়া ফেলিব" (আবুছাউদ)

وقيل مميتك

৬। "তোমাকে মারিয়া ফেলিব" (তফছীর কবীর)

متمم عمرك فحينئذٍ اَتَوَفّاكَ

৭। "ওফাতের অর্থ নিদ্রা" (ইব্নে জরীর হইতে)

عن الربيع فى قوله انى متوفيك قال يعنى وفاة المنام

৮। "তোমাকে মারিয়া ফেলিব" (ইব্নে জরীর)

متوفيك بعد اَنْزَالِكَ

৯। "তোমাকে মারিয়া ফেলিব।" (কাতাদা হইতে ইব্নে কাছির)

ومتوفيك يعنى بعد ذالك

১০। "তোমাকে মারিয়া ফেলিব" (ফার্‌রা হইতে রুহুল বয়ান)

ومتوفيك بعد انزالك

১১। "তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছিলেন"। (ওহাব ইব্নে মোনাব্বাহ্ হইতে ইবনে জরীর) توفى الله ثلث ساعات

১২। "তাঁহাকে মারিয়া রাখিয়াছিলেন" (দুররুলমনছুর)।

توفى الله ثلث ساعات

পাঠক দেখিতে পাইলেন মৌলনা রুহুল আমীন সাহেব যে ১২টি রেফারেন্স পেশ করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিতেই 'মুতাওয়াফ্ফীকা' অর্থ মৃত্যু স্বীকার করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া লওয়া, এই পৃথিবী হইতে আল্লাহ্‌র দিকে লইয়া যাওয়া, আল্লাহ্‌র কবজ করা, আয়ুকাল পূর্ণ করা, আয়ু বা হায়াত পূরা করা, ইত্যাদি সবগুলি কথাই মৃত্যুর জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার "মুতাওয়াফ্ফীকা অর্থ" মৃত্যু স্বীকার করিয়াও নিদ্রার মৃত্যু বলিতেছেন। আবার কেহ কেহ 'মুতাওয়াফ্ফীকা' অর্থ মৃত্যু স্বীকার করিয়াও নিজের ব্যক্তিগত মত বলিতেছেন, 'মৃত্যু পরে হইবে'।'তিন ঘন্টার জন্য মৃত্যু দিয়াছিল', এমনও কেহ কেহ বলিয়াছেন।

অতএব, মুতাওয়াফ্ফীকা শব্দের অর্থ যে "তোমাকে মৃত্যু দিব" ইহাতে সকল জ্ঞানী লোকই একমত, দ্বি-মত করিবার কোনই উপায় নাই। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলেই মুতাওয়াফ্ফীকা অর্থ 'তোমাকে মৃত্যু দিব' করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন এই প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, এই মৃত্যু হইয়া গিয়াছে, না পরে হইবে, না নিদ্রার মৃত্যু হইয়াছিল, না কয়েক ঘন্টার জন্য মৃত্যু হইয়াছিল এবং পরে আবার জীবিত হইয়াছেন?

আমরা বলিতে চাই, আল্লাহ্তালা যখন এই আয়াতের ঘটনাগুলির বর্ণনায় মৃত্যুর কথাই সকলের প্রথম বলিয়াছেন, তখন ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু আয়াতে উল্লিখিত ঘটনাবলীর পূর্বেই যে হইয়াছে তাহাই প্রমাণিত হয়; এবং এ জন্যই বড় বড় মোহাক্কেকীন ইসা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমরা পরে আরও উল্লেখ করিব। কিন্তু ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু পরে হইবে ধরিয়া লইলে বলিতে হয় আল্লাহ্তালা এই আয়াতের ঘটনাগুলিকে উলট-পালট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আরবী ভাষার 'বালাগত' শাস্ত্রে যাহাদের সামান্য জ্ঞানও আছে তাহারা জানেন যে, কোন অপরিহার্য্য কারণ ব্যতিরেকে উলট-পালট করিয়া ঘটনা বর্ণনা করা নিতান্তই দুষণীয়; আল্লাহ্র কালামে-এরূপ হওয়া ত দূরের কথা, কোন ভাল সাহিত্যিকের কালামেও-এরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্তালা 'মুতাওয়াফ্ফীকা' শব্দটি কেন সকলের প্রথম বর্ণনা করিলেন ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ মৌলানা সাহেব বা কোন ব্যাখ্যাকারী দেখাইতে পারেন নাই। কাজেই এই কথা স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই যে, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে সকলের প্রথমেই হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু হইবে বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্তালা সকলের প্রথম মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তফ্ছীর রুহুল বয়ান, ১ম খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

الكلام على حاله من غير ادعاء تقديم وتاخير فيه
كما قال فى الكشاف مستوفى اجلك ومعناه انى عاصمك
من ان يقتلك الكفار وموخر اجلك الى اجل كتبته
لك وميتك حتف انفك لا قتلا بايد هم -

"এই কালামের মধ্যে (আলোচ্য আয়াতের মধ্যে) কোন 'তকদীম-তাখীর' অর্থাৎ উলট-পালট নাই; ইহার অর্থ—যেমন 'কাশ্শাফে বর্ণিত হইয়াছে— তোমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ করিব। এই কথার মর্ম্ম এই যে, তোমাকে কাফেরদের হাত হইতে রক্ষা করিব, তোমার নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পুর্ণ করিয়া তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করিব, কাফেরদের হাতে মরিতে দিব না।"

অতএব, আলোচ্য আয়াতে কোন উলট-পালট নাই। হযরত ইব্নে আব্বাছও এই আয়াতে উলট-পালট হইয়াছে বলিয়া বলেন নাই, তিনি শুধু মুতাওয়াফ্ফীকা অর্থ 'মুমীতুকা', অর্থাৎ আমি তোমাকে মৃত্যু দিব', করিয়াছেন। এই মৃত্যু পরে দিবেন, একথা ব্যাখ্যাকারকের ভুল মত, ইব্নে আব্বাছের নয়। (বুখারী দ্রষ্টব্য)।

এতদ্ব্যতীত নিদ্রার মৃত্যুরও এখানে কোন কারণ নাই। আর কয়েক ঘন্টার জন্য মরিয়াছিলেন ইহাও ইসলামের শিক্ষার বিরোধী। একবার মরিয়া গিয়া মানুষের আত্মা আর জড় দেহে ফিরিয়া আসে না।

حَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (انبياء:٩٦)

সুতরাং আলোচ্য আয়াত দ্বারাও অতি পরিষ্কারভাবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু হইয়া গিয়াছে তাঁহার উত্থিত হইবার, পবিত্রতা প্রতিপন্ন হইবার ও শিষ্যগণের প্রবল হইবার পূর্বেই।

"তাওয়াফ্ফী" শব্দটির অর্থ মৃত্যু ছাড়া অন্য অর্থও হইতে পারে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, যথা ঃ—

تُوَفِّىٰ كُلُّ نَفْسٍ - فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ - اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ -

এই তিনটি আয়াতে যথাক্রমে 'তুওয়াফ্ফা', 'ইওয়াফ্ফী' 'তুওয়াফ্ফাওনা' ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মৌলানা সাহেব আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন ঃ—

اَوْفَانِىْ فلان دراهمى وتَوَفَّيْتُهَا -

"অমুক ব্যক্তি আমার টাকাগুলি আমাকে প্রদান করিয়াছে এবং আমিও উহা গ্রহণ করিয়াছি।"

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে মৌলানা সাহেব আবার তাঁহার জ্ঞানের করুণ দীনতারই পরিচয় প্রদান কয়িাছেন। কোরান শরীফে উল্লিখিত উপরোক্ত তিন শব্দই 'বাবে' تفعّل -এর توفى শব্দ হইতে উৎপাদিত নয়, বরং 'বাবে' تَفْعِيل-এর توفية শব্দ হইতে উৎপাদিত। আর আরবী ভাষার প্রথম শিক্ষার্থী ছেলেরাও জানে যে, আরবী ভাষায় একই ধাতুর বিভিন্ন 'বাবে' ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়। যেমন 'তকবীর' ও 'তাকাব্বুর' একই ধাতুর শব্দ হইলেও অর্থে আকাশ-পাতাল বৈষম্য হইয়া পড়িয়াছে। তদ্রূপ কর্ত্তা ও কর্ম্মের প্রকার ভেদেও ক্রিয়ার অর্থভেদ হইয়া থাকে। আরবী ভাষার অভিধান 'তাজুল উরুছ' 'লেছানুল আরব', 'কামুছ' ইত্যাদি অভিধানে লিখিত আছে ঃ—

توفّه الله قبض روحه

"আল্লাহ্ তাওয়াফ্ফী দিয়াছেন, অর্থাৎ-রুহ কবজ করিয়াছেন।"

توفى الله فلانا اى قبض روحه

"অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাওয়াফ্ফী দিয়াছেন, অর্থাৎ রুহ কবজ করিয়াছেন।"

توفى حقه اى اخذه وافيًا

"সে তাহার হক্ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সমস্ত জগদ্বাসীকে এই চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন যে, কেহ যদি 'বাবে' تفعّل এর توفى শব্দের যেখানে আল্লাহ্তালা কর্ত্তা ও প্রাণীবাচক বিশেষ্য কর্ম্ম,

এরূপ স্থলে 'রুহ-কবজ করা' ছাড়া অন্য অর্থে ব্যবহার হইয়াছে দেখাইতে পারেন তবে তাহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহই এই পুরস্কার গ্রহণ করিবার দাবী করিতেও সাহস করে নাই।

অতএব, মৌলানা সাহেবের পেশ করা এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারাও আলোচ্য আয়াতে 'তাওয়াফ্ফী' শব্দের অন্য অর্থ প্রমাণ হয় না। সুতরাং আলোচ্য আয়াত দ্বারাও ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু অতি পরিষ্কার ভাবেই প্রমাণিত হয়।

ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রমাণ

مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - (اٰل عمران: ١٤٥)

اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ - (اٰل عمران: ١٤٥)

"মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল ব্যতীত আর কিছুই নহেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণ মরিয়া গিয়াছেন, অতএব তিনিও যদি মরিয়া যান, কিংবা নিহত হন, তোমরা কি ফিরিয়া যাইবে?" এই আয়াতে অতি পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর **পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণ** মরিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই আয়াতে 'খালাত' শব্দ আসিয়াছে। 'খালাত' অর্থ 'গত হইয়াছে', মরিয়াছে নয়। আমরা বলি, 'খালাত' অর্থ গত হইয়াছে সত্য হইলেও, এখানে 'গত হইয়াছে' বলিতেও 'মরিয়াছে' বুঝায়। এখানে-ত এই 'খালাত' শব্দটির পরবর্ত্তী اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ - (اٰل عمران: ١٤٥) "তিনিও যদি মরিয়া যান কিংবা নিহত হন, তোমরা কি ফিরিয়া যাইবে" কথা দ্বারাই ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এখানে 'খালাত' শব্দের অর্থ "মরিয়া গিয়াছেন" ছাড়া আর কোনই অর্থ হইতে পারে না। কারণ, এই আয়াতে রসুল করীম (সাঃ)-এর মৃত্যুর সম্ভাবনা বর্ণনা করা হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণ যে মরিয়া গিয়াছেন এই কথাকে ভিত্তি করিয়া। এই জন্যই আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-ও এই আয়াত পাঠ করিয়া রসুল করীম (সাঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণ করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃত ঘটনা বুখারী শরীফ হইতে নিম্নে উল্লেখ করিতেছি ঃ—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَاَبُوْبَكْرٍ بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَامَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ مَاكَانَ يَقَعُ فِيْ نَفْسِيْ اِلَّا ذَاكَ

وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ فَلَيُقْطَعَنَّ اَيْدِىْ رِجَالٍ وَ اَرْجُلَهُمْ فَجَاءَ
اَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَهُ قَالَ
بِاَبِىْ اَنْتَ وَ اُمِّىْ طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا
يُذِيْقُكَ اللّٰهُ مَوْتَتَيْنِ اَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ اَيُّهَا الْحَالِفُ عَلٰى
رِسْلِكَ فَلَمَّا تَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللّٰهَ
اَبُوْ بَكْرٍ وَ اَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ اَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدْ مَاتَ وَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ وَقَالَ
اِنَّكَ مَيِّتٌ وَ اِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ وَقَالَ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ
عَلٰى اَعْقَابِكُمْ - (بخارى كتاب فضائل صحابه باب فى فضل
ابى بكر وقول النبى لوكنت متخذا خليلًا)

"হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)–এর ওফাত হইয়াছিল, তখন আবুবকর 'আলিয়া' নামক স্থানে ছিলেন। হযরত উমর দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, 'আল্লাহ্‌র কছম রসুল করীম (সাঃ) মরেন নাই।' হযরত উমর বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্‌র কছম আমার মনে এই বিশ্বাসই ছিল এবং আল্লাহ্‌তালা হযরতকে আবার উঠাইবেন এবং তিনি কতকগুলি লোকের হাত–পাও কাটিবেন।' তখন হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) আসিলেন; হযরত রসুলে করীম (সাঃ)–এর চেহারা উন্মুক্ত করিয়া চুম্বন করিলেন ও বলিলেন, 'আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গিত হউক, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতে আপনি পবিত্র, যে আল্লাহ্‌র হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লাহ্‌র কছম, তিনি আপনাকে দুইবার মৃত্যু দিবেন না।' অতঃপর তিনি বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন, 'হে শপথকারী, থাম।' যখন হযরত আবুবকর বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন হযরত উমর বসিয়া পড়িলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসাদি করিয়া বলিলেন, 'দেখ, যে ব্যক্তি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর পূজা করিত সে জানিয়া রাখুক, মোহাম্মদ (সাঃ) মরিয়া গিয়াছেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পূজা করে সেও জানিয়া রাখুক, আল্লাহতা'লা চির জীবিত, তিনি কখনও মরেন না; এবং তিনি এই

আয়াত পাঠ করিলেন— 'তুমি মরণশীল এবং তাহারাও মরণশীল'; আর এই আয়াতও পাঠ করিলেন— 'মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল ব্যতিরেকে আর কিছুই নহেন; তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণ মরিয়া গিয়াছেন; তিনিও যদি মরিয়া যান কিংবা নিহত হন, তোমরা কি ফিরিয়া যাইবে?"

হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)–এর এই কথাগুলি হযরত উমর (রাঃ) এবং অন্যান্য সমস্ত ছাহাবীগণ বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইলেন।

সুতরাং হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)–এর এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা এবং বিনা প্রতিবাদে সমস্ত ছাহাবীদের মানিয়া লওয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযরতের পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণের কেহই জীবিত নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণের কোন একজনও যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)–এর এই আয়াত পেশ করিয়া দলিল দেওয়া ঠিক হইত না, এবং হযরত উমরও অন্যান্য ছাহাবীগণ বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইতেন না, বরং বলিতে পারিতেন, কেন, হযরত ইসা (আঃ) ত জীবিত আছেন! কিন্তু কেহই এইরূপ বলেন নাই। ইহাতে অতি পরিষ্কারভাবেই প্রমাণ হয় যে, রসুল করীম (সাঃ)–এর ছাহাবীদের মধ্যে কেহই এই বিশ্বাস রাখিতেন না যে, হযরত ইসা (আঃ) এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা অতি পরিষ্কারভাবেই হযরত ইসা (আঃ)–এর মৃত্যু অকাট্যভাবে প্রমাণ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ করিবার সুবিধা নাই।

হযরত ইসা (আঃ)–এর মৃত্যুর তৃতীয় প্রমাণ

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي
وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ
أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ
مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۔

(المائدة ۵: ۱۱۶-۱۱۸)

"এবং যখন আল্লাহ্তালা বলিয়াছিলেন, হে ইসা ইব্নে মরিয়ম! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়া দিয়াছ, 'তোমাকে এবং তোমার মাতাকে আল্লাহ্র স্থলে গ্রহণ করিতে?' তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি; হইতে পারে না যে, আমি এমন কথা বলিব যাহা বলিবার আমার অধিকার নাই; আমি যদি বলিয়া থাকিতাম তাহা হইলে তুমি তাহা জানিতে। আমার অন্তরের কথা তুমি জান, তোমার অন্তরের কথা আমি জানি না। তুমি সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, তুমি যাহা আদেশ দিয়াছ তাহা ছাড়া আমি তাহাদিগকে আর কিছুই বলি নাই। তাহা এই যে, একমাত্র আল্লাহ্র উপাসনা করিবে, যিনি আমার এবং তোমাদের প্রভু; আমি তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, যত দিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম । অতঃপর, **তুমি যখন আমার মৃত্যু দিয়াছ, তুমিই তাহাদের নেগাহ্বাণী করিয়াছ, তুমিই তাহাদের সাক্ষ্য।**" এই আয়াতে অতি পরিষ্কারভাবেই হযরত ইসা (আঃ) বলিতেছেন, তাঁহার **মৃত্যুর পরই** তাঁহার উম্মতের আকীদা নষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু হযরত ইসা (আঃ) যদি এখনও জীবিত থাকিয়া থাকেন এবং কেয়ামতের পূর্বে আবার আসিয়া খ্রীষ্টানদের অবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে মুসলমান করিয়া যান, তাহা হইলে আল্লাহ্র হুজুরে উপরোক্ত এই কৈফিয়ত দেওয়া মিথ্যা হইবে যে, **আমার মৃত্যুর পর** আমার উম্মতের আকীদা নষ্ট হইয়াছে।'

সুতরাং এই আয়াত দ্বারা অতি পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে, খ্রীষ্টানদের আকীদা নষ্ট হইবার পূর্বেই হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু হইয়াছে।

এই আয়াতের 'তাওয়াফ্ফাইতানী' শব্দের অর্থ নিয়াও কোন কোন মৌলানা সাহেব গণ্ডগোল করিবার চেষ্টা করেন। তাহারা বলিতে চান, 'তাওফ্ফায়তানী" অর্থ মৃত্যু নয়। ১নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি বুঝাইয়া আসিয়াছি যে, 'তাওয়াফ্ফী' শব্দ হইতে উৎপত্তি কোন ক্রিয়ার যদি আল্লাহ্ কর্ত্তা ও প্রাণীবাচক বিশেষ্য কর্ম হয়, তাহা হইলে 'রুহ কবজ করা' ছাড়া অন্য অর্থ হয় না। আজ পর্যন্ত কেহ দেখাইতে পারে নাই এবং পারিবেও না। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে-ত এসম্বন্ধে কোনরূপ তর্ক উঠাইবার কাহারও অধিকারই নাই। স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ) এই আয়াতের অর্থ করিয়া দিয়াছেন।

বুখারী শরীফের এক হাদীস আমি ইতিপূর্বে বয়ান করিয়া আসিয়াছি। তাহার মর্ম্ম এই যে, 'যখন কেয়ামতের দিন হযরত (সাঃ) তাঁহার কতিপয় ছাহাবীকে গেরেফ্তার অবস্থায় দেখিতে পাইবেন, তখন বলিবেন,-এরা যে আমার 'আছহাব'। তখন আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বলা হইবে, 'তোমার পরে ইহারা ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তখন হযরত বলিলেন,

فاقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريم وَكُنْتُ
عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ
اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ - (بخارى كتاب الانبياء باب واذكر فى الكتاب مريم)

"আল্লাহ্‌র নেক বান্দা ইসা ইব্‌নে মরিয়ম যেমন বলিয়াছিলেন আমিও তেমনি বলিব, (হে আল্লাহ্‌!) 'তুমি যখন আমার মৃত্যু দিয়াছিলে তখন হইতে তুমিই তাহাদের নেগাহবান ছিলে" অর্থাৎ তখন হইতে আর আমি কিছুই জানি না।

এই হাদীসে, 'আমিও বলিব যাহা হযরত ইসা (আঃ) বলিয়াছেন' এই কথা বলিয়া হযরত রসুলে করীম (সাঃ) 'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফাইতানী' বাক্যটির প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতএব আলোচ্য আয়াতে যে তাওয়াফ্‌ফী শব্দ হযরত ইসা (আঃ)-এর জন্য সেই অর্থেই বলা হইয়াছে যে-অর্থে আঁ-হযরত (সাঃ)ও নিজের জন্য বলিবেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিত পারিবে না। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এই বাক্যটি দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, মৃত্যুর পরেই উম্মত নষ্ট হইয়াছে।

এই আয়াতের ভিন্নরূপ অর্থ করিবার জন্য মৌলানা সাহেব যেরূপ হাস্যকর চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও উপভোগ্য বটে। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) যখন স্বয়ং এই আয়াতের অর্থ করিয়া দিয়াছেন তখন ইহার বিপরীত আর কোনরূপ অর্থ বা আর কাহারও অর্থ শ্রবণযোগ্য নয়। এতদ্ব্যতীত তাওয়াফ্‌ফাইতানীর অর্থ মৃত্যু স্বীকার করিয়াও ইসা (আঃ) যে এই কথা কেয়ামতের দিন বলিবেন ইহা বুঝাইবার জন্য মৌলানা সাহেব পণ্ডশ্রম করিয়াছেন! তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, কেয়ামতের দিন বলিলেও ইসা(আঃ) যে এখন জীবিত নাই এই কথাই প্রমাণ হয়। কেয়ামতের দিন-ত তিনি আর মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না যে "আমার উম্মত নষ্ট হইয়াছিল আমার মৃত্যুর পর।"

হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর চতুর্থ প্রমাণ

وَأَوْصَانِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا - (مريم: ٣٢)

[হযরত ইসা (আঃ) বলিতেছেন] "আল্লাহ্‌ আমাকে আদেশ করিয়াছেন যত দিন জীবিত থাকি তত দিন নমাজ পড়িতে এবং জাকাত দিতে।"

এই আয়াত দ্বারা অতি পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, আল্লাহ্‌তালা তাঁহাকে যত দিন জীবিত রাখেন এই রকম জায়গাতেই জীবিত রাখিবেন বলিয়া ওয়াদা করিতেছেন যেখানে জাকাতের আদান-প্রদান সম্ভব হইয়া থাকে। আস্‌মানে যেহেতু জাকাতের আদান-প্রদানের সম্ভাবনা নাই— অর্থ উপার্জ্জন, সঞ্চয় এবং মিছকীন সেখানে নাই, আল্লাহ্‌তালাও তাঁহাকে সেখানে রাখেন নাই।

অতএব আলোচ্য আয়াত দ্বারাও ইহাই অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন পৃথিবীতেই ছিলেন, এবং জাকাত দিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার জাকাত দান বন্ধ হইয়াছে।

ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পঞ্চম প্রমাণ

"وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ"-(النحل:٢١)

"যাহাদিগকে লোকে আল্লাহ্‌র স্থলে আহ্বান করে তাহারা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে ন, তাহাদিগকেই সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, **তাহারা মৃত জীবিত নয়** এবং তাহারা বলিতে পারে না কখন তাহাদের পুনরুত্থান হইবে।"

এই আয়াতে আল্লাহ্‌তালা অতি পরিষ্কারভাবেই বলিয়া দিলেন, যে সমস্ত লোককে লোকে আল্লাহ্ মনে করিয়া থাকে তাহারা আল্লাহ্ নয়। ইহার এক প্রমাণ যে, তাহারা সকলেই মরিয়া গিয়াছে।

খ্রীষ্টানগণ ইসা (আঃ)-কে 'আল্লাহ্' মনে করিয়া থাকে।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ـ

(المائدہ:۱۸/۷۳)

"নিশ্চয় ঐসমস্ত লোকে কুফর করিয়াছে, যাহারা মসিহ ইব্‌নে মরিয়মকে আল্লাহ্ বলিয়াছে।"

অতএব মসিহ্ ইবনে মরিয়ম যে মরিয়া গিয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর ষষ্ঠ প্রমাণ

• لَوْكَانَ مُوْسٰى وعِيْسٰى حَيَّيْنِ لَمَا وَسِعَهُمَا اِلَّا اتِّبَاعِىْ ـ

(الیواقیت والجواہر جلد۲ ص۲ از امام شعرانی)

"মুসা ও ইসা যদি জীবিত থাকিতেন, আমার অনুগত হওয়া ছাড়া তাহাদের উপায় ছিল না।" (সরহে মোওয়াহ্ হেবুল্লুদন্নিয়া, ২য় খণ্ড, ৭৬পৃঃ), (আল ইয়া ওয়াকীত-ওয়াল জাওয়াহের, ২য় খণ্ড, ২৪ পৃঃ), (তফছীর ইব্‌নে কছীর, ২য় খণ্ড, ২৪৩ পৃঃ)। মাদারেজুছ্ ছালেকীন কিতাবের ২য় খণ্ডে ৩১৩ পৃষ্ঠায় ইমাম ইব্‌নে কাইয়েম লিখিয়াছেন ঃ—

لو كان مُوسٰى و عِيسٰى فى حَيَاتِهِمَا كان من اتباعه ـ

"মুসা এবং ইসা যদি জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই হযরতের অনুগত হইতেন।"

ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর সপ্তম প্রমাণ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ لِفَاطِمَةَ اَنَّ
جِبْرَئِيْلَ كَانَ يُعَارِضُنِيْ الْقُرْاٰنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَ اِنَّهُ عَارَضَنِيْ
بِالْقُرْاٰنِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَ اَخْبَرَنِيْ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ اِلَّا عَاشَ
نِصْفَ الَّذِيْ قَبْلَهُ وَ اَخْبَرَنِيْ اَنَّ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَاشَ
عِشْرِيْنَ وَ مِائَةَ سَنَةً وَ لَا اَرَانِيْ اِلَّا ذَاهِبًا عَلَى رَاْسِ السِّتِّيْنَ۔

(كنزل العمال جلد ٦ ص١٣ و مستدرك حاكم ص١٣ ۔ المواهب اللد نيه جلد ١ ص٣)

"হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) যে রোগে ওফাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই রোগের সময়ে এক দিন ফাতেমা (রাঃ)-কে বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক বৎসর জিব্রাইল একবার করিয়া আমার কাছে কোরান পেশ করেন, এই বৎসর দুইবার পেশ করিয়াছেন এবং আমাকে জানাইয়াছেন, প্রত্যেক নবীই পরবর্ত্তী নবীর অর্ধেক কাল জীবিত থাকেন। ইসা (আঃ) এক শত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন, আমি দেখিতেছি ৬০ বৎসরের মাথায় চলিয়া যাইব।"

তীবরানী, হাকেম মুস্তাদরিক, কাঞ্জোল-উম্মাল ও তফছীরে জালালাইনের হাসিয়াতেও এই হাদীসটির উল্লেখ আছে।

ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর অষ্টম প্রমাণ

হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হইলে পর হযরত ইমাম হাছান (রাঃ) মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ—

يا ايها النّاس قد قبض الليلة رجل لم يسبقه الاولون ولا
يدركه الاخرون قد كان رَسُول الله صلى الله عليه وسَلَّمَ
يبعثه المبعث فيكتنف جبرائل عن يمينه وميكائيل
عن شماله ولا ينثنى حتى يفتح الله له وما ترك الا
سبع مائة درهم اراد ان يشترى بها خادما ولقد قبض
فى الليلة التى عرج بروح عيسى ابن مريم هى الليلة

سبع و عشرين من رمضان ۔

(طبقات کبیر جلد ۳ ص ۲۷ قول حضرت حسنؓ)

"হে জনমণ্ডলী! আজ রাত্রে এমন একজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে যে, পূর্ব্বাপর কেহই তাঁহার সমান হইতে পারে না। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) যখন তাঁহাকে কোন যুদ্ধে পাঠাইতেন তখন তাঁহার ডান দিক্ দিয়া জিব্রাইল ও বামদিক দিয়া মিকাইল থাকিত। আল্লাহ্‌র সাহায্যে তিনি জয়লাভ না করিয়া কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তিনি সাত শত দেরম একটি খাদিম খরিদ করিবার জন্য রাখিয়াছিলেন, ইহা ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া জান নাই। **তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে সেই রাত্রে যে রাত্রিতে ইসা (আঃ)-এর রুহ কবজ করা হইয়াছিল-ইহা রমজান শরীফের সাতাইশ তারিখের রাত্রি।**" *(তাবাকাতে কবীর, ৩য় খণ্ড, ২৬ পৃঃ)।*

হযরত ইমাম হাছান (রাঃ) উপরোক্ত বক্তৃতায় অতি পরিষ্কারভাবেই হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথা বলিয়া দিয়াছেন এবং কোন্ মাসে, কোন্ তারিখে কি বারে মৃত্যু হইয়াছিল তাহা পর্যন্ত বলিয়া দিয়াছেন, এমন কি, হযরত আলী (রাঃ)-এর মৃত্যুর কথা বলিতে শুধু 'কবজ' করা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন আর হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু বুঝাইবার জন্য 'রুহ কবজ' করা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

কোরান, হাদীস এবং স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিজ ব্যাখ্যা, ছাহাবা (রাঃ) ও বড় বড় গবেষণাকারী আল্লামাগণের মত উপেক্ষা করিয়া শুধু—কয়েকজন তফছীর লিখকের অলীক কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া হযরত ইসা (আঃ)-কে সশরীরে আস্‌মানে জীবিত মনে করা খ্রীষ্টানি প্রভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে।

হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর বহু অকাট্য প্রমাণগুলি মধ্যে হইতে দুই চারিটি খণ্ডন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অবশেষে মৌলানা সাহেব একটি 'মূলকথা' বলিয়াছেন। পাঠক তাঁহার মূল কথাটিও শুনুন ঃ—

"মুল কথা হযরত ইসা (আঃ)-এর আস্‌মানে উত্থিত হওয়া সূরা নেছার আয়াতে প্রমাণ হইতেছে।"

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ
وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا
اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۔

(النساء ۱۵۸-۱۵۹)

"তাহাদের (ইহুদী) কথা, আমরা মসিহ ইসা ইবনে মরিয়মকে কতল করিয়া ফেলিয়াছি; পরন্তু তাহারা কতল করে নাই, শূলীতেও মারে নাই। কিন্তু তাহাদের জন্য সদৃশ করা হইয়াছিল এবং যাহারা এবিষয়ে মতভেদ করিয়াছে তাহারা সন্দেহের মধ্যে আছে; অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া এবিষয়ে কোন নিশ্চিত জ্ঞান তাহাদের নাই; তাহারা নিশ্চিতভাবে তাঁহাকে কতল করে নাই বরং আল্লাহ্ তাঁহাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন।"

এই আয়াতের বাংলা অনুবাদ মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও করিয়াছেন। সশরীরে আস্‌মানে জীবিত উঠানের কথা এই আয়াতে নাই। তিনি তাহার 'মূল কথা'— 'সশরীরে আস্‌মানে জীবিতাবস্থায় উত্থিত হওয়া' কোথায় পাইলেন?

আল্লাহ্‌র দিকে আল্লাহ্ উঠাইয়া নিয়াছেন এই কথা দ্বারা ত সশরীরে আস্‌মানে জীবিত উঠানের কথা বুঝায় না। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ—

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ - (مسلم كتاب البرّ- حديث ٦٧٩١)

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাহাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লন।"

কিন্তু কোন বিনয়ী ব্যক্তিকে ত আল্লাহ্‌তালা সশরীরে জীবিত অবস্থায় আস্‌মানে উঠাইয়া লন বলিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও বিশ্বাস করেন না।

আর ইহুদীরা কতল করে নাই বা ক্রুশবিদ্ধ করিয়াও মারিতে পারে নাই, এই কথা দ্বারাও ত হযরত ইসা (আঃ) যে অন্য কোন প্রকারেও মরেন নাই তাহা বুঝা যায় না। তবে তিনি তাহার 'মূল কথা' কি করিয়া বুঝিলেন?

এই আয়াত প্রসঙ্গে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এক আশ্চর্য্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

আশ্চর্য্য কাহিনী

"যে সময় আল্লাহ্‌তালা হযরত ইসা (আঃ)-কে আস্‌মানে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন তিনি নিজের সহচরগণের মধ্যে বাহির হইলেন; গৃহের মধ্যে ১২ জন হাওয়ারী ছিলেন। তাঁহার মস্তক হইতে বিন্দু বিন্দু পানি নির্গত হইতেছিল, এমতাবস্থায় তিনি গৃহের বাহির হইতে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে অবিকল আমার আকৃতি প্রদান করা হইবে, তৎপরে আমার পরিবর্ত্তে তাহাকে হত্যা করা হইবে। সে ব্যক্তি আমার সহিত আমার তুল্য দরজা প্রাপ্ত হইবে। তৎ শ্রবণে তাহাদের মধ্য হইতে সমধিক অল্প বয়স্ক একজন যুবক দণ্ডায়মান হইল। ইহাতে তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি উপবেশন কর। তৎপরে তাহাদের নিকট তিনি দুইবার উহার পুনরুক্তি করিলেন। ইহাতে দুইবার সেই যুবক দণ্ডায়মান হইয়া বলিল আমি। হযরত বলিলেন,

তুমি উহা প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে উক্ত যুবক ইসা (আঃ)-এর আকৃতিতে পরিবর্ত্তীত হইল এবং হযরত ইসা (আঃ) গৃহের গবাক্ষ হইতে আস্‌মানে সমুত্থিত হইলেন। ইহুদীদের পক্ষ হইতে পিয়াদা সকল উপস্থিত হইয়া সেই যুবককে ধরিয়া হত্যা করিল, পরে তাহাকে শূলবিদ্ধ করিল।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিশ্চয়ই এই আশ্চর্য্যজনক কাহিনী বিশ্বাস করেন। এখন বক্তব্য বিষয় এই যে,—

১। এই দুনিয়াতে মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয়ের উপায় দৈহিক আকৃতির বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কিছুই নাই। দৈহিক আকৃতি দিয়াই আল্লাহ্‌তালা মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকে তাঁহার দৈহিক আকৃতি দিয়াই চিনিতে পারি। অন্য কেহ যদি এই মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে দৈহিক আকৃতি দিয়াই পরিচিত লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করিবে। আর কেহ যদি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব সম্বন্ধে বলে, ইনি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নহেন, মৌলানা সাহেবের আকৃতিতে এই ব্যক্তিকে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, তাহা হইলে কেহই বিশ্বাস করিবে না।

ইহুদীরা যে ব্যক্তিকে ক্রুশ দ্বারা হত্যা করিয়াছিল সেই ব্যক্তি যদি আকৃতিতে ইসা (আঃ)-ই ছিলেন, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তালা কেমন করিয়া বলেন যে, তাহারা ইসাকে হত্যা করে নাই। তাহাদের কাছে ত ইসা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন এই আকৃতিকেই, তাহারা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিত যে, এই ব্যক্তির রুহ ইসা (আঃ)-এর নহে। আল্লাহ্‌তালা ত ভিতরের রুহ দিয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্দ্ধারিত করিবার ক্ষমতা মানুষকে দান করেন নাই।

সুতরাং ইসা (আঃ)-এর আকৃতিবিশিষ্ট লোককে হত্যা করিয়া থাকিলে তাহাদের এই বিশ্বাস স্বাভাবিক এবং সত্য যে, তাহারা ইসা (আঃ)-কেই হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে, এবং তৌরাতের নিয়ম অনুসারে তাহারা ইসা (আঃ)-কে সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস না করিতে পারিলে তাহাদিগকে কোন দোষ দেওয়া চলে না।

২। আল্লাহ্‌তালা যখন ইসা (আঃ)-কে সশরীরে আস্‌মানে উঠাইয়া নিবার ইচ্ছা করিলেন তখন এক নকল ইসা বানাইয়া ইহুদীদিগকে দিলেন কেন? আল্লাহ্‌তালার কি এই ভয় ছিল যে, নকল ইসা দিয়া ইহুদীদিগকে ভুলাইয়া না রাখিলে তাহারা আস্‌মান পর্যন্ত ধাওয়া করিয়া ইসা (আঃ)-কে ছিনাইয়া নিয়া যাইতে পারে?

৩। আল্লাহ্‌তালা স্বয়ং এইরূপ ধোঁকা দিলেন কেন?

৪। যে ব্যক্তিকে এই পবিত্র আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছিল তাহাকে এই পবিত্র আকৃতি দিয়া ইহুদীদের হাতে হত্যা করাইলেন কোন্ অপরাধে? সেই ব্যক্তি ত

একজন বে-গুণাহ এবং ইসা (আঃ)-এর সমান দরজা লাভ করিবার মত মানসিক শক্তি-সম্পন্ন লোক ছিল।

৫। ইসা (আঃ)-এর অনুরূপকে ক্রুশে হত্যা করিতে দিয়া আল্লাহ্তালা হযরত ইসা (আঃ)-এর অপমান করিলেন কেন? ইহুদীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আল্লাহ্তালা কি দায়ে পড়িয়াছিলেন?

মৌলানা সাহেব এই অলীক কাহিনী দুররুলমনছুর নামক এক তফছীরের কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মধ্য যুগের তফছীরগুলির মধ্যে এই রকম বহু অলীক কাহিনী— আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসুলের মহিমা ও মর্যাদার বিরোধী অনেক গল্প— লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইগুলি নিয়াই আজ ইসলামের শত্রুরা ইস্লামের উপর আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইতেছে। এইরূপ অলীক কাহিনী বিশ্বাস করিয়া ইস্লামের নাদান-দোস্ত মৌলানা সাহেবগণও প্রকারান্তরে ইসলামের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিতেছে।

একটা মিথ্যা কথা প্রমাণ করিতে দশটা মিথ্যার প্রয়োজন হয়, একটা ভুল ঢাকিতে গেলে আরও দশটা ভুল করিতে হয়।

আধুনিক মৌলানা সাহেবদের অনেকেই ইহা বুঝিতে পারেন না যে,-এরূপ কাহিনীর স্বরূপই ইহার মিথ্যা হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ। কোরান এবং ছহী হাদীসের অকাট্য প্রমাণগুলির বিরুদ্ধে কতিপয় ব্যাখ্যাকারকের অলীক কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া, হযরত ইসা (আঃ)-কে এখন পর্যন্ত সশরীরে আস্মানে জীবিত বিশ্বাস করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

সুতরাং আমরা কোরান শরীফ ও ছহী হাদীসের বিরুদ্ধে কতিপয় তফছীরকারকের ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতের দীর্ঘ আলোচনায় লিপ্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করিতেছি না। অতঃপর মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পেশ-করা আপত্তিগুলির যথাবিহিত উত্তর প্রদান করিতেছি।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের কতিপয় আপত্তি

মছিলে মসিহ ও মসিহে মাওউদ

১নং আপত্তি

"মির্জা সাহেব প্রতিশ্রুত মসিহের অর্থ মছিলে-মসিহ গ্রহণ করিয়াছেন; যদি তাঁহার এই অর্থ সত্য হইত তবে তিনি দশ হাজার মছিলে-মসিহ হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করিতেন না, কেননা, হাদীসে কেবল একজন মসিহ আসার কথা আছে।"

উত্তর

কোন হাদীসেই মছিলে-মসিহ কেবল একজন হইবেন, এক জনের বেশী মছিলে-মছিহ হইতে পারেন না, এমন কোন কথা নাই। স্বয়ং মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবই

এমন কতিপয় হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে রসুলে করীম (সাঃ) কোন কোন সাহাবাকে হযরত ইসা, হযরত মুসা, হযরত নূহ (আঃ) এবং নিজের মছিল বলিয়াছেন। *(কাদিয়ানি-রদ, ৩য় ভাগ, ২৮/২৯/৩০/৩১পৃঃ দ্রষ্টব্য)*

বস্তুতঃ আল্লাহ্তালা নবী-রসুলদিগকে মানুষের আদর্শ করিয়া পাঠান এই জন্য, যেন মানুষ নিজদিগকে নবী-রসুলের নমুনাতে গঠন করিয়া তুলে, নিজদিগকে নবী-রসুলের অনুরূপ করিতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টায় অন্যান্য নবীদের তুলনায় দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর উম্মত অধিকতর সফলতা লাভ করিয়াছে। এই জন্য আল্লাহ্তালা বলিয়াছেন :—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ - (آل عمران: ١١١)

"তোমরাই উৎকৃষ্টতম উম্মত, মানুষের উপকারের জন্য তোমাদিগকে বাহির করা হইয়াছে।"

যে-ব্যক্তি যতখানি নবীদের আদর্শে নিজের চরিত্র গঠন করিয়া তুলিতে পারে সেই ব্যক্তি ততখানি সৎ ও নেক্ বলিয়া গণ্য হয়। নবীদের মছিল বা 'সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন' হইতে চেষ্টা করাই মোমেনের প্রধানতম কর্ত্তব্য। নবীদের আদর্শে নিজ চরিত্র গঠন করিয়া নবীদের মছিল হওয়া যাহাদের জীবনের লক্ষ্য নয়, তাহারা সয়তানের মছিল হয়।

মানব-জগতের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে দশ হাজার মছিলে-মসিহের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করায় মৌলানা সাহেবের জ্ঞানের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ইমানের অভাবও প্রতিপন্ন হয়।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতে দশ হাজার কেন, দশ লক্ষ মছিলে মসিহ থাকিলেও, আল্লাহ্তালার প্রত্যাদিষ্ট কোন বিশেষ মছিলে-মসিহ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী থাকিতে পারে। এই সহজ কথাটা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বুঝিতে পারেন নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা হইলে প্রতিশ্রুত মসিহের বিশেষত্ব কি? আমি বলি, আল্লাহ্তালার তরফ হইতে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের এছলাহ বা সংশোধন করিবার জন্য আবির্ভূত হওয়াই প্রতিশ্রুত মসিহের বিশেষত্ব।

২নং আপত্তি

"যদি কোন মির্জায়ী হাদীসে স্পষ্টভাবে দেখাইতে পারেন যে, দশ সহস্র মছিলে-মসিহ বা একজন মছিলে-মসিহ আসিবেন তবে ১০০ টাকা পুরস্কার পাইবেন।"

উত্তর

এই উম্মতে আগমনকারী মসিহে মাওউদ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের একজন প্রত্যাদিষ্ট মছিলে-মসিহ, আমি তাহা প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। আর সাধারণভাবে কতিপয় মছিলে মসিহের নাম মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেও উল্লেখ করিয়াছেন। এখন

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই ১০০ টাকা পাঠাইয়া দিবেন কি?

৩নং আপত্তি

"হাদীস শরীফে আছে تخلقوا باخلاق الله (در منثور جلد ২) 'তোমরা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সহিত গুণান্বিত হও' এই হাদীসের দৃষ্টান্তে মির্জা সাহেব কোন দিবস বলিয়া ফেলিবেন, আমার মধ্যে খোদার কতকগুলি গুণ আছে, কাজেই আমি মছিলে খোদা।"

উত্তর

উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য রসুলে করীম (সাঃ) নিজ উম্মতকে আদেশ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্‌তালা নিজেও কোরান শরীফে মোমেন দিগকে— صبغة الله (البقرة: ১৩) "আল্লাহ্‌র রঙ্গে হওয়া বা আল্লাহ্‌রগুণে গুনান্বিত হওয়াই প্রকৃত মোমেনের কাজ। আল্লাহ্‌র নবী এবং রসুলগণ সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত ও আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গিন হইয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহারা আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি বলিয়া অভিহিত হন।

কিন্তু আংশিকভাবে নিজ নিজ সসীম গণ্ডীর ভিতরে আল্লাহ্‌র গুণে গুনান্বিত হইয়াও মানুষ অনন্ত অসীম গুণের অধিকারী আল্লাহ্‌র মছিল বলিয়া কথিত হইতে পারে না।

ليس كمثله شئ (الشورى: ১২)

"আল্লাহ্‌র সদৃশ কেহই নাই" পরন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সৌসাদৃশ্যসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। আল্লাহ্‌তালা মানব-শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কে আদেশ দিয়াছেন—

قل انما انا بشر مثلكم (الكهف: ১১০)

"তুমি বল,"হে মোহম্মদ! আমি তোমাদেরই মত মানুষ"—

সুতরাং আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মানুষকে আল্লাহ্‌র মত অতুল বা বে-মেছাল মনে করাও এক রকম শিরক্‌।

মানুষ আল্লাহ্‌র মছিল হইতে পারে না বলিয়া নবীর মছিলও হইতে পারে না মনে করা মৌলানা সাহেবের মারাত্মক ভুল।

نيم ملا خطره ايمان ونيم حكيم خطره جان

৪নং আপত্তি

"মির্জা সাহেব সুরা ফাতেহার অর্থ বিকৃত করিয়া লিখিয়াছেন, 'হে আমার খোদাওন্দ রহমান, রহীম, আমাদিগকে এরূপ হেদায়াত কর যে আমরা আদম ছফিউল্লার মছিল (তুল্য) হইয়া যাই, শিছ নবীউল্লার তুল্য হইয়া যাই, হযরত নুহ আদম ছানির তুল্য হইয়া

যাই, এব্রাহিম খলিলুল্লাহ্‌র তুল্য হইয়া যাই, মুছা কলিমুল্লার তুল্য হইয়া যাই, জনাব আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মুস্তাফা হবিবুল্লার তুল্য হইয়া যাই, দুনিয়ার সমস্ত ছিদ্দিক ও শহিদের তুল্য হইয়া যাই।"

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর যে ব্যাখ্যা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে সুরা ফাতেহার আয়েতের অর্থ বিকৃত হয় নাই, বরং ইহাই এই আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই আয়াতের যে মূল মর্ম্ম বয়ান করিয়াছেন, "হে খোদা তুমি আমাদিগকে নেয়ামত প্রাপ্ত নবী, ছিদ্দিক, ও নেককারদিগের সরল পথ দেখাও, কিম্বা তাহাতে স্থির–প্রতিজ্ঞ রাখ," একটু তলাইয়া দেখিলে মৌলানা সাহেবও বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার নিজের বর্ণিত এই মূল মর্ম্মও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর ব্যাখ্যাই সমর্থন করে। কারণ, নেককারদিগের সরল পথ দেখান, কিংবা নেককাদের সরল পথে স্থির–প্রতিজ্ঞ রাখার অর্থ—নেককার করা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। তদ্রূপ শহিদ ও ছিদ্দিকদিগের সরল পথে স্থির–প্রতিজ্ঞ রাখার অর্থও—শহিদ বা ছিদ্দিক করা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং নবীদের সরল পথ দেখান, কিম্বা তাঁহাদের সরল পথে স্থির–প্রতিজ্ঞ রাখার মর্ম্মও নবী করা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। নতুবা এই আয়াতে যে খোদাতালার কাছে নেক্‌কার হইবার জন্য প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহাও অস্বীকার করিতে হয়। কোরান শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের এই কথা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ۔

(النساء: ٧٠)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রসুলের অনুসরণ করে তাহারা ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্গত হয় যাহাদিগকে আল্লাহ্‌তালা নেয়ামত দান করিয়াছেন, তাঁহারা নবী, ছিদ্দিক, শহিদ ও নেককারগণ।"

অতএব আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুল হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর পয়রবী করিলে যে নেক্‌কার, শহিদ, ছিদ্দিক ও নবীগণের তুল্য হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এবং এই সম্ভবনা আছে বলিয়াই আল্লাহ্‌তালা এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

৫নং আপত্তি

"মির্জা সাহেব ছাহাবা, তায়েবী, তাবাতায়েবী, ও দুনিয়ার সমস্ত এমাম মুজ্‌তাহেদ, মুহাদ্দিছ ও অলির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, কাজেই তিনি নবী, শহিদ ও ছিদ্দিকগণের পথগামী ছিলেন না, কাজেই তাঁহার নবী, শহিদ ও ছিদ্দিকগণের মছিল হওয়া ত দূরের কথা, একজন মুসলমান নামে অভিহিত হইতে পারেন কিনা ইহাতে সন্দেহ আছে।"

উত্তর

রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আখেরি জামানার মৌলবী-মৌলানাগণ আকাশের নীচের সকল জীব হইতে নিকৃষ্টতম হইবে। হযরত ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলাফেছানী (রহঃ) বলিয়াছেন, মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সমসাময়িক মৌলানাগণ তাঁহার সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি বুঝিতে না পারিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিবে, কুফরের ফতোয়া দিবে। এতদ্ব্যতীত দুনিয়াতে কোন নবী, রসুল, ইমাম, অলি, গাউছ, কুতুব, জন্মগ্রহণ করেন নাই যাঁহার বিরুদ্ধে জমানার মৌলানা-মৌলবীগণ কুফরের ফতোয়া না দিয়াছে। অতএব মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এইরূপ কথায় আমরা আশ্চর্য্য হই নাই। পূর্ব্ব হইতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মৌলানা সাহেবদের-এইরূপ ফতোয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতারই এক প্রমাণ।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই আখেরী জমানার বেদাতি-পীর, মুরিদ-ব্যবসায়ী ভণ্ড-ফকীর, দুনিয়া-লোভী স্বার্থপর ওয়াজ-পেশাদারদের আরোপ করা বিকৃত মুখোশ হইতে ইসলামের সুন্দর চেহারাকে উন্মুক্ত করিয়াছেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শিক্ষাকে দুনিয়াতে পুনঃ স্থাপন করিবার ভিত্তি গাড়িয়াছেন, ছাহাবা, তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী, ইমাম, মুজ্‌তাহেদ, মুহাদ্দিছ, অলি, গাউছ ও কুতুবদের বাঞ্ছিত 'তরিকা' সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। অন্যায় নিজদের আঁধুটি চোখ হইতে খুলিয়া ফেলিলে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও ইহা দেখিতে পাইতেন।

৬নং আপত্তি

"যদি হযরতের তাবেদারী করাতে তাঁহার মছিল হওয়া যায় তবে ছাহাবা, তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী এই তিন সম্প্রদায় হযরতের শ্রেষ্ঠতম তাবেদার হইয়া কেন মছিলে-মোহাম্মদ বলিয়া দাবী করিলেন না?"

উত্তর

তবে কি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বলিতে চান, রসুলে করীম (সাঃ) ছাহাবা, তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ীদের মধ্যে কেহই রসুল করীম (সাঃ)-এর মছিল ছিলেন না? মৌলানা সাহেব নিজেই কতিপয় ছাহাবার কথা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা গুণে,

চরিত্রে, রীতিতে, আকৃতিতে, রসুল করীম (সাঃ)–এর মছিল ছিলেন। (কাদিয়ানী–রদ, ৩য় ভাগ, ২৮/২৯/৩০/৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানে আসিয়া আবার বলিতে চান, কেহই রসুলে করীম (সাঃ)–এর মছিল ছিলেন না।

دروغ گورا حافظہ نباشد

আর যদি বলিতে চান যে, মছিল ত ছিলেন, নবীর মছিল হওয়াই উম্মতের আদর্শ, রসুলে করীম (সাঃ) ছাহাবা, তাবেয়ী, তাবা–তাবেয়ী এবং নিজের ভাবী উম্মতের মধ্যে স্বীয় আদর্শ স্থাপন করিতে অকৃতকার্য্য হন নাই, কিন্তু আঁ–হযরতের উম্মতে আঁ–হযরতের বহু মছিল থাকা সত্ত্বেও আর কেহই দাবী করেন নাই কেন? এ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মছিল হইলেই দাবী করিতে হইবে এই কথা মৌলানা সাহেব কোথায় পাইলেন, দাবী করা ত আল্লাহ্‌র তরফ হইতে সংস্কারের জন্য নিয়োজিত প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির কর্ত্তব্য। মছিল হওয়ার সঙ্গে দাবী করার কোন সম্বন্ধ নাই। মৌলানা সাহেব একটু তলাইয়া দেখিলেই এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারিতেন।

"ছাহাবাদের রসুল করীম (সাঃ)–এর মছিল (তুল্য) হওয়ার যে সমস্ত হাদীস মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন তাহা মৌলানা সাহেবের নিজের তরজমাসহ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

মেশকাত, ৫৭৪ পৃষ্ঠা ঃ—

عن حذيفة قال ان اشبه الناس ولا وسمتا وهديا
برسول الله صلّى الله عليه وسلّم لابن ام عبد -(بخاری کتاب فضائل اصحاب النبیؐ باب مناقب عبدالله بن مسعود)

হোজায়ফা বলিয়াছেন, নিশ্চয় লোকদিগের মধ্যে এবনে–ওম্মেআব্দ (আবদুল্লাহ্ বেনে–মছউদ) তরিকা, চরিত্র ও রীতিতে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সহিত সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন ছিলেন।

ছহী বুখারি, ১/৫২৬ পৃষ্ঠা ঃ—

قال له النبی صلّی الله علیه وسلم اشبهت خلقی و خلقی -(بخاری کتاب فضائل اصحاب النبیؐ باب مناقب جعفر بن ابی طالب)

"নবী (সাঃ) জাফর বেনে আবি তালেবকে বলিয়াছিলেন, তুমি রূপে এবং চরিত্রে আমার সৌসাদৃশ্যসম্পন্ন হইয়াছ।"

তফছীরে জোমাল ঃ —

قال ان مثلك یا ابابکر مثل ابراهیم قال فمن تبعنی
فانه منی ومن عصانی فانك غفورٌ رّحیم ومثل عیسی

قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك
انت العزيز الحكيم ومثلك يا عمر مثل نوح قال رب
لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ومثلك مثل مُوسى
قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم -

(الترمذى: كتاب الزهد باب: ٥٧)

"হযরত বলিয়াছিলেন, হে আবুবকর, তোমার অবস্থা এবরাহিমের ন্যায়, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি আমা হইতে, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়ালু। আরও তোমার অবস্থা ইসার ন্যায়, তিনি বলিয়াছেন, যদি তুমি তাহাদের উপর শাস্তি কর, তবে নিশ্চয় তাহারা তোমার বান্দা। আর যদি তাহাদিগকে মাফ কর, তবে নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত হেকমত বিশিষ্ট। হে ওমর, তোমার অবস্থা নুহের তুল্য, তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি পৃথিবীতে কাফেরদিগের মধ্যে কোন জীবিতকে ত্যাগ করিও না। তোমার অবস্থা মুসার তুল্য, তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক তুমি তাহাদের সম্পত্তিগুলিকে ধ্বংস কর এবং তাহাদের হৃদয়ে কাঠিন্য আনয়ন কর।"

৭নং আপত্তি

"মির্জা সাহেব মছিলে-আদম, মছিলে-নুহ, মছিলে দাউদ, মছিলে ইয়োছফ, মছিলে ইব্রাহিম, মছিলে-মুছা, বলিয়া দাবি করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি ইহুদী ইত্যাদি শরীয়তের তাবেদারী করিয়াছিলেন কি"?

উত্তর

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) হযরত মুসা (আঃ)-এর মছিল বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى
فِرْعَوْنَ رَسُولًا ه (مزمل: ١٧)

'আমি তোমাদের কাছে এক রসুল তোমাদের উপর সাক্ষ্য করিয়া পাঠাইয়াছি যেমন রসুল ফেরাউনের কাছে পাঠাইয়াছিলাম।' আঁ-হযরত (সাঃ) মুসা (আঃ)-এর শরিয়তের তাবেদারী করিয়াছিলেন কি? মৌলানা সাহেব যে উত্তর দিবেন আমাদেরও সেই উত্তর জানিয়া লইবেন।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ—

الانبیاء اخوۃ من علّات (مشکوٰۃ)

"নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রিক ভ্রাতা"— অর্থাৎ নবীগণ পরস্পর একে অন্যের মছিল; কিন্তু সব নবীই ত একে অন্যের তাবেদারী করেন নাই।

উপরোক্ত নবীদের মছিল হইয়াও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) মাত্র মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এরই তাবেদারী করিয়াছেন, যেহেতু তিনি হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এরই উম্মতী নবী ছিলেন।

৮নং আপত্তি

علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل مکتوبات امام ربّانی دفتر اوّل حصہ چہارم

صـ۱۲۰ مطبوعہ مجددی پریس امرتسر ۱۳۲۹ھ

"আমার উম্মতের আলেমগণ বনী–ইস্রাইলের নবীদের মত।" এই হাদীসটি বিদ্বানগণের মতে জয়ীফ।

উত্তর

রেওয়ায়েতের দিক দিয়া এই হাদীসকে কেহ কেহ জয়ীফ বলিয়া থাকিলেও মর্ম্মের দিক দিয়া এই হাদীসের ছহী হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেই কতিপয় হাদীস এই মর্ম্মের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছেন, যাহাতে রসুল করীমের (সাঃ) কতিপয় সাহাবীকে হযরত নুহ, হযরত ইব্রাহিম, হযরত মুসা ও হযরত ইসা (আঃ)–এর মছিল বলা হইয়াছে।

সুতরাং মর্ম্মের দিক দিয়া এই হাদীস যে ছহী এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে না।

৯নং আপত্তি

"রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, নবীগণ ও রসুলগণ ব্যতীত পূর্ব্ব ও শেষ জামানার অর্দ্ধ বৃদ্ধ বেহেশতিদিগের অগ্রণী আবুবকর ও উমর হইবে। ইহাতে বুঝা যায় হযরত আবুবকর ও উমর এই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, কিন্তু তাঁহারা কোন নবীর দরজায় পৌঁছিতে পারেন নাই। কাজেই এই উম্মতের আলেমগণ বনী–ইস্রাইলের নবীগণের তুল্য হইবেন কিরূপে?"

উত্তর

উপরোক্ত বর্ণনায় মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে হাদীস পেশ করিয়াছেন তাহাতে মৌলানা সাহেব স্বীকার করিতেছেন, **নবীগণ ও রসুলগণ ব্যতীত** অন্যান্য অর্দ্ধ বৃদ্ধ বেহেশতিদের মধ্যে হযরত আবুবকর ও হযরত উমর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবেন। আর মসিহে মাওউদ সম্বন্ধে মৌলানা সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি একজন উম্মতী–নবী

হইবেন। সুতরাং হযরত আবুবকর ও উমর (রাঃ) নবুওয়তের দরজায় না পৌঁছিয়া থাকিলেও মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর নবী হওয়ার উপর মৌলানা সাহেবের আপত্তি থাকিতে পারে না।

আর তুল্য হইবার কথাও মৌলানা সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধে হাদীস পেশ করিয়াছেন যে, রসুল করীম (সাঃ) হযরত আবুবকর ছিদ্দীককে হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসা (আঃ)–এর মত ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ)–কে হযরত নুহ ও হযরত মুসা (আঃ)–এর তুল্য এবং হযরত আলী (রাঃ)–কে হযরত ইসা (আঃ)–এর সৌসাদৃশ্যসম্পন্ন বলিয়াছেন। আবার এখানে বলিতেছেন, এই উম্মতের কেহই বনী ইস্রায়ীলের নবীদের তুল্য হইতে পারে না। "- حافظ نباشد " শুধু তুল্য বা মছিল হওয়া, আর নবীর দরজায় পৌঁছা এক কথা নহে, এই সহজ কথাটা মৌলানা সাহেবও একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিবেন।

১০নং আপত্তি

মির্জা সাহেব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করিতে রত থাকিতেন।

উত্তর

সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করাই কোরান শরীফের আদেশ।

كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا - (المائدة: ٨٩) هنيئا مريئا (النساء: ٥)

"হালাল ও পুষ্টিকর খাদ্য সুস্বাদু করিয়া খাও।"

এই ধরনের আপত্তি আঁ–হযরত (সাঃ)–এর বিরুদ্ধেও কাফেরগণ করিয়াছিল। তদুত্তরে আল্লাহ্তালা আয়াত নাজিল করিয়াছেন—

"قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً
يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (الاعراف: ٣٣)

"হে মোহাম্মদ তুমি বল, কে হারাম করিয়াছে ঐ সমস্ত সৌন্দর্য্যের উপকরণগুলিকে এবং ভাল ভাল ও পুষ্টিকর খাদ্যগুলিকে যাহা আল্লাহ্তালা তাঁহার বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; তুমি বলিয়া দাও এগুলি মোমেনদের জন্য এই পৃথিবীতেও এবং বিশেষভাবে পরকালেও।"

কোরান শরীফের এই আয়াত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আজকাল অনেক ভণ্ড–তপস্বী ঝুটা পীর সাজিয়া বিভিন্ন রকমের তরীকা বাহির করিয়াছে, গান গাওয়া, নাচা, মালাজপ করা, জজবা করা, দমকসি করা, বিস্বাদ খাদ্য খাওয়া ইত্যাদি দ্বারা নিজেদের ফকীরি ফলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। আমি নিজে এক ফকীরকে দুধের মধ্যে ছাই মিশাইয়া

খাইতে দেখিয়াছি। উদ্দেশ্য এইরূপ বৈরাগ্য দেখাইয়া লোকদিগকে আকৃষ্ট করা। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কোন দাওয়াতে দুধের সহিত ছাই কিংবা কোরমার সহিত মাটি মিশাইয়া বিস্বাদ করিয়া খান কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আল্লাহ্‌র দেওয়া নেয়ামতকে বিস্বাদ করিয়া খাওয়া এবং অপুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া ইসলামের শিক্ষা নয়। আর 'রত থাকা'র কথা মৌলানা সাহেবের বাচালতা।

১১নং আপত্তি

"টাকা-কড়ি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে হালাল-হারাম কিছুরই বাদ-বিচার করেন নাই"।

উত্তর

لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ - (آل عمران:٦٢) —মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র 'লানত' পড়ুক, আমীন। বলি, মৌলানা সাহেব এই কথার কোন প্রমাণ পেশ করিতে পারিবেন কি? না, ভণ্ড তপস্বি, ভণ্ড ওয়ায়েজ ও বক ধার্মিকদের গুপ্ত রহস্য জমানার ইমাম আসিয়া উদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া মৌলানা সাহেবগণ রাগে আচ্ছন্ন হইয়া মিথ্যা বকাবকী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

১২নং আপত্তি

"লোকদিগের গালিগালাজে নিজের কিতাবগুলি পূর্ণ করিয়াছেন।"

উত্তর

এই জামানার বক ধার্মিক ভণ্ড মৌলবী-মৌলানাদের ভণ্ডামি ও ভণ্ড ফকীরদের গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, গালি-গালাজ করেন নাই। যাহারা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে লোকের শিক্ষার জন্য, লোকের সংস্কারের জন্য নিযুক্ত হন তাঁহাদিগকে এই রকম তিক্ত সত্য কথা বলিতে হয়। যাহারা প্রকৃত অপরাধী তাহাদের গায়ে এই রকম কঠোর অপ্রিয় সত্য কথাগুলি অতি তীব্রভাবে বিঁধে, তাই তাহারা চেঁচাইয়া উঠে। মৌলানা সাহেবও দেখিতেছি এই রকম চেঁচাইয়া উঠিয়া আবল-তাবল বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মিজাজ ঠাণ্ডা করিয়া চিন্তা করিলে তিনি নিজেও বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার এই সমস্ত কথার কোন অর্থই হয় না।

১৩নং আপত্তি

তাহার নাম ইসা ছিল না, তিনি কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহার পিতার নাম গোলাম মরতজা ছিল। হযরত ইসা (আঃ)-এর শিক্ষা ছিল এক ক্রোশের পরিবর্তে দুই

ক্রোশ পথ চলিবে, এই সমস্ত শিক্ষা মির্জা সাহেবের ছিল না, কাজেই তিনি মছিলে মসিহ হইতে পারেন না।

উত্তর

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) মছিলে মুসা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার নাম, তাঁহার মাতার নাম, তাঁহার পিতার নাম, তাঁহার শিক্ষা ইত্যাদি মুসা (আঃ)–এর মত ছিল না। মুসা (আঃ) জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, উম্মতসহ 'মন্ন' এবং 'ছালওয়া' খাইয়াছেন। আঁ–হযরত (সাঃ) মুসা (আঃ)–এর মছিল হইয়াও সেই রকম কিছুই করেন নাই। অথচ কোরান শরীফে আঁ–হযরত (সাঃ)–কে মছিলে মুসা বলা হইয়াছে। এই রকম উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মসিহ মাওউদ বনী–ইস্রাইলের মসিহের মছিল হওয়া সত্ত্বেও মা, বাপ, শিক্ষা ইত্যাদির দিক দিয়া ইস্রাইলী মসিহের মত নহেন। কেবল কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে ইসা (আঃ)–এর সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে মছিলে ইসা বলা হইয়াছে।

এই উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রতিশ্রুত মসিহের 'মসিহ' নাম হওয়ার বড় কারণ, আঁ–হযরত (সাঃ) আখেরী জমানার মৌলানা–মৌলবী ও তাঁহাদের অন্ধ পুজারী মুরিদদিগকে ইহুদীদের মছিল বলিয়াছেন।

لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر ذراعا بذراع لو دخلوا
جبحر ضب لا تبعتموهم - (بخاری کتاب الانبیاء: باب ۵۰)

"তোমরা হুবহু ইহুদীদের মত হইবে, এক মাপ কাঠি যেমন আর এক মাপ কাঠির সমান হয় এই রকম। ইহুদীরা যদি কোন গোসর্পের গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকে তোমরাও তাহাই করিবে।"

এই জন্যও আল্লাহ্তালা এই উম্মতের সংস্কারক ইমাম মাহদীকেও মসিহ নামে অভিহিত করিয়াছেন।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন—

مردمِ نااہل گویندم کہ چوں عیسیٰ شدی ❊ بشنوا ز من ایں جوابِ شاں کہ اے قومِ حسود
چوں شمارا شد یہود اندر کتاب پاک نام ❊ پس خدا، عیسیٰ مرا کرد است از بہرِ یہود
ورنہ از روئے حقیقت تخمِ ایشاں نیستید ❊ نیز ہم من، ابن مریم نیستم، اندر وجود
(درثمین فارسی صـ۲۳۴۔ نیا ایڈیشن)

"অজ্ঞ লোকেরা আমাকে বলে তুমি কেমন করিয়া ইসা হইলে? তাহাদের এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছ থেকে শুন, হে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিগণ! যেহেতু পবিত্র কিতাবে তোমাদের

নাম ইহুদী হইয়াছে সেই হেতু খোদা আমাকে ইসা করিয়াছেন ইহুদীদের জন্য। নতুবা তাহারা প্রকৃত ইহুদী নয় আর আমিও দৈহিকভাবে ইব্‌নে মরিয়ম নহি।"

১৪নং আপত্তি

মির্জা সাহেব ঘোর সংসারী ছিলেন। টাকা-কড়ি সংগ্রহ করিতেন, দুনিয়াদারীর জন্য দালান বানাইতেন, নিজের বাসগৃহ বানাইতেন।

উত্তর

মিথ্যা কথা। তিনি মোটেই সংসারী লোক ছিলেন না। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই 'কাদিয়ানি-রদ' পুস্তকে নিজেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন যে, তিনি মেহমানখানা, মসজিদ ইত্যাদির জন্য এবং তবলিগী কাজের জন্য খ্রীষ্টানদের মোকাবেলাতে মাসিক পত্র বাহির করিবার জন্য চাঁদা লইতেন। অতএব খোদার কাজে খরচ করিবার জন্য তিনি চাঁদা ও জাকাত ইত্যাদি লইতেন এবং বয়তুলমাল স্থাপন করিয়া ইহা বয়তুলমালে রাখিতেন ও ইসলামের বিধান অনুসারে দীনি কাজে খরচ করিতেন।

পরের টাকা দিয়া নিজের বাড়ি-ঘর বানাইতেন না। আর যদি কোন ভক্ত তাঁহাকে কোন কিছু হাদিয়া দিতেন তিনি তাহা রসুলের করীম (সাঃ)-এর সুন্নত অনুসারে কবুল করিতেন।

এই রকম বাজে এবং মিথ্যা কথা বলিয়া মৌলানা সাহেব তাহার নিজের বিক্ষিপ্ত চিত্ততারই পরিচয় দিতেছেন।

১৫নং আপত্তি

হযরত ইসা (আঃ) বিবাহ করেন নাই, মির্জা সাহেব বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং উপযুক্ত স্ত্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মোহাম্মদী বেগমের প্রেমে পড়িয়া- - - - -,

উত্তর

এই আপত্তির বিস্তারিত উত্তর আমি দিয়া আসিয়াছি। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিবাহ নিয়া এবং একাধিক বিবাহ নিয়া ইস্‌লামদ্রোহী পাদরী ও রঙ্গিলা রসুলের গ্রন্থকার ইত্যাদির মত মৌলানা সাহেবও জঘন্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন।

আমি বলিয়া আসিয়াছি, যে সমস্ত তফছীর পড়িয়া মৌলানা সাহেবেরা মৌলানা-গিরীর সনদ পান, ঐ সমস্ত তফছীরের অনেকগুলিতেই স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে এই পর্যন্ত লিখা আছে যে, তিনি নিজের পালক পুত্র বধুর উপর আশেক হইয়াছিলেন। 'নাউজুবিল্লাহ্'।

قال مقاتل انه صلى الله عليه وسلم اتى زيدا يوما
فظلمه فابصر زينب نائمة وكانت بيضاء جميلة
جسيمة من اتم نساء قريش فهواها -

(تفسير جلالين حاشيه نعوذ بالله)

"ثم وقع بصره عليها بعد حين فوقع فى نفسه
حبها وفى نفس زيد كراهتها "

(جلالين) (نعوذ بالله)

এই সমস্ত তফছীর লিখকদের উল্লিখিতরূপ লিখা পাঠ করিয়া এবং এই প্রকারের তফছীরগুলিকে অকাট্য প্রমাণের মত মনে করিতে করিতে মৌলানা সাহেবদের নৈতিক অবস্থাও হীন হইয়া পড়িয়াছে এবং এই কারণেই তাহারা এইরূপ ভিত্তিহীন অশ্লীল কথা যখন রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতি আরোপ করিতে পারিয়াছে ইমানের দাবী রাখিয়াও, তখন শত্রুতা মূলে এই রকম ভিত্তিহীন অশ্লীল কথা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি আরোপ করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

এই প্রকৃতির কথাবার্ত্তা যে মৌলানা সাহেবদের মজ্জাগত হইয়াছে।

১৬নং আপত্তি

"মির্জা সাহেব কোন পীরের মুরীদ ছিলেন না, তিনি তরিকতের কি বুঝিবেন?"

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন—

ے دِگر استاد را نامے ندانم
کہ خواندم درد بستان محمدؐ (درِّثمین فارسی صـ۱۳۲ نیا ایڈیشن)

"অন্য উস্তাদের কথা আমি জানি না, আমি যে মোহাম্মদের পাঠশালায় পড়িয়াছি।"

বস্তুতঃ মসিহ মাওউদ ও মাহদী যে এল্‌মে-লাদুন্নি, অর্থাৎ দৈব-শক্তি হইতে জ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা অন্ততঃ মৌলানা নামের সম্মান রক্ষার জন্য হইলেও জানিয়া রাখা উচিত ছিল। মসিহ মাহদী হওয়ার দাবীকারকের বিরুদ্ধে তরিকতের পীরের মুরীদ না হওয়ার আপত্তি করা শুধু জ্ঞানের অভাব নয়, বুদ্ধিরও অভাব বটে।

মৌলানা সাহেবের এই আপত্তিতে একটা গল্প মনে পড়িল। একজন তালেবে-এল্‌ম ফেকাহ পাঠ শেষ করিয়া যখন হাদীস পড়িতেছিল, তখন এক হাদীসে পড়িতে পাইল যে,

আঁ-হযরত (সাঃ) কোন শিশুকে কোলে লইয়া নমাজ পড়িয়াছিলেন; তখন সেই বুদ্ধিমান ছাত্রটি বলিয়া ফেলিল— "মোহাম্মদ সাহেব কি নমাজ টুট্ গায়ী, কেওঁকে কান্‌জমে লিক্ষা হ্যায় কে আমলে কাছীর ছে নমাজ টুট্ যাতী হ্যায়"। ইমাম মাহদী ও মসিহর যিনি দাবী করেন, তিনি কেন পীরের মুরীদ হইলেন না, এই প্রশ্নটাও ঠিক এই ধরনের।

ধর্ম্ম নিয়া যখন ব্যবসা আরম্ভ হয়, পীর পুরোহিত বনামে ভণ্ড তপস্বীরা যখন ধর্ম্ম-জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, প্রকৃত ইসলামী তরীকার স্থানে যখন বিভিন্ন রকমের বেদাতী তরীকার প্রচলন হয় তখনই যে, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে কাহারো আসিবার প্রয়োজন হয়, এবং আসে ইহা একটা সোজা কথা। যাঁহারা মানব জাতির এছলাহ্ বা সংশোধনের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নিয়োজিত হন, তাহাদিগকে মুরীদ করার মত উপযুক্ত লোক যদি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের আবির্ভাবেরই কি প্রয়োজন? ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামী দূর করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম কায়েম করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আল্লাহর নিয়োজিত নবীগণ আবির্ভূত হন। তাঁহারা কেন দুনিয়ার পীরের মুরীদ হইবেন? মৌলানা সাহেবদের ইস্রাইলী মসিহ্ কাহার মুরীদ হইবেন বলিতে পারেন কি?

১৭নং আপত্তি

বায়েজিদ বুস্তামী ত ফানা-ফিল্লাহ্ প্রাপ্ত অলি ছিলেন, অচৈতন্য অবস্থায় নিজেকে মছিলে আম্বিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন, সচেতন অবস্থায় বলা কাফেরী। এইহেতু শরীয়তের আলেমগণ বায়েজীদ বুস্তামীর উপর কাফেরের ফতোয়া দিয়াছেন।

উত্তর

বাঃ মৌলানা! নিজেই বলেন হযরত বায়েজিদ বুস্তামি ফানা-ফিল্লাহ্ অবস্থায় বেহুশ হইয়া নিজেকে মছিলে-আম্বিয়া বলিয়া ফেলিতেন, আবার নিজেই বলেন, সচেতন অবস্থায় বলিয়াছিলেন বলিয়া বায়েজীদ বুস্তামীকে শরীয়তের আলেমগণ কাফেরী ফতোয়া দিয়াছিলেন। অচেতন অবস্থায় বলিলে শরীয়তের আলেমগণ এত বড় একজন অলিউল্লাহ্‌কে কাফেরী ফতোয়া দিলেন কেন?

বস্তুতঃ অচেতন অবস্থায় কেহই নিজদিগকে মছিলে আম্বিয়া বলেন নাই, আম্বিয়ার মছিল হওয়া কোনও অন্যায় কথা নহে। খাজা মীর দরদ দেহলবী (রহঃ) বলিয়াছেন—

اللہ اللہ ہر انسان بقدرت کاملہ حق تعالیٰ عیسٰی وقت خویش است و
در ہر دم اورا معاملۂ نفس عیسوی در پیش است ۔

(رسالہ میر درد صـ۲۱۱)

"আল্লাহ্! আল্লাহ্! প্রত্যেক কামেল ব্যক্তি আল্লাহ্‌তালার কামেল শক্তিতে নিজ নিজ জমানার ইসা ছিলেন, প্রত্যেক মুহূর্তেই ইসা সদৃশ আত্মিক বিষয় তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে।"

শাহ্-নেয়াজ মোহাম্মদ দেহলবী (রহঃ) বলিয়াছেন ঃ—

ے عیسۓ مریمی منم احمد ہاشمی منم
حیدر شیر نر منم من نہ منم من منم

(دیوان شاہ نیاز احمد ص ۲۲)

"মরিয়মী ইসা আমি, হাশেমি আহমদ আমি, নর-শার্দ্দুল হায়দর আমি, আমি আমি নই, আমি আমি।"

হযরত মুইনুদ্দীন চিস্তী (রহঃ) বলিয়াছেন—

ے دم بدم روح القدس اندر میٔنے میدمد
من نمی گویم مگر من عیسیٔ ثانی شدم

(دیوان معین الدین چشتیؒ)

"মুহূর্তে মুহূর্তে পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে উদ্ভব হইতেছে, আমি বলি না পরন্তু আমি দ্বিতীয় ইসা।"

উল্লেখিত বড় বড় অলিউল্লাদের এই সমস্ত এবারত ও কবিতা পাঠ করিয়া কেহই বলিতে পারে না যে, তাঁহারা বেহুস অবস্থায় এই সমস্ত কবিতা বলিয়াছেন এবং কিতাবাদি রচনা করিয়াছেন।

অতএব এই সমস্ত কথা তাঁহারা চৈতন্যহীন অবস্থায় বলেন নাই। তবে সমসাময়িক মৌলানা-মৌলবী সাহেবাদের কাফেরী ফতোয়া দেওয়ার কথা স্বতন্ত্র। কোন নবী, কোন অলি, কোন গাউছ, কোন কুতুব, কোন ইমাম, কোন মুজাদ্দিদ, আজ পর্যন্ত তাহাদের কাফেরী ফতোয়ার হাত হইতে রক্ষা পান নাই।

১৮নং আপত্তি

"হযরত ইসা (আঃ)-এর মোজেজা দেখাইয়াছেন, মির্জা সাহেব তদনুযায়ী কিছুই করিতে পারেন নাই।"

উত্তর

হযরত ইসা (আঃ)-এর মোজেজা ইহুদী মৌলানারা স্বীকার করে নাই, আর হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর মোজেজাও ইহুদীদের দ্বিতীয় সংস্করণে স্বীকার করিতেছে না। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন—

لتتبعن سنن من قبلكم -

(بخاری کتاب الانبیاء : باب ۵۰)

দুনিয়ার সমস্ত শক্তির সাহায্যে নিয়া মৌলানা সাহেবগণের বিরুদ্ধাচরণ করা সত্ত্বেও আজ হযরত মসিহ মাওউদের জমাত দুনিয়ার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর অলৌকিক মোজেজা না দেখিলে ইহা সম্ভব হইত না।

১৯নং আপত্তি

একজন সামান্য উম্মতি হইয়া একজন শ্রেষ্ঠ নবীর তুল্য হইবেন ইহা কোন বিবেক–সম্পন্ন লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না।

উত্তর

অবশ্য খ্রীষ্টান প্রভাবে প্রভাবান্বিত বিবেক বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর সর্বোচ্চ মর্যাদা যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, মোহাম্মদী উম্মতের প্রতিশ্রুত মসিহ আঁ–হযরতের উম্মতি নবী হইয়াও কোন দিক দিয়া ইস্রায়িলী মসিহ হইতে কম মর্যাদাসম্পন্ন হইবেন না। মৌলানা সাহেব ইস্রাইলী ইসা (আঃ)–কে একজন শ্রেষ্ঠ নবী স্বীকার করিয়াও হযরতের উম্মতি হইবেন বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু হযরতের উম্মতের মধ্য হইতে ইস্রাইলী ইসার মত নবী আসা স্বীকার করেন না, তিনি এই শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মতকে এমনই হতভাগা মনে করেন।

২০নং আপত্তি

"মির্জা সাহেব হযরত ইসা (আঃ) এবং হযরত ইসা (আঃ)–এর মা মরিয়ম এবং তাঁহার পূর্ব্ব–পুরুষদিগকে গালি দিয়াছেন।"

উত্তর

মিথ্যা কথা; মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এবং তাঁহার সহব্যবসায়ী বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেবগণ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর কতকগুলি এবারতের মর্ম্ম বিকৃত করিয়া পেশ করতঃ হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)–এর বিরুদ্ধে জনমতকে উত্তেজিত করিবার জন্য এরূপ কথা বলিয়া থাকেন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নিজে মছিলে–মসিহ হওয়ার দাবী করিয়া, হযরত ইসা (আঃ)–কে বা তাঁহার মা ও পূর্ব্ব–পুরুষদিগকে মন্দ বলিতে পারেন না, বলেনও নাই।

বিরুদ্ধবাদী মৌলানা ও মৌলবী সাহেবগণ যে সমস্ত এবারত পেশ করিয়া এই অযৌক্তিক কথা প্রচার করিয়া থাকেন, এই সমস্ত এবারতের প্রকৃত মর্ম্ম বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, মৌলানা সাহেব তাঁহার 'কাদিয়ানি–রদ' পুস্তকের ৪র্থ ভাগে ১৩/১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ–

"মির্জা সাহেবের খোদা কি পরিমাণ কালির দরকার ছিল তাহা কি অবগত নহেন, এমন কি দরকারের বেশী কালি লইয়া অপব্যয় করিলেন? তিনি কি অন্ধ, নিকটস্থ লোকের টুপি নষ্ট করিয়া দিলেন?"

খোদা সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এরূপ অকথ্য কথা কেন বলিলেন? তিনি খোদাকে কেন অন্ধ বলিয়া গালি দিলেন?

এই রকম হানাফী জামাতের বড় বড় বুজরগানে-দীন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে বহছ করিতে হযরত ইসা (আঃ) ও ইসা (আঃ)-এর পুর্ব্ব-পুরুষ, বনী-ইস্রাইলের আম্বিয়াদের সম্বন্ধে যে-সমস্ত কথা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

আহ্‌লেসুন্নত-ওলজামাতের বিখ্যাত আলেম মৌলানা আলহাছান সাহেব 'আল এস্তেফছার' কিতাবে লিখিয়াছেন ঃ—

حضرت عیسیٰ کا معجزہ احیائے میت کا بعض بھان متی کرتے پھرتے ہیں

(استفسار ص۳۳۶)

"হযরত ইসার মোজেজা মৃতকে জীবিত করা কোন কোন ভানমতিও করিতে পারে।"

اشعیا اور ارمیا اور عیسیٰ علیہ السّلام کی غیب گوئیاں قواعد نجوم اور رمل سے بخوبی نکل سکتی ہیں بلکہ اس سے بہتر۔

(استفسار ص۳۴۶)

"যীশাইয়া, আরমিয়া ও ইসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর মত ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক বিদ্যা দ্বারাও বলা যাইতে পারে বরং আরও ভালরূপে।"

کلیتہً یہ بات ہے اکثر پیشگوئیاں انبیاء بنی اسرائیل کی ایسی ہیں جیسے خواب یا مجذوب کی بڑ۔ (استفسار ص۱۳۳)

"বনী-ইস্রাইলের পয়গম্বরদের সকলের সম্বন্ধেই মোটামুটিভাবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যেন স্বপ্ন কিংবা পাগলের প্রলাপ।"

মৌলানা রহমতুল্লাহ্ মুহাজেরে-মক্কী তাঁহার গ্রন্থ 'এজালাতুল আওহাম' কিতাবে লিখিয়াছেন ঃ—

ہمراہ جناب مسیح بسیار زناں می گشتند و مال خود می خورانیدند زناں فاحشہ پائے ہائے آں جناب را می بوسیدند و آنجناب مرتا و مریم را دوست می داشت و خود شراب برائے نوشیدن دیگر کسان عطا می فرمودند۔ (استفسار ص۳۷)

"জনাব মসীহ'র সঙ্গে অনেক স্ত্রীলোক ঘুরাফেরা করিত, এবং নিজেদের মাল খাওয়াইত; বেশ্যা স্ত্রীলোকগণ তাঁহার পদ-চুম্বন করিত। মরতা ও মরিয়মকে তিনি ভালবাসিতেন, অন্য লোকদিগকে পান করাইবার জন্য মদ দান করিতেন।"

زہے پاکیزگی فرزندان یعقوب علیہ السّلام کہ فرزند کلاں بہ کنیزک پدرہم بستر شدند و فرزند دوم زوجۂ پسر را آغوش کرد۔۔۔۔۔ و در اولاد ہیمں فارض کہ از شکم نامار نیکو شعار برآمد داؤد و سلیمان و مسیح اند۔

(استفسار صـ۳۵)

ইয়াকোব (আঃ)–এর সন্তানদের কি আশ্চর্য্য পবিত্রতা! বড় ছেলেটি পিতার দাসীর সঙ্গে সহবাস করেন, দ্বিতীয় ছেলেটি পুত্র–বধুর সঙ্গে সহবাস করেন.....ইহার ফলে তামার–এর গর্ভে যে ছেলে ফারেজের জন্ম হইয়াছিল দাওউদ এবং মসিহ তাহারই বংশধর।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন, হানাফীদের বিখ্যাত আল্লামা ও বুজুরগানে–দীনগণ, এমন কি, মুহাজেরে মক্কী পর্যন্ত হযরত ইসা (আঃ) ও বনী–ইস্রাইলের অন্যান্য নবীদের সম্বন্ধে যে–সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; তাহা কি কোরানে উল্লেখিত ইসা ও ইস্রাইলী নবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারেন? কোন মুসলমানের পক্ষে কোরানে উল্লিখিত নবীদের সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

আমার বিশ্বাস প্রত্যেক বুদ্ধিমান মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, উল্লিখিত এবারতগুলির মধ্যে খ্রীষ্টানি বাইবেলে বর্ণিত ইসা ও বনী–ইস্রাইলী নবীদের স্বরূপ পেশ করা হইয়াছে। এরূপ ইসা বা নবীদের বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলেও খ্রীষ্টানদের কিতাবের বর্ণনায় মানস–জগতে যেরূপ ইসা ও নবীদের অস্তিত্ব কল্পিত হয়, সেই খ্রীষ্টান–কল্পিত বাইবেল চিত্রিত ইসা ও ইস্রাইলী নবীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই হানাফী বুজরগান উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। বহছ করিতে প্রতিপক্ষের ভ্রান্তি দেখাইয়া দিবার জন্য এই রকম বলা দুষণীয় নহে, বরং অনেক সময় প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ইহাকে মুনাজারা শাস্ত্রে এলজামি জওয়াব বলা হয়। হানাফী মহাত্মাদের ঐরূপ বলাতে কোরানে বর্ণিত হযরত ইসা (আঃ) এবং বনী–ইস্রাইলের অন্যান্য নবীদের মর্যাদার কোন হানি হয় নাই।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর যে–সমস্ত এবারত পেশ করিয়া মৌলানা সাহেবগণ হযরত ইসা (আঃ)–কে গালি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মিছামিছি জনমতকে উত্তেজিত করিবার হীন প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন ঐ সমস্ত এবারত সম্বন্ধেও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নিজেই লিখিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে ঃ—

(১) "یاد رہے کہ یہ ہماری رائے اس یسوع کی نسبت ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور پہلے نبیوں کو چور اور بٹمار کہا اور خاتم الانبیاء صلّی

اللہ علیہ وسلم کی نسبت بجز اس کے کچھ نہیں کہا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے۔ ایسے یسوع کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔"

(انجام آتھم صـ۱۳)

(۲) اس بات کو ناظرین یاد رکھیں کہ عیسائی مذہب کے ذکر میں ہمیں اس طرز سے کلام کرنا ضروری تھا جیسا کہ وہ ہمارے مقابل کرتے ہیں۔ عیسائی لوگ درحقیقت ہمارے اُس عیسیٰ علیہ السّلام کو نہیں مانتے جو اپنے تئیں صرف بندہ اور نبی کہتے تھے اور پہلے نبیوں کو راستباز جانتے تھے۔ اور آنے والے نبی حضرت محمد مصطفےٰ صلّی اللہ علیہ وسلم پر سچّے دل سے ایمان رکھتے تھے اور آنحضرتؐ کے بارے میں پیشگوئی کی تھی۔ بلکہ ایک شخص یسوع نام کو مانتے ہیں جس کا قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اُس شخص نے خُدائی کا دعویٰ کیا اور پہلے نبیوں کو بٹمار وغیرہ ناموں سے یاد کرتا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلّم کا سخت مکذّب تھا اور اُس نے یہ بھی پیشگوئی کی تھی۔ میرے بعد سب جھوٹے ہی آویں گے۔ سو آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں ایسے شخص پر ایمان لانے کے لئے ہمیں تعلیم نہیں دی۔" (آریہ دھرم ٹائٹل پیج)

۳۔ ہمیں پادریوں کے یسوع اور اس کے چال چلن سے کچھ غرض نہ تھی۔ اُنہوں نے ناحق ہمارے نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر ہمیں آمادہ کیا کہ اُن کے یسوع کا کچھ تھوڑا سا حال ان پر ظاہر کریں۔ چنانچہ اس پلید نالائق فتح مسیح نے اپنے خط میں جو میرے نام بھیجا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زانی لکھا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت گالیاں دی ہیں۔ پس اسی طرح اس مُردار اور خبیث فرقہ نے جو مُردہ پرست ہے ہمیں اس بات کے لئے مجبُور کر دیا ہے کہ ہم بھی اُن کے یسوع کا کچھ حالات لکھیں۔"

(ضمیمہ انجام آتھم صـ۸)

১। "স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের অভিমত সেই যীশু সম্বন্ধে, যে খোদাই দাবী করিয়াছিল, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নবীদিগকে চোর ও বাটপার ছাড়া আর কিছুই বলে নাই, এবং খাতামুল-আম্বিয়া (সাঃ) সম্বন্ধে এই কথা ছাড়া আর কিছুই বলে নাই যে, 'আমার পরে সব মিথ্যাবাদী নবী আসিবে'। এই রকম যীশুর কথা কোরানের কোথাও উল্লেখ নাই।"

২। "পাঠক এই কথা স্মরণ রাখিবেন যে, খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের আলোচনায় আমাদিগকে এই প্রকারের কথা বলার প্রয়োজন ছিল, যে প্রকারের কথা উহারা আমাদের বিরুদ্ধে বলিয়া থাকে। খ্রীষ্টানেরা প্রকৃত পক্ষে আমাদের সেই ইসা (আঃ)-কে বিশ্বাস করে না যিনি নিজেকে কেবল বন্দা এবং নবী বলিতেন, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নবীদিগকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, আর আগমনকারী নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর উপর সততার সহিত বিশ্বাস রাখিতেন; এবং আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। বরং তাহারা যীশু নামীয় এমন একজন লোককে মানিয়া থাকে যাহার কথা কোরান করীমের কোথাও উল্লেখ নাই; এবং বলিয়া থাকে যে, এই ব্যক্তি খোদাই দাবী করিয়াছিল, পূববর্ত্তী নবীদিগকে বাটপার ইত্যাদি নামে স্মরণ করিত, আর তাহারা ইহাও বলিয়া থাকে যে, আমাদের নবী করীম (সাঃ) সম্বন্ধে সে কঠোর অবিশ্বাস পোষণ করিত; এবং সে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছে যে, আমার পরে কেবল মিথ্যাবাদীই আসিবে, অতএব আপনারা ভালভাবেই অবগত আছেন যে, কোরান শরীফে এমন ব্যক্তির উপর ঈমান আনিতে আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই।"

৩। "পাদরীদের যীশুর চাল-চলন সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলার প্রয়োজন ছিল না। তাহারা অন্যায়ভাবে আমাদের নবী করীম (সাঃ)-কে গালাগালি করিয়া তাহাদের যীশুর যৎসামান্য অবস্থা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছে। এই কলুষচিত্ত মূর্খ 'ফতেহ মসিহ' আমার নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছে, তাহাতে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ব্যভিচারী লিখিয়াছে এবং আরও বহু গালি-গালাজ করিয়াছে। অতএব এই মৃত ও দুষ্ট মৃত-উপাসক সম্প্রদায়ই আমাদিগকে তাহাদের যীশুর খানিকটা অবস্থা লিপিবদ্ধ করিত বাধ্য করিয়াছে।"

এই সমস্ত বর্ণনা পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, খ্রীষ্টান পাদরীদের অকথ্য গালি-গালাজের ও অযথা হৃদয়-বিদারক দুর্নামের প্রতিবাদে, যাহা হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রতি তাহারা প্রয়োগ করিয়াছে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাহাদের স্বচিত্রিত ও বাইবেল-বর্ণিত যীশু সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন,

যেন তাহাদের যীশুর তাহাদেরই অঙ্কিত চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে তাহারা হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর পূত চরিত্রের উপর অন্যায় আক্রমণ হইতে বিরত থাকে; এবং তাহাদের ধর্ম্ম পুস্তকের মধ্যে যে ধর্ম্ম বিগর্হিত কথা ঢুকিয়া তাহাদের ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে তাহা বুঝিতে পারে। এবং ইসলামের মত সর্বাঙ্গ সুন্দর ধর্ম্মের ও কোরানের মত সর্বাঙ্গ পূর্ণ ধর্ম্ম পুস্তকের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) নিজের পক্ষ হইতে কিছুই বলেন নাই, বরং এই সমস্ত কথার মধ্যে বাইবেলের বর্ণনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

পাঠক দেখিতে পাইবেন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর এই প্রকারের লিখা প্রকাশ হইবার পর হইতে আর খ্রীষ্টান পাদ্রীদের রসুলে করীম (সাঃ)–এর ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর আক্রমণ করিতে দেখা যায় না।

আজ এই বিংশতি শতাব্দীর খ্রীষ্টানী প্রভাবের যুগেও যেভাবে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) 'কছ্‌রে ছলিব' অর্থাৎ ক্রুশ ধ্বংস করিয়াছেন এবং ক্রুশের ধ্বংস স্তুপের উপর ইসলামী সৌধের ভিত্তি পুনঃ স্থাপন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া খ্রীষ্টান জগৎ স্তম্ভিত। মসিহে মাওউদের জেহাদে–কবীরে রত সেনাগণের মোকাবেলা হইতে খ্রীষ্টান জগৎ ভীত।

খ্রীষ্টান জগতের বিখ্যাত এবং একজন শ্রেষ্ঠ পাদরী ডক্টর জোয়েমার তাঁহার মেগাজিন Moslim World পত্রিকাতে সমস্ত খ্রীষ্টানদিগকে আহমদীদের মোকাবেলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন ; আর আহমদীয়তের মোকাবেলাতে আসিলে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মৃত্যু অনিবার্য্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেবগণ মুসলমান নাম ধরিয়াও ইসলামের এই বিজয়ী সেনাপতির এহেন মূল্যবান ও সার–গর্ভ কথাগুলির মর্ম্ম বিকৃত করিয়া জনসাধারণের সাম্‌নে পেশ করিয়া জনমতকে উত্তেজিত করিবার হীন প্রচেষ্টা করিতেছে।

যদি হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর প্রতি তাহাদের হৃদয়ে কোন নিভৃত কোণেও মহব্বতের এবং গয়রতের কণা মাত্রও অবশিষ্ট থাকিত তাহা হইলে হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর পূত চরিত্রের প্রতি খ্রীষ্টানদের নৃশংসভাবে আক্রমণ দেখিয়াও খ্রীষ্টানদের স্বরচিত যীশুর জন্য তাহাদের প্রাণের দরদ এতখানি উতলিয়া উঠিত না।

২১নং আপত্তি

"মির্জা সাহেব আয়্যামুছ্‌ছোলেহ কিতাবের ৬৫ পৃষ্ঠার হাসিয়ায় লিখিয়াছেন ..... মরিয়ম ছিদ্দিকার তাঁহার বাগদত্ত ইয়োছফের সহিত সঙ্গম করা, এবং তাহার সঙ্গে গৃহের বাহিরে ভ্রমণ করা এই রীতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী।"

উত্তর

পাঠক, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হযরত মসিহ মাওউদের যে পারসী এবারত উর্দ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে সঙ্গম করা বুঝায় এমন কোন শব্দ নাই। মৌলানা রুহুল আমীন

সাহেব اختلاط مریم صدیقہ با منسوب خودش এই এবারতের তরজমায় বাগদত্তা ইয়োছফের সহিত সঙ্গম করার কথা লিখিয়াছেন। পারসী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছেলেরাও বুঝিতে পারিবে, এই এবারতের মধ্যে 'সঙ্গম করা' বুঝায় এমন কোন শব্দ নাই। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যদি 'এখতেলাত' শব্দের অর্থ সঙ্গম করা বুঝাইবার অসাধু চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাহার কলুষিত মানসিকতার পরদা ফাঁক করিয়া দিয়াছেন; 'এখতেলাত' শব্দের অর্থ যে মেলা-মেশা করা ইহা সাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি বুঝিতে পারে।

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) 'আয়্যামুছছোলেহ' কিতাবে আফগান জাতি যে বনী-ইস্রাইল জাতিরই এক শাখা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বনী-ইস্রাইল জাতির কতকগুলি রীতি-নীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এবং এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পার্বত্য আফগান জাতির মধ্যেও বনী-ইস্রাইল জাতির মত এই রীতি প্রচলিত আছে যে, তাহারা বাগদত্ত পুরুষের সঙ্গে মেলা-মেশা ও ঘোরা-ফেরাকে দোষের মনে করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি হযরত মরিয়ম ছিদ্দিকার বাগদত্ত স্বামী ইয়োছফের সঙ্গে মেলা-মেশা ও ঘোরা-ফেরার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই রকম ঘোরা-ফেরা ইসলামি পরদা প্রচলনের পূর্বে কোন দুষণীয় ছিল না এবং হযরত মছিহে মাওউদ (আঃ) এইজন্য হযরত মরিয়ম ছিদ্দিকার প্রতি কোন দোষারোপও করেন নাই, শুধু পার্বত্য আফগান জাতি ও বনী-ইস্রাইলের রীতি-নীতির সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন।

হযরত মরিয়ম ছিদ্দিকার তাঁহার বাগদত্ত স্বামী ইয়োছফের সহিত মেলা-মেশা ও ঘোরা-ফেরার কথা ইসলামী ইতিহাস,—ইবনুল আছীরের 'তারীখুল কামেল' কিতাবের ১ম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

قد ذكرنا حال مريم فى خدمة الكنيسة وكانت هى وابن
عمها يوسف ابن يعقوب ابن ماثان النجار يليان خدمة
الكنيسة وكان يوسف حكيما نجارا يعمل بيديه و
يتصدق بذالك وقالت النصارى ان مريم كان قد تزوجها
يوسف ابن عمها الا انه لم يقربها الا بعد رفع المسيح
والله اعلم وكانت مريم اذا نفد مائها وماء يوسف ابن
عمها اخذ كل واحد منهما قلته وانطلق الى مغارة التى
فيها الماء يستعذبان منه ثم يرجعان الى الكنيسة فلما
كان يوم الذى لقيها جبرائيل نفد ماءها فقالت ليوسف

ليذهب معها الى الماء فقال عندى الماء ما يكفينى
الى غد فاخذت قلتها و انطلقت وحدها حتى دخلت
المغارة فوجدت جبرائيل۔

"হযরত মরিয়মের গীর্জ্জার খেদমতের কথা আমরা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। তিনি এবং তাঁহায় চাচাত ভাই ইয়োছফ ইব্নে ইয়াকোব ইব্নে মাছান সুত্রধর এবং হেকীম ছিলেন। উভয়েই গীর্জ্জার খেদমত করিতেন। ইয়োছফ নিজ হাতে কাজ করিয়া ছদকা করিতেন। খ্রীষ্টানরা বলে ইয়োছফ মরিয়মকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইসা (আঃ)-কে আল্লাহ্তালা উঠাইয়া নেওয়ার পূর্বে তিনি মরিয়মের নিকট গমন করেন নাই, প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্তালা ভাল জানেন। ইয়োছফ এবং মরিয়ম উভয়ই এক সঙ্গে একটি পুস্করিণীতে যাইয়া মিষ্টি পানি আনয়ন করিতেন। যেদিন জিব্রাইল আসিয়া মরিয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সেই দিন মরিয়ম আসিয়া ইয়োছফকে পানি আনিবার জন্য সঙ্গে যাইতে বলিলেন। ইয়োছফ বলিলেন, কাল পর্য্যন্তের জন্য আমার কাছে পানি আছে, আমি যাইব না। মরিয়ম তাহার কলস লইয়া নিজের পানি আনিতে একা চলিয়া গেলেন এবং সেই পুস্করিণীতে জিব্রাইলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।"

অতএব বনী-ইস্রাইল জাতির মধ্যে বাগদত্ত স্বামীর সঙ্গে মেলা-মেশা ও ঘোরা-ফেরার প্রথা যে প্রচলিত আছে ও ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই রকম মেলামেশার কথাই বলিয়াছেন এবং বনী-ইস্রাইল জাতির সঙ্গে পার্বত্য আফগানদের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই সোজা কথাটাকে যে রকম ঘৃণিতভাবে পেশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

২২নং আপত্তি

"মির্জা সাহেব মসিহ (আঃ)-এর অবতার হইবার দাবী করিয়াছেন; ইসলামে অবতার-বাদ কাফেরী মূর্খতা"।

উত্তর

মিথ্যা কথা, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বনী-ইস্রাইলের মসিহর অবতার হইবার দাবী করেন নাই, বরং তিনি হিন্দুয়ানি ও মুশরেকী অবতার-বাদের তীব্রভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। এমন বিশদভাবে এবং বিস্তারিতভাবে মুশরেকী ও কাফেরী অবতার-বাদের খণ্ডন আজ পর্যন্ত আর কেহই করেন নাই। "সুরমায়ে চশমে আরিয়া," 'চশমায়ে মারেফত' ইত্যাদি মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাদি পাঠ করিলে পাঠক আমার এই কথা উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের উদ্ধৃত এবারত এবং উহার যে অনুবাদ তিনি নিজে করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেও পাঠক অনায়াসে ধরিতে পারিবেন যে–মৌলানা সাহেব নিজের কথা দ্বারাই নিজের আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের তরজমা নিম্নে দেওয়া গেল।

"এবং হযরত মসিহ আল্লাহ্তালার নিকট একজন নায়েব চাহিলেন, যাহার স্বরূপ (হকিকত) তাঁহার স্বরূপের তুল্য হয় এবং যাহার জাত তাঁহার জাতের তুল্য হয়; যিনি তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে তাহার অঙ্গ–প্রত্যঙ্গগুলির তুল্য হয় এবং তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশক হয়..... এবং আমিই সেই নায়েব।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন মৌলানা সাহেব নিজেই মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর এবারতের অনুবাদে তিনি মসিহের নায়েব হইবার দাবী করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। অথচ কাফেরী অবতার–বাদের দাবী করিয়াছেন বলিয়া মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন।

چہ دلاورست دزدے کہ بکف چراغ دارد

২৩নং আপত্তি

"মির্জা সাহেব কি উক্ত মসিহের অবতার যাহার জন্ম হারামভাবে হইয়াছিল?"

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কোরানে বর্ণিত আল্লাহ্র একজন বিশিষ্ট নবী হযরত ইসা (আঃ)–এর নায়েব বা মছিল হইবার দাবী করিয়াছেন, খ্রীষ্টান কল্পিত বাইবেল–চিত্রিত যে–যীশু বাইবেলের মতে খোদাই দাবী করিয়াছিলেন তাহার অবতার হইবার দাবী করেন নাই।

আর হযরত ইসা (আঃ)–এর হারামভাবে জন্ম হওয়ার কথা, মৌলানা সাহেবের অভ্যন্তরীণ চরিত্রের ফটো। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এরূপ বলেন নাই, বলিতে পারেনও না। তিনি যে নিজেই প্রথমে মরিয়মি মরতবা এবং পরে মসিহের মরতবায় উন্নীত হইবার দাবী করিয়াছেন।

চতুর্থ ভাগ

উপক্রমণিকা

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব 'কাদিয়ানী রদ' পুস্তকের ৪র্থ ভাগে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর আকায়েদ সম্বন্ধে 'বহছ' করিতে যাইয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর উপর কতকগুলি মিথ্যা, অযথা অপবাদ দিয়াছেন এবং এই ঘৃণিত উদ্দেশ্য সাধিত করিবার জন্য হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর প্রতি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অবতীর্ণ এলহামাদি এবং তাঁহার নিজ বাক্যের বিকৃত অর্থ করিয়া জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার অন্যায় চেষ্টা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে নিজের বিদ্যা–বুদ্ধিরও যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইনসাল্লাহ, আমি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের আপত্তিগুলির যথা–বিহিত উত্তর প্রদান করিব।

باللّٰہِ التَّوفیق

আহমদী আকায়েদ

মৌলানা সাহেবের আপত্তিগুলির উত্তর আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রথমে আমি হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর আকায়েদ তাঁহার নিজ লিখা হইতে পেশ করিতেছি। তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেবান কি রকম হীন উপায় অবলম্বন করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর মোকাবেলা করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

"ہمارا خُدا وہ خُدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بولتا تھا۔ اور اب بھی وہ سُنتا ہے جیسا کہ پہلے سُنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ اس زمانہ میں سُنتا تو ہے مگر بولتا نہیں بلکہ وہ سُنتا ہے اور بولتا بھی ہے۔ اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی وہ وہی واحد لاشریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور کوئی بیوی نہیں اور وہ وہی بے مثل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور جس کی طرح کوئی فرد کسی خاص صفت سے مخصوص نہیں اور جس کا کوئی ہمتا نہیں اور جس کا کوئی ہم صفات

نہیں - اور جس کی کوئی طاقت کم نہیں - وہ قریب ہے باوجود دُور ہونے کے اور دُور ہے باوجود نزدیک ہونے کے - وہ تمثل کے طور پر اہلِ کشف پر اپنے تئیں ظاہر کر سکتا ہے مگر اس کے لئے نہ کوئی جسم ہے اور نہ کوئی شکل ہے اور وہ سب سے اُوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے اور وہ عرش پر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر نہیں - وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور مظہر ہے تمام محامد حقّہ کا اور سرچشمہ ہے تمام خوبیوں کا اور جامع ہے تمام طاقتوں کا اور مبداء ہے تمام فیضوں کا اور مرجع ہے ہر ایک شئ کا مالک ہے ہر ایک ملک کا اور متصف ہے ہر ایک کمال سے اور منزہ ہے ہر ایک عیب اور ضعف سے اور مخصوص ہے اس امر میں کہ زمین والے اور آسمان والے اسی کی عبادت کریں اور اس کے آگے کوئی بات بھی اَن ہونی نہیں - تمام رُوح اور اُن کی طاقتیں اور تمام ذرّات اور انکی طاقتیں اُسی کی پیدائش ہیں - اس کے بغیر کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی - وہ اپنے طاقتوں اور قدرتوں اور اپنے نشانوں سے اپنے تئیں آپ ظاہر کرتا ہے اور اُس کو اُسی کے ذریعہ سے ہم پا سکتے ہیں - اور وہ راستبازوں پر ہمیشہ اپنا وجود ظاہر کرتا رہتا ہے وہ اپنی قدرتیں ان کو دکھلاتا ہے - اسی سے وہ شناخت کیا جاتا اور اس سے اس کے پسندیدہ راہ شناخت کی جاتی ہے وہ دیکھتا ہے بغیر جسمانی آنکھوں کے اور سُنتا ہے بغیر جسمانی کانوں کے اور بولتا ہے بغیر جسمانی زبان کے۔"

(الوصیّت ص ۱۱)

"আমাদের খোদা সেই খোদা, যিনি এখনও তেমনি জীবিত যেমন তিনি পূর্বে জীবিত ছিলেন; তিনি এখনও তেমনি কথা বলেন যেমন তিনি পুরাকালে কথা বলিতেন; তিনি এখনো তেমনি শুনেন যেমন তিনি পুরাকালে শুনিতেন। ইহা অলীক ধারণা যে, এযুগে তিনি শোনেন ত বটে কিন্তু কথা বলেন না। বস্তুতঃ তিনি শোনেন এবং কথাও বলেন।

তাঁহার যাবতীয় গুণ অনাদি ও অনন্ত। তাঁহার কোন গুণই বেকার নয়, এবং এরূপ কখনও হইবে না। তিনি সেই ওয়াহেদ লা-শরীক (অংশিহীন ও অংশহীন) খোদা যাঁহার কোন পুত্র কিংবা কোন স্ত্রী নাই। তিনি সেই অনুপম খোদা যাঁহার দ্বিতীয় আর কেহ নাই। তাঁহার ন্যায় কেহ কোন বিশেষ গুণে বিশিষ্ট নয়। তাঁহার কোন শক্তি ন্যূন নয়। তিনি দূরবর্ত্তী হওয়া সত্ত্বেও নিকটে; তিনি নিকটবর্ত্তী হওয়া সত্ত্বেও দূরে। তিনি রূপকভাবে আহ্‌লে-কাশ্‌ফ বা আত্মিক দৃশ্য-দর্শীর নিকট আত্ম প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার কোন শরীর নাই, কোন আকার নাই, তিনি সকলের উপরে, কিন্তু বলিতে পারি না যে, তাঁহার নিম্নে অন্য কেহ আছে। তিনি আরশের উপর আছেন, কিন্তু বলিতে পারি না যে, তিনি পৃথিবীতে নাই। তিনি পূর্ণ গুণাধার। তিনি সত্যিকার সকল প্রশংসার মজহার বা বিকাশ। তিনি সকল সৌন্দের্য্যের উৎস। তিনি সর্ব্বশক্তিমান। সকল ফয়েজ তাঁহারই নিকট হইতে আসে এবং সকল বস্তু তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করে। তিনি সকল দেশ ও রাজ্যের অধিশ্বর। তিনি সর্ব পূর্ণ গুণাকর, সর্ব ত্রুটি ও দুর্বলতা বিহীন। আস্‌মান ও জমিনের সকলের অর্চ্চনা-বন্দনা লাভ করা তাঁহারই বৈশিষ্ট্য। তাঁহার নিকট কিছুই না হওয়ার নয়। সমস্ত রূহ্ এবং তাহার শক্তি নিশ্চয়, সমস্ত অণুপরমাণু এবং উহাদের শক্তিসমূহ তাঁহারই সৃজিত। তিনি ভিন্ন কোন বস্তুই প্রকাশিত হয় না। তিনি তাঁহার শক্তি, মহিমা ও নিদর্শন-সমূহ দ্বারা আপনি আপনাকে প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে তাঁহারই সাহায্যে আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি। তিনি সর্বদাই সাধুগণের নিকট আপন অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং আস্‌ল শক্তি ও মহিমা তাহাদিগকে প্রদর্শন করেন। তাঁহা হইতেই তাঁহার পরিচয় লাভ করা যায় এবং তাঁহা হইতে তাঁহার মনোনীত পথের পরিচয় লাভ করা যায়। তিনি দেখেন কিন্তু তাহার কোন ভৌতিক চক্ষু নাই। তিনি শোনেন, কিন্তু তাঁহার কোন ভৌতিক শ্রবণেন্দ্রিয় নাই। তিনি কথা বলেন, কিন্তু সেই জন্য তাঁহার কোন ভৌতিক জিহ্বা নাই।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আরও বলিয়াছেন ঃ—

وحید فرید لاشریک لذاتہ
قوی علی مستعان مقتدر
ولم یتخذ ولدا ولا کفولہ
وحید فرید ما دناہ التکثر

"তিনি এক-অদ্বিতীয়; তাঁহার কোনই শরীক বা অংশী নাই। তিনি শক্তিশালী, উচ্চ, সাহায্যকারী, সক্ষম।

তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেন না এবং তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই; তিনি এক-অদ্বিতীয়; বহুত্ব তাঁহাকে স্পর্শ করে না।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আরও বলিয়াছেন ঃ—

"تمہارے لئے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزّت دیں گے وہ آسمان پر عزّت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے اُن کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لئے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن اور تمام آدم زادوں کے لئے اب کوئی رسُول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبّت اُس جاہ جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی بلکہ حقیقی نجات وہ ہے جو اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خُدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے۔ اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسُول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے"۔

(کشتی نوح صـ۱۳)

"তোমাদের জন্য এক অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা এই যে, কোরান শরীফকে অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের মত পরিত্যাগ করিও না। কারণ, কোরানেই তোমাদের প্রাণ নিহিত আছে। যাহারা কোরানকে সম্মান করিবে তাহারা আকাশেও সম্মান লাভ করিবে। যাহারা অন্যান্য সকল হাদীস ও উক্তির উপর কোরানকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে সেই সকল ব্যক্তিকে আকাশে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইবে। মানব জাতির জন্য বর্ত্তমানে কোরান বৈ আর কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র নাই, এবং আদম সন্তানগণের জন্য বর্ত্তমানে মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) ভিন্ন আর কোনই রসুল এবং 'শাফী' নাই।

অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবান্বিত নবীর সহিত প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হও এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তি-প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইতে পার। স্মরণ রাখিও, প্রকৃত মুক্তি কেবল মৃত্যুর পরই

প্রকাশ হয় না, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহ-জগতেই উহার আলো প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃত মুক্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তি কে? সে-ই, যে জানে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) তাঁহার ও তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে মধ্যবর্ত্তী যোজক; এবং আকাশের নিম্নে তাঁহার সম-মর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসুল নাই এবং কোরানের সমতুল্য আর কোন শাস্ত্র নাই।" *(কিশ্‌তিয়ে-নুহ, ১৩ পৃঃ)*।

এইরূপে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার বহু গ্রন্থাদিতে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় নিজ আকীদা প্রকাশ করিয়াছেন। সহস্র সহস্র সহচর এবং লক্ষ লক্ষ আহমদী তাঁহার ব্যক্তিগত আমল, তালীম এবং লিখা হইতে শিক্ষা করিয়া জগতময় ইস্‌লামি আকীদা— হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) প্রদত্ত শিক্ষা প্রচার করিতেছেন, কোরানের শিক্ষার দিকে সমস্ত দুনিয়াকে আহ্বান করিয়াছেন ও করিতেছেন। খাতামুন্নবীয়ীন হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং কোরানে মজীদের সত্যতার দিকে সমস্ত জগতের যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে মোকাবেলার জন্য চেলেঞ্জ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ع نہاں کئی ماند آں رازے کزو سازند محفلہا ۔

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদী মৌলানাদের এরূপ মিথ্যা এলজাম আরোপ করিবার চেষ্টা এই মৌলানাদিগকে যে নিজেদের বিবেকের কাছেও কত হীন করিয়া দিতেছে, তাহা ভাবিতেও লজ্জা করে।

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর সূক্ষ্ম তত্ত্ব
ও
মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের আপত্তি

১নং আপত্তি

"মির্জা সাহেব খোদার সন্তান-সন্ততি থাকার দাবি করিয়াছেন"।

উত্তর

মিথ্যা কথা। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) খোদার পুত্রত্বের আকীদার খণ্ডন কয়িছেন। তাঁহার জীবন ব্যাপিয়া তাঁহার প্রায় সমস্ত গ্রন্থে খোদার পুত্রত্বের আকীদার খণ্ডন জ্বলন্ত অক্ষরে বিদ্যমান আছে। তিনি সারা জীবন ব্যাপিয়া খ্রীষ্টানদের সঙ্গে এ-বিষয়ে সংগ্রাম করিয়াছেন।

তবে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌তালার এলহাম— انت منی بمنزلة ولدی - সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেই (حقیقة الوحی ص۸۳ وحاشیہ) হযরত মসিহে মাওউদের (আঃ) যে এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাই উহার আপত্তির উত্তরের জন্য যথেষ্ট। যথা —

مسیح اور اس عاجز کا مقام ایسا ہے جسے استعارہ کے طور پر ابنیت
کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں ۔ (توضیح مرام)

"মসিহ এবং এই আজেজের দরজা এইরূপ যে, রূপকভাবে খোদার পুত্র শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।"

এতদ্ব্যতীত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই সমস্ত এলহামের ব্যাখ্যা নিজেই করিয়া দিয়াছেন। উক্ত এলহামের সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই ব্যাখ্যার উল্লেখও করেন নাই।

"یاد رہے کہ خُدائے تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے نہ اُس کا کوئی شریک نہ
اُس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ یہ کہے کہ مَیں خُدا ہُوں یا
خُدا کا بیٹا ہوں۔ لیکن یہ فقرہ اس جگہ قبیل مجازاً استعارہ میں سے ہے"۔

(حقیقة الوحی ص۸۳)

"স্মরণ রাখিও যে, আল্লাহ্‌তালা পুত্রাদি হইতে পবিত্র, তাঁহার কোন শরীক নাই, কোন পুত্র নাই; কাহারও খোদার পুত্র কিংবা খোদা হওয়ার দাবী করিবার অধিকার নাই। কিন্তু এই বাক্যটি এখানে রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।"

এই রকম ব্যবহারকে কোরানের ভাষায় 'মুতাশাবেহাত' বলে।

اَلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ - (آل عمران: ٨)

"যাহাদের হৃদয়ে কুটীলতা আছে তাহারাই মুতাশাবেহাতের অনুসরণ করিয়া ফাছাদ সৃষ্টি করে"।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও রূপক কালামের বিকৃত অর্থ করিয়াছেন সাধারণকে ধোঁকা দিবার উদ্দেশ্যে।

এই রকম 'মুতাশাবেহাত' কোরান শরীফেও বিস্তর বিদ্যমান আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ— يد الله فوق ايديهم - (الفتح: ١١) "তাহাদের হাতের উপর আল্লাহ্‌র হাত আছে।"

আমি মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি এখানে আল্লাহ্‌তা'লাকে সাকার হস্ত-বিশিষ্ট মনে করেন কি?

ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى - (الانفال: ١٨)

"তুমি যে নিক্ষেপ করিয়াছে ইহা তুমি নিক্ষেপ কর নাই বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করিয়াছেন।"

এখানে হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর নিক্ষেপ করাকে স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লার নিক্ষেপ করা বলা হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, এখানে মৌলানা সাহেব আঁ-হযরতের খোদাই দাবী বুঝেন কি?

انت منى بمنزلة اولادى - (دافع البلاء ص۔ تذکرہ ص۴۳۲ ایڈیشن سوم)

এই এলহামের ব্যাখ্যা করিতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন ঃ—

"خُدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خُدا کے درحقیقت بیٹے ہیں کیونکہ یہ تو کلمۂ کفر ہے اور خُدا بیٹوں سے پاک ہے۔ اسلئے استعارہ کے رنگ میں وہ خُدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچہ کی طرح دلی جوش سے خُدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اس مرتبہ کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کرکے فرمایا گیا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ۔ یعنی خُدا کو ایسی محبت اور دلی جوش سے یاد کرو جیسا کہ بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے"۔

(ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام ۴ نومبر ۱۹۰۵ء)

"আল্লাহ্তালার মধ্যে যাঁহারা নিজেকে ফানা করিয়া দেন, তাঁহারা আল্লাহ্র সন্তান বলিয়া কথিত হন, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র সন্তান নহেন যেহেতু ইহা কুফরী কালাম ; আল্লাহ্তালা পুত্র হইতে পবিত্র, এইজন্য রূপকভাবে তাঁহারা আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া কথিত হন যেহেতু তাঁহারা আন্তরিক উদ্দীপনার সহিত আল্লাহ্তালাকে স্মরণ করেন। এই মরতবার দিকে ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ্তালা বলিয়াছেন, "আল্লাহ্কে এই রকম ভালাবাসা ও আন্তরিক উদ্দীপনাসহ স্মরণ কর যেমন সন্তান আপন পিতাকে স্মরণ করিয়া থাকে"।

এই মরতবার আওলিয়াদের কথা হযরত মৌলানা রোম (রহঃ) বলিয়াছেন ঃ—

اولیاء اطفال حق اندای پسر
در حضور و غیبت آگاه باخبر
غائبی منديش از نقصان شان
کو کند لیک از برائے جان شان
گفت اطفال من اند ایں اولیاء
در غریبی فرد از کار و کیا۔

(مثنوی مولانا روم دفتر سوم صـ۱۳)

এই কবিতাগুলিতে হযরত মৌলানা রোম আওলিয়াদিগকে আল্লাহ্র সন্তান বলিয়াছেন অতি পরিষ্কারভাবে। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাঁহাকে কি ফতোয়া দিবেন ?

হযরত শাহ্ অলিউল্লা মুহাদ্দিস দেহলবি (রহঃ) বলিয়াছেন ঃ—

خدائے تعالیٰ در ہر ملّتے انبیاء و تابعاں ایشاں را بلقب مقرب ومحبوب تشریف دادہ است ومنکرین ملّت را بہ صفت مبغوضیت نیکو ہیدہ است و دریں باب لفظ در ہر قوم تکلم واقع شد اگر لفظ ابنا بجائے محبوبان ذکر شدہ باشد چہ عجب ۔

(فوزالکبیر صـ۵)

এইখানে হযরত শাহ অলিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবি (রহঃ) 'আল্লাহ্র পুত্র' শব্দকে আল্লাহ্র 'প্রিয়' অর্থে গ্রহণ করা হয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

মৌলবী রহমতুল্লাহ মুহাজির মক্কী তাঁহার 'এজালা' কিতাবের ৫২ পৃঃ লিখিয়াছেন ঃ—

"فرزند عبارت از عیسٰی علیہ السّلام است کہ نصاری آنجناب را حقیقۃً
ابن اللہ میدانند و اہل اسلام ہمہ آنجناب را ابن اللہ بمعنی عزیز و برگزیدۂ
خُدائے شمارند ۔

এইখানে হযরত রহমতুল্লাহ্ মুহাজির মক্কী হযরত ইসা (আঃ)-এর খোদাতালার প্রিয় ও নির্বাচিত হওয়ার অর্থে ইবনুল্লাহ্ হওয়া সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ হইতে স্বীকার করিতেছেন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব শাহ্ অলিউল্লা মুহাদ্দিস দেহলবি কিংবা মৌলানা রহমাতুল্লাহ্ মুহাজির মক্কী সম্বন্ধে কি ফতোয়া দিবেন?

বস্তুতঃ রূপকভাবে "আল্লাহ্র পুত্র" কথাটা ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মে কোন দোষনীয় বাক্য নহে। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এরূপ রূপক কথাকে কোন দোষের মনে করিতে পারেন না, এবং করেন নাই। ইসলামে এরূপ বহু ব্যবহার আছে।

স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন :—

عن عبد اللہ قال قال رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم
الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ

(روی البیہقی)

"আবদুল্লাহ্ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, সৃষ্টজীব আল্লাহ্র পরিবারবর্গ। যাহারা আল্লাহ্র পরিবারবর্গের সহিত ভাল ব্যবহার করে তাহারা আল্লাহর অধিকতর প্রিয়।" বয়হকী এই হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

সুতরাং এই রকম রূপক ও এস্তেয়ারার উপর বিকৃত অর্থ করিয়া অজ্ঞ জন-সাধারণকে ধোঁকা দেওয়া অতি জঘন্য।

আর মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত তৃতীয় বাক্য—اسمع ولدی ("তুমি শুন হে আমার পুত্র") হযরত মসিহে মাওউদের (আঃ)-এর কোন কিতাবে নাই। 'আলবুশরা' হযরত মসিহে মাওউদের (আঃ) কিতাব নয়। মুন্সি মঞ্জুর এলাহী সাহেব নামীয় একজনের লিখিত কিতাব 'আলবুশরাতে' আস্‌ল এলহাম—

اسمع واری (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص۵۲۰ حاشیہ در حاشیہ نمبر۳)

"আমি শুনি এবং দেখি"-এর পরিবর্ত্তে ইহা ছাপার ভুলে ছাপিয়া গিয়াছে। উক্ত মুন্সি মঞ্জুর এলাহি সাহেব ইহার সংশোধনও প্রকাশ করিয়াছেন। *(আলফজল পত্রিকা, ৯ম জিলদ, ৯৬নং দ্রষ্টব্য)।*

পাঠক দেখিতে পাইলেন, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব অন্যের লিখিত পুস্তক হযরত মসিহ মাওউদের (আঃ) প্রতি আরোপ করিয়া কীরূপ জঘন্য প্রকৃতির প্রবঞ্চনা করিয়া জনসাধারণকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত মসিহ মাওউদ (আঃ) হইতে ফিরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন!

২নং আপত্তি

মির্জা সাহেব এই খ্রীষ্টানী মত প্রচার করিয়া উহাকে পাক তছলিছ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি যখন এরূপ লানতি ত্রিত্ববাদকে পাক্ বলিয়াছেন তখন তাঁহার মতে পাক মিথ্যা, পাক্-শেরক, পাক্-ব্যভিচার, পাক্-জুয়া, পাক্-চুরি, ইত্যাদি মত প্রচারিত হওয়া জরুরী নহে কি?

উত্তর

সকল ব্যারামের ঔষধ আছে। বুদ্ধিশূন্য মুর্খতার কোন ঔষধ নাই।

শিক্ষিত পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, খ্রীষ্টান জাতির ত্রিত্ববাদ বা তছলিছ কথার অর্থ, তাহারা তিন খোদা বিশ্বাস করে। পিতা, পুত্র এবং রুহুল কুদুছ—এই তিনের প্রত্যেকেই এক একজন পৃথক খোদা এবং এই তিনে মিলিয়া আবার এক খোদা!

খ্রীষ্টানদের এই কুফরী বিশ্বাস ও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সারা জীবন ব্যাপিয়া প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন।

কিন্তু হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর যে এবারত মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব উদ্ধৃত করিয়াছেন এই এবারতের মধ্যে খ্রীষ্টানি মতের কোনরূপ পোষকতা থাকা দূরের কথা, বরং এই খ্রীষ্টানি মতের তীব্রভাবে প্রতিবাদ ও খণ্ডন করা হইয়াছে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সম্পূর্ণ এবারত খানি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম ঃ—

" اُوپر کے طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی محبت قوی ایمان سے ملی ہوئی ہے جو اوّل بندہ کے دل میں بارادۂ الٰہی پیدا ہوکر ربّ قدیر کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر ان دونوں محبتوں کے ملنے سے جو درحقیقت نر و مادہ کا حکم رکھتی ہیں۔ ایک مستحکم رشتہ اور ایک شدید مواصلت خالق اور مخلوق میں پیدا ہوکر الٰہی محبّت کی چمکنے والی آگ سے جو مخلوق کی ہیزم مثال محبت کو پکڑ لیتی ہے ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام رُوح القدس ہے۔ سو اس درجے کے انسان کی روحانی پیدائش اس وقت سے سمجھی جاتی ہے جبکہ خدائے تعالیٰ اپنے ارادۂ

خاص سے اس میں اس طور کی محبّت پیدا کر دیتا ہے اور اس مقام اور اس مرتبہ کی محبّت میں بطور استعارہ یہ کہنا بے جا نہیں ہے کہ خدائے تعالےٰ کی محبّت سے بھری ہوئی رُوح اس انسانی روح کو جو بارادۂ الٰہی اب محبت سے بھر گئی ہے ایک نیا تولد بخشتی ہے۔ اس وجہ سے اس محبّت سے بھری ہوئی رُوح خُدائے تعالیٰ کی رُوح سے جو نافخ المحبّت ہے استعارہ کے طور پر ابنیّت کا علاقہ ہوتا ہے اور چونکہ رُوح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور ابن ہے اور یہ پاک تثلیث ہے جو اس درجہ محبّت کے لئے ضروری ہے۔ جس کو ناپاک طبیعتوں نے مشرکانہ طور پر سمجھ لیا ہے۔ اور ذرہ امکان کو جو ہالکۃ الذات باطلۃ الحقیقت ہے حضرت اعلیٰ واجب الوجود کے ساتھ برابر ٹھہرا دیا ہے۔"

(توضیح مرام صـ۲۱-۲۲)

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, এই এবারতের মধ্যে তিন খোদার আকীদার কোনরূপ পোষকতা ত নাই-ই, বরং উহার তীব্রভাবে প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং বান্দার দৃঢ় ঈমান মিশ্রিত উচ্চাঙ্গের ভালবাসা যে আল্লাহ্‌র ভালবাসাকে আকর্ষণ করে এবং বান্দার ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসার মিলনে যে পবিত্র আত্মার সৃষ্টি হয় এবং মানুষ এক নূতন পবিত্র জীবন লাভ করে, এই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌র মহব্বত ও মানবের মহব্বত এবং এই দুই-এর মিলনে যে পবিত্র আত্মার সৃষ্টি হয়, যাহা লাভ করিলে মানুষ নূতন জীবন লাভ করে— এই তিনটি বিষয়কে পবিত্র তছ্‌লিছ্‌ নামে অভিহিত করিয়া হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) খ্রীষ্টানদের মতের এইভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টানগণ আধ্যাত্মিকতার এই অবস্থা বা ঐশী প্রেমের এই ত্রিবিধ দিকের কথা বুঝিতে না পারিয়া মুশ্‌রেকী আকীদার সৃষ্টি করিয়াছে এবং ধ্বংসশীল মানুষকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করিয়াছে।

এই সুন্দর আধ্যাত্মিক বর্ণনার খানিকটা পেশ করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর উপর এই এলজাম কায়েম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তিনি যেন তিন খোদা বিশ্বাস করিতেন। *(নাউজুবিল্লাহ্‌)*

সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকও এই কথা বুঝিতে পারেন যে, 'তছলিছ' শব্দের অর্থ "তিন করা"। খ্রীষ্টানেরা খোদাকে তিন করিয়াছে বা তিন মনে করিয়াছে বলিয়া কি তাহাদের ব্যবহৃত এই 'তছলীছ' শব্দটি অপবিত্র ও নাপাক হইয়া পড়িয়াছে? মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের বা অন্য কোন ব্যক্তির যদি আরও দুই ভাই বিদ্যমান থাকে তবে কি তাহাদের প্রত্যেক ভাই ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ (المائدة: ٧٣) তিনের তৃতীয় নয় এবং পৈত্রিক সম্পত্তির তছলিছ অর্থাৎ তিন ভাগ করিয়া এক ভাগের হকদার হইবেন না? খ্রীষ্টানগণ শিরকী আকীদায় "তছলিছ" ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া এই 'তছলিছ' শব্দটিও কি অপবিত্র হইয়া পাক চুরি, পাক ব্যভিচারের মত হইবে?

খ্রীষ্টানগণ "পবিত্র পুত্র" বলিতে "খোদার পুত্র মসিহ" বুঝেন এবং পবিত্র পিতা বলিতে স্বয়ং খোদাকে বুঝেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, খ্রীষ্টানদের এই মুশরেকী ব্যবহারের দরুন মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কি 'পবিত্র পুত্র' এবং 'পবিত্র পিতা' এই শব্দগুলির ব্যবহার ছাড়িয়া দিয়াছেন? না খোদা ছাড়া আর কাহারও পিতাকে বা পুত্রকে, এমন কি, নিজের পিতা বা পুত্রকে পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন না?

খ্রীষ্টানগণ মুশরেকী আকীদা মতে 'পবিত্র পুত্র', 'পবিত্র পিতা' ও 'তছলিছ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে বলিয়া এই শব্দগুলির সাধারণ অর্থানুযায়ী ব্যবহার পরিত্যক্ত হইবার কোন কারণ নাই। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এরূপ উক্তি দ্বারা তাঁহার সাধারণ বুদ্ধিরও যে নিতান্তই অভাব আছে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

৩নং আপত্তি

"মির্জা সাহেব তওজিহে-মারামের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"ایک ایسا وجود اعظم جس کے بے شمار ہاتھ بے شمار پیر ہیں اور ہر
ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور
طول رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اُس میں تاریں بھی ہیں۔"

অর্থাৎ, সেই শ্রেষ্ঠতম অস্তিত্বের অসংখ্য হস্ত, অসংখ্য পদ এবং তাঁহার অঙ্গসমূহ গণনাতীত এবং অসীম দৈর্ঘ-প্রস্থ বিশিষ্ট এবং মাকড়সার জালের ন্যায় তাঁহার তার সকল আছে।..... মির্জা সাহেব কোরানের বিপরীত হিন্দুদের মতের পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতেছেন।"

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর এবারত সম্পূর্ণ উল্লেখ না করিয়া তাঁহার বর্ণনায় বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। পাঠকের অবগতির জন্য সম্যক এবারত এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি ঃ—

یہ تمام عالم معہ اپنے جمیع اجزاء کے اُس علت العلل کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لئے بیچ مچ اُس کے اعضاء کی طرح واقع ہے جو خود بخود قائم نہیں بلکہ ہر وقت اُس رُوح اعظم سے قوت پاتا ہے جیسے جسم کی تمام قوتیں جان کی طفیل سے ہی ہوتی ہیں اور یہ عالم جو اُس وجود اعظم کے لئے قائم مقام اعضاء کا ہے اُس میں ایسی ہیں کہ گویا اُس کے چہرہ کا نور ہے جو ظاہری یا باطنی طور پر اُس کے ارادوں کے موافق روشنی کا کام دیتی ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ گویا اس کے ہاتھ ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ گویا اس کے پیر ہیں اور بعض اس کے سانس کی طرح ہیں۔ غرض یہ مجموعہ عالم خُدائے تعالیٰ کے لئے بطور ایک اقدام کے واقعہ ہے اور تمام آب و تاب اس اندام کی اور ساری زندگی اس کی اس رُوح اعظم سے ہے جو اس کی قیوم ہے اور جو کچھ اس قیوم کی ذات میں ارادی حرکت پیدا ہوتی ہے وہی حرکت اس اندام کے کل اعضاء یا بعض میں جیسا کہ اس قیوم کی ذات کا تقاضا ہو پیدا ہو جاتی ہے اس بیان مذکورہ بالا کی تصویر دکھلانے کے لئے تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہاء عرض اور طول رکھتا ہے اور تندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحۂ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ اور کشش کا کام دے رہی ہیں یہ وہی اعضاء ہیں جن کا دوسرے لفظوں میں عالم نام ہے۔"

(توضیح مرام صـ۷۵)

পাঠক দেখিতে পাইলেন, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই এবারতের মধ্যে কী সুন্দর এবং পরিষ্কারভাবে বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বস্রষ্টার সম্পর্ক বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে! এই জড় দেহের মধ্যে যেমন আত্মা বিদ্যমান থাকিয়া দেহের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে এবং এই

দেহস্থিত আত্মা যেমন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি দ্বারা নিজের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে, এই রকম বিশ্বস্রষ্টার বিরাট অস্তিত্ব নিজ ইচ্ছা এই বিশ্বের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের কিংবা সমস্ত বিশ্বের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর বিশ্ব-স্রষ্টার বিরাট অস্তিত্বের বিদ্যমানতাই বিশ্বের রক্ষা ও বিদ্যমানতার কারণ হইতেছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে একটি গাছের পাতাও নড়ে না।

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) রূপকভাবে কাল্পনিক চিত্র মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া নিরাকার বিশ্ব-স্রষ্টার সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দ্বারা যে-ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই বর্ণনার খানিকটা পেশ করিয়া যে-বিকৃত অর্থ করিয়া হিন্দুদের মুশরিকী আকীদার পোষকতা বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন— উহার কোনরূপ আভাষও ত এই এবারতে পাওয়া যায় না।

আল্লাহ্‌তালা সম্বন্ধে— ليس كمثله شئ۔ (الشورٰی: ۱۲) "তাঁহার তুল্য কোন বস্তু নাই" একথা সত্য কিন্তু এই অতুলনীয় খোদাকে বুঝাইবার জন্য, তাঁহার বিরাট অস্তিত্ব এবং শক্তিসমূহের পরিচয় দিবার জন্য মানুষের ভাষায় দৃষ্টান্ত আছে। আল্লাহ্‌তালা নিজেও ত তাঁহার নিজের অস্তিত্বের কথা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা ঃ—

"اللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا
مِصْبَاحٌ ۔ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ
يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ ۔ (النور: ۳۶)

"আল্লাহ্ আস্‌মান এবং জমিনের আলো। তাঁহার আলোর দৃষ্টান্ত একটি তাকের মত যাহাতে প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপটি একটি কাচের মধ্যে, সেই কাচ যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেই প্রদীপটি জয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, ইত্যাদি।"

এই দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়া আল্লাহ্‌তালার বিরাট অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন মুসলমান মূর্খও আল্লাহ্‌তালাকে সাকার ধারণা করিবে না। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের ভিতরে আল্লাহ্‌র যদি একটুও ভয় বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে তিনি এরূপ জঘন্য প্রকারের ধোঁকা দিবার জন্য হযরত মসিহে মাওউদের (আঃ) কালামের বিকৃত অর্থ করিবার চেষ্টা পাইতেন না।

৪নং আপত্তি

"মির্জা সাহেব কোরানের বিপরীত একে ত খোদাকে সাকার ধারণা করিলেন, দ্বিতীয়তঃ দুনিয়াতে তাঁহার দর্শন লাভের দাবী করিলেন।"

উত্তর

মিথ্যা কথা, মৌলানা সাহেব নিজের এই মন্তব্য প্রমাণ করিবার জন্য হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর যে উর্দ্দু এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দ্বারাও মৌলানা সাহেবের এই মন্তব্য প্রমাণ হয় না। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর—

"خدا قریب ہوجاتا ہے اور کسی قدر پردہ اپنے پاک اور روشن چہرہ سے
جو نور محض ہے اتار دیتا ہے۔"

এই কথা দ্বারা কেমন করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বুঝিলেন যে, খোদাকে সাকার বলা হইয়াছে? খোদার দর্শন লাভ আধ্যাত্মিক চক্ষুবিহীন লোকদের জন্য ধারণার অতীত হইলেও সাহেবে-এলহাম ও সিদ্ধ পুরুষগণ এই পৃথিবীতেও আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করিয়া থাকেন। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের কথা দ্বারা বুঝা যায়, তিনি এই দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ সম্ভবপর মনে করেন না, পরকালে আল্লাহ্‌র দীদারকে সম্ভবপর মনে করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, পরকালে কি আল্লাহ্ সাকার হইয়া পড়িবেন? যে আয়াতটির কথা মৌলানা সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ করিলে মৌলানা সাহেব এই আপত্তি করিতে পারিতেন না। আয়াতটি এই ঃ—

"لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير"

(الانعام: ۱۰۴)

"চক্ষু সকল তাঁহাকে দেখিতে পারে না, তিনি চক্ষুসমূহে দর্শন দান করেন।"

দ্বিতীয়তঃ, এই আয়াত সম্বন্ধে ইমাম গাজ্জালি (রহঃ) লিখিয়াছেনঃ—

آنکھیں پورے طور پر اور جملہ اطراف سے خدائے تعالیٰ کا احاطہ نہیں
کرسکتیں جیسے کہ جسم کو دیکھنے سے اس کی ہر خصوصیّت کا اندازہ ہوسکتا
ہے ویسے ہی خدا کا ٹھیک ٹھیک اندازہ آنکھوں کے استعداد سے
باہر ہے۔ (علم الکلام صـ۸۲)

আবার 'নেবরাছ' (সরেহ আকায়েদে নছফীর সরাহ কিতাবে লিখিত আছে ঃ—

لانسلم ان الادراك هو الرؤيه مطلقا بل هو الرويه
على وجه الاحاطة - يقال رايت الهلال وما ادركته
للغيم فالمنفى مع الرؤية على وجه الاحاطة لا الرويه
مطلقا - (علم الكلام صـ۲۵)

"এদরাক শব্দের অর্থ—পূর্ণভাবে সব দিক্ দিয়া ব্যাপকভাবে দেখা, সাধারণ দেখাকে এদ্‌রাক বলে না।"

এই জন্য হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন— আল্লাহ্‌তালা کسی قدر پردہ "কতক পরদা" উঠাইয়া দেখা দেন।

অতএব এই আয়াতে পূর্ণ দর্শনকে অসম্ভব বলা হইয়াছে, আল্লাহ্‌র আংশিক দর্শনকে অসম্ভব বলা হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, لاتدركه الابصار (الانعام:١٠٤) —চক্ষু সকল তাঁহাকে দেখিতে পারে না।' এই কথার অর্থ চর্ম্মচক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পারে না বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পারে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) জড় চক্ষুর বা চর্ম্মচক্ষুর দেখার কথা বলেন নাই। তিনিও আধ্যাত্মিক চক্ষু, মানস-চক্ষুর কথাই বলিয়াছেন। কোরান শরীফে আসিয়াছেঃ—

فَمَن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحًا (الكهف:١١١)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করিতে চায় সে যেন ভাল কাজ করে।" এই মর্ম্মের বহু আয়াত কোরান শরীফে বিদ্যমান আছে। 'দীদারে এলাহী' মুসলমানদের সর্ববাদী সম্মত আকীদা। মৌলানা সাহেব এই দীদারে এলাহী অস্বীকার করিতে চান কি?

বস্তুতঃ—

من كان فى هذه اعمى فهو فى الاخرة اعمى (بنى اسرائيل:٧٣)

"যাহারা এই পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক চক্ষুতে অন্ধ তাহারা পরকালেও অন্ধ থাকিবে।" এত বড় বিরাট অন্ধত্ব নিয়া মৌলানা সাহেব আল্লাহ্‌র দীদারের মর্ম্ম বুঝিবেন কেমন করিয়া?

হযরত মুসা (আঃ)-এর সঙ্গেও আল্লাহ্‌তালা জড় চক্ষুর দৃষ্টির কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন — لن ترانى (الاعراف:١٤٣) "তুমি আমাকে দেখিতে পার না।" এই সহজ কথাটাও মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারিলেন না।

اذا قل دين المرء قل قياسه

"ধর্ম্মভাব কমিয়া গেলে বিবেক-বুদ্ধিও কমিয়া যায়।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এলহাম, কাশ্‌ফ ও স্বপ্ন

৫নং আপত্তি

মির্জা সাহেব বারাহীনে-আহমদীয়া ৫৫৫/৫৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

اغفروارحم من السماء ربنا عاج

"আজ্জ শব্দের অর্থ হস্তির দাঁত, হস্তির হাড়, গোবিষ্ঠা ইত্যাদি।"

উত্তর

শব্দের মর্ম্ম প্রথমে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উপর ব্যক্ত না হওয়ার কথা স্বীকার করা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার এক জ্বলন্ত প্রমাণ, অবশ্য বিবেকশীল ধার্ম্মিকের জন্য, কারণ যে-শব্দের মর্ম্ম নিজেই বলিতে পারেন না, নিজের এলহাম এরূপ শব্দ বর্ণনা করায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই শব্দগুলি তিনি নিজের তরফ হইতে বানাইয়া পেশ করেন নাই। বানাইয়া পেশ করিবার হইলে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের মত লোকে গান্দা, নাপাক এবং আল্লাহ্‌র মহিমার অনুপযোগী অর্থ করিবার সুযোগ পাইত না।

কখনও কখনও নবীদের উপরও যে এমন শব্দ এলহাম হয় যাহা স্বয়ং আল্লাহ্‌র নবীগণও বুঝিতে পারেন না তাহা মৌলানা সাহেবও অস্বীকার করিতে পারেন না। কোরান শরীফের মধ্যে কোন কোন সুরার প্রথম ভাগে কতিপয় অক্ষর এই রকম আছে যাহার কোন অর্থ বোধগম্য হয় নাই। উহাকে—مقطعات قرانی "মুকাত্বায়াতে -কোরানী" বলে। যেমন, الٓمٓ (البقرہ ۲:۱) ইত্যাদি। এইরূপ মুকাত্বায়াতে-কোরানী সম্বন্ধে লিখিত আছেঃ—

فی قولہ تعالیٰ الم وما یجری مجراہ من الفواتح قولان احدھما ان ھذا العلم مستور وسر محجوب استار اللہ تبارک وتعالیٰ بہ قال ابوبکر الصدیق فی کل کتاب سرو سرہ فی القران اوائل السور۔

(تفسیر کبیر جلد ۱ صـ ۲۶۲)

"মুকাত্বায়াত সম্বন্ধে একমত এই যে, ইহা গুপ্তজ্ঞান এবং প্রচ্ছন্ন রহস্য। হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক কিতাবে আল্লাহ্‌তালার গোপন রহস্য আছে, আর কোরানের মধ্যে আল্লাহ্‌র গুপ্ত রহস্য সুরাগুলির প্রাথমিক অংশ।" অতএব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উপর এই 'আজ্জ' শব্দটির মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত না হইয়া থাকিলেও আপত্তি করার কোন কারণ নাই।

পক্ষান্তরে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যখন নিজে কোন অর্থ করেন নাই তখন কোন বিরুদ্ধবাদীর পক্ষে নিজের মনগড়া অর্থ করিয়া আপত্তি করা বড় অন্যায়।

যে শব্দটি আল্লাহ্ সম্বন্ধে ব্যবহার হইয়াছে সেই শব্দটির অর্থ গোবিষ্ঠা ইত্যাদি করা মস্তিস্ক-বিকৃতির লক্ষণ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও এই সোজা কথাটি বুঝিতে পারে যে, প্রত্যেক শব্দের অর্থ স্থানানুযায়ী করিতে হয়।

যাহা হউক, এখন এই عاج শব্দটির অর্থ আমরা আরবী ভাষা হইতে করিয়া দিতেছি। عاج শব্দের দুই অর্থ হইতে পারে— প্রথমতঃ عاج শব্দটী عجزة হইতে اسم فاعل (কর্ত্তৃবাচ্য বিশেষ্য)। ইহার অর্থ—এতীম শিশুকে দুধ পান করান। এই হিসাবে পূর্ব্বোলিখিত এলাহামী এবারত— ربنا عاج এর অর্থ হইবে— আমাদের রব, যিনি আমাদের এতীমি এবং অসহায় অবস্থায় খাঁটি দুগ্ধ পান করান। এই অর্থ আরবী অভিধান- (منتهى الادب) —কিতাবে লিখিত আছে।

দ্বিতীয়তঃ عاج শব্দটি عج হইতে اسم فاعل বা কর্ত্তৃবাচ্য বিশেষ্য। عج عجا عجيجا শব্দের অর্থ— রব উচ্চ করিয়াছে, উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়াছে। এই অর্থে এক হাদীস আসিয়াছে— افضل الحج العج والثج "রব উচ্চ করিয়া আল্লাহ্কে ডাকা ও কোরবানী করা উচ্চাঙ্গের হজ্জ।" ربنا عاج এই হিসাবে এলহামী এবারতটির অর্থ হইবে ঃ— আমাদের যিনি রব তাঁহার রব উচ্চ হইবে, —অর্থাৎ তাঁহার বাক্য প্রবল হইবে (اعلاء كلمة الله হইবে)।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব আল্লাহ্তালার শান উপযোগী পরিষ্কার অর্থ না করিয়া উক্ত এবারতের নাপাক অর্থ করিয়া নাপাক মানসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

৬নং আপত্তি

মির্জা সাহেব "হকিকাতুল-ওহি' কেতাবের ২৫পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"پس روحانی طور پر انسان کیلئے اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کہ وہ اس قدر صفائی حاصل کرے کہ خدائے تعالیٰ کی تصویر اس میں کھینچی جاوے۔

(حقیقۃ الوحی ص۶۳۔ روحانی خزائن جلد۲۲)

আরও তিনি "তওজিহে-মারাম" পুস্তকে ৭৮/৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—

وہ خدا سے سانس کی ہوا یا آنکھ کی نور کی طرح (خدائے تعالےٰ سے) نسبت رکھتا ہے اور خدا کی جنبش کے ساتھ ہی وہ بھی جنبش میں آتا ہے جیسا کہ اصل کی جنبش سے سایہ کا ہلنا طبعی طور پر ضروری امر ہے۔۔۔۔

تو معًا اس کی ایک عکسی تصویر جس کو روح القدس کے نام سے موسوم
کرنا چاہیئے محب صادق کے دل میں منقش ہو جاتی ہے۔

"আমাদের এবং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ইহা জানা ওয়াজিব যে, আমাদের প্রতিপালক আকৃতিধারী ও অবয়বধারী নহেন। খোদা জিছিম নহেন, সাকার নহেন, তাঁহার ফটো, ছায়া ও প্রতিচ্ছায়া হইবে কীরূপে"?

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই আপত্তির ভিত্তিস্বরূপ যে দুইটি 'হাওয়ালা' উদ্ধৃত করিয়াছেন ইহাতে কাট-ছাট করিয়া তহরীফ ও বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর হাকিকাতুল ওহির আসল এবারত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"روحانی طور پر انسان کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کہ وہ اس قدر صفائی حاصل کرے کہ خدائے تعالیٰ کی تصویر اس میں کھینچی جائے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اِنِّیْ جَاعِلٌ فی الارض خلیفۃ یعنی مَیں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں یہ ظاہر ہے کہ تصویر ایک چیز کی اصل صورت کی خلیفہ ہوتی ہے یعنی جانشین۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس جس موقعہ پر اصل صورت میں اعضاء واقع ہوتے ہیں اور خط وخال ہوتے ہیں اسی موقعہ پر تصویر میں بھی ہوتے ہیں اور حدیث شریف نیز تورات میں بھی ہے کہ خُدائے تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ پس صورت سے مراد یہی روحانی تشابہ ہے"۔

(حقیقۃ الوحی ص۷۰۔ روحانی خزائن جلد ۲۲)

১। আধ্যাত্মিকভাবে মানুষের পক্ষে-ইহার চাইতে অধিকতর পূর্ণত্ব আর কিছুই হইতে পারে না যে, সে এই পরিমাণ চিত্তশুদ্ধি লাভ করে যেন আল্লাহ্‌তালার প্রতিচ্ছবি তাহার মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করিয়া-ই আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন, "আমি পৃথিবীর মধ্যে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব"

انی جاعل فی الارض خلیفۃ - (البقرہ: ۳۱)

ইহা জানা কথা যে, কোন বস্তুর ছবি উহার প্রকৃত আকৃতির প্রতিনিধি অর্থাৎ স্থলবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রকৃত আকৃতির যেখানে যেখানে যে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে

ছবিতেও ঠিক ঠিক সেই সেইখানে সেই সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান থাকে। হাদীস শরীফে এবং তৌরাত কিতাবে উল্লেখ আছে, আল্লাহ্তালা মানুষকে তাঁহার নিজ মূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ছবির অর্থ আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন, এই এবারতের মধ্যে অতি পরিষ্কারভাবে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ছবি বা তছবীর শব্দটি রূহানী ও আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যের অর্থে রূপকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন।

২। এখন "তৌজিহে-মারামের" এবারতও দেখুনঃ—

یہ امر ضروری ہے کہ وحی کے القاء یا ملکۂ وحی کے عطا کرنے کے لئے بھی کوئی مخلوق خدائے تعالیٰ کے الہامی اور روحانی ارادہ کو بمنصۂ ظہور لانے کے لئے ایک عضو کی طرح بن کر خدمت بجالاوے۔ جیسا کہ جسمانی ارادوں کے پورا کرنے کے لئے بجالا رہے ہیں۔ سو وہ بھی عضو ہے جس کو دوسرے لفظوں میں جبریل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جو بہ تبعیت حرکت اس وجود اعظم کے سچ مچ ایک عضو کی طرح بلا توقف حرکت میں آجاتا ہے۔ یعنی جب خدا تعالیٰ محبت کرنے والے کے دل کی طرف رجوع کرتا ہے تو حسب قاعدہ مذکورہ بالا جس کا ابھی بیان ہو چکا ہے جبریل کو بھی جو سانس کی ہوا یا آنکھ کے نور کی طرح خدا تعالیٰ سے نسبت رکھتا ہے اسطرف ساتھ ہی حرکت کرنی پڑتی ہے یا یوں کہو کہ خدا تعالیٰ کی جنبش کے ساتھ ہی وہ بھی بلا اختیار و بلا ارادہ اسی طور سے جنبش میں آجاتا ہے جیسا کہ اصل کی جنبش سے سایہ کا ہلنا طبعی طور پر ضروری امر ہے۔ پس جب جبریلی نور خدا تعالیٰ کی کشش اور تحریک اور نفخۂ روحانیہ سے جنبش میں آجاتا ہے تو معًا اس کی عکسی تصویر جس کو رُوح القدس کے ہی نام سے موسوم کرنا چاہیئے محب صادق کے دل میں منقش ہو جاتی ہے اور اس کی محبت صادقہ کا ایک عرض لازم ٹھہر جاتی ہے تب یہ قوت خدا تعالیٰ کی آواز سُننے کے لئے

کان کا فائدہ بخشتی ہے اور اس کے عجائبات کے دیکھنے کے لئے آنکھوں
کا قائمقام ہو جاتی ہے اور اس کے الہامات زبان پر جاری ہونے کے لئے
ایک ایسی محرک حرارت کا کام دیتی ہے جو زبان کے پہیہ کو الہامی خط پر
چلاتی ہے۔" (حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۵ تا ۳۰)

পাঠক দেখিতে পাইলেন, এই এবারতের মধ্যে কি আল্লাহ্তালার তছবীরের কোন কথা আছে? সমস্তটা এবারত পাঠ করিলে পরিষ্কার দেখা যায় যে, রূপকভাবে জিব্রাইলী জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হওয়ার কথা উল্লেখ হইয়াছে।

রূপকভাবে আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য এবং জিব্রাইলী জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হওয়ার কথার মধ্যে কোনরূপ শির্কের গন্ধ পাওয়া যায় কি?

নিরাকার বিশ্বস্রষ্টার সাকার তছবীর অসম্ভব; কিন্তু নিরাকার গুণাবলীর রূপকভাবে কাল্পনিক প্রতিকৃতিতে প্রকাশ করিবার ব্যবহার প্রত্যেক ভাষায় বিদ্যমান আছে। অমুক ব্যক্তি ভালবাসার প্রতিমূর্ত্তি, অমুক ব্যক্তি মূর্ত্তিমান ক্রোধ, এইরূপ ব্যবহার কোন ভাষায়ই নিতান্ত অপ্রচুর নয়। ভালবাসা এবং ক্রোধ কোন সাকার বস্তু নয়, কিন্তু এই দৃষ্টান্তে ভালবাসা এবং ক্রোধকে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই রকম تخلقو باخلاق اللہ (الدر المنثور ج ۱) আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হও আল্লাহ্র রঙ্গে রঙ্গীন হও, صبغة اللہ (البقرہ : ۱۳۹) আল্লাহ্ ও রসুলের কালামে ব্যবহৃত হইয়াছে। মানুষ সাকার হইয়াও আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত এবং আল্লাহ্র রঙ্গে রঙ্গীন হইতে পারে। এই রকম হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেনঃ—

خلق اللہ آدم علی صورتہ (فصوص الحکم)

"আল্লাহ্তালা আদমকে নিজ মূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এই সমস্ত এবারতে আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হওয়াকেই আল্লাহ্র রঙ্গে রঙ্গীন হওয়া এবং আল্লাহ্র মূর্ত্তিতে সৃষ্ট হওয়া বলা হইয়াছে।

নতুবা সকল মুসলমানই জানেন যে, আল্লাহ্র কোন রং নাই, রং ত সাকার বস্তুর হইয়া থাকে। এই রকম আল্লাহ্তালার কোন জড় মূর্ত্তি কোন মুসলমান কল্পনা করিতে পারে না। অতএব উক্ত হাদীসে আল্লাহ্র মূর্ত্তি অর্থ— আল্লাহ্র গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে।

মূর্খ আপত্তিকারক "আল্লাহ্র ছায়া" শব্দকে মুশরেকী আকীদা বলিয়াছেন। তিনি জানেন না— السلطان ظل اللہ - (جامع الصغیر باب سین) "সম্রাট আল্লাহ্র ছায়া"—এই রূপক ব্যবহার সাধারণভাবে ইসলামিক সাহিত্যে প্রচলিত আছে। এই রূপক বাক্যটি দ্বারা কোন অশিক্ষিত মুসলমানও ইহা বুঝিবে না যে, আল্লাহ্র কোন আকার আছে এবং আল্লাহ্র ছায়া অর্থ জড় আকৃতির ছায়া।

এই রকম রূপকের ব্যবহার কোরান শরীফেও প্রচুর বিদ্যমান আছে।

السموات مطويات بيمينه - (زمر:٦٨)

"আসমানসমূহ আল্লাহ্‌র দক্ষিণ হস্তে জড়িত হইয়া যাইবে।"

والسماء بنيناها بايد وانالموسعون (ذاريات:٤٨)

"আসমানসমূহকে আমি হাতসমূহ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমি নিশ্চয়ই প্রশস্তকারী।"

يداه مبسوطتان (مائدة:٦٤)

"আল্লাহ্‌র দুই হাতই প্রসারিত আছে।"

قلب المؤمنين بين اصبعين من اصابع الرحمٰن (ترمذی کتاب الدعوات باب٩٠)

"মোমেনের হৃদয় আল্লাহ্‌র দুই অঙ্গুলির মধ্যে অবস্থিত"। *(মিশ্‌কাত)*

كل شئ هالك الا وجهه - (القصص:٨٨)

"আল্লাহ্‌র চেহারা ছাড়া সমস্ত বস্তুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।"

حتى يضع رب العزة فيها قدمه - (بخاری کتاب التفسیر سورہ قٓ)

"এমন কি আল্লাহ্‌তালা জাহান্নামের মধ্যে তাঁহার পদ রাখিবেন"।

"يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

(القلم:٤٣)

"যেদিন খোদার পায়ের গোছা উলঙ্গ করা হইবে এবং সেজদার দিকে আহ্বান করা হইবে তখন কাফেররা সেজদা করিতে সক্ষম হইবে না।"

এই রকম ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত কোরান এবং হাদীসে বিদ্যমান থাকিতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বর্ণনাকে মুশরেকি বর্ণনা বলা মূর্খতার পরিচায়ক নহে কি?

উপরোক্ত দীর্ঘ এবারতের মধ্যে আল্লাহ্‌র জ্যোতির্ম্ময় সৃষ্টি—ফেরেস্তাদের এবং বিশেষতঃ জিব্রাইল ফেরেস্তার 'হকিকত' বা তত্ত্ব, মানবাত্মার সঙ্গে মানব-দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাহাদের ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দ্বারা যেভাবে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহা দেখিয়া কোন খোদা-পরস্ত জ্ঞানী মুসলমান মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না।

বস্তুতঃ মানুষের আত্মার মধ্যে যখন কোন কাজে করিবার ইচ্ছা উপস্থিত হয় তখন মানব-দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেমন সেই ইচ্ছার পূর্ণ তাবেদারী করিয়া থাকে এবং আত্মার ইচ্ছাকে পুর্ণ করিতে যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কখনও অস্বীকার করে না, অস্বীকার করিতে পারে না, এই রকম আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেস্তাগণ আধ্যাত্মিক জগতের এবং জড় জগতের কার্য্যগুলি সমাধান করিয়া থাকে। মানব হৃদয়ে কোন বস্তুকে দর্শন করিবার ইচ্ছা করিবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন চক্ষুর জ্যোতিঃ সেই দিকে ধাবিত হয়, কোন

বস্তুকে ধরিবার ইচ্ছা মনে উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হস্ত সেই বস্তুর দিকে প্রসারিত হয়, মনের মধ্যে কোন কথা ব্যক্ত করিবার যখন ইচ্ছা হয় তখন যেমন জিহ্বা সেই ইচ্ছার তাবেদারী করিয়া নড়িতে আরম্ভ করে, এই রকম ফেরেস্তাগণ ঐশী ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিতে আরম্ভ করে।

يفعلون ما يؤمرون - (النحل :٥٠)

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ফেরেস্তা সম্বন্ধে কোরান শরীফের এই বাক্যটিকে কী সুন্দর রূপক ভাষায় দৃষ্টান্ত দিয়া পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন! ইহার মাধুর্য্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিত পারিবেন।

কিন্তু আধ্যাত্মিকতার প্রস্রবণ হইতে যাহারা বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, ধর্ম্মকে ব্যবসার পণ্য দ্রব্যের মত করিয়া যাহারা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে— রূহানীয়তের আলো যাহাদের ত্রিসীমানায়ও পৌঁছিতে পারে না তাহারা কেমন করিয়া এ সমস্ত তত্ত্ব উপলব্ধি করিবে?

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই বর্ণনার খানিকটা উল্লেখ করিয়া যে তরজমা করিয়াছেন তাহাতেও "খোদার প্রতিচ্ছায়া সত্যপরায়ণ লোকের অন্তরে অঙ্কিত হইয়া পড়ে" লিখিয়াছেন; ছায়া অন্তরে অঙ্কিত হওয়ার কথা লিখিবার সময় সরল মন নিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিতেন, অন্তরে অঙ্কিত হয় যে ছায়া তাহা সাকার হইতে পারে না।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই প্রকার কথা-বার্ত্তায় জ্ঞানীজনমাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, রূহানীয়ত তাহার জীবনে কখনও ছায়াপাত করে নাই।

মসিহে মাওউদ (আঃ) ফটো উঠাইয়া মুরীদগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেন ইহা মৌলানা সাহেবের জাজ্জ্বল্যমান মিথ্যা।

৭নং আপত্তি

الهامات :- (١) انت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى -

(٢) انت منى بمنزلة بروزى -

(٣) سرك سرى

(٤) ظهورك ظهورى

(٥) انت منى وانا منك

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় মির্জা সাহেব খোদার ন্যায় অদ্বিতীয়, খোদার অংশ, তাঁহার অবতার ও পূর্ণ খোদা হওয়ার দাবী করিয়াছেন, ইহা কি কাফেরীমূলক মত নহে?

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উপরোক্ত এলহামগুলি হইতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যাহা বুঝিয়াছেন তাহাতে মৌলানা সাহেবের বুদ্ধির ও বিদ্যার বাহাদুরী স্বীকার করিতে হইবে।

অন্যায় হঠ্কারিতার পটি চক্ষু হইতে খুলিয়া ফেলিলে মৌলানা সাহেব কেন, যেকোন বুদ্ধিমান আরবী জানা লোক বুঝিতে পারিবে যে, ইহাতে কাফেরীমূলক কথা নাই।

(১) انت منی بمنزلة توحیدی وتفریدی -

এই এলহামের অর্থ— তুমি আমার তৌহীদ ও তফরীদের মত, অর্থাৎ আমি আমার তৌহীদকে যেমন ভালবাসি তোমাকেও তেমনি ভালবাসি। আমি আমার তৌহীদের প্রচার যেমন চাই তোমার প্রচারও তেমনই চাই।

বস্তুতঃ যখন অধর্ম্মের প্রভাব পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আল্লাহ্‌র তৌহীদ যখন পৃথিবী হইতে লুপ্ত প্রায় হয় আল্লাহ্‌তালা তাঁহার তৌহীদের প্রচার করিবার জন্য নবী পাঠাইয়া থাকেন। ইহাই আল্লাহ্‌তালার চিরন্তন নিয়ম। দুনিয়ার মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র তৌহীদের প্রতি ঈমান আনা যেমন প্রয়োজনীয় আল্লাহ্‌র নবীর প্রতি ঈমান আনাও তেমনি প্রয়োজনীয়। কোন ব্যক্তি শুধু তৌহীদের উপর ঈমান আনিয়া যদি আল্লাহ্‌র নবীর প্রতি ঈমান না আনে তবে সে কখনও মোমেন হইতে পারে না, যেমন তৌহীদের প্রতি ঈমান না আনিয়া কখনও মোমেন হইতে পারে না।

অতএব আল্লাহ্‌র নবী যে আল্লাহ্‌র তৌহীদের মত আল্লাহ্‌র বিধানে ঈমানের এক শর্ত্তরূপে পরিগণিত ইহা কোন মুসলমান অস্বীকার করিতে পারে না।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-ও আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রেরিত নবীউল্লাহ্ হইবার দাবী করিয়াছেন। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও প্রতিশ্রুত মসিহকে নবিউল্লাহ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব প্রতিশ্রুত মসিহ নবীউল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনাও যে আল্লাহ্‌র তৌহীদের প্রতি ঈমান আনার মত প্রয়োজনীয়, এই এলহামে তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

(২) انت بمنزلة بروزی -

'তুমি আমার বিকাশস্থানীয়' এই এবারতের অর্থ মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব করিয়াছেন, তুমি আমার রূপান্তরের মত। বরোজ অর্থ 'রূপান্তর' করা মৌলানা সাহেবের উর্বর মস্তিস্কপ্রসূত অদ্ভুত অর্থ; ভাষা ইহা সমর্থন করে না। বরোজ শব্দের অর্থ প্রকাশ বা বিকাশ।

মানুষকে আল্লাহ্‌তালা নিজ মূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন কথার অর্থ-মানুষকে আল্লাহ্-তালা এমন সব শক্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, মানুষ আংশিকভাবে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হইতে পারে— আল্লাহ্ যেমন রহীম, করীম, দয়ালু, কৃপালু, তেমনি মানুষও

আল্লাহ্‌র গুণের অনুকরণ করিয়া এই সমস্ত গুণ আয়ত্ত্ব করিতে পারে। আল্লাহ্‌র মধ্যে করুণা আছে মানুষের মধ্যেও করুণা আছে। আল্লাহ্‌র মধ্যে ক্ষমা করিবার গুণ আছে মানুষের মধ্যেও ক্ষমা করিবার গুণ আছে। এই জন্যই মানুষকে শ্রেষ্ঠজীব বলা হইয়াছে যে, মানুষ নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হইতে পারে। আর যে-ব্যক্তি যতখানি আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হয় সে ততখানি আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং সৎলোক বলিয়া গণ্য হয়।

একজনের গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে ছুফীদের পরিভাষায় তাহার 'বরূজ' বলা হয় যেহেতু দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির গুণ প্রকাশ করে।

এই রকম যে-সকল মহাপুরুষ বা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীগণ আসিয়া আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রকাশ করেন তাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌র মজহার বা বরূজ বলা হয়। আরবী ভাষায় সাধারণ জ্ঞানের অভাব না থাকিলে মৌলানা সাহেব ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, بروز বরূজ আর مظهور মজহার শব্দ একই অর্থে ব্যবহার হয়। অতএব আল্লাহ্‌র মজহারকে যে আল্লাহ্‌র বরূজ বলা যাইতে পারে, ইহাতে কোন স্থির-মস্তিস্ক আপত্তি করিতে পারে না।

অতএব "তুমি আমার বরুজ স্থানীয়" অর্থাৎ আমার মাজহার নবীদের স্থানীয় এই কথার উপরও আপত্তি করিবার কিছুই নাই।

(৩) سرك سرى -

"তোমার গুপ্ত-তত্ত্ব আমার গুপ্ত-তত্ত্ব"

এই কথার মধ্যে মৌলানা সাহেবের বুদ্ধি কি আপত্তি-চিন্তা করিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধ আছে। আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিরই গুপ্ততত্ত্ব অবগত আছেন এবং একের গুপ্তকথা অন্যের কাছ থেকে গুপ্ত রাখেন, কাহারও কাছে প্রকাশ করেন না। তিনি ছাত্তার।

অতএব "তোমার গুপ্ততত্ত্ব আমার কাছে গোপনে আছে, আমি ইহা কাহারও কাছে প্রকাশ করি না" এই কথায় কি আপত্তি হইতে পারে?

শুনুন একজন গুপ্ততত্ত্ব জ্ঞানী অলিউল্লার কথা হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি তাঁহার ফতহুল গায়েব কিতাবে লিখিয়াছেন ঃ—

مع كل واحد من رسله وانبيائه واوليائه سر لا يطلع
على ذالك احد غيره حتى انه قد يكون للمريد سر لا يطلع
عليه شيخه -

"আল্লাহ্তালার প্রত্যেক রসুল-নবী এবং অলিদের সঙ্গে গুপ্ত-তত্ত্ব আছে যাহা অন্য কেহই জানিতে পারে না। এমন কি, অনেক সময় মুরীদের গোপন রহস্য সম্বন্ধে তাঁহার পীরও অবগত হয় না।"*(ফতহুল গায়েব, ১৭ মাকালা)*

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)এর উপরও এই রকম রূহানী গোপন রহস্যের কথাই আল্লাহ্তালা বলিয়াছেন।

জানি না, এই কথা পাঠ করিয়া মৌলানা সাহেব হযরত পীরানে পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানির প্রতি কি ফতোয়া দিবেন!

(৪) ظهورك ظهورى -

"তোমার প্রকাশই আমার প্রকাশ।"

এই এলহমাকেও মৌলানা সাহেবের বুদ্ধি আপত্তিকর সাব্যস্ত করিয়াছে। কিন্তু কি আপত্তি ইহাতে থাকিতে পারে বুঝিতে পারিলাম না।

উপরোক্ত বর্ণনায় আমি বুঝাইয়া আসিয়াছি যে, তাঁহারা আল্লাহ্র মাজহার অর্থাৎ তাঁহাদের দ্বারাই আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করার উজ্জ্বল নিদর্শন প্রকাশ হয়। অধর্ম্ম প্রভাবিত নাস্তিক জগতে নবীগণই আল্লাহ্কে প্রকাশ করেন।

অতএব আল্লাহ্র নবীগণই যে আল্লাহ্কে জাহের বা প্রকাশ করিবার প্রধান উপকরণ ইহা কোন মুসলমান অস্বীকার করিতে পারে না।

তবে নবীর আবির্ভাব যে মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্র সিংহাসন স্থাপিত হয়, নবীর আবির্ভাবই যে মানব-হৃদয় হইতে অন্তর্হিত আল্লাহ্কে মানুষের কাছে প্রকাশ করে, উপরোক্ত এলহামে ইহাই বলা হইয়াছে,"অর্থাৎ তোমার প্রকাশেই আমার প্রকাশ, তুমি প্রকাশ হইয়াই আমাকে প্রকাশ করিয়াছ, বা আমাকে প্রকাশ করিবার জন্যই তোমাকে প্রকাশ করিয়াছি।"

হাদীস কুদ্ছিতে আসিয়াছেঃ—

" كنت كنزاً مخفيافاحببت ان اعرف فخلقت خلقاً "

(عن ابن عباس جامع الصغير باب ق)

"আমি গুপ্ত ধনের মত ছিলাম, আমি পরিচিত হইতে চাহিলাম এবং বিশ্বকে সৃষ্টি করিলাম।"

অতএব এই বিশ্বের সৃষ্টি যেমন আল্লাহ্কে প্রকাশ করে নবীর আবির্ভাব আরও সুস্পষ্ট করিয়া আল্লাহ্কে প্রকাশ করে।

(৫) انت منى و انا منك -

যাহারা আরবী ভাষায় সামান্য জ্ঞানও রাখেন তাঁহারা উপরোক্ত আরবী বাক্যটির এই অর্থ করিবেন "তুমি আমার এবং আমি তোমার।" এইরূপ শব্দ ভালবাসা জ্ঞাপন করিবার জন্য বলা হয়।

হাদীস শরীফে আসিয়াছে হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :

ثلث من لم تكن فيه فليس منى ولا من الله

"এই তিনটি গুণ যাহার মধ্যে নাই তাহার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই এবং আল্লারও কোন সম্বন্ধ নাই" অর্থাৎ ভালবাসার সম্বন্ধ নাই। হযরত রসুলে মকবুল হযরত আলী (রাঃ)-কে বলিয়াছেন :— انت منى و انا منك -

"তুমি আমার এবং আমি তোমার অর্থাৎ আমরা একে অন্যকে ভালবাসি।"

আরও বলিয়াছেন :— العباس منى و انا منه

"আব্বাছ আমার এবং আমি আব্বাছের।"

ے فان كنت منى اوتريدين صحبتى

فكونى له كالسمن ربت له الادم

"তুমি যদি আমার হও এবং আমার সংসর্গ চাও তাহা হইলে তাহার (আমার পুত্রের) সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বাস কর।"

এই সমস্ত হাওয়ালা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন,

انت منى و أنا منك

"তুমি আমার এবং আমি তোমার" এই কথার মধ্যে শুধু ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে ভালবাসেন এবং তিনি আল্লাহ্কে ভালবাসেন অর্থাৎ তাঁহাকে মাহবুবে ছোবহানী এবং আশেকে রব্বানী বলা হইয়াছে।

ے دونوں جانب سے اشارے ہو چکے

ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے

এই সমস্ত কথার উপর আপত্তি উত্থাপন করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এবং তাহার সহব্যবসায়ী মৌলানাগণ নিজেদের বিরাট অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

৮নং আপত্তি

"তিনি হকিকতুল অহির ১০৫/১০৬ পৃষ্ঠায় এই এলহাম প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

اريد ماتريدون - انما امرك اذا اردت شيئا

ان تقول له كن فيكون ------

كل لك ولامرك -------

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, মির্জা সাহেবের মতে খোদা অকর্মণ্য বয়োবৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। এই হেতু তিনি দুনিয়া চালাইবার সমস্ত খোদাই-শক্তি মির্জা সাহেবের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এইরূপ আকীদা শেরেক নহে কি"?

উত্তর

উপরোক্ত এলহাম পাঠ করিয়া কোন ধর্ম্ম-ভীরু মুসলমান মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের মত টিটকারী করিতে পারে না। উপরোক্ত এলহামগুলিতে খোদার অকর্ম্মণ্য হওয়া, খোদাই-শক্তি মির্জা সাহেবকে দিয়া দেওয়া ইত্যাদি বাচালতার কোন সুযোগ নাই।

اريد ماتريدون

"তোমরা যাহা ইচ্ছা কর আমিও তাহাই ইচ্ছা করি"

এই কথার মধ্যে কি আপত্তি হইতে পারে?

বান্দা যখন নিজের-এরাদাকে আল্লাহ্তালার এরাদার মধ্যে বিলীন করিয়া দেয়, ফানা করিয়া দেয়, তখন সে আল্লাহ্তালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই চায় না, তখন তাহার ইচ্ছা এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা এক হইয়া যায়। এই মরতবার কথাই আল্লাহ্তালা বলিয়াছেনঃ—

وما ينطق عن الهوٰى ان هو الا وحى يّوحىٰ ٥ (النجم: ٣،٥)

"তিনি নিজের খাহেশ মত কোন কথাই বলেন না, তিনি যাহা কিছু বলেন আল্লাহ্র ওহি অনুসারেই বলেন।"

এই মরতবার দিকে ইঙ্গিত করিয়াই আল্লাহ্তালা হাদীসে কুদছিতে বদর যুদ্ধের মুজাহেদীন সাহাবাদিগকে বলিয়াছেন—

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. (مسلم باب فضائل اهل بدر)

"যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, তোমাদের সমস্ত দুর্বলতা আমি দূর করিয়া দিয়াছি" *(মুসলিম শরীফ)*। এই রকম বুখারী শরীফে আসিয়াছে—

اعملوا ما شئتم فقد وَجَبَتْ لكم الجنة ٥

"তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।"

এই হাদীসে কুদছির মর্ম্ম অনুসারে জ্ঞানী-ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, যখন কোন মানুষ নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার মধ্যে বিলীন করিয়া দেয়, আল্লাহ্র ইচ্ছা এবং সেই ব্যক্তির ইচ্ছা এক হইয়া যায় তখনই আল্লাহ্ তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার আদেশ দেন, এই কথা ঘোষণা করিবার জন্য যে, এই বান্দা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করিবে না, করিতে পারে না।

ঠিক এই রকম হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্র এলহাম—

اریید ما تریدون

"আমিও তাহাই ইচ্ছা করি তোমরা যাহা ইচ্ছা কর" অর্থাৎ তুমি এই মরতবাতে পৌঁছিয়াছ যে, তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছার বিপরীত হয় না।

এই সহজ কথাটাও মৌলানা সাহেবের জ্ঞানের গণ্ডির বাহিরে।

انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون ০ (حقيقة الوحی ص١٠٨)

"ইহা তোমারই কাজ, তুমি যখন কোন বিষয় হইতে ইচ্ছা করিবে, তখন বলিবে , হও, তাহা হইলেই উহা হইয়া যাইবে।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হাকিকতুল ওহির উক্ত এবারতটিকে—

اریید ما تریدون -

এই এবারতের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া বিকৃত অর্থ করিয়া জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার ঘৃণিত চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রকৃত এবারত এই—

رب انی مغلوب فانتصر - فسحقهم تسحيقاه

زندگی کے فیشن سے دُور جا پڑے ہیں - (حقیقة الوحی ص١٠٨)

انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون -

(حقیقة الوحی ص١٠٨)

"হে আমার রব, আমি পরাভূত, শত্রু হইতে আমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর; তাহাদিগকে নিষ্পেষিত কর; তাহারা জীবনের পদ্ধতি হইতে দূরে সড়িয়া পড়িয়াছে। ইহা তোমারই কাজ তুমি যখন কোন বিষয় হইতে ইচ্ছা কর তখনই উহা হইয়া যায়।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন, এই এলহামি এবারতের মধ্যে আল্লাহ্তালাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। আর মৌলানা সাহেব ইহাকে অন্য এক জায়গার এবারতের সঙ্গে মিলাইয়া এমনভাবে পেশ করিয়াছেন যাহাতে এই এবারতে হযরত মসিহ মাওউদকে সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি এলহামি এবারতের মধ্যে এরূপ ঘৃণিত তহরীফ করিয়া মৌলানা সাহেব নিজের ইহুদী সদৃশ হওয়াই প্রমাণ করিয়াছেন এবং রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী—"এক সময় তোমরা হুবহু ইহুদীদের মত হইয়া পড়িবে' এবং "আকাশের নীচের সকল প্রাণী হইতে আখেরি জমানার মৌলানা-মৌলবীগণ নিকৃষ্টতম হইবে" নিজের চরিত্র দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি, চুরির সঙ্গে ছিনাজোরী দেখিয়া এবং হকিকতুল ওহির পৃষ্ঠা পর্যন্ত উল্লেখ করিয়া এরূপ কারসাজি করিতে সাহস দেখিয়া।

ع چہ دلاورست دُزدے کہ بکف چراغ دارد

তিনি হয় ত মনে করিয়াছেন, মির্জা সাহেবের কিতাব খুলিয়া কে দেখিতে যাইবে। এইজন্য মৌলবী-মৌলানাগণ আহমদীয়া জমাতের কিতাবাদি পাঠ করিতেও নিষেধ করেন। পাছে তাহাদের চুরি না ধরা পড়ে। আমি জানি না, মৌলানা সাহেব নিজে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছেন কি না, না অন্য কোন বিরুদ্ধবাদীর কথাকে বিনা বিচারে বিশ্বাস করিয়াছেন। তাহা হইলেও মৌলানা সাহেবের জ্ঞানের সঙ্গে রূহানীয়তের অভাবই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, 'হাকিকতুল ওহি' হইতে উদ্ধৃত বাক্যটি হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে তাহা হইলেও আহ্‌লে-মারেফত লোকদের কাছে এরূপ কথার আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি (রহঃ) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফতহুল গায়েব' কিতাবে লিখিয়াছেন—

قال الله تعالى فى بعض كتبه يا ابن آدم أنا الله لا إله إلّا انا
اقول لشئ كُن فيكون اطعنى اجعلك تقول للشئ كُن
فيكون - وقد فُعِلَ ذالك بكثير من انبيائه واوليائه
وخواصه من بنى آدم۔ (فتوح الغيب مقالہ ۱۶)

"আল্লাহ্‌তালা তাঁহার কোন কোন কিতাবে বলিয়াছেন, হে বনী-আদম, আমি আল্লাহ্, আমা ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই। আমি যখন কোন বিষয় সম্পর্কে বলি হও, তখন উহা হইয়া যায়। তুমি আমার বশীভূত হও, তোমাকেও এই রকম করিয়া দিব যে, তুমিও কোন বিষয় সম্পর্কে হও বলিলে উহা হইয়া যাইবে। এবং নিশ্চয়ই বহু নবী, অলি, এবং বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে এরূপ করা হইয়াছে।"

كل لك ولامرك

"সমস্তই তোমার জন্য এবং তোমার হুকুমের জন্য।"

এই এলহামি এবারতেও আল্লাহ্‌তালাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এই সমস্ত এলহামের বিকৃত অর্থ করিয়া মৌলানা সাহেব যেরূপ অভদ্রজনোচিত ভাষায় টিটকারী করিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষে শোভনীয় হইলেও তাঁহার মৌলানা খ্যাতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

ے گفتگو یک رنگ نباشد غافل و ہوشیار را
در نفس باشد تفاوت خفتہ و بیدار را

৯নং আপত্তি

ان اللہ معک - ان اللہ یقوم این ماقمت -
یحمدک اللہ من عرشہ ویمشی الیک -

"জনাব ! খোদা কি মির্জা সাহেবের নিয়োজিত আর্দ্দালী যে,মির্জা সাহেব দাঁড়াইলে তিনিও দাঁড়াইতে বাধ্য হইবেন। দাঁড়ান ও চলিয়া আসা মানবীয় গুণ, খোদা এরূপ গুণ বিশেষ হইতে পাক।"

উত্তর

نبذوا کتاب اللہ وراء ظھورھم -

"তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিঠের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া দিয়াছে।"

এই জামানার মৌলানাগণ আল্লাহ্‌র কালাম হইতে সম্পর্কবিহীন এবং আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে এত দূরে সড়িয়া পড়িয়াছে যে, মুসলমান ধর্ম্ম যাজক হইয়াও কোরানী ভাষার রূপকের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসেন।

بازی بازی باریش بابا ہم بازی

"খেলিতে খেলিতে নিজের পিতার দাড়ির সঙ্গেও খেলা করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।" এইরূপ ইস্‌লামের কলঙ্ক মৌলানা-মৌলবীদের ভূ-পৃষ্ঠে গজাইয়া উঠার গতিকেই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের কারণ হইয়াছে।

কোরান শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কি মৌলবীদের মস্তক লজ্জায় নুইয়া পড়িবে? এতখানি লজ্জা তাঁহাদের মধ্যে আছে এরূপ আশা করিতে পারি কি?

"ان اللہ مع الصابرین"۔ (البقرہ:۱۵۳)

"আল্লাহ্‌তালা ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।"

ھو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر ہ (الحدید:۵)

"যেখানেই তোমরা থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তোমরা যাহা কিছুই কর আল্লাহ্ উহা প্রত্যক্ষ করেন।"

ان اللہ مع الذین اتقوا (النحل:۱۲۹)

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌তালা মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।"

ان معی ربی سیھدین (الشعراء: ٦٣)

"নিশ্চয় আল্লাহ্তালা আমার (ইব্রাহিম) সঙ্গে আছেন, তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।"

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (التوبة: ٤٠)

"ভয় করিও না আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।"

اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (الرعد: ٣٣)

"যিনি (আল্লাহ্তালা) প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তার আমলের হিসাব লইতে দণ্ডায়মান আছেন।"

আমি এখন মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহ্তালা কি মৌলানা সাহেবের মতে ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিদের, সমস্ত মানবের, মুত্তাকী লোকদের, বিশেষতঃ হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্র এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিয়োজিত আর্দ্দালি? তিনি কি প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের হিসাব রাখিবার কেরানী যে সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডায়মান থাকেন (নাউজুবিল্লাহ্)? যদি না হয় তবে মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এরূপ এবারত-অর্থাৎ আল্লাহ্র সঙ্গে থাকার কথার উপর মৌলানা সাহেব এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নেহায়েৎ বাজারী লোকদের মত টিট্কারী করিলেন কেন?

يَحْمِدُكَ اللّٰهُ مِنْ عَرْشِهٖ يَمْشِيْ اِلَيْكَ

"আল্লাহ্ আরশ হইতে তোমার প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং তোমার দিকে আগমন করেন।"

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্তালা 'মোহাম্মদ' বলিয়াছেন। মোহাম্মদ শব্দের অর্থ প্রশংসিত। মাজমাউলবিহার নামক কিতাবে লিখিত আছেঃ—

اِذْ بَلَغَ النِّهَايَةَ وَتَكَامَلَتْ فِيْهِ الْمَحَاسِنُ فَهُوَ مُحَمَّدٌ (مجمع البحار)

"যখন কেহ প্রশংসায় পূর্ণত্ব লাভ করিয়া শেষ সীমায় পৌঁছে তখনই মোহাম্মদ হইতে পারে।" লেছানুল-আরব কিতাবে লিখা আছে :—

مُحَمَّدٌ هٰذَا الْاِسْمُ مِنْهُ كَاَنَّهٗ حُمِّدَ مَرَّةً بَعْدَ اُخْرٰى (لسان العرب)

"মোহাম্মদ নাম এই জন্য রাখা হইয়াছে যেন পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রশংসা করা হইয়াছে।" কোরান শরীফে আসিয়াছে:—

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (بنی اسرائیل: ٨٠)

এই আয়াতের তফছীরে ইব্নে-কাছির লিখিয়াছেন:—

اِفْعَلْ هٰذَا الَّذِيْ اَمَرْتُكَ بِهٖ لِتُقِيْمَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَحْمِدُكَ فِيْهِ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ وَ خَالِقُهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى

"আমি যে কাজের আদেশ দিয়াছি তুমি তাহা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে কেয়ামতের দিন প্রশংসিত মাকামে পৌঁছাইব, যেখানে সমস্ত সৃষ্টি এবং স্বয়ং সৃষ্টি-কর্ত্তা তোমার প্রশংসা করিবেন।"

এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্তালা তাঁহার নবীদের সম্বন্ধে কোরান শরীফে বহু প্রশংসা করিয়াছেনঃ—

اِنَّ ابراهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اوّاهٌ مُنِيْبٌ (سورہ ھود: ۷۶)

اُذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ (مریم: ۵۵)

اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ (مریم: ۵۵)

انه كان عبداً شكوراً (بنی اسرائیل: ۳)

نعم العبد انه اواب (ص: ۳)

এই রকম নবীদের প্রশংসায় যাহা আল্লাহ্তালা করিয়াছেন কোরান পূর্ণ রহিয়াছে, এবং আল্লাহ্তালা বলিয়াছেনঃ—

الرحمن على عرش استوى (طٰہٰ: ۶)

"আল্লাহ্ আরশের উপর বিরাজমান।"

সুতরাং আল্লাহ্তালা আরশ হইতে নবীদের প্রশংসা করিয়াছেন, হযরত মসিহে মাওউদেরও প্রশংসা করিয়াছেন।

ইহাতেও মৌলানা সাহেবের আপত্তি করায় তাঁহার এলমের হকীকত খুলিয়া গিয়াছে। "يمشى اليك" "আল্লাহ্ তোমার দিকে আগমন করেন।"

ইহাও মৌলানা সাহেবের জ্ঞানের বাহিরে। হাদীসে-কুদছিতে আসিয়াছে—

من اتانى يمشى اتيته هرولة - (مسلم كتاب الادب والصلوٰة)

"যে ব্যক্তি আমার কাছে হাঁটিয়া আসিবে আমি তাহার কাছে দৌড়িয়া আসিব।" মুসলিম শরীফের এই হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কোন বুদ্ধিমান পাঠকের উপরোক্ত এলহামের প্রতি কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না।

১০নং আপত্তি

رايتنى فى المنام عين الله وتيقينت (نبى الخ

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল, মির্জা সাহেব খোদা হওয়ার, আস্‌মান-জমিন ও মনুষ্য জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা হওয়ার দাবী করিয়াছেন। ফেরাউনও খোদাই দাবী করিয়াছিল, ইনিও তাহাই করিলেন। এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি?

উত্তর

কাটমুল্লা বুদ্ধি ইহাকেই বলে। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব, উপরোক্ত এবারতে এবং ইহার বাংলা তরজমায় স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়াও ইহাকে খোদাই দাবী বলিয়া প্রচার করিতেছেন।

ع بے حیا باشی ہر چہ خواہی بگو (براہین احمدیہ ہر چہار حصص حقیقۃ الوحی)

কোরান শরীফে আসিয়াছে, ফেরাউন খোদাই দাবী করিয়া বলিয়াছিল :—

"قَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ـ(القصص:٣٩)

"ফেরাউন বলিল, হে দরবারীগণ, আমি জানি না যে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন খোদা আছে।" আর হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলিতেছেন:—

"تمام دنیا کا وہی خدا ہے جس نے میرے پر وحی نازل کی جس نے میرے لئے زبردست نشان دکھلائے۔ جس نے مجھے اس زمانہ کے لئے مسیح موعود کرکے بھیجا اس کے سوا کوئی خدا نہیں نہ آسمان میں نہ زمین میں جو شخص اس پر ایمان نہیں لاتا وہ سعادت سے محروم اور خذلان میں گرفتار ہے۔"

(کشتی نوح حصہ تعلیم)

"সমস্ত জগতের সেই খোদা যিনি আমার উপর ওহি নাজিল করিয়াছেন, যিনি আমার জন্য বৃহৎ নিদর্শন প্রদান করিয়াছেন; যিনি আমাকে এই জামানার প্রতিশ্রুত মসিহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই খোদা ছাড়া আর কোন খোদা নাই, আস্‌মানেও নাই, জমিনেও নাই। এই খোদার উপর যে ব্যক্তি ঈমান আনে না, সেই ব্যক্তি সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত এবং দুর্ভাগ্যে নিপতিত।"

এই এবারতে তিনি অতি পরিস্কারভাবে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত পুরুষ হওয়ার দাবী করিয়াছেন। মসিহে মাওউদ হওয়ার দাবী করিয়াছেন, এবং মাহ্‌দী ও মসিহ হওয়ার দাবী সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেই বহু এবারত এই পুস্তকে নকল করিয়াছেন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের উদ্ধৃত উপরোক্ত এবারত সম্বন্ধে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নিজেই লিখিতেছেন:—

"لا نعنی بھذہ الواقعۃ کما یعنی فی کتب اصحاب وحدۃ الوجود

وما نعنى بذالك ماهو مذهب الحلولين"

"এই স্বপ্নের ঘটনা হইতে বেদান্তিদের (সবই খোদা বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে) পুস্তকাদিতে যে মর্ম্ম লিখিত আছে আমি সেই মর্ম্ম গ্রহণ করি না এবং যাহারা বলে, খোদা স্বয়ং আসিয়া মানুষের ভিতরে প্রবেশ করেন, সেই মর্ম্মও আমি গ্রহণ করি না।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আলোচ্য স্বপ্নের কথা বলিয়া ইহার মর্ম্ম পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, কোন সত্য-দ্বেষী যেন ইহার মর্ম্ম বিকৃত করিয়া জন-সাধারণকে ধোঁকা দিতে না পারে; কিন্তু মৌলানা সাহেব প্রকাশ্য স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়াও বোকা বানাইবার চেষ্টা করিলেন।

তবে স্বপ্নে এই রকম দৃশ্য কেন দেখিলেন যাহা অসম্ভব?

কোন বুদ্ধিমান এইরূপ প্রশ্ন করিলে আমি বলিব, স্বপ্নে এই রকম অসম্ভব দৃশ্য সচরাচর দৃষ্টি গোচর হয়। ঈদৃশ স্বপ্নের তাবীর হয়।

হযরত ইয়োছফ (আঃ) স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, চন্দ্র, সূর্য্য এবং এগারটি নক্ষত্র তাঁহাকে সেজ্‌দা করিতেছে।

মৌলানা সাহেব কি হযরত ইয়োছফ (আঃ)-কেও এই স্বপ্ন বর্ণনা করাতে খোদাই দাবি করিয়াছিলেন বলিয়া কুফরী ফতোয়া দিবেন?

প্রকৃত ইসলাম এবং প্রকৃত খোদা-পরস্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া যিনি ইসলাম ও খোদার নাম প্রচার করিবার জন্য এমন এক জামাত তৈয়ার করিয়াছেন যাহারা আজ দুনিয়ার সর্বস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া সাগর, পাহাড় অতিক্রম করিয়া দুনিয়ার কোণায় কোণায় পৌঁছিয়াছে তাঁহার প্রতি খোদাই দাবী আরোপ করিয়া নিজের বাচালতার পরিচয় দেওয়া ছাড়া মৌলানা সাহেবের আর কোন লাভ হইবে না।

১১নং আপত্তি

তিনি 'হকিকাতুল ওহি'র ২৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"مجھے خدائے تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیشگوئیاں لکھیں۔ جس کا یہ مطلب تھا کہ ایسے ایسے واقعات ہونے چاہئیں۔ تب میں نے وہ کاغذات دستخط کرانے کے لئے خدائے تعالیٰ کے سامنے پیش کئے اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تامل کے سُرخی کے قلم سے اس پر دستخط کئے اور دستخط کرتے ہُوئے قلم کو چھڑکا۔ جیسا کہ قلم پر زیادہ سیاہی آجاتی ہے تو اسی طرح پر جھاڑ دیتے ہیں اور پھر دستخط کر دیئے۔ جو کچھ میں نے چاہا بلا توقف

اللہ تعالیٰ نے اس پر دستخط کر دئے اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی - اور اس وقت میاں عبداللہ سنوری مسجد کے حجرے میں میرا پیر دبا رہا تھا کہ اس کے روبرو غیب سے سرخی کے قطرے میرے کُرتے اور اس کی ٹوپی پر بھی گرے"۔ (کشف حقیقۃ الوحی)

জনাব, মুসলমানদের খোদা এরূপ সাকার নহেন। ইহা সয়তানী কাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। মির্জা সাহেব সয়তানকে খোদা ধারণা করিয়া এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

উত্তর

ع نیم مُلّا خطرۂ ایمان و نیم حکیم خطرۂ جان -

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে, এই এবারতেও এক স্বপ্নের ঘটনা উল্লেখ হইয়াছে।

স্বপ্নের ঘটনা গোপন করিবার জন্য মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এত বড় দীর্ঘ এবারত নকল করিতে ইহার প্রথম কথাটা বাদ দিয়া দিলেন। এই দীর্ঘ এবারত এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে—

ایک دفعہ تمثیلی طور پر مجھے خدا تعالیٰ کی زیارت ہُوئی - الخ

অর্থাৎ "তা-মাছছুলী তৌর পর" এই কথাটা মৌলানা সাহেব বাদ দিয়াছেন।

তারপর اسی وقت میری آنکھ کھل گئی - । "তখনই আমার চক্ষু খুলিয়া গেল" এই কথা দ্বারাও এই ঘটনা স্বপ্ন বলিয়া পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে।

কিন্তু বিদ্যা ও বুদ্ধির জাহাজ মৌলানা সাহেব স্বপ্ন বা কাশ্‌ফের ঘটনা হইতে খোদাকে সাকার বুঝাইতেছে বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অজ্ঞ মুরিদানকে ধোঁকা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে আমি নিম্নে এরূপ আরও কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই বিদ্যার জাহাজকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, দেখি তিনি কি উত্তর দেন।

عن معاذ ابن جبل قال احتبس عنا رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ عن صلوٰۃ الصبح حتی کدنا نتراءی علی الشمس فخرج سریعا فثوب بالصلوٰۃ فصلی رسُول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم وتجوز فی صلواتہ فلما سلم دُعا بصوتہ فقال لنا علی مصافکم کما انتم ثم انفتل الینا ثم قال اما انی ساحدثکم ما

حبسنى عنكم الغداة انى قمت من الليل فتوضات و
صليت ماقدرلى فنعست فى صلوتى حتى استثقلت فاذا
انا بربى تبارك وتعالى فى احسن صورة فقال يا محمد قلت
لبيك رب قال فيما يختصم الملا الاعلى قلت لا ادرى
قالها ثلثا قال فرايته وضع كفه بين كتفى حتى وجدت
بردانامله بين ثدى -

(مشكوة باب المساجد)

"মাআজ ইবনে জাবাল বর্ণনা করিতেছেন, একদিন প্রাতঃকালে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফজরের নমাজে আসিতে দেরী হইয়া পড়িল। এমন কি, সূর্য্য উদয় হইবার সময় প্রায় উপস্থিত হইয়া পড়িল তখন রসুল করীম (সাঃ) তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন; আর খুব সংক্ষেপে নমাজ পড়াইলেন। নমাজ শেষ করিয়া উচ্চঃস্বরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সকলেই নিজ নিজ স্থানে বসিয়া থাক। অত:পর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন এবং বলিলেন— আমি আজ তোমাদিগকে বলিব, আজ নমাজে আসিতে আমার কেন দেরী হইয়াছে। রাত্রির কিছু অংশ বাকী থাকিতে আমি উঠিয়া ওজু করিলাম এবং নমাজ পড়িলাম। নমাজের মধ্যে আমার তন্দ্রা আসিল। তখন **আমি খোদাকে দেখিতে পাইলাম অতি সুন্দর আকৃতিতে**। তিনি আমাকে বলিলেন, হে মোহাম্মদ (সাঃ) ! আমি বলিলাম, হাজির আছি। তখন তিনি বলিলেন, উর্দ্ধ জগতে কিসের ঝগড়া হইতেছে। আমি বলিলাম, আমি জানি না। তখন আমি দেখিলাম, খোদাতালা তাঁহার হাত আমার কাঁধের উপর রাখিলেন। তখন তাঁহার আঙ্গুলগুলির শীতলতা আমি আমার বক্ষঃস্থল পর্যন্ত অনুভব করিলাম।" *(মিশকাত শরীফ)*

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের বিদ্যার বড় মূলধন হাদীস শাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের কিতাবের প্রথম ভাগেই এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠক দেখিতে পাইলেন, আঁ-হযরত (সাঃ) খোদাতালাকে অতি সুন্দর আকৃতিতে দেখিয়াছেন, খোদার হাত পর্যন্ত অনুভব করিয়াছেন, আঙ্গুলও আছে হাতের মধ্যে এবং আঙ্গুলগুলি বরফের চেয়েও বেশী শীতল।

এই বর্ণনা পাঠ করিয়া মৌলানা সাহেব হযরত রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে কি ফতোয়া দিবেন?

আরও শুনুন—

عن ابن عباس رايت ربي في صورة شاب له وفرة وروى
في صورة شاب امرد -

"ইবনে আব্বাছ হইতে বর্ণিত হইয়াছে— হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি খোদাকে দেখিয়াছি যুবক, ঘন কেশ-বিশিষ্ট। অন্য রেওয়ায়েতে আসিয়াছে, আমি খোদাকে যুবক দেখিয়াছি যাঁহার দাড়ি গোফ এখনও উঠে নাই।"

আরও শুনুন—

اعلم ان الاصل في صحة الرؤيا ماروى الطبراني وغيره
مرفوعا - رايت ربي في صورةِ شابٍ اَمْرَدٍ قَطَطٍ له وَفْرَةٌ من
شعرٍ وفي رجليه نعلان من ذهب"

(اليواقيت والجواهر ص ١٢٨)

"জানিয়া রাখ, তিবরানী ইত্যাদি যে মারফু হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন— রসুলুল্লাহ্ বলিয়াছেন যে, আমি আল্লাহ্কে যুবকের আকৃতিতে দেখিয়াছি যাঁহার কোন দাড়ি-গোঁফ উদয় হয় নাই, ঘন কোকড়ান কেশরাশি আছে এবং তিনি পদযুগলে স্বর্ণ পাদুকা পরিহিত— তাহা এই রকম স্বপ্ন বিশুদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে মূলসুত্র।"

এই সমস্ত হাদীস পাঠ করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন প্রমুখ মৌলানা-মৌলবীগণ হযরত রসুলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধেও "সয়তানী কাণ্ড" বলিবেন কি? (নাউজুবিল্লাহ্)

বিশ্বশ্রেষ্ঠ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর স্বপ্নে আল্লাহ্তালাকে সাকার দেখার তাৎপর্য্য কি? অনাদি অনন্ত অসীম নিরাকার আল্লাহ্কে সাকার দেখা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল? এই সমস্ত সূক্ষ্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে ইসলামী শরীয়তের গবেষণাকারী বড় বড় ইমামগণ তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে যে জ্ঞান দান করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণের অবগতির জন্য এবং অন্ধকার আচ্ছাদিত কূপ-মণ্ডুকদের চক্ষু খুলিয়া দিবার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

والذي عليه جمهور مشائخ السلف رضي الله تعالى عنهم
انه يجوز رويةُ الله تعالى في صورةٍ في المنام وبه جاءت
الاحاديث نحو قوله صلى الله عليه وسلم رايت ربي في احسن
صورة الحديث - وقال محمد ابن سيرين من راى ربه في

المنام دخل الجنة قالوا وتكون رؤية الله تعالىٰ بواسطة مثال يليق به منزه عن الشكل والصورة فيكون تجليه في ذالك المثال كتفهيم الحق تعالىٰ كلامه القديم العباده بواسطة الحروف والاصوات مع تنزيه كلامه تعالىٰ عن ذالك فكما ان كلام الازلى منزه عن الصوت والحروف الحادثين ويفهم بواسطتهما كلام القديم فكذالك يجوز ان تكون ذاته الازلية المنزهة عن الصورة والشكل ترى بواسطة مثال يناسبها بادنىٰ معنىٰ فيكون كالمثل بفتح المثلثة المذكور في القران في قوله "مثل نوره كمشكوة" لا كالمثل بسكون المثلثة الذى يوجب المماثلة من وجه اما اذا راه في صورة لاتناسب جلال الصمدية في معنى صافالرأى ممن عبث به الشيطان ۔

(اليواقيت والجواهر لامام الشعراني ص۱۲۰)

"প্রাথমিক ইসলামী যুগের মাশায়েখদের সর্ববাদীসম্মত মত এই যে, স্বপ্নে আল্লাহ্তালাকে কোন আকৃতিতে দর্শন করা সম্ভবপর। এই মর্ম্মে বহু হাদীসও আসিয়াছে-- যেমন রসুল করীম (সাঃ)-এর বাক্য—"আমি আল্লাহ্তালাকে অতি সুন্দর আকৃতিতে দেখিয়াছি" ইত্যাদি। মোহাম্মদ ইবনে-সিরীন বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্তালাকে স্বপ্নে দেখে সেই ব্যক্তি বেহেস্তে যাইবে। জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন, নিরাকার আল্লাহ্র দর্শন তাঁহার মহিমা উপযোগী কোন ভাব-ব্যাঞ্জক আকৃতির মধ্যবর্ত্তিতায় হইয়া থাকে।

অতএব ভাব-ব্যাঞ্জক আকৃতির সাহায্যে তাঁহার প্রকাশ এই রকম হইবে, যেমন আল্লাহ্তালা তাঁহার অনাদি, নিরাকার, স্বর-বিহীন বাক্যকে অক্ষরের আকৃতি ও স্বরের মধ্যে দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, যদিও তাঁহার পবিত্র বাক্য এই সমস্ত জড়তার গণ্ডির উর্দ্ধে অবস্থিত। অতএব যেমন আল্লাহ্তালার অনাদি বাক্য স্বর ও আকৃতির অতীত হওয়া সত্ত্বেও স্বর ও অক্ষরের আকৃতির মধ্য দিয়া মানুষের বোধগম্য হয়, এই রকম ইহাও সম্ভব যে, সেই অনাদি নিরাকার সত্তাও তাঁহার মহিমা উপযোগী কোন ভাবের যৎকিঞ্চিৎ

প্রকাশক প্রতিমূর্ত্তিতে দৃশ্যমান হন। অতএব এই ভাবব্যাঞ্জক প্রতিকৃতিতে আল্লাহ্‌র "মাছাল" বলা যাইবে, যেমন কোরান শরীফে আসিয়াছে, আল্লাহ্‌র আলোর মাছাল সেই তাক-স্থিত প্রদীপের মত; কিন্তু মিছ্‌ল বলা যাইতে পারে না, যেহেতু মিছ্‌ল শব্দটি সব দিক্ দিয়া পূর্ণ সামঞ্জস্য জ্ঞাপন করে। কিন্তু কেহ যদি আল্লাহ্‌কে এই রকম আকৃতিতে দর্শন করে যাহা আল্লাহ্‌র গৌরবময় মহিমার ভাব প্রকাশ করে না, তাহা হইলে দর্শকের সঙ্গে সয়তান খেলা করিয়াছে মনে করিতে হইবে।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব আল-এছলাম মাসিক পত্রের ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় ইমাম সারানীর এই এবারতের মধ্য হইতে অনেক কথা বাদ দিয়া মর্ম্ম বিকৃত করিয়া পেশ করিয়াছেন।

এই রকম উপরোক্ত হাদীস সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন :—

ولا يحتاج الامر الى تاويل فانه صلى الله عليه وسلم انما
رأى هذه الرؤيا فى عالم..... الخيال هو النوم ومن شان
الخيال ان النائم يرى فيه تجرد المعانى فى الصور
المحسوسة وتجسد ما ليس من شانه ان يكون جسدا
لان حضرته تعطى ذالك فما ثم اوسع من الخيال قال و
من حضرته ايضا ظهر وجود المحال فانك ترى فيه
واجب الوجود الذى لا يقبل الصور فى صورة ويقول لك معبر
المنام صحيح ما رايت ولكن تاويلها كذا وكذا -

"উপরোক্ত হাদীসের বিষয় সম্বন্ধে কোন তাবিল করিবার দরকার নাই যেহেতু রসুল করীম (সাঃ) এই স্বপ্নকে কাল্পনিক স্বপ্ন -জগতে দর্শন করিয়াছেন, আর কল্পনা-জগতে নিদ্রিত ব্যক্তি আকৃতিবিহীন ভাবকে সাকার দর্শন করে, যেহেতু আল্লাহ্ ইহাকেও আকৃতি প্রদান করেন। স্বপ্ন ত কল্পনা হইতেও অধিকতর ব্যাপক। আরও বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তালার তরফ হইতে অসম্ভবের প্রকাশ হইয়া থাকে, কেননা, তুমি স্বপ্নে আল্লাহ্‌তালাকে দেখিবে যাহার প্রকৃত পক্ষে কোন আকৃতি নাই ; কিন্তু স্বপ্নের অর্থকারী তোমাকে বলিবে, যাহা দেখিয়াছ তাহা সত্য—ইহার এই এই অর্থ।"

বড় পীর সৈয়দ হযরত আবদুল কাদের জীলানী রহমতুল্লাহে আলাইহে বলিয়াছেন:-

رایت رب العزة فی المنام علی صورة اُمّی -

(بحر المعانی ص٤٣)

"আমি আল্লাহ্তালাকে আমার মাতার আকৃতিতে দেখিয়াছি।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন, ইসলামের "আহ্লে-মারেফত্" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীগণ আল্লাহ্তালাকে মানব-আকৃতিতে বিভিন্ন মানবীয় অবস্থায় দর্শন করাকে অসম্ভব মনে করিতেন না। কিন্তু আধুনিক কূপমণ্ডুকদের বুদ্ধিতে না ঢুকিলেও সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানীগণ স্বপ্নে মানবীয় আকৃতিতে খোদার দর্শনকে সম্ভব মনে করিতেন এবং তাহারা এরূপ দর্শনের তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা "সাহেবে কামাল" অলিউল্লাহ্দের এবং স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এইরূপ দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন।

সুতরাং হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর স্বপ্নযোগে আল্লাহ্তালাকে হাকেমী মর্যাদায় দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে দেখা জ্ঞানীজনের নিকট কোন আপত্তিকর নহে।

"তবে লাল মসির কলম দ্বারা দস্তখত করিতে এরূপ আন্দাজ হইতে বেশী কালি লইয়া কেন অপচয় করিলেন, তিনি কি অন্ধ যে, নিকটস্থ লোকের পিরহান ও টুপি নষ্ট করিলেন?"

বুদ্ধিমান মৌলানা সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, মৌলানা সাহেবের স্মরণ রাখা উচিত যে, ইহা স্বপ্ন, বাস্তব-জগতের ঘটনা নহে।

আমি মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর স্বপ্নে আল্লাহ্তালা যে সোনার খড়ম পায় দিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহার কি পায়ে কাঁটা ফুটিবার, কিংবা ধূলিবালি লাগিবার আশঙ্কা ছিল?

যদি না হয় তাহা হইলে খোদাতালার শানে এরূপ অকথ্য ভাষার প্রয়োগ কি মৌলানার বেইমানির প্রমাণ নহে?

স্বপ্নে দৃশ্যের যে ভিন্ন রকম অর্থ হয় তাহা সাধারণ লোকও ত জানে। নিতান্তই সাধারণ জ্ঞানের অভাব কিংবা জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার হীন প্রবৃত্তির বশীভূত না হইলে মৌলানা সাহেবের বুঝা উচিত ছিল যে, অধিকতর কালি লইয়া ছিটা দিয়া নিকটস্থ ব্যক্তির কাপড়ে ফেলিয়া দিবার কারণ এই ছিল যে, স্বপ্ন-জগতের এই কালিকে জড় জগতের কালিরূপে সৃষ্টি করিয়া এই দুনিয়াতে মসিহ মাওউদের জন্য এক নিদর্শন পেশ করা।

স্বপ্ন-জগতের কোন কোন বস্তুকে সৃষ্টিকর্তা জড়-জগতের সৃষ্টিতে পরিণত করিয়া দিয়া কখনও কখনও "নেস্ত" হইতে "হাস্ত" করিবার শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

আহ্লে-আল্লাহ্দের নিকট এরূপ ঘটনা নেহায়েৎ বিরল নহে, আমি এরূপ দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি :—

اخرج البيهقي و ابونعيم وابن راهويه عن ام سلمة
زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم اضطجع ذات يوم فاستيقظ
وهو خاسر وفي يده تربة حمراء يقلبها قلت ماهذه التُّرْبَةُ
يارسُول الله قال اخبرني جبريل ان هذا يعني الحسين يقتل
بارض العراق وهذه تربتها۔ (سر الشهادتين ص)

"বয়হকি, আবুনইম এবং ইবনে রাহয়ায়হে হযরত উম্মে সালমা উম্মুল মোমেনিন হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, আঁ-হযরত একদিন ঘুমাইয়াছিলেন, অতঃপর তিনি দুঃখক্লিষ্ট হৃদয়ে জাগ্রত হইলেন ; তাঁহার হাতে লাল মাটি ছিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কিসের মাটি ইয়া রাসুলাল্লাহ্? হযরত বলিলেন, জিব্রীল আমাকে খবর দিয়াছেন যে, হুসেন ইরাক দেশে নিহত হইবে, ইহা তারই (রক্ত মিশ্রিত) মাটি।"

আঁ-হযরত (সাঃ) স্বপ্নযোগে ভবিষ্যতের ঘটনা দেখিলেন। ভবিষ্যতে হুসেইনের দেহের রক্ত পড়িয়া মাটি যে রক্তবর্ণ ধারণ করিবে সেই ভবিষ্যতের কল্প-জগতের স্বপ্নের ঘটনাকে জড়-জগতের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টির নিদর্শন প্রকাশ করিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্নেজালা সুফীর ঘটনা তাজকেরাতুল-আওলিয়া নামক কিতাবে লিখিত আছে :—

"ایک مرتبہ وہ مدینہ میں بھوکے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ
پر آئے اور کہا یا رسُول اللہ بی فاقة وانا ضيفك - اے رسُول خدا میں
آپ کا مہمان ہو کر بھوکا ہوں - اور پھر ذرا ہٹ کر سو گئے - خواب میں حضور
علیہ السّلام نے آکر ایک روٹی انہیں دی وہ فرماتے ہیں فاكلت بعضه
وانتبهت وفي يدي بعض الرغيف کہ میں نے روٹی کا کچھ حصّہ کھایا
تو جاگ پڑا تو باقی حصّہ روٹی کا میرے ہاتھ میں تھا۔"

"একবার তিনি মদীনা শরীফে ক্ষুধার্ত ছিলেন। রসুল করীম (সাঃ)-এর রৌজা শরীফের কাছে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমি আপনার অতিথি হইয়া ক্ষুধার্ত। এই কথা বলিয়া তিনি কিছু দূরে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে হুযুর (সাঃ) তাঁহাকে একটি রুটি প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি রুটির কিছু অংশ খাইয়াছি, এমন সময় জাগিয়া পড়িলাম। দেখি কি, অবশিষ্ট রুটি আমার হাতে রহিয়াছে।"

অতএব স্বপ্নের ঘটনা হইতে জড়-জগতের জড়-পদার্থ সৃষ্টি হইয়া প্রকাশ হওয়া আহ্‌লে-আল্লাহ্‌দের কাছে সুপরিচিত, যদি এই জামানার কূপমণ্ডুক সদৃশ, অন্ধকারে অবস্থিত মৌলানা নামধারীগণ এই সমস্ত রূহানী বিষয় দেখিয়া হাসি-বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, হযরত ইমাম সারানীর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-ইয়াওয়াকিতওয়াল জাওয়াহের হইতে আমি স্বপ্ন-জগতে আল্লাহ্‌কে মানবাকারে দেখিবার যে তত্ত্ব সম্বন্ধে ইবনে সিরীনের দীর্ঘ বর্ণনা উক্ত কিতাবের ১২০ পৃষ্ঠা হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ছুন্নত-অলজমাত মাসিক পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যায় উক্ত এবারতের অনেক কথা বাদ দিয়া মর্ম্ম বিকৃত করিয়া উল্টা অর্থ পেশ করিয়া বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌তালাকে সাকার স্বপ্ন দেখিলে মনে করিতে হইবে, সয়তান তাঁহার সঙ্গে খেলা করিয়াছে।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিপক্ষতা করিবার অন্যায় জিদে মৌলানা সাহেব নবীকূল শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর উপরও প্রকারান্তরে তাহার বেলাগাম জবান চালাইতে ইতস্ততঃ করিলেন না। ইবনে সিরীনের উক্ত বর্ণনা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর স্বপ্নে আল্লাহ্‌কে মানবাকারে দর্শন করা সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যায়ই বর্ণিত হইয়াছে। মৌলানা সাহেব উক্ত এবারতের মধ্য হইতে প্রকৃত কথা বাদ দিয়া এবারতের উল্টা অর্থে পেশ করিয়াছেন।

بازی بازی باریش بابا ھاہم بازی -

কোন নিকৃষ্ট প্রকৃতির ইহুদীও এরূপ জঘন্য রকমের তহরীফ করিতে লজ্জা বোধ করিবে।

ধর্ম্ম ব্যবসায়ী মৌলানাদের এরূপ আচরণ দেখিয়াও কি প্রতিশ্রুত মসিহ্ আসিবার ইহাই ঠিক সময় তাহা প্রতিপন্ন হয় না?

১২নং মন্তব্য

ہے رُدّر گوپال تیری اُستُت گیتا میں ہے
ایسا ہی مَیں راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہُوں جو ہندو مذہب کے تمام
اوتاروں میں بڑا تھا۔ ۔ ۔ ۔ الخ

এইরূপে তাতেম্মায়ে হকিকতুল ওহীর ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ; হিন্দুরা কৃষ্ণকে পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া থাকেন। এই কৃষ্ণ কি জন্মান্তরবাদের মতাবলম্বী ছিল। গীতার ২ অধ্যায় ১২।১৩।২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। মির্জা সাহেব যখন কৃষ্ণের অবতার হওয়া

দাবী করিয়াছেন, তখন তাহার ন্যায় অর্থাৎ কৃষ্ণের ন্যায়, জন্মান্তরবাদের মত ধারণ করিয়াছেন।

উত্তর

ভারতবর্ষের শ্রীকৃষ্ণ রূদ্র গোপাল নামে একজন নবী গত হইয়া গিয়াছেন ; হিন্দুজাতি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু কালের প্রভাবে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের মত বরং এদের চেয়েও বেশী উক্ত ভারতীয় নবীর আকীদা এবং শিক্ষা হিন্দুরা বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

অতএব বর্ত্তমান খ্রীষ্টানদের বর্ত্তমান আকিদাকে যেমন আমরা হযরত ইসা (আঃ)–এর শিক্ষা বলিতে পারি না, বর্তমান ইহুদীদের আকিদাকে যেমন আমরা হযরত মুসা (আঃ)–এর শিক্ষা বলিতে পারি না অর্থাৎ বর্ত্তমান ইঞ্জিল এবং তৌরাতের শিক্ষা যেমন বর্ত্তমান ইহুদী ও খ্রীষ্টান কর্ত্তৃক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের গীতার শিক্ষাও তেমনি বর্ত্তমান হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বিকৃত হইয়াছে।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে এই কথা কোন চিন্তাশীল শিক্ষিত লোকের পক্ষে স্বীকার করা কঠিন নহে যে, প্রাগ–ইসলামী যুগে ভারতবাসীদিগকে সত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য এবং আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল।

আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যে–সমস্ত মহাপুরুষ মানবের শিক্ষার জন্য নাজিল হইয়া থাকেন তাঁহাদিগকে ইসলামী পরিভাষায় নবী বা রসুল নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং এই রকম লোকদিগকেই প্রাগ–ইসলামী যুগে সংস্কৃত ভাষায় অবতার নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

আরবীতে 'নাজেল' শব্দই সংস্কৃতে অবতার ; নাজিল হওয়া অর্থ অবতরণ করা। কিন্তু কোন কোন হিন্দ 'অবতার' শব্দকে স্বয়ং আল্লাহ্‌তালার মানব–দেহে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করা অর্থে ব্যবহার করিয়া এক মারাত্মক ভুল করিয়াছে, ঠিক যেমন খ্রীষ্টানগণ হযরত ইসা (আঃ)–এর আবির্ভাবকে স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা মানব–দেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌তালার এরূপ জন্মগ্রহণকে তাহারা "আল্লাহ্‌র পুত্র" এবং "আল্লাহ্" বলিয়া অভিহিত করে এবং আধুনিক মৌলানা–মৌলাবীরাও ভবিষ্যতে ইসা (আঃ) –এর নাজিল হওয়াকে সশরীরে আসমান হইতে অবতরণ করা বিশ্বাস করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক রসুল এবং নবীই আল্লাহ্‌তালার তরফ হইতে আবির্ভূত হন বলিয়া নবী বা অবতার নামে অভিহিত হইয়াছেন। স্বয়ং আঁ–হযরত (সাঃ) সম্বন্ধেও 'নাজিল হওয়া' অর্থাৎ অবতরণ করা শব্দ কোরান শরীফে ব্যবহার হইয়াছে।

قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا - (الطلاق: ١١، ١٢)

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌তালা তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন এক স্মারক—একজন রসূল"

অতএব নবী বা রসুলকেই যে অবতার নামে অভিহিত করা হইয়াছে ইহাতে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি সন্দেহ করিতে পারেন না।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই অবতার শব্দকে নবী বা রসুল অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং হিন্দুদিগকে তাহাদের ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাঁহার হকিকতুল ওহির ৮৭ পৃষ্ঠায়— شری نشکلنک بھگوان کا اوتار — শীর্ষক জনৈক হিন্দু পণ্ডিতের এক বিজ্ঞাপনের উপরোক্ত হিন্দি শব্দের উর্দ্দু তরজমা করিয়াছেন معصوم خلیفۃ اللہ অর্থাৎ "শ্রীনিষ্কলঙ্ক ভগবানের অবতার।" এই শব্দের অর্থ "নির্দোষ আল্লাহ্‌র খলিফা।" এতদ্ব্যতীত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাঁহার বহু গ্রন্থে—"সুরমায়ে-চশমে-আরিয়া", "চশমায়ে-মারেফত" ইত্যাদি কিতাবে এই হিন্দুদের অবতারবাদ এবং হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ খণ্ডন কয়িাছেন। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ ও অবতারবাদ আরোপ করা নির্জলা মিথ্যা ; শুধু অজ্ঞ মুরিদানকে ধোঁকা দিবার জন্য মৌলানা সাহেব এরূপ করিয়াছেন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাদি পাঠ করিলে প্রত্যেক উর্দ্দু জানা পাঠক সহজেই মৌলানা সাহেবের এরূপ প্রকৃতির ধোঁকা ধরিয়া ফেলিবেন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যেমন হযরত ইসা ও মসিহ নামে অভিহিত হইবার দাবী করিয়াছেন এইরূপ কৃষ্ণ রুদ্র গোপাল নামে অভিহিত হইবারও দাবী করিয়াছেন এবং আরও বহু নবীর নামে অভিহিত হইবার দাবী করিয়াছেন।

الانبیاء اخوۃ من علات (بخاری کتاب الانبیاء باب ۴۸ ۔مسلم کتاب الفضائل حدیث ۱۴۵)

"নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রিক ভাই" (অর্থাৎ পৃথক পৃথক মাতৃভূমি ও মাতৃভাষায় ও পৃথক পৃথক সময়ে তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়া থাকিলেও একই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে, একই তৌহীদের শিক্ষার জন্য তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছে) এই হাদীসানুসারে প্রত্যেক নবীই পরস্পরের স্বরূপ প্রকাশ করেন এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-ও অন্যান্য বহু নবীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এইজন্যই তাঁহাকে বহু নবীর নাম দেওয়া হইয়াছে।

এই কথার উপর কোন জ্ঞানশীল মস্তিষ্কে আপত্তি উঠিতে পারে না।

তবে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যে একজন আল্লাহ্‌র তরফ হইতে সত্য নবী ছিলেন ইহার প্রমাণ কি ?

ইহার উত্তরে সত্যানুসন্ধিৎসু চিন্তাশীল পাঠকের নিকট আমার নিবেদন এই যে—

কোরান শরীফে উল্লেখ আছে প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী আসিয়াছেন—

(১) وان من امۃ الا خلا فیھا نذیر ۔ (فاطر: ۲۵)

(২) ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ۔ (النحل: ۳۷)

(৩) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلٌ۔ (ইউনুস : ৪৮)

"এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে কোন রসুল গত হয় নাই।"

"প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি রসুল পাঠাইয়াছি।"

"প্রত্যেক জাতিরই রসুল আছে।"

অতএব ভারতবর্ষেও প্রাগ-ইসলামী যুগে রসুল আসিয়াছেন। সুতরাং ভারতবর্ষের জাতিসমূহে যে-সমস্ত মহাপুরুষ আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন অথবা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকরূপে যে-সমস্ত মহাপুরুষ সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানব হৃদয়ে সম্মানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারাই যে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রেরিত নবী ছিলেন তাহা মনে করা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ কোরানে যখন সমস্ত নবীর নাম উল্লেখ নাই—বরং কোরান শরীফে আল্লাহ্‌তালা বলিতেছেন—

"ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك

ومنهم من لم نقصص (مؤمن: ٨٠)

"তোমার পূর্বে আমি বহু রসুল পাঠাইয়াছি, তাহাদের অনেকের নাম তোমার কাছে প্রকাশ করিয়াছি এবং অনেকের নাম প্রকাশ করি নাই।"

কথিত আছে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর এই পৃথিবীতে আসিয়াছেন, কিন্তু সকলের নাম ত কোরান শরীফে উল্লেখ নাই।

সুতরাং আল্লাহ্‌র নবী ছাড়া এত বড় পুরস্কার—হাজার হাজার বৎসর ব্যাপিয়া কোটি কোটি-মানব হৃদয়ে সম্মানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা—আল্লাহ্‌ওয়ালা ব্যক্তি ছাড়া কোন দুষ্ট লোক লাভ করিতে পারে না।

অতএব প্রাচীন ভারতে এই সব মহাপুরুষগণই যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী ছিলেন এ সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান ন্যায়-বিচারক মুসলমান সন্দেহ করিতে পারে না।

এ সম্বন্ধে আমি নিম্নে আহ্‌লে-ইসলামের কতিপয় গবেষণাকারী আল্লামাদের মত লিপিবদ্ধ করিলাম। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানি মকতুবাতের ১ম খণ্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

درامم سابق کہ ملاحظہ میکند کم بقعہ یابد کہ درانجا بعثت پیغمبرے
نشدہ باشد حتی کہ در زمین ہند کہ دور ازیں معاملہ می نماید نیز می یابد کہ
اہل پیغمبراں مبعوث شدہ اند و دعوت بصانع فرمودہ اند۔ و در بعضے
از بلاد ہند محوس میگردد کہ انوار انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات در
ظلمات شرک در رنگ مشعلہا افروختہ اند۔

"পূর্ববর্ত্তী উম্মতগণের মধ্যে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, খুব কম দেশই এই রকম আছে যেখানে কোন পয়গম্বর আসেন নাই। যে ভারতবর্ষ এ বিষয়ে দূরে আছে বলিয়াই মনে হয় তথায়ও পয়গম্বরগণ আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে আহ্বান করিয়াছেন, এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের কোন কোন এলাকায় এরূপ অনুভূত হয় যেন শিরকের অন্ধকারের মধ্যে নবীগণের (আঃ) আলো মশালের মত প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল।"

মৌলবী ওহীদুজ্জামান সাহেব তফছীরে ওহীদির মধ্যে লিখিয়াছেন :—

یہ بھی یاد رہے کہ حضرت کرشن علیہ السّلام خُدا کے ایک برگزیدہ اور راستباز انسان تھے اور وہ اپنے زمانہ میں اپنی قوم کے لئے خدا کی طرف سے نذیر ہو کر آئے تھے کیونکہ قرآن مجید میں ہے وان من امۃ الا خلا فیھا نذیر۔ اس آیت سے بھی صاف نکلتا ہے کہ ہر ملک اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہو چکے ہیں۔

(تفسیر وحیدی)

"এই কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে, হযরত কৃষ্ণ আলাইহেসসালাম খোদাতালার একজন বরগুজিদা এবং সত্যবাদী ছিলেন এবং তিনি নিজ জামানার নিজের জাতির জন্য আল্লাহ্তালার তরফ হইতে নবী হইয়া আসিয়াছিলেন, যেহেতু কোরান শরীফে আছে, "এমন কোন দেশ নাই যেখানে কোন নবী আসেন নাই।" এই আয়াত হইতে অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির মধ্যে পয়গম্বর আসিয়াছেন।"

"তোহ্ফাতুল হিন্দ" কিতাবের গ্রন্থকার মৌলানা উবেয়দুল্লাহ্ সাহেব লিখিয়াছেন :—

"ہو سکتا ہے کہ اس ملک (ہند) میں بعض انبیاء بھی مبعوث ہُوئے ہوں۔۔۔۔۔ کیونکہ احتمال ہے کہ شاید یہ باتیں جو ان کی نسبت انکی پوتھیوں میں لکھی ہیں جھوٹ ہوں۔" (تحفۃ الہند صـ)

"এই দেশে—ভারতবর্ষেও আল্লাহ্তালার তরফ হইতে কোন কোন নবী আসিয়াছেন, ইহাও সম্ভব যে, এই সমস্ত নবীদের সম্বন্ধে তাহাদের পুথি-পুস্তকাদির মধ্যে যে-সমস্ত কথা লিখিত হইয়াছে এইগুলি মিথ্যা।"

শিবলী নুমানী সিরাতুন্নবী কিতাবের ১ম খণ্ডের তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

ہندوستان کے پیغمبر کہانیوں کے حجاب میں کم ہیں۔

"ভারতের নবীগণ কিচ্ছা-কাহিনীর অন্তরালে আচ্ছাদিত।"

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা কাসেম নানতবী সাহেব লিখিয়াছেন :—

رام چندر۔ کرشن نبی تھے۔

"রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণ নবী ছিলেন।" (সত্যধর্ম বিচার, ৮ পৃষ্ঠা)

মৌলানা কাসেম সাহেব তাঁহার অন্য গ্রন্থ মুবাহাছায়ে-শাহ্জাহানপুরে লিখিয়াছেন :—

" کیا عجب ہے کہ جس کو ہندو صاحب اوتار کہتے ہیں اپنے زمانہ کے
نبی یا ولی یعنی نائب نبی ہوں۔ قرآن شریف میں یہ بھی اشارہ ہے "منھم
مّن قصصنا علیك ومنھم مّن لّم نقصص..الخ (المومن : ۸۰)

হিন্দু সাহেবান যাঁহাদিগকে অবতার বলে তাঁহারা যে নিজ নিজ জামানার নবী অথবা অলি অর্থাৎ নায়েবে-নবী ছিলেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কোরান শরীফেও আসিয়াছে, আমি অনেক নবীর নাম উল্লেখ করিয়াছি এবং অনেকের নাম উল্লেখ করি নাই।"

খাজা হাসান নিজামী সাহেব কিরষণবিতী কেতাবের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

سری کرشن بھی ہندوستان کے ہادی تھے ان کو بھی ایک بڑی اہل
قوم کی رہبری پر مامور کیا گیا۔

"শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষের হেদায়াতকারী ছিলেন, তাঁহাকেও এক উচ্চ জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করা হইয়াছিল।"

তিনি উক্ত কিতাবের ৯১ পৃষ্ঠায় আরও লিখিয়াছেন :—

سری کرشن کی ذات درحقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظالموں کی
تباہی اور بربادی کے لئے مامور ہوئی تھی۔

"শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তালার তরফ হইতে অত্যাচারীদের ধ্বংসের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন।"

হযরত মির্জা মজহর জান জানান রহমতুল্লাহ্ আলাইহে বলিয়াছেন :—

"ہوسکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے عہد میں ولی ہوں یا نبی اور رام چندر

نسبت سلو کی تعلیم کرتا ہو اور کرشن نسبت جذبی چونکہ کنہیا میں ذوق و
عشق کا غلبہ تھا اس لئے وہ محبت کی آگ میں جلتا ہوا نظر آیا"
(ارشاد رحمانی ص۳۵)

"হইতে পারে ইহারা আপন আপন যুগে ওলি বা নবী ছিলেন এবং রামচন্দ্র কর্ম্মযোগ বিষয় শিক্ষা দিতেন এবং কৃষ্ণ ভক্তিযোগ শিক্ষা দিতেন। যেহেতু কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমের প্রাবল্য ছিল, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম ও ভালবাসার আগুনে জ্বলিতে দেখা গিয়াছে"। (এরসাদে রহমানী, ৩৮ পৃঃ)

এতদ্ব্যতীত রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদীস :—

كان فی الهند نبیٌّ اسود اللون اسمه کاهن ۔

(تاریخ ہمدان - دیلمی باب الکاف)

"ভারতবর্ষে কৃষ্ণবর্ণের এক নবী ছিলেন, কানাই ছিল তাঁর নাম।" (মুহাদ্দিস দেয়লমির তারিখে হামদান বাবুল কাফ দ্রষ্টব্য)

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে একজন নবী ছিলেন ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন উপায় নাই।

অতএব আল্লাহ্তালা হযরত মসিহে মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-কে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়া হিন্দুজাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ নাম দিয়াছেন। ইহাতে আপত্তি করা সংকীর্ণ-চিত্ততা ও কূপমণ্ডুকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

গীতার ২য় অধ্যায় ১২।১২ এবং ২২ শ্লোকের কথা মৌলানা সাহেব উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণ জী জন্মান্তরবাদের মতাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

যদিও এই গীতাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত গীতা কি না এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে এবং এই জন্য গীতার কোন কথা মুসলমানদের জন্য প্রমাণরূপে ব্যবহার হইতে পারে না এবং বর্ত্তমান গীতার কথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত মত বুঝা যাইতে পারে না, তথাপি আমি বলিতেছি—মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের দেওয়া হাওয়ালায় হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ প্রমাণ হয় না বরং ইসলামী আকায়েদ بعث بعد الموت মৃত্যুর পরবর্ত্তী জীবনের কথাই প্রমাণ হয়। মৌলানা সাহেবের বিদ্যার বহর দেখিয়া আমার মনে হয় মৌলানা সাহেবের বর্ত্তমান হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে সঠিক জানা নাই।

বরুজ তত্ত্ব

১৩নংআপত্তি

মির্জা সাহেব "এক গলতীকা এজালা" কিতাবে লিখিয়াছেন :—

"بروزی طور پر میں وہی خاتم الانبیاء ہوں۔ اور خدا نے میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔"

উত্তর

এই এবারতের মধ্যেও মৌলানা সাহেব বক্র দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন এবং "বরুজী তৌর পর" এই শব্দের তরজমা করিয়াছেন—"আত্মিকভাবে"।

هر کہ نداند و بداند کہ بداند
در جہل مرکب ابدالدھر بماند

"যে জানে না অথচ মনে করে যে, জানে, সে সদা সর্বদা মূর্খতার ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া থাকে।" 'বরুজ' শব্দ সম্বন্ধে আহ্‌লে-মারেফত অলিউল্লাহ্‌দের অভিমত যৎসামান্য নিম্নে উল্লেখ করিলাম :—

এক্‌বাছুল-আনওয়ার কিতাবে কুতুবুল-আলম সেখুল-মাশায়েখ মোহাম্মদ আকরম সাবেরী (রহঃ) লিখিয়াছেন :—

روحانیت کمل گاہے برارباب ریاضت چناں تصرف مے فرماید
کہ فاعل افعال شان می گردد واین مرتبہ راصوفیا بروزی گویند۔

"পূর্ণ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখনও কখনও অনুশীলনকারীদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে, উহারা তাঁহাদেরই কার্য সমাধা করিয়া থাকেন। সূফী সম্প্রদায় এই মরতবাকে 'বরুজ' বলেন।"

হযরত সেখুলকুল মহিউদ্দিন ইবনে আরবীর ফছোছুল হেকামের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে :—

نزد محققان محقق است کہ بر صورت آدم در مبدء ظہور نمود (یعنی بروز
در ابتداء عالم روحانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در آدم متجلّی شد) وہم
او باشد کہ در آخر بہ صورت خاتم ظاہر گردد (یعنی در خاتم ولایت کہ مہدی

است نیز روحانیت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بروز وظہور خواہد نمود) وایں بروزات کمل گویند۔

"মুহাক্কেকীনদের নিকট ইহাই সাব্যস্ত ও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সৃষ্টির প্রথমে হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) হযরত আদম (আঃ)–এর মধ্যে প্রকাশ হইয়াছিলেন এবং তিনিই আবার শেষ যুগে খাতামুল আওলিয়া হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)–এর মধ্যে প্রকাশ হইবেন এবং হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এরই আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হইবে এবং ইহাকেই পূর্ণ 'বরুজ' বলে।

সুতরাং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর দাবী যেহেতু এই যে, মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর পূর্ণ তাবেদারী এবং পূর্ণ গোলামির ফলে আল্লাহ্তালা তাঁহাকে মোহাম্মদী হকিকত, মোহাম্মদী তরিকত, মোহাম্মদী শরীয়তকে জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন, অতএব তিনি যে "বরুজী তৌর পর" অর্থাৎ বরুজ স্বরূপ খাতামুল–আম্বিয়া হইবেন ইহাতে কোন তর্ক থাকিতে পারে না।

হযরত মহীউদ্দিন ইব্নে আরবীও ইহাই লিখিয়াছেন এবং এই হিসাবেই শাহ্নেয়াজ আহ্মদ সাহেব দেহলবি বলিয়াছেন :—

ے عیسٰی مریمی منم احمد ہاشمی منم
حیدر شیر نرمنم من نہ منم من منم

১৪নং আপত্তি

آریوں کا بادشاہ آیا برہمن اوتار سے مقابلہ اچھا نہیں۔

তিনি হযরত মোহাম্মদ, হযরত ইসা (আঃ) ও শ্রীকৃষ্ণের রূহ ও ওজুদ কীরূপে নিজের মধ্যে আনয়ন করিলেন? জন্মান্তরবাদ ও অবতারবাদ খাঁটি হিন্দুয়ানী মত। মির্জা সাহেব কোরান ও হাদীসের শিক্ষা ত্যাগ করিয়া ও ইসলামের নির্ম্মল ঝরণা হইতে মুখ ফিরাইয়া জন্মান্তরবাদীদিগের পদানুসরণ করিতে গেলেন এবং মক্কা শরীফ ত্যাগ করিয়া মথুরার দিকে মুখ করিলেন।

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর উপরোক্ত এলহাম হইতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যাহা বুঝিয়াছেন তাহা হইতে তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি কিংবা হীন প্রকৃতির ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায় না।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) জন্মান্তরবাদ ও হিন্দুয়ানী অবতারবাদ যে ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, সুদীর্ঘ তেরশত বৎসরের মধ্যে আর কেহই এরূপ করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে আমি সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠককে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার প্রতি হিন্দুয়ানী আকীদা আরোপ করিয়া মৌলানা সাহেব ইহুদীয়তকে চরমে পৌঁছাইয়াছেন।

'আর্যদের বাদশাহ্ আসিয়াছে'। বস্তুতঃ যিনি হিন্দুদের তথা আর্য জাতিকে হেদায়েত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি যে অধ্যাত্মিকভাবে আর্যদেরও বাদশাহ্ ইহাতে আপত্তির কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। আর যিনি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ঐশী জ্ঞান বিতরণ করিবার জন্য অবতার বা নবী হইয়া আসিয়াছেন তিনি যে একজন প্রকৃত অর্থে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞানসম্পন্ন—ইহাতেও আপত্তি করা মূর্খতা বই আর কিছুই নহে।

আল্লাহ্‌তা'লা যে-সমস্ত মহাপুরুষকে মানুষের 'এছ্‌লাহ্' বা সংস্কারের জন্য পাঠাইয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে অপব্যবহৃত শব্দগুলির বিশুদ্ধ ব্যবহার দেখাইয়া দিয়া সংস্কার করাও তাঁহাদের অন্যতম কর্তব্য। 'ব্রাহ্মণ' শব্দকে হিন্দুরা বংশগত অর্থে ব্যবহার করিয়া যে রকম মারাত্মক ভুল করিতেছেন তাহা দেখান হইয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লার এলহামে এই শব্দটিকে "ঐশী জ্ঞানসম্পন্ন লোক" অর্থে ব্যবহার করিয়া।

তাহাতেও দোষ ধরা মৌলানা সাহেবের বক্রদৃষ্টির পরিচায়ক।

ہنر بچشم عداوت بزرگ تر عیبے است
گل است سعدی در چشم دشمناں خار است

অতএব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আজ মক্কার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া জন্মান্তরবাদীদের পদানুসরণ করেন নাই। বরং মথুরাকে মুতাহ্‌হারা করিয়া জন্মান্তরবাদীদিগকে মক্কার সুশীতল নির্ম্মল ঝরণায় স্নান করাইয়া পবিত্র করিবার সূত্রপাত করিয়াছেন।

নূতন সংস্করণের ইহুদীদের গাত্র ইহা দেখিয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেও তাহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবেন না, ইহা সুনিশ্চিত।

کبھی رُکتے نہیں ہرگز خُدا کے کام بندوں سے

ফেরেস্তা তত্ত্ব

১৫নং আপত্তি

"মির্জা সাহেব ফেরেস্তাগণের খারিজি ওজুদের (বাস্তব অস্তিত্বের) কথা অস্বীকার করেন ; তাঁহাদিগকে নক্ষত্র রাশির আত্মা বলিয়া ধারণা করেন এবং বলিয়া থাকেন যে, ফেরেস্তাগণ কখনও জমিনে আগমন করেন না।"

উত্তর

چہ دلاورست دزدے کہ بکف چراغ دارد

মৌলানা সাহেবের এই এ'তেরাজ বা আপত্তি পাঠ করিয়া আমাকে মৌলানা সাহেবের শানে আবার সেখ সাদীর উপরোক্ত কথা স্মরণ করিতে হইল। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এ সম্বন্ধে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর 'তৌজিহে-মারাম' কিতাব হইতে যে এবারতগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই এবারতগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কারসাজি করিয়াছেন এবং বিভিন্ন জায়গা হইতে বিভিন্ন টুকরা লইয়া একটা এবারত খাড়া করিয়াছেন।

(১) আগের কথা পিছে এবং পিছের কথা আগে লিখিয়াছেন ;

(২) হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এবারতের মধ্যভাগ ও আগ-পাছ হইতে অনেক কথা বাদ দিয়াছেন ;

(৩) নিজের তরফ হইত শব্দ অতিরিক্ত করিয়াছেন।

এই রকম কারসাজি করিয়া তিনি খুব চেষ্টা করিয়াছেন জনসাধারণকে এই কথা বুঝাইবার জন্য যে, "মির্জা সাহেব ফেরেস্তাগণের বাস্তব অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন" ইত্যাদি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মৌলানা সাহেব এত চেষ্টা করিয়াও নিজের এই দুষ্ট অভিসন্ধিতে কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ফেরেস্তা সম্বন্ধে বর্ণনার এক জায়গায় মৌলানা সাহেব নিজেই অনুবাদ করিয়াছেন—"প্রকৃতপক্ষে এই বিস্ময়কর সৃষ্ট বস্তুগুলি নিজ নিজ স্থানে স্থিতিশীল আছেন।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এইরূপ পরিষ্কার কথা নিজের কলমে উদ্ধৃত করিয়াও জনসাধারণকে বুঝাইতে চান—"মির্জা সাহেব ফেরেস্তাগণের বাস্তব অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন।"

যাহা হউক, আমরা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রকৃত এবারত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এই আখেরী জামানার মৌলানা সাহেবগণ কি রকম ভীষণ কারসাজি করিতে অভ্যস্ত।

محققین اہلِ اسلام ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ ملائک اپنے شخصی وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح پیروں سے چل کر زمین پر اترتے ہیں اور یہ خیال بہ بداہت باطل بھی ہے کیونکہ اگر یہی ضرور ہوتا کہ ملائک اپنی اپنی خدمات کی بجاآوری کے لئے اپنے اصل وجود کے ساتھ زمین پر اُترا کرتے تو پھر اُن سے کوئی کام انجام پذیر ہونا بغایت درجہ محال تھا۔ مثلاً فرشتہ ملک الموت جو ایک سیکنڈ میں ہزارہا ایسے لوگوں کی جانیں نکالتا ہے جو مختلف بلاد و امصار میں ایک دوسرے سے ہزاروں کوسوں کے فاصلہ پر رہتے ہیں۔ اگر ہر یک کے لئے اس بات کا محتاج ہو کر اوّل پیروں سے چل کر اُس کے ملک اور شہر اور گھر میں جاوے اور پھر اتنی مشقّت کے بعد جان نکالنے کا اُس کو موقعہ ملے تو ایک سیکنڈ کیا اتنی بڑی کارگزاری کے لئے تو کئی مہینے کی مہلت بھی کافی نہیں ہوسکتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص انسانوں کی طرح حرکت کر کے ایک طرفۃ العین کے یا اُس کے کچھ عرصہ میں تمام جہان گھوم کر چلا آوے ہرگز نہیں بلکہ فرشتے اپنے اصلی مقامات سے جو اُن کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ ایک ذرّہ کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے جیسا کہ خدا تعالیٰ اُن کی طرف سے قرآن شریف میں فرماتا ہے:۔

وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ وَّ اِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ۔

(سورۃ صٰفّٰت: ۱۶۵، ۱۶۶)

پس اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آفتاب اپنے مقام پر ہے اور اس کی گرمی و روشنی زمین پر پھیل کر اپنے خواص کے موافق زمین کی ہر یک چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے اسی طرح روحانیاتِ سماویہ خواہ اُن کو یونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں یا دساتیر اور وید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کواکب سے ان کو نامزد کریں یا نہایت سیدھے اور مواحدانہ طریق سے ملائک اللہ کا اُن کو لقب دیں۔ درحقیقت یہ عجیب مخلوقات اپنے اپنے مقام میں مستقر اور قرار گیر ہے اور بہ حکمت کاملہ خداوند تعالیٰ زمین کی ہر

یک مستعد چیز کو اس کے کمال مطلوب تک پہنچانے کے لئے یہ روحانیات خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔"

(توضیح مرام صـ۲۹ تا صـ۳۳)

তারপর অন্যত্র লিখিয়াছেন :—

قرآن شریف پر بدیدہ تعمق غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بلکہ جمیع کائنات الارض کی تربیت ظاہری و باطنی کے لئے بعض وسائط کا ہونا ضروری ہے اور بعض بعض اشارات قرآنیہ سے نہایت صفائی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض وہ نفوس طیّبہ جو ملائک سے موسوم ہیں۔ اُن کے تعلقات طبقاتِ سماویہ سے الگ الگ ہیں۔ بعض اپنی تاثیراتِ خاصہ سے ہوا کے چلانے والے اور بعض مینہ کے برسانے والے اور بعض بعض اور تاثیرات کو زمین پر اتارنے والے ہیں۔ پس اس میں کچھ شک نہیں کہ بوجہ مناسبت نوری وہ نفوس طیّبہ اُن روشن اور نورانی ستاروں سے تعلق رکھتے ہونگے کہ جو آسمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ مگر اس تعلق کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیئے کہ جیسے زمین کا ہر یک جاندار اپنے اندر جان رکھتا ہے۔ بلکہ اُن نفوس طیّبہ کو بوجہ مناسبت اپنی نورانیت اور روشنی کے جو روحانی طور پر انہیں حاصل ہے۔ روشن ستاروں کے ساتھ ایک مجہول الکُنہ تعلق ہے۔ اور ایسا شدید تعلق ہے کہ اگر اُن نفوس طیّبہ کا اُن ستاروں سے الگ ہونا فرض کر لیا جائے تو پھر اُن کے تمام قویٰ میں فرق پڑ جائے گا۔ انہیں نفوس کے پوشیدہ ہاتھ کے زور سے تمام ستارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں اور جیسے خدا تعالیٰ تمام عالم کے لئے بطور جان کے ہے ایسا ہی (مگر اس جگہ تشبیہ کامل مراد نہیں) وہ نفوس نورانیہ کواکب اور سیارات کے لئے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں۔"

(توضیح مرام صـ۳۸،۳۷)

তারপর লিখিয়াছেন :—

"قرآن شریف سے ثابت ہے کہ یہ سیارات اور کواکب اپنے اپنے قالبوں کے

متعلق ایک ایک رُوح رکھتے ہیں۔ جن کو نفوس کواکب سے بھی نامزد کرسکتے ہیں اور جیسے کواکب اور سیاروں میں باعتبار اُن کے قالبوں کے طرح طرح کے خواص پائے جاتے ہیں جو زمین کی ہر ایک چیز پر حسب استعداد اثر ڈال رہے ہیں ایسا ہی اُن کے نفوس نورانیہ میں بھی انواع اقسام کے خواص ہیں جو باذنِ حکیم مطلق کائنات الارض کے باطن پر اپنا اثر ڈالتے ہیں اور یہی نفوس نورانیہ کامل بندوں پر بشکل جسمانی متشکل ہوکر ظاہر ہوجاتے ہیں اور بشری صورت سے متمثل ہوکر دکھائی دیتے ہیں"۔

(توضیح مرام صفحہ ۴۱)

পাঠক দেখিতে পাইলেন কীরূপে পরিষ্কার ভাষায় হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ফেরেস্তাদের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিয়া ফেরেস্তার হকিকত বা ফেরেস্তা-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। এমন সুন্দরভাবে ফেরেস্তাতত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ফেরেস্তার বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, বলা বড় ধৃষ্টতা। অথচ নিজেই এই এবারতের খানিকটা লিখিয়া বাংলাতে তরজমা করিয়া দিয়াছেন এবং বাংলা তরজমায় নিজেই লিখিয়াছেন—"প্রকৃতপক্ষে এই বিস্ময়কর সৃষ্ট বস্তুগুলি নিজ নিজ স্থানে স্থিতিশীল আছে।"

এখন মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি ফেরেস্তাদের বাস্তব অস্তিত্বের অস্বীকার?

একটা সাধারণ উর্দ্দু এবারতের নিজে শাব্দিক তরজমা করিয়াও যিনি ইহার মর্ম্ম উদ্ধার করিতে অসমর্থ, শব্দে শব্দে তরজমা করিয়াও ইহার ভিতরের কথা বুঝিতে অক্ষম, এহেন পাণ্ডিত্য লইয়া তিনি কেন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনায় হাত দেন? তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে, نیست کارے بوزینہ را نجاری - আকাশের নক্ষত্রগুলির সঙ্গে ফেরেস্তাদের যে সম্বন্ধের কথা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, কোন জ্ঞানী মুসলমান ফেরেস্তাদের এই হকিকত অস্বীকার করিতে পারে না।

এই নক্ষত্রগুলির প্রভাব যেমন পৃথিবীর বস্তুগুলির উপর পড়িতেছে, এই রকম ফেরেস্তাদের প্রভাবও প্রত্যেক পার্থিব এবং আকাশের বস্তুর উপর পড়িতেছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং হুকুমের বাহক ফেরেস্তাগণই আল্লাহ্‌র হুকুমে সমস্ত কার্য্য সমাধান করিতেছেন। আল্লাহ্‌তালা বাহ্য জগতে আলো প্রদান করিবার জন্য যেমন বাহ্য জগতের জন্য জড় সূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এই রকম আধ্যাত্ম জগতে আধ্যাত্ম আলো প্রদান করিবার জন্যও এক আধ্যাত্ম বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র কালাম বা জ্ঞানের বাহকরূপে, উহাই জিব্রীল ফেরেস্তা।

জড় জগতের সঙ্গে আকাশের নক্ষত্রগুলির যেমন সম্বন্ধ আধ্যাত্ম জগতের সঙ্গে এবং সূক্ষ্মভাবে জড় জগতের সঙ্গে আসমানী রূহানী ওজুদ অর্থাৎ ফেরেস্তাদেরও সেই রকম সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। এই হকিকত প্রকাশ করিবার জন্য হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে,এই জড় জগতের যাবতীয় বস্তু যেমন আসমানের জড় পদার্থগুলির প্রভাবে প্রভাবিত, এই রকম আরও বহু সূক্ষ্ম এবং রূহানী অস্তিত্ব আছে, যাহারা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করিয়া বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং বিশ্বের যাবতীয় প্রাকৃতিক কারখানা তাহাদেরই প্রভাবে চলিতেছে।

জগতের বিভিন্ন জাতি যেমন বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন নামে স্বীকার করিতেছেন এবং এরূপ দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি বিভিন্নভাবে এক অনাদি অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান সত্তার স্বীকার করা, সেই মহান সত্তার বাস্তবতার এক জ্বলন্ত প্রমাণ, এই রকম জগতের বিভিন্ন জাতির বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নামে এই আসমানী আধ্যাত্ম ওজুদগুলির বাস্তবতা স্বীকার করাও ইহাদের অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ফেরেস্তাদের বাস্তব অস্তিত্ব এই রকম বিভিন্ন প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন এবং হযরত মসিহে মাওউদ তাহার নিজের কাছেও ফেরেস্তাদের আগমনের কথা বলিয়াছেন। ফেরেস্তা কখনও নিজ আসল এবং প্রকৃত মূর্ত্তিতে নিজ নির্ধারিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া মানুষের মত পায়ে হাঁটিয়া পৃথিবীতে আগমন করে না, ফেরেস্তাদের আগমন তাহাদের রূপক প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়া ঘটিয়া থাকে।

যেমন সূর্য্য নিজ স্থানে অবস্থান করিয়াও পাত্রের স্বচ্ছতা ও আকার ভেদে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে একই সময়ে বিভিন্ন ছোট বড় আয়না বা জলপাত্র ইত্যাদিতে প্রতিফলিত হয়, এই রকমভাবে ফেরেস্তাগণও নিজ নিজ নির্দ্ধারিত স্থানে অবস্থান করিয়া নিজেদের কাজ করিতেছে এবং সময় সময় পাত্রভেদে বিভিন্ন আকারে মানব চক্ষুতে মানবাকারে তাহাদের রূপক প্রতিচ্ছবির প্রকাশ হয়। এই প্রকাশ ফেরেস্তার আসল পূর্ণ স্বরূপ বা আকৃতির প্রকাশ নয়।

বস্তুতঃ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ফেরেস্তা-তত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে তৌজিহে-মারাম কিতাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং যাহারা ফেরেস্তার বাস্তব অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে তাহাদের জওয়াব দিয়াছেন।

কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, তিনি ফেরেস্তার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। কিন্তু মৌলানার পেশ করা বিকৃত অবিকৃত কোনরূপ এবারত হইতেই ইহা প্রমাণ হয় না।

আর ফেরেস্তাগণ যে আসল অজুদের সহিত নিজ স্থান পরিত্যাগ করে না এই ইসলামী আকীদা মৌলানা সাহেবও অস্বীকার করিতে পারেন না। আর মিছালি অজুদসহ ফেরেস্তার মানবাকারে দর্শন লাভের সম্ভাবনা মসিহে মাওউদ (আঃ) অস্বীকার করেন না।

সুতরাং মৌলানা সাহেবের উপরোক্ত আপত্তি ভিত্তিহীন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সমস্ত বিশ্বের উপর ফেরেস্তাদের প্রভাব জড় জগতে আসমানের নক্ষত্র মণ্ডলীর প্রভাবের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন ; ফেরেস্তাগণকে নক্ষত্রের আত্মা বলা হয় নাই—বরং দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, জীবদেহ যেমন আত্মা বিহনে টিকিতে পারে না, তদ্রূপ ফেরেস্তার সহিত সম্পর্ক বিহনেও নক্ষত্ররাজি টিকিতে পারে না, যেহেতু সমস্ত বিশ্বের অণুপরমাণু যে বিশ্বস্রষ্টার হুকুমে ও ইচ্ছায় চলিতেছে ফেরেস্তাগণ সেই বিশ্বস্রষ্টার হুকুমের এবং ইচ্ছার বাহক।

কিন্তু মৌলানা সাহেবের দেমাগে এই কথাগুলি প্রবেশ করিবার পথ পাইল না ; তাই তিনি কতকগুলি আবল তাবল কথা বলিয়া জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

چو بشنوی سخن اہل دل مگو خطا است
سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجا ست

এতদ্ব্যতীত হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ফেরেস্তা সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের মত বুদ্ধিমানদের আপত্তির জওয়াবে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন :—

ومن اعتراضاتهم انهم قالوا ان هذا الرجل يحسب
الملائكة ارواح النجوم اما الجواب فاعلم انهم قد اخطئوا
فی هذا والله يعلم انی لا اجعل ارواح النجوم ملايكة بل
اعلم من ربی ان الملايكة مدبرات للشمس والقمر
والنجوم وكلما فی السماء والارض وقد قال الله تعالیٰ وان
كل نفس لما عليها وقال المدبرات امرا ومثل تلك الايات
كثير فی القرآن ۔ (حمامة البشریٰ)

"বিরুদ্ধবাদীদের ইহাও এক আপত্তি যে, এই ব্যক্তি ফেরেস্তাদিগকে সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজির আত্মা মনে করে। ইহার উত্তর এই যে, একথা বলিয়া তাহারা ভুল করিয়াছেন। আল্লাহ্ জানেন, আমি ফেরেস্তাদিগকে নক্ষত্র রাজির আত্মা মনে করি না, বরং আমি আল্লাহ্র তরফ হইতে এই কথা জানি যে, ফেরেস্তাগণ সূর্য্য, চন্দ্র এবং যাহা কিছু আসমান ও জমিনে আছে, যাবতীয় বস্তুর তদবীরকারক। আল্লাহ্তা'লা কোরান শরীফে বলিয়াছেন—"প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নেগাহ্বান এবং তদবীরকারক" ; ফেরেস্তাগণ সম্বন্ধে কোরান শরীফে এই রকম বহু আয়াত আছে।

আর আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব যে এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর উপর পড়িতেছে তাহাও ইসলামের গবেষণাকারী ইমামগণ স্বীকার করিয়াছেন। আহ্‌লে-ছুন্নত-ওল-জমায়াতের আকায়েদের কিতাব নেব্‌রাছে লিখিত আছে :—

اما القول - الكواكب اسباب وعلامات بتسخير
الواجب تعالى فلاكفر بل قد اعترف به المحققون
كالامام الغزالى وصاحب الفتوحات -

(نبراس ص۱۹۲)

"নক্ষত্ররাজিকে আল্লাহ্‌র অধীনে পৃথিবীর কার্য্যাবলীর কারণ এবং লক্ষণ স্বীকার করাতে কোন কুফরী নাই এবং ইসলামের মুহাক্কেক ইমাম গাজ্জালিও ফতোহাতে-মক্কিয়ার গ্রন্থকার ইহা স্বীকার করিয়াছেন।"

قد صرّح الشيخ الاكبر فى الفتوحات فى مواضع كثيرة
بان حركات الافلاك والكواكب واوضاعها موثّرات او
علامات باذن الحق سبحانه فى العناصر وقال لو عرف
الجهال المنكرون لهذا العلم قوله تعالى والنجوم
مسخرات بامره ما قالو شيئًا ماقالو -

(حاشيه نبراس ص۴۲۸)

"ফতোহাতে-মক্কীয়াতে সেখ আকবর পরিষ্কার বলিয়াছেন নক্ষত্ররাজির ও তাহাদের কক্ষ ও গতি ইত্যাদিরও আল্লাহ্‌র হুকুমে জল, বায়ু, অগ্নি ও মাটি ইত্যাদির উপর প্রভাব আছে এবং ইহারা বিভিন্ন কাজের লক্ষণ ও কারণ হইয়া থাকে ; এবং তিনি বলিয়াছেন, যে-সমস্ত মূর্খ ইহাতে আপত্তি করিয়া থাকে তাহাদের যদি আল্লাহ্‌র এই কথার—"নক্ষত্রগুলি তাঁরই আদেশ কার্য্যে লিপ্ত"—জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে তাহারা কোন আপত্তি করিত না।"

আর ফেরেস্তাগণ আসল আকৃতিতে না আসিয়া যে তমছিলী আকৃতিতে আসে ইহার প্রমাণ বুখারী শরীফের নিম্নলিখিত হাদীস :—

ياتى المَلَكُ احيانا فى مثل سلسلة الجرس فيفصم عنى
وقد وعيت ماقال وهو اشده على ويتمثل لى الملك
احيانا فيكلمنى فاعى مايقول -

"ফেরেস্তা আমার কাছে কখনও ঘন্টার শব্দের মত স্বরের আকারে আসে এবং যাহা বলে তাহা আমি স্মরণ রাখি এবং এই প্রকারের আসাটাই আমার জন্য খুবই কঠিন। আর কখনও মানুষের আকার ধরিয়া আসে এবং আমার সঙ্গে কথা বলে, আমি ইহা স্মরণ রাখি।"

এই হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, ফেরেস্তাগণ আসল আকারে না আসিয়া মিছালি জিছিম নিয়া আসে।

কিন্তু রূহানিয়ত ও আধ্যাত্ম জগৎ হইতে যাহারা সম্পূর্ণ দূরে, যাহাদের দেমাগের সবগুলি কুঠরী পার্থিব স্বার্থের প্রলোভনে সম্পূর্ণ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝাইব কেমন করিয়া?

১৬নং আপত্তি

তিনি সমস্ত নবীদের নামে আসিবার দাবী করিয়াছেন।

উত্তর

ইহাতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, বিস্তৃতভাবে এই আপত্তির উত্তর দিয়া আসিয়াছি।

বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীর হেদায়েত করিবার জন্য, হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর হকীকত প্রকাশ করিবার জন্য যাঁহার আগমন, তিনি সমস্ত নবীরই নাম পাইবার উপযুক্ত; কারণ খাতামুল-আম্বিয়া (সাঃ)-এর মধ্যে ত সমস্ত নবীদেরই গুণের সমাবেশ ছিল।

১৭নং আপত্তি

খোদা এই উম্মতের মধ্য হইতে প্রতিশ্রুত মসিহকে পাঠাইয়াছেন যিনি তাঁহার সমস্ত বিষয়ে পূর্ব্বকার মসিহ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

উত্তর

নিশ্চয়ই, মোহাম্মদী উম্মত যদি ইস্রাইলী উম্মত হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই উম্মতের প্রতিশ্রুত মসিহও ইস্রাইলী উম্মতের মসিহ হইতে শ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

১৮নং আপত্তি

তাহা হইলে তিনি হকীকি নবী হইবার দাবী করিয়াছেন, মাজাজি নবী হইবার দাবী করেন নাই।

উত্তর

'হকীকি নবী' শব্দের দুই রকম অর্থ হইতে পারে। ইহার এক অর্থ—প্রকৃত নবী, সত্য নবী। এই অর্থে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) হকীকি নবী—অর্থাৎ প্রকৃত নবী, সত্য সত্যই নবী।

আর যদি 'হকীকি নবী' শব্দ দ্বারা 'শরীয়তওয়ালা নবী' অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে তিনি 'হকীকি নবী' অর্থাৎ শরীয়তওয়ালা নবী হইবার দাবী করেন নাই ; মাজাজী অর্থাৎ গয়র-তশরিয়ী নবী হইবার দাবী করিয়াছেন।

১৯নং আপত্তি

তিনি তাঁহার 'মুনকের'কে কাফের বলিয়াছেন।

উত্তর

তিনি যখন সত্য সত্যই একজন নবী তাঁহার মুনকের যে কাফের ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মৌলানা সাহেবকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের প্রতিক্ষীত প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র মুনকের কাফের হইবে কি না, তিনি কি উত্তর দিবেন?

২০নং আপত্তি

তিনি নিজেকে এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল বলিয়াছেন—

"هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله"

(الصف : ١٠)

"তিনি নিজের রসুলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম্মের সহিত পাঠাইয়াছেন, এই হেতু যে, তিনি উহাকে সমস্ত ধর্ম্মের উপর পরাক্রান্ত করেন।"

উত্তর

ইহাতে মতভেদ করিবার কোন কথা নাই।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :—

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه فى قوله "ليظهره على الدين كله" قال حين خروج عيسى -

(تفسير ابن جرير جلد ٢٠ صـ ٤٣)

"আবুহুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই ধর্ম্মকে সমস্ত ধর্ম্মের উপর জয়ী করিবার জন্য তিনি তাঁহার রসুল পাঠাইয়াছেন— কোরান শরীফের এই বাক্যটি পূর্ণ হইবে যখন ইসা (আঃ) আবির্ভূত হইবেন।" *(ইবনে জরির, ২৫ খণ্ড, ৪২৫ পৃঃ)*

"هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره

على الدين كله"۔ ذالك عند خروج عيسٰى ۔

"আল্লাহ্ তাঁহার রসুলকে পাঠাইয়াছেন হেদায়েত এবং সত্য ধর্ম্ম দিয়া, এই ধর্ম্মকে সমস্ত ধর্ম্মের উপর প্রবল করিবার জন্য.... ইহা হযরত ইসা (আঃ)–এর আবির্ভাবের সময় পূর্ণ হইবে।" *(ইবনে জরীর , ১৫।৭২)*

ويهلك الله فى زمنه الملل كلها ۔

(ابو داؤد جلد ২ ص২৩৮)

"আল্লাহ্তালা তাঁহার [হযরত ইসা (আঃ)–এর] জামানায় সমস্ত ধর্ম্মকে ধ্বংস করিয়া দিবেন।" *(আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, ২৩৮ পৃঃ)*

২১নং আপত্তি

শরীয়ত প্রবর্ত্তক নবী হওয়ার দাবী করিয়াছেন।

উত্তর

মিথ্যা কথা, হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার গ্রন্থাদিতে অতি পরিষ্কারভাবে বহু জায়গায় এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা এলজামের প্রতিবাদ স্বরূপ লাহোরের ২৬ মে, ১৯০৮ সনের "আখবারে আম" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন :—

"মৈঁ হমেশা অপনী তালিফাত কে জরিয়ে সে লোগোঁ কো ইত্তলা দেতা রহা হোঁ অওর অব ভী জাহির করতা হোঁ কি য়ে ইলজাম জো মেরে জিম্মা লগায়া জাতা হৈ কি গোয়া মৈঁ অইসী নবুওয়ত কা দাবী করতা হোঁ জিস সে মুঝে ইসলাম সে কুছ তালুক বাকী নহীঁ রহতা অওর জিস কে য়ে মানী হৈঁ কি মৈঁ মুস্তকিল তৌর পর অপনে তঈঁ অইসা নবী সমঝতা হোঁ কি কুরআন শরীফ কী পৈরবী কী কুছ হাজত নহীঁ রখতা। অওর অপনা অলাহিদা কলমা অওর অলাহিদা কিবলা বনাতা হোঁ অওর শরীয়তে ইসলাম কো মনসুখ কী তরহ করার দেতা হোঁ অওর আঁহজরত সল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়াসল্লাম কে ইকতদা অওর মুতাবাত সে বাহির জাতা হোঁ য়ে ইলজাম সহীহ নহীঁ হৈ বলকে অইসা দাবী নবুওয়ত কা মেরে নজদীক কুফর হৈ অওর না আজ সে বলকে অপনী হর কিতাব মেঁ মৈঁ হমেশা য়হী লিখতা আয়া হোঁ কি অস

قسم کی نبوّت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں اور یہ سراسر میرے پر تہمت ہے۔"

(بدر ۱۱ر جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۱ کالم ۲)

"আমি সদা সর্বদাই নিজ গ্রন্থাদিতে এই কথা ঘোষণা করিয়া আসিতেছি এবং এখনও প্রকাশ করিতেছি যে, আমার উপর এই মিথ্যা অপবাদ লাগান হইতেছে যে, আমি যেন এই রকম নবুওয়তের দাবী করিয়াছি যাহাতে ইসলামের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক বাকী থাকে না, আমি যেন নিজকে এই রকম স্বাধীন নবী মনে করি যে, কোরান শরীফের অনুসরণ করার কোনই দরকার মনে করি না এবং নিজের পৃথক কলেমা ও পৃথক কেবলা বানাইয়া লইয়াছি এবং শরীয়তে-ইসলামকে রহিত করিয়া দিয়াছি এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পদানুসরণ হইতে নিজেকে বহিষ্কৃত করিয়া লইয়াছি। বরং এই রকম দাবী করাকে আমি কুফরী মনে করি, কেবল আজ নয় বরং আমি আমার প্রত্যেক গ্রন্থে সদা-সর্ব্বদা এই কথা লিখিয়া আসিতেছি যে, এই রকম নবুওয়তের আমি কখনও দাবী করি না ; ইহা আমার উপর এক মিথ্যা অপবাদ।"

মসিহে মাওউদ (আঃ) আরও লিখিয়াছেন :—

"اور جس جس جگہ مَیں نے نبوت یا رسالت سے اِنکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ مَیں مستقل طور پر کوئی شریعت لانیوالا نہیں ہوں اور نہ مَیں مستقل طور پر نبی ہوں مگر ان معنوں سے کہ مَیں نے اپنے رسُول مقتدا سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لئے اُس کا نام پاکر اُس کے واسطہ سے خُدا کی طرف سے علمِ غیب پایا ہے رسُول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اِس طور کا نبی کہلانے سے مَیں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ بلکہ انہی معنوں سے خُدا نے مجھے نبی اور رسُول کر کے پکارا ہے۔ سو اَب بھی مَیں اِن معنوں سے نبی اور رسُول ہونے سے انکار نہیں کرتا اور میرا یہ قول

"من نیستم رسُول و نیاوردہ ام کتاب"

اِس کے معنی صرف اِس قدر ہیں کہ مَیں صاحبِ شریعت نہیں ہُوں۔"

(ایک غلطی کا ازالہ صفحہ ۲)

"যেখানে আমি নবুওয়ত ও রেসালতের অস্বীকার করিয়াছি, শুধু এই অর্থে অস্বীকার করিয়াছি যে, আমি কোন স্বাধীন শরীয়ত নিয়া আসি নাই এবং আমি কোন স্বাধীন নবীও নহি ; কিন্তু এই অর্থে যে, আমি আমার মুক্তাদা (অনুসৃত) প্রভু রসুলের অভ্যন্তরীণ

আশীর্বাদ লাভ করিয়া তাঁহারই নাম পাইয়া তাঁহারই মারফত আল্লাহ্‌র কাছ হইতে গায়েবী-এলম্ লাভ করিয়াছি, রসুল এবং নবী হইয়াছি, কিন্তু কোন প্রকারের নূতন শরীয়ত আমি পাই নাই।"

২২নং আপত্তি

মির্জা সাহেব হযরত নবী করীম (সাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ হইবার দাবী করিয়াছেন।

উত্তর

জঘন্য প্রকৃতির মিথ্যা কথা। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে শত শত জায়গায় রসুলে করীম (সাঃ)-এর তাবেদারী করিয়া এই মরতবা লাভ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কামালাত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর গোলামিতেই লাভ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং এই দুনিয়ার পূর্ব্বাপর সমস্ত আম্বিয়াগণ হইতে হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বের সমস্ত নরনারীর নিকট প্রমাণ ও প্রচার করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রেমে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিয়াছিলেন, মোহাম্মদী এশ্‌কের মদিরায় তিনি বিভোর ছিলেন।

তিনি বলিয়াছেন—

بعد از خدا بعشق محمد مخمرم ٭ گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم

"খোদার পর মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেম-মদিরায় আমি বিভোর, এই যদি কুফরী হয় তবে খোদার শপথ, আমি শক্ত কাফের।" তিনি আরও বলিয়াছেন—

وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا ٭ نام اس کا ہے محمد دلبر مرا یہی ہے

"তিনিই আমাদের অগ্রণী, তাঁহার নাম মোহাম্মদ, তিনিই আমার মনোমোহন।"

اُس نور پر فدا ہوں اُس کا ہی میں ہُوا ہوں ٭ وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے

"সেই আলোর উপরে আমি উৎসর্গিত, আমি ত তাঁহারই হইয়াছি, তিনিই ত সব কিছু, আমি যে কিছুই নহি, ইহাই প্রকৃত কথা।"

وہ دلبر یگانہ علموں کا ہے خزانہ ٭ باقی ہے سب فسانہ سچ بے خطا یہی ہے

"সেই যে অদ্বিতীয় মনোমোহন জ্ঞানের ভাণ্ডার, তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান ছাড়া বাকী সবগুলিই অলীক কাহিনী, তাঁহারই জ্ঞান নির্ভুল, সত্য।"

سب ہم نے اسکے پایا شاہد ہے تُو خدایا ❊ وہ جس نے حق دکھایا وُہ مرتقا یہی ہے

"সব কিছু তাঁহা হইতেই আমরা লাভ করিয়াছি, তুমি ত সাক্ষী, হে খোদা! যিনি সত্য দেখাইয়াছেন সেই শশীমুখ যে তিনিই।"

বস্তুতঃ, হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর যে মরতবা বর্ণনা করিয়াছেন এবং যে বর্ণনায় তাঁহার গ্রন্থাদি পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং জগতময় যেভাবে তিনি তাহা প্রচার করিয়াছেন তাহা দেখিয়াও এত বড় মিথ্যা কথা বলা যে, তিনি মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ হইবার দাবী করিয়াছেন, বড়ই দুঃসাহসিক লজ্জাহীনতার পরিচায়ক।

چہ دلاورست دزدے کہ بکف چراغ دارد

সেখ সাদীর এই কথাটি আমাকে আবার স্মরণ করিতে হইল।

যে সমস্ত হাওয়ালা পেশ করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই জঘন্য প্রকৃতির ধোঁকা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন সেইগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবার জন্য হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর নিম্নলিখিত এবারত পাঠ করিলে পাঠক সহজেই ধরিয়া ফেলিবেন, এই মৌলানা সাহেব কীভাবে এক কথার অন্য অর্থ করিয়া ধোঁকা দিয়া থাকেন।

اس بات کو ہر جگہ یاد رکھنا چاہیئے کہ ہر ایک مدح ثنا جو کسی مومن کے الہامات میں کی جائے وہ حقیقی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہوتی ہے اور وہ مومن بقدر اپنے متابعت کے اس مدح سے حصّہ حاصل کرتا ہے اور وہ بھی محض خدائے تعالیٰ کے لطف اور احسان سے نہ کسی اپنی لیاقت اور خوبی سے۔ (براہین احمدیہ جلد ۴ صـ۴۸۸)

"এই কথা সব স্থলেই স্মরণ রাখা উচিত যে, মোমেনের এলহামে যে-সমস্ত প্রশংসা তাঁহাকে করা হয় আর সেই সমস্ত প্রশংসাই প্রকৃতপক্ষে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রশংসা হয় এবং সেই মোমেন নিজ তাবেদারী অনুসারে সেই প্রশংসা হইতে অংশ লাভ করে, আর ইহাও শুধু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে।"

এতদ্ব্যতীত হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর উপর এলহাম হইয়াছে—

کل برکۃ من محمّد صلّی اللہ علیہ وآلہٖ وسلّم۔ (الہام حضرت مسیح موعودؑ)

"সমস্ত বরকতই মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) হইতে।"

অতএব হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) নিজের যে-সমস্ত মোজেজা, আসমান জমিনের নিদর্শন, চন্দ্র ও সূর্য্যের নিদর্শন ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন—এই সবগুলিই মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর মোজেজা এবং মাহাত্ম্যের পরিচায়ক। সেনাপতি কর্তৃক বিজয় প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ্‌রই বিজয় বলিয়া গণ্য হয়।

হযরত উমর (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ) এমন কি, তাঁহাদের পরবর্ত্তী খলিফাদের জামানায় পারশ্য, মিশর, স্পেন, কনষ্টান্টিনপোল ইত্যাদি জয় হওয়াতে এবং হযরতের জামানা হইতে অধিকতর বিশাল রাজ্যগুলি জয় হওয়াতে কোন স্থির-মস্তিষ্ক মুসলমান সেই খলিফা বা সেই রাজ্য-বিজয়ী সেনাপতিকে আঁ-হযরত (সাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবেন না। এই রকম হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত এবং তাঁহারই প্রতিনিধি হইবার দাবী করিয়া হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) যে-সমস্ত মর্যাদা বা মোজেজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে রসুলে করীম (সাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। নতুবা স্বীকার করিতে হইবে, যে-সমস্ত ঐতিহাসিক হযরত উমরের বিজয় কাহিনী এবং হযরত খালেদের বিরত্ব কাহিনী লিখিয়াছেন তাঁহারা খালেদ ও উমরকে হযরত রসুল করীম (সাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কিন্তু এরূপ আহাম্মকি কথা কোন মুসলমান মূর্খও বলিবে না, যেহেতু হযরত উমর (রাঃ) ও খালেদ গয়রূহম (রাঃ) রসুল করীম (সাঃ)-এর পদানুসরণের ফলেই এই বিজয়-গৌরব লাভ করিয়াছেন। এই জন্য এই বিজয়-গৌরব প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এরই গৌরবের মধ্যে গণ্য হইবে। এইরূপে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর সমস্ত গৌরব হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর পদানুসরণ করার ফলেই লাভ হইয়াছে বলিয়া এই সমস্ত গৌরব ও মোজেজা প্রকৃপক্ষে মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর গৌরব ও মোজেজারই অন্তর্গত এবং হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর এই দুইটি এলহাম—

آسمان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اُوپر بچھایا گیا ۔

وانا نی مالمریوت انی من العالمین

কোরান শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতের অনুরূপ সাময়িকভাবে বলা হইয়াছে—

یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی

فضلتکم علی العالمین ۔

"হে বনী ইস্রাইল! স্মরণ কর আমার নেয়ামত, আমি যে তোমাদিগকে সমগ্র বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি।"

২৩নং আপত্তি

মির্জ সাহেব নিজের ওহির উপর কোরানের মত বিশ্বাস করিতেন।

উত্তর

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)–এর উপর আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যে–সমস্ত ওহি নাজেল হইত, ঐ সমস্ত ওহিকে তিনি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসিয়াছে বলিয়া ঠিক সেই রূপই বিশ্বাস করিতেন যেরূপ তিনি কোরান শরীফকে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসিয়াছে বলিয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করি, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের ইস্রাইলী মসিহ যখন আসিবেন, তখন তাঁহার প্রতি আল্লাহ্‌র যে–সমস্ত ওহি নাজেল হইবে ঐ সমস্ত ওহিকে কি মৌলানা সাহেবগণ সয়তানি বলিয়া কিছু কিছু সন্দেহ করিবেন?

২৪নং আপত্তি

মির্জা সাহেব একজন অপরিচিত লোকের রেওয়ায়েত, একজন মাজজুবের ৩০।৩১ বৎসর পূর্বের কাশ্‌ফের কথা এজালাতুল–আওহামের ৩৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

مَیں قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لئے آیا ہوں جو تفسیروں کی وجہ سے
واقعہ ہوگئی ہیں ۔

উত্তর

بے حیا باشی و ہر چہ خواہی کن

উপরে উল্লিখিত এবারত মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব জাল করিয়াছেন। এই এবারত হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)–এর কিতাব এজালায়ে আওহামে নাই।

একজন বিখ্যাত মজজুব গোলাপ শাহ্‌ রহমতুল্লাহ্‌ জামালপুর গ্রামে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)–এর আর্ভিাবের ৩০ বৎসর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন :—

عیسٰی اب جوان ہوگیا ہے اور لدھیانہ میں آکر قرآن کی غلطیاں نکالے
گا اور قرآن کی رُو سے فیصلہ کرے گا اور کہا کہ مولوی اس سے انکار کریں گے
پھر کہا کہ مولوی انکار کر جائیں گے تب مَیں نے تعجب کی راہ سے پوچھا کہ کیا

قرآن میں بھی غلطیاں ہیں قرآن تو اللہ کا کلام ہے تو انہوں نے جواب دیا
کہ تفسیروں پر تفسیریں ہوگئیں۔ (ازالہ اوہام صـ۲۸۸)

লুধিয়ানার ইকবালগঞ্জের মিঞা করীম বখ্‌সের এই বয়ান বহু লোকের সাক্ষ্যসহ প্রকাশ করা হইয়াছে; এজালায়ে আওহাম কিতাবেও ইহা উদ্ধৃত করিয়া গোলাব শাহ্ মাজজুব মরহুমের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। গোলাবশাহ্ মাজজুবের এই বর্ণনাতে "কাদিয়ানে ইসা জাহের হইবেন" এই কথাও বর্ণিত আছে।

مَیں نے پوچھا عیسٰی اب کہاں ہے تو انہوں نے جواب دیا بیچ قادیان کے۔

আর গোলাবশাহ্ মরহুম তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীতে "কোরানের গলতী" এই শব্দের আসল মর্ম্ম যে কোরানের গলতী নয় বরং তফছীরকারকদের গলতী তাহা নিজেই বলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং গোলাব শাহ্ মাজজুবের এই কথায়ও কোন দোষ নাই ; কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পক্ষে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া জাল এবারত পেশ করা কি রকম পরহেজগারী তাহা পাঠক বিবেচনা করুন।

২৫নং আপত্তি

কোরান আসমানে উঠিয়া যাওয়ার দাবী একেবারে বাতিল।

উত্তর

আঁ-হযরত (সাঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন :—

لا یبقی من القران الا رسمه - (مشکوٰۃ کتاب العلم فصل ثالث)

"কোরানের কতকগুলি রসুমাত ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না।"

কোরানের প্রকৃত শিক্ষা আজ দুনিয়াতে কোথায়? কোরান শরীফের ভার বহনকারী মৌলবী-মৌলানাদের অনেকেই আজ জাল করিতেও কুণ্ঠিত হয় না—লজ্জাও বোধ করে না।

نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللّٰہ وراء ظھورھم -(البقرہ ۱۰۲:)

আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিঠের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া তাহারা হরেক রকমের জঘন্য দুষ্টামিতে লিপ্ত। হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে জামানার ওলামা নামধারীরা আকাশের নীচে সকল প্রাণী হইতে নিকৃষ্টতম সেই জামানায় যে কোরানের শিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে তাহাতে কি আর সন্দেহ করিবার উপায় আছে? কোরানের শিক্ষাকে পৃথিবীতে পুনঃ স্থাপিত করিবার জন্যই হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব।

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون - (الحجر: ١٠)

এই আয়াতের মর্ম্ম অনুসারে কোরান শরীফের হেফাজত হইয়াছে এবং হইবে; প্রত্যেক শতাব্দীতে মুজাদ্দেদ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে মুজাদ্দেদে-আজম বা মহা মুজাদ্দেদকে প্রেরণ করিয়া আল্লাহ্তালা কোরান শরীফের অভ্যন্তরীণ হেফাজত করিয়াছেন।

কোরান উঠিয়া যাওয়ায় অর্থ—শব্দ এবং অর্থ উঠিয়া যাওয়া নয়, বরং কোরান অনুযায়ী আমল উঠিয়া যাওয়া। তাহা যে আমাদের এই জামানায় পূর্ণ হইয়াছে তাহা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের মত লোকও অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ع مسلماناں درگور و مسلمانی در کتاب

২৬নং আপত্তি

"কোরানের অর্থ নিজের নফছের কামনা অনুসারে গ্রহণ করা, আয়াতের অগ্র পশ্চাৎ খেয়াল না করা এবং সর্বনামকে করিনার খেলাফ অন্য দিকে ফেরান, ইহাই ভ্রান্ত দলেরা করিয়া থাকে।"

উত্তর

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্র কালাম হইতে যে-সমস্ত মারেফত বয়ান করিয়াছেন তাহা কোরান শরীফের এবং হাদীসের শিক্ষার বিপরীতে নহে এবং আরবী ভাষারও বিপরীত নহে। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব 'কাদিয়ানী-রদ' পুস্তকে যে-রকম বিদ্যা, বুদ্ধি, শরাফত, দেয়ানত, তাক্ওয়া, পরহেজগারী, সততা এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর বর্ণিত কোরানী মারেফত তাঁহার দেমাগে ঢুকিতে পারে বা এতখানি বুঝবার ক্ষমতা তাঁহার আছে, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি না। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর লিখার উপর এরূপ মত প্রকাশ করা ঈর্ষাপূর্ণ অজ্ঞতা হইতে প্রসূত।

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) অগ্র-পশ্চাতের খেয়াল না করিয়া 'করিনার খেলাফ' অর্থ করিয়াছেন ও সর্ব্বনাম ফিরাইয়াছেন, এরূপ একটি দৃষ্টান্তও মৌলানা সাহেব কোন শিক্ষিত লোকের সামনে দেখাইতে পারিবেন না।

২৭নং আপত্তি

انا انزلناه قريبا من القاديان

মির্জা সাহেব এই শব্দটিকে কোরানের সঙ্গে যোগ করার দাবী করিয়া কোরানে তহরীফ করিতে সাধ্য সাধনা করিয়াছেন।

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই জঘন্য এলজাম লাগাইবার জন্য নিজেই যে এবারত হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর কিতাব হইতে নকল করিয়াছেন সেই এবারত পাঠ করিলেই মৌলানা সাহেবের এই আপত্তির যথেষ্ট উত্তর হইয়া যায়।

মৌলানা সাহেব হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর উর্দ্দু এবারতের তরজমা এইরূপ করিয়াছেন :—

"সেই দিবস কাশ্‌ফে আমি দেখিলাম যে, আমার ভাই মির্জা গোলাম কাদের মরহুম সাহেব আমার নিকট বসিয়া কোরান শরীফ উচ্চৈঃস্বরে পড়িতেছেন এবং পড়িতে পড়িতে তিনি এই শব্দগুলি পড়িলেন—

انا انزلناه قريبا من القاديان (الهام حضرت مسيح موعود عليه السلام)

"আমি উহা কাদিয়ানের নিকট নাজেল করিয়াছি।" আমি শুনিয়া আশ্চার্যান্বিত হইলাম যে, কি! 'কাদিয়ান' নামটি কোরান শরীফে লিখিত আছে! তখন তিনি বলিলেন, এই দেখ লিখিত আছে। তখন আমি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম। ইহাতে জানা গেল, প্রকৃতপক্ষে, কোরান শরীফের ডাহিন পৃষ্ঠায় সম্ভবতঃ অর্ধেকের নিকট এই এলহামি শব্দগুলি লিখিত আছে। সেই সময় আমি মনে মনে বলিলাম, হাঁ, প্রকৃতপক্ষে, 'কাদিয়ান' নামটি কোরান শরীফে লিখিত আছে।"

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর এই এবারত উদ্ধৃত করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠক তাহা কি কোন স্থির-মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত বলিতে পারেন? মৌলানা সাহেবের এই রকম কথাবার্ত্তা দেখিয়া মনে হয় যে, অন্যায় জিদ তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধিও হরণ করিয়া ফেলিয়াছে। একটা কাশ্‌ফের কথাকে যাহা মৃত ভাই সম্বন্ধে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন বাস্তব জগতের ঘটনা বলিয়া ঘোষণা করা কোন অবিকৃত মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইতে পারে না।

২৮নং আপত্তি

মির্জা সাহেব বুজর্গ আলেমগণকে অতিরিক্ত গালিগালাজ করিয়াছেন।

উত্তর

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) কোন বুজর্গ আলেমকে গালিগালাজ করেন নাই। যে সমস্ত মৌলানা-মৌলবীকে স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ) আকাশের নীচের সকল প্রাণী হইতে "নিকৃষ্টতম" বলিয়া গিয়াছেন, তিনি মাত্র তাহাদের অভ্যন্তরীণ ঘৃণিত অবস্থার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা কঠোর এবং তীব্র হইলেও অতি সত্য। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর তিক্ত ঔষধির মত এই কঠোর এবং তীব্র সত্যগুলি শুনিয়া "চোরের দাড়িতে

তিনকা" এর মত—কোন কোন মৌলানা চেঁচাইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ তীব্র ঔষধির ব্যবহার কোরান শরীফেও বিদ্যমান আছে عتل بعد ذالك زنيم - شرالبريه ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

২৯নং আপত্তি

"কোরান শরীফে হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্তিকার পক্ষিকে জীবিত করিয়া উড়াইয়া দিবার মোজেজার কথা আছে। মির্জা সাহেব উহা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইহা একবার মেছমেরিজম, দ্বিতীয়বার পুষ্করিণীর মৃত্তিকার ক্রিয়া যাহাতে জিব্রীলের তাছীর আছে, তৃতীয়বার কলের ক্রিয়া বলিয়া উক্ত মোজেজা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; বরং ইহাকে মুশরেকি আকিদা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ; ইহাতে বুঝা গেল যে, তিনি কোরানের উপর কিছুতেই ইমান আনিতেন না।"

উত্তর

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) পূর্ব্ববর্ত্তী নবীদের মোজেজা সম্বন্ধে অতি পরিষ্কার-ভাবে বলিয়াছেন :—

ے معجزات انبیاء سابقین
آنچہ در قرآن بیانش بالیقین
ے بر ہمہ از جان و دل ایمان ماست
ہر کہ انکارے کند از اشقیاست

"পূর্ববর্তী নবীদের মোজেজা যাহা নিশ্চিতভাবে কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত মোজেজাকে প্রাণ ও হৃদয় দিয়া আমরা বিশ্বাস করি। ঐ সমস্ত মোজেজাকে যাহারা অবিশ্বাস করে তাহারা দুষ্ট দুরাচার।"

সুতরাং কোরানে বর্ণিত হযরত ইসা (আঃ)-এর মোজেজার উপর হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ইমান আনিতেন না, মৌলবী রুহুল আমীন সাহেবের এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তবে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রমুখ অনেক ভ্রান্ত মৌলানাদের বিশ্বাস যে, এই পৃথিবীতে আমরা যে সমস্ত পাখী দেখিতেছি তন্মধ্যে কোন কোন পাখী হযরত ইসা (আঃ)-এর সৃষ্ট। কোন কোন মৌলানার মতে বাদুড় অথবা চামচিকা হযরত ইসা (আঃ)-এর সৃষ্টি। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কোন পাখীকে হযরত ইসা (আঃ)-এর সৃষ্টি বলিয়া মনে করেন, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। তবে কোন কোন পাখী যে হযরত ইসা (আঃ)-এর সৃষ্ট পাখীরই নকল ইহা অনেক মৌলানা-মৌলবীর বিশ্বাস। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এরূপ বিশ্বাসকেই মুশরিকানা আকীদা বলিয়াছেন, কারণ, কোরান শরীফে অতি পরিষ্কার ভাবেই বর্ণিত আছে :—

قل الله خالق كل شى وهو الواحد القهار۔ خالق كل شئ

فقدره تقديرا ۔ هل من خالق غير الله

"একমাত্র আল্লাহ্ই প্রত্যেক জিনিষের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনিই প্রবল, তিনিই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য এক পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। "আল্লাহ্ ছাড়া কি আর কেহ আছে যে সৃষ্টি করিতে পারে?" অর্থাৎ নিশ্চয়ই নাই।

সুতরাং এই পৃথিবীর মধ্যে কোন কোন পাখী হযরত ইসা (আঃ)–এর সৃষ্ট–এই আকীদা কোরান শরীফের শিক্ষার বিপরীত। ভ্রান্ত মৌলবীদের এরূপ আকীদার খণ্ডন করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) হযরত ইসা (আঃ)–এর পাখী তৈয়ার করার হাকিকত বয়ান করিয়াছেন।

হযরত ইসা (আঃ)–এর মাটি দিয়া পাখী তৈয়ার করার অর্থ—সত্য সত্যই রক্তমাংস–যুক্ত জীবন্ত পাখী বানান নহে, বরং পাখীর মত বানাইয়া ফুৎকার দিয়া কতক্ষণের জন্য উড়াইয়া দেওয়া, ইহাই হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) বয়ান করিয়াছেন।

কোরান শরীফে কোথাও এমন কথা নাই যে, ঐ মৃত্তিকার পাখীগুলি সত্য সত্য জীবন লাভ করিয়া রক্তমাংসযুক্ত হইয়া স্থায়ীভাবে উড়িয়া যাইত বরং পূর্ববর্ত্তী তফছীরকারকদের অনেকে স্বীকার করিয়াছেন যে—

فكان يطير وهم ينظرونه فاذا غاب عن اعينهم

سقط ميتا (تفسير جلالين)

"মানুষ যতক্ষণ দেখিতে থাকিত ততক্ষণই ঐ পাখীগুলি উড়িতে থাকিত ; মানুষের চক্ষুর অন্তরাল হইলে সেগুলি মৃত অবস্থায় পড়িয়া যাইত।"

كان يطير مادام الناس ينظرون اليه فاذا غاب عن اعينهم

سقط ميتا ۔ برحاشية ابن جرير تفسير نيشاپوری تواطا النقل

عن المفسرين ان الطاير الذی خلقه عيسٰی كان يطير مادام

الناس ينظرون اليه فاذا غاب عن اعينهم سقط ميتا ۔

(البحر المحيط)

"মানুষের চক্ষুর সামনে উড়িত, মানুষের চক্ষুর অন্তরাল হইলে পড়িয়া যাইত।"

এইরূপ বহু মুফাছছির হইতে নকল হইয়া আসিতেছে যে, মানুষ যতক্ষণ দেখিতে থাকিত ততক্ষণ সেগুলি উড়িতে থাকিত, মানুষের চক্ষুর অন্তরাল হইলেই মৃত অবস্থায়

পড়িয়া যাইত। সুতরাং হযরত ইসা (আঃ)–এর মাটির পাখি যে সত্য সত্যই জীবনধারী রক্তমাংসযুক্ত পাখী হইয়া উড়িয়া যাইত, তাহা নহে, বরং কতক্ষণের জন্য লোকচক্ষুর সামনে উড়িয়া পড়িয়া যাইত। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)–ও তাহাই বলিয়াছেন।

یہ اعتقاد غلط اور فاسد اور مشرکانہ ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے
بناکر اور ان میں پھونک مار کر انہیں سچ مچ کے جانور بنا دیتا تھا۔

"এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, বাতিল ও মুশরেকী যে, মসিহ মাটির পাখী বানাইয়া এবং ইহাতে ফুৎকার দিয়া ইহাদিগকে সত্য সত্যই সজীব পাখী বানাইয়া দিতেন।"

মাটির পাখী বানাইয়া কতক্ষণের জন্য উড়াইয়া দেওয়ার হেকমত তিনি আত্মিক শক্তির প্রভাব, কিংবা জিব্রীল ফেরেস্তার প্রভাবযুক্ত মাটি, কিংবা খোদাতা'লার তরফ হইতে কোন প্রকার কল চালাইবার 'লাদুন্নী এল্‌ম' দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)–এর যে এবারত মৌলানা সাহেব উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দ্বারাও ইহাই প্রমাণ হয়।

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) মুশরিকানা আকীদা খণ্ডন করিবার জন্য এই তিন প্রকারের কোন এক প্রকারের সম্ভাবনা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই তিন প্রকারের কোন এক প্রকার হইলে মোজেজা হইল কি করিয়া একথা মৌলানা সাহেব বুঝেন নাই।

এইজন্য মৌলানা আল্লামা ছাদুদ্দীন তাফ্‌তাজানির নিম্নলিখিত এবারত কোন প্রকৃত আলেমের নিকট হইতে বুঝিয়া লইতে অনুরোধ করি :—

وقد حقق فی الکتب الکلامیۃ ان معجزۃ کل نبی بما
یتباھی بہ قومہ بحیث لا یتصور المزید علیہ کالسحر فی
زمن موسی علیہ السلام والطب فی زمن عیسی علیہ السلام
والبلاغۃ فی زمن سیّدنا محمد علیہ السلام۔ (تلویح)

"এল্‌মে কালামের কিতাবগুলির মধ্যে প্রমাণিত আছে, কোন জাতি যে বিষয় নিয়া গর্ব করিয়া থাকে, সেই জাতির নবীর মোজেজা সেই বিষয় সম্পর্কেই এমনভাবে প্রকাশ হয় যে, সেই কার্য্যে তাঁহার সমকক্ষতা লাভ করা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না ; যেমন মুসা (আঃ)–এর সময় যাদুবিদ্যা, ইসা (আঃ)–এর সময় চিকিৎসা বিদ্যা এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর সময় ভাষার উৎকর্ষ।" *(তলবীহ)*

অতএব হযরত ইসা (আঃ) যদি জিব্রীল প্রভাবে মাটির সাহায্যে বা আত্মিক প্রভাবে মেছমেরিজম বিদ্যা বা লাদুন্নী বিদ্যার সাহায্যে এমন কোন কল তৈয়ার করিয়া থাকেন,

যাহার সমকক্ষতা করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তাহা হইলে হযরত ইসা (আঃ)-এর এই কার্যও যে তখনকার জন্য মোজেজা ছিল ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) হযরত ইসা (আঃ)-এর মোজেজাকে এই প্রকারের মোজেজাই বলিয়াছেন। তিনি ত হযরত ইসা (আঃ)-এর এই মোজেজাকে অস্বীকার করেন নাই। তিনি ত হযরত ইসা (আঃ)-এর মোজেজাকে মোজেজা স্বীকার করিয়া মুশ্‌রেকানা আকীদার খণ্ডন করিয়াছেন মাত্র। হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠি যে সর্পের আকার ধারণ করিত তাহাও ত জীবনধারী সাপ হইয়া যাইত না। হযরত মুসা (আঃ)-এর হাতে আসিলে যে লাঠি সেই লাঠিই হইয়া যাইত। হযরত ইসা (আঃ)-এর পাখীও যদি কতকক্ষণের জন্য মাত্র পাখীর মত উড়িয়া যাইত তাহা হইলে এরূপ হওয়াও তখনকার লোকের জন্য যে মোজেজা ছিল, ইহাতে আপত্তি করার কিছু নাই।

তবে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এই ধরনের মোজেজাকে পছন্দ করিতেন না। এই কথার উপরও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের মস্ত বড় আপত্তি। আমি উপরে প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি যে, প্রত্যেক নবীর মোজেজা নিজ নিজ সময় উপযোগী হইয়া থাকে। আমাদের এই জামানায় লাঠি সর্পাকারে পরিণত করিয়া দেখান, এবং মাটির পাখী বানাইয়া কতকক্ষণের জন্য উড়াইয়া দেওয়া, এই সমস্ত কাজ কল-কৌশল দ্বারা করা এত সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে যে, এই রকম কাজকে মোজেজা বলিয়া বর্তমান জামানায় কেউ গ্রহণ করিতে পারে না।

হযরত ইসা (আঃ) এবং হযরত মুসা (আঃ)-এর সময় আল্লাহ্‌র সাহায্যে এই জাতীয় বিদ্যা দ্বারা অপরাজেয় মুকাবেলা করা হইয়াছিল বলিয়া তাহা মোজেজা ছিল। কিন্তু আমাদের এই যুগে এই ধরনের কাজ মোজেজা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাই হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) নিজের জন্য এই ধরনের কাজকে না-পছন্দ করিয়াছেন। নবী-কূলশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-ও ত লাঠিকে সাপ বানাইয়া দেখান নাই। তবে বর্তমান জামানার জন্য না-পছন্দ হইলেও হাজার হাজার বৎসর পূর্বের জন্য ইহা মোজেজা হইতে কোন আপত্তি নাই।

৩০নংআপত্তি

মির্জা সাহেব বলিয়াছেন, "খ্রীষ্টানেরা হযরত ইসা (আঃ)-এর বহু মোজেজা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সত্য কথা হইবে এই যে, তাহা দ্বারা কোন মোজেজা হয় নাই।"

তিনি যদি কোরানের উপর ইমান আনিতেন তবে স্পষ্ট কোরানের আয়াতের বিপরীত এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না।

উত্তর

খ্রীষ্টানেরা হযরত ইসা (আঃ)–এর অলৌকিক মোজেজা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে খোদা বা খোদার পুত্র প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে কেবল হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) কেন, আহলে–সুন্নত–ওল জমাতের বহু ওলামা 'এলজামি জওয়াব' স্বরূপ খ্রীষ্টানদের কল্পিত মসিহ সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ এলজামি জওয়াব সম্বন্ধে আমি পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং খ্রীষ্টানদের প্রতি এলজামি জওয়াব নিয়া আপত্তি করা অজ্ঞতা বই আর কিছুই নহে।

এই রকম এলজামি জওয়াব আহ্‌লে–সুন্নত জমাতের বহু ওলামা প্রতিপক্ষের মানিত কথা দ্বারা দিয়া আসিতেছেন। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)–ও খ্রীষ্টানদের খোদা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন, কোরান বর্ণিত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে নহে। হযরত ইসা (আঃ)–এর এলমি মোজেজা তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

৩১নংআপত্তি

মির্জা সাহেব কোরানের আয়াতের বিপরীত হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে লিখিয়াছেন — "اپنے باپ یوسف کے ساتھ" নিজের বাপ ইয়োছুফের সঙ্গে"।

উত্তর

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে এই কথা অতি পরিষ্কার–ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইসা (আঃ)–এর জন্ম বিনা–পিতায় শুধু আল্লাহ্‌র কুদরতে হইয়াছিল। যথা— - وكذالك تولد عيسى من دون الاب "এই রকম হযরত ইসা (আঃ)–এর জন্ম বিনা পিতায় হইয়াছিল।"

خلق عيسى من غيراب بالقدرة المجردة -

(مواهب الرحمٰن ص۲۲ طبع اوّل)

"আল্লাহ্‌তা'লা ইসা (আঃ)–কে তাঁহার কুদরতে বিনা পিতায় সৃষ্টি করিয়াছেন।"

সুতরাং হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ইসা (আঃ) সম্বন্ধে কোরান শরীফের বিপরীতে কিছুই বলেন নাই।

কিন্তু ইতিহাসজ্ঞ মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত ইসা (আঃ)–এর পালক–পিতা ইয়োছুফ নাজ্জার একজন বনী ইস্রাইলের লোক ছিলেন। তাঁহারই সঙ্গে হযরত ইসা (আঃ)–এর জন্মের পর বিবি মরিয়ম ছিদ্দিকার (রাঃ) বিবাহও হইয়াছিল। (তারিখুল–কামেল দ্রষ্টব্য)। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ইসা (আঃ)–এর বাপ বলিতে পালক–পিতা অর্থে বলিয়াছেন। এই কথার উপর আপত্তি করাই অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করির পরিচায়ক।

৩২নং আপত্তি

মির্জা সাহেব ১৯০৩ সনের রিভিও-অফ্-রিলিজিয়নে লিখিয়াছেন—

مرزا صاحب کے ایک دوست نے ان کو بوجہ مرض ذیابیطس
افیون کھانے کی صلاح دی مرزا صاحب نے جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ
لوگ ٹھٹھا کرکے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔

পাঠক, মির্জা সাহেব কোরান শরীফের উপদেশ পদ-দলিত করিয়া জাল বাইবেলের কথাগুলিকে প্রামাণ্য ধারণায় একজন শ্রেষ্ঠ নবীর উপর এইরূপ অযথা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি যে কোরানের উপর এক তিল বিন্দু ইমান রাখিতেন ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।

উত্তর

পাঠক দেখিতে পাইলেন, উপরোক্ত উর্দ্দু এবারত হযরত মির্জা সাহেবের নয়। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই এবারতকে মির্জা সাহবের এবারত বলিয়া উল্লেখ করিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক, রাবীর কথাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া নিয়া উত্তর প্রদান করিতেছি।

পাঠক অবগত আছেন হযরত ইসা (আঃ)-এর বিরোধী ইহুদী মৌলানাগণ হযরত ইসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এমন কোন জঘন্য অপবাদ নাই যাহা শ্রেষ্ঠ নবীর উপর আরোপ করে নাই। অতএব হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) ঔষধরূপে আফিম ব্যবহার করিলে বর্ত্তমান জামানার নূতন সংস্করণের ইহুদীগণও পুরাণ ইহুদীদের মত অন্যায়ভাবে তাঁহাকে দোষারোপ এবং ঠাট্টা করা বিচিত্র নহে।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) নিজেই যে বলিয়াছেন, এই উম্মত এবং বিশেষতঃ মৌলবী-মৌলানারা হুবহু ইহুদীদের মত হইয়া পড়িবে। অতএব বর্ত্তমান জামানার ইহুদী সদৃশ মৌলানাদের মসিহে মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে অযথা দোয়ারোপ করার আশঙ্কা কোরান হাদীসের বিপরীত নহে। এই কথায় হযরত ইসা (আঃ)-এর উপর দোষারোপ হয় নাই, বরং ইহুদী সদৃশ মৌলানাদের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে ; তাই তাঁহারা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন

৩৩নং আপত্তি

কোরান শরীফে আছে— ماقتلوه وماصلبوه (النساء:۱۵۸)

আর মির্জা সাহেব বলিয়াছেন— بوقت عصر آنجناب را بر دار کشیدند

উত্তর

কোরানের শব্দগুলির অর্থ—ইহুদীরা হযরত ইসা (আঃ)–কে কতল করিতে বা শূলী দ্বারা হত্যা করিতে সমর্থ হয় নাই।

অভিধানে আছে–الصلب قتلة معروفة। অর্থাৎ, এক নির্দিষ্ট উপায়ে হত্যা করা। সুতরাং হযরত ইসা (আঃ)–কে শূলে টাঙ্গান হইয়াছিল, কিন্তু হত্যা করা হয় নাই। কাজে কাজেই এই কথা কোরানের "কতল বা শূলি দ্বারা হত্যা করা হয় নাই" কথার বিপরীত নহে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কোরান শরীফের কথার উপেক্ষা করিয়াছেন, ইহা এই মৌলানা সাহেবের সাদা ঝোট।

৩৪ নং আপত্তি

মির্জা সাহেব নিজের ওহির বিরুদ্ধ হাদীসগুলির কোন গুরুত্ব দিতেন না

উত্তর

হযরত রসুল করীম (সাঃ)–এর ছহী হাদীস আল্লাহ্‌র কালামের বিপরীত হইতে পারে না। আল্লাহ্‌র রসুল কখনও আল্লাহ্‌র কালামের বিপরীত কথা বলিতে পারেন না এবং বলেন নাই। অতএব কোন কোন ব্যক্তি যাহারা ভুল–ভ্রান্তির সীমানা অতিক্রম করে নাই এবং معصوم عن الخطاء। মাসুম–আনিল–খাতা নহে, তাহাদের রেওয়ায়াত আল্লাহ্‌র কালামের বিরুদ্ধে হইলে এই রেওয়ায়াতকে ছহী হাদীস এবং প্রকৃত পক্ষে রসুল করীম (সাঃ)–এর কালাম বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। বস্তুতঃ খোদার কথার সঙ্গে ভ্রান্তিশীল মানুষের রেওয়ায়েতের কি তুলনা হইতে পারে?

ے هل النقل شئ بعد ایحاء ربنا ؛ فای حدیث بعده نتخیر

(اعجاز احمدی القصیدة الاعجازیة شعر: ۱۹۳)

এই কবিতাতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই কথাই বলিয়াছেন। এই কথার উপর কোন স্থির মস্তিষ্ক ইমানদার মুসলমানের আপত্তি হইতে পারে না। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর প্রতি যে ওহি নাজিল হইয়াছে, সেই ওহিও আল্লাহ্‌রই কালাম। আল্লাহ্‌র এই কালামও ভ্রান্তিসুলভ মানুষের রেওয়ায়াতের তুলনায় বরং সমস্ত দুনিয়ার তুলনায় অধিকতর মুল্যবান। ইহাতে যাহারা সন্দেহ করে তাহারা আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র কালামের কোনই মর্য্যাদা বুঝে না।

কোন বাক্য আল্লাহ্‌র কালামের বিপরীত হইলে উহা যে রসুল করীম (সাঃ)–এর হাদীসই হইতে পারে না, এই সহজ কথাটা বুঝিবার জন্য বেশী বুদ্ধি এবং বিদ্যার দরকার হয় না।

পঞ্চম ভাগ

উপক্রমণিকা

'কাদিয়ানি-রদ' পুস্তকের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে সুর গাহিয়াছেন, এই পঞ্চম ভাগে উহা আরও পঞ্চমে চড়িয়াছে। তাঁহার জ্ঞান ও মানসিকতার প্রকৃত স্বরূপ আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'মির্জার গুপ্ত রহস্য" এই শীর্ষ দিয়া তিনি পঞ্চম ভাগ আরম্ভ করিয়াছেন।

হযরত মসিহে মাওউদের আবির্ভাবে বক-ধার্ম্মিকতার পরদা ফাঁক হইয়া যাইতেছে, তাই তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-পেশা পুরোহিতদের গোশ্বা চরমে পৌঁছিয়াছে। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাঁহার পুস্তক 'কাদিয়ানি-রদ' লিখিতে লিখিতে ৫ম ভাগে আসিয়া একেবারে বেলাগাম হইয়া কখনও পিছনে কখনও সামনে কখনও ডাহিনে এবং কখনও বামে ছুটাছুটি করিতে আম্ভ করিয়াছেন।

এই পঞ্চম ভাগে তিনি তাহার পুস্তকের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাগসমূহের বর্ণিত অনেক কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন, এক কথারই বারবার উল্লেখ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথার বিকৃত অর্থ করিয়া এবং এবারত বিকৃত করিয়া জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার এইখানেও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। আমি এই ভাগে উল্লেখিত অনেক কথার জওয়াব বিস্তৃতভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী খণ্ডসমূহে দিয়া আসিয়াছি, এইখানে আর পুনরুক্তি করিব না, সাধারণতঃ নূতন কথাগুলিরই উত্তর প্রদান করিব; ওবিল্লাহেত্বাওফীক।

প্রথম অধ্যায়

সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিবার উপায়
কোরানের মাপকাঠি

এই ৫ম ভাগে ১ম অধ্যায়ে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ২৭ জন মিথ্যা নবুওয়তের দাবীকারীর নাম উল্লেখ করিয়া যে-ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন বা জন-সাধারণকে পৌছাইতে চাহিয়াছেন তাহা নিম্নে উল্লেখ করিয়া কোরানের কষ্টি-পাথরে যাচাই করা গেল।

মৌলানা সাহেবের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত

"হযরত নবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মির্জ্জা সাহেবও উল্লিখিত ২৭ জন লোকের ন্যায় মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়াছিলেন ..... যদি মির্জ্জা সাহেবকে সত্য বলিয়া মানিতে হয় তবে উল্লিখিত মিথ্যাবাদীদিগকে সত্যপরায়ণ বলিয়া মানিতে হইবে না কেন? তাহা কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমাদের নিশ্চয় আছে।"

উত্তর

অনেক মৌলানার কথা আমাদের শুনা আছে, যাহারা ঘুস খাইয়া মিথ্যা তালাকের ফতোয়া দিয়া একের বউ অন্যকে দিয়া দেয়, পরিষ্কারভাবে তালাক দেওয়া বউ নিয়া ঘর-কন্না করিবার ফতোয়া দেয়, প্রবাসী মুরীদের বউ-এর হেফাজত করিতে গিয়া নিজেই নিকাহ্ করিয়া ফেলে, একের বউ অন্যকে দিয়া দেয়। এই রকম কতকগুলি মৌলানা-মৌলবী বা পীরের নাম উল্লেখ করিয়া যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের বিখ্যাত মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও ঠিক এই রকম হইবে না কেন, তাহা হইলে মৌলানা সাহেব কি উত্তর দিবেন?

কতকগুলি লোক মিথ্যা দাবী করিয়াছিল বলিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবীও মিথ্যা হইবে, নেহায়েৎ সাধারণ বুদ্ধির অভাব না হইলে এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। আমি ১ম ভাগের প্রথমেই এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এখানে আমরা সত্য ও মিথ্যা দাবীর সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার মাপকাঠী ("معيار") সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা সুধী জন-সাধারণের সামনে পেশ করিতেছি।

এই দুনিয়াতে মিথ্যা নবুওয়তের দাবীকারী যেমন আসিয়াছে, সত্য নবুওয়তের দাবীকারীও আসিয়াছেন। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ করিবার কোন মাপকাঠী বা "معيار" কি কোরান শরীফে উল্লেখ নাই? হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এবং মুছায়লামা কাজ্জাবের মধ্যে কেমন করিয়া প্রভেদ করিবেন? মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এসম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা হইতে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন।

অথচ হযরত রসুল করীম (সাঃ)–এর যে হাদীস মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাহার পুস্তকের পঞ্চম ভাগের প্রথমেই পেশ করিয়াছেন প্রায় ৩০ জন লোক কেয়ামতের পূর্ব্বে মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিবে —

عن ابی هریرة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لاتقوم
الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریب من ثلثین -
کلهم یزعم انه رسول الله {متفق علیه بخاری کتاب المناقب باب ۲۵
مسلم کتاب الفتن حدیث ۵۲ - ۷}

"আবুহুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামত উপস্থিত হইবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ জন প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী প্রেরিত না হইবে, তাহারা দাবী করিবে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র রসুল"— সেই হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী ২৭ জন মিথ্যা দাবীকারী দ্বারা পূর্ণ হইয়া এই উম্মতের প্রতিশ্রুত মসিহর আগমনের কারণ হইয়াছে।

মৌলানা সাহেব যদি এই কথা বলিতে সাহস করিতেন যে, হযরতের উম্মতে কেবল মিথ্যাবাদী দজ্জালগণেরই প্রেরিত হইবোর কথা আছে, সত্যবাদী কাহারও আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী নাই, তাহা হইলেও ত একটা কথা হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি প্রতিশ্রুত মসিহ ও ইমাম মাহদীর আগমন বিশ্বাস করেন, অথচ মিথ্যা দাবীকারকের কাহিনী পেশ করিয়া সত্য দাবীকারকের দাবী উড়াইতে চান।

بریں عقل و دانش بباید گریست۔

আমি এখন পাঠকের অবগতির জন্য, এবং মৌলানা সাহেব কেন যে এত বড় প্রয়োজনীয় আলোচনা হইতে পাশ কাটাইতেছেন সেই রহস্য উদঘাটন করিবার জন্য সত্য ও মিথ্যা নির্ণয় করিবার কোরানী মাপকাঠির উল্লেখ করিব। انشاء الله

আল্লাহ্‌তালা কোরান শরীফে বলিতেছেন ঃ—

"لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم
لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین"

(الحاقه: ۴۵ تا ۴۸)

"দাবীকারক যদি আমার নামে প্রবঞ্চনা করিয়া কথা বলিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া তাহার জীবন শিরা কাটিয়া ফেলিতাম এবং তোমাদের কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত না।"

তফছীর-কবীরে আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজি লিখিয়াছেন ঃ —

هذا ذكره على سبيل التمثيل كما يفعله الملوك
بمن يكتذب عليهم فانهم لايمهلونهم بل يضربون
رقبته .

অর্থাৎ "এই বর্ণনায় প্রবঞ্চক দাবীকারকের ধ্বংসের কথা বাদশাহ্দের দৃষ্টান্তে বর্ণিত হইয়াছে। বাদশাহ্গণ যেমন নিজেদের নামের প্রবঞ্চনাকারীদিগকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য অবসর না দিয়া অবিলম্বে কতল করিয়া ফেলেন, আল্লাহ্র নামে প্রবঞ্চনাকারীদেরও এই অবস্থা হয়।"

তারপর এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিতে করিতে ইমাম রাজি আরও লিখিয়াছেন ঃ—

هذا هو الواجب فى حكمة الله تعالى لئلا يشتبه
الصادق بالكاذب .

"সত্য এবং মিথ্যা দাবীকারীদের অবস্থার মধ্যে যেমন কোন প্রকার সন্দেহ করিবার কারণ না থাকে এই জন্য আল্লাহ্তালার হেকমতে এই রকম হওয়াই ওয়াজিব। *(তফছীরে কবীর, ৮ম জিলদ ,২৯১পৃঃ)*

আল্লামা জমখশরি তফছীরে কাশ্শাফে লিখিয়াছেন ঃ—

والمعنى لَوادَّعَىَ علينا شيئا لقتلناه صبرا كما يفعله
الملوك بمن يتكذب عليهم معالجة بالسخط والانتقام .

"এই দাবীকারক যদি আমার নামে প্রবঞ্চনা করিত তাহা হইলে আমি তাহাকে শীঘ্রই হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইতাম।"

ইমাম আবুজাফর তায়বী বলিয়াছেন ঃ—

يعنى بذالك انه كان يعاجله بالعقوبة ولا يوخرها .

অর্থাৎ "প্রবঞ্চনাকারী দাবীকারককে আল্লাহ্তালা শীঘ্রই শাস্তি দিতেন এবং প্রবঞ্চনা করিতে তাহাকে এত অবসর দিতেন না"। *(তফছীর ইবনে জরীর, ২৯ জিলদ, ৪২ পৃষ্ঠা)* "আমার নামে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিলে শীঘ্রই শাস্তি দিতাম"।
لعالجناه بالعقوبة *(ইবনে কছির, ১০ জিলদ, ৭১ পৃঃ)*

والمعنى لوكذب علينا لا متناه (تفسير صاوى على الجلالين)

"আমার নামে মিথ্যা বলিলে তহাকে মারিয়া ফেলিতাম।"

সরেহ আকায়েদে নছফী নামক মুসলমানদের আকায়েদের বিখ্যাত কিতাবের ১০০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

فان العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الامور فى
غير الانبياء وان يجمع الله تعالى هذه الكمالات فى حق من
يعلم انه يفترى عليه ثم يمهله ثلاثا و عشرين سنة -

"এই সমস্ত কামালাত একজন গয়র-নবীর মধ্যে একত্র হওয়া এবং যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছে তাহাকে ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দেওয়া মানুষের বিবেকে আল্লাহ্‌তালার জন্য অসম্ভব।"

সতরাং কোরানের এই মাপ-কাঠি অনুসারে কোন ব্যক্তি মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়া আল্লাহ্‌র নামে জাল ওহি বানাইয়া পেশ করিয়া ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে না, ইহাই কোরান শরীফের অকাট্য কানুন, এবং মুহাক্কেকীন মুসলমান পূর্ব্বাপর আল্লামাদের অবিসম্বাদিত আকীদা। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে-সমস্ত লোকের নাম পেশ করিয়াছেন, যে তাহারা মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল, তাহাদের ভীষণ এবং শোচনীয় পরিণামের কথা অবগত হইলে কোরান শরীফের এই অকাট্য সত্য মিথ্যার মাপ -কাঠির যথার্থতাই প্রতিপন্ন হয়। বস্তুতঃ যে-সমস্ত মিথ্যাবাদীর নাম মৌলানা সাহেব হযরত মসিহে মাওউদের বিরুদ্ধে পেশ করিয়াছেন তাহা দ্বারা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নিজের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত জগতকে এই চেলেঞ্জ করিয়াছেন যে, এমন একজন মিথ্যা দাবীকারীর নাম পেশ করা হউক, যে নবুওয়তের মিথ্যা দাবী করিয়া ২৩ বৎসর জীবিত ছিল। আজ পর্য্যন্ত কেহ এরূপ ব্যক্তি পেশ করিতে সক্ষম হয় নাই। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে-সমস্ত লোকের নাম পেশ করিয়াছেন, তাহাদের কেহই ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত নবুওয়তের দাবী করিয়া জীবিত থাকে নাই।

শরেহ আকায়েদ নছফী শরাহ্ নেবরাছ কেতাবে আল্লামা আবদুল আজিজ সাহেব লিখিয়াছেন ঃ—

وقد ادعى بعض الكذابين النبوة كمسيلمة اليمامى والأسود
العنسي وسجاح الكاهنة فقتل بعضهم وتاب بعضهم و

بالجملة لم ينتظم امر الكاذب فى النبوة الا ايا ما معدودة.

(نبراس صـ ٤٤٤)

"কোন কোন মিথ্যাবাদী নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল- যেমন মুছায়লামা কাজ্জাব ইয়ামামী, আছওদ আনছী, ছাজ্জাহ্-আল-কাহে-না। তাহাদের কেহ কেহ কাতল হইয়াছে, আর কেহ কেহ তৌবা করিয়াছ। মোটের উপর মিথ্যা নবুওয়তের দাবীকারকের সংগঠন বেশী দিন টিকিতে পারে না।"

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মদনী জীবনের শেষ ভাগে মুছায়লামা মুছলমান হইয়াছিল এবং কয়েক দিন পর নবুওয়তের দাবী করিয়া হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর জমানায় নিহত হয়। হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর পূর্ণ খেলাফত কাল মাত্র ৬ বৎসর ছিল। অতএব দেখা যায় যে, মুছায়লামা কাজ্জাবও এই সামান্য কয়েক বৎসরের বেশী নবুওয়তের দাবী করিয়া জীবিত থাকিতে পারে নাই।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ছালেহ ইবনে-তারীফ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, সে মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়া "৪৭ বৎসর নিজের মজহাব প্রচার করিয়াছিল"।

আমি বলি, এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কোরানের কথা (নাউজুবিল্লাহ্) মিথ্যা হইয়া যায়। সুতরাং, কোরানের বিরুদ্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই কথার মূল্য কি?

প্রকৃত কথা, ছালেহ ইবনে-তারীফ ৪৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল, নবুওয়ত প্রচার করে নাই। چو گفتی کلامی دلیلش بیار মৌলানা সাহেব তাহার ৪৭ বৎসর নবুওয়ত করা প্রমাণ করিতে পারিবেন না এবং দাবীকারকের নিজের লিখা পেশ করিয়া তাহার নবুওয়তের জীবন ৪৭ বৎসর কেন ২৩ বৎসরও প্রমাণ করিতে পারিবেন না।

আল্লামা ইবনে খুলদুন লিখিয়াছেন ঃ—

اوصى صالح ابن طريف الى ابنه الياس وعهد اليه بموالاة صاحب الاندلس ومن بنى امية وباظهار دينه اذا قوى امرهم وقام بامره بعده ابنه الياس ولم يزل مظهر الاسلام مسرا لما اوصاه به ابوه من كلمة كفرهم.

(ابن خلدون جلد ٦ صـ ٢٠٥)

"ছালেহ ইবনে-তারীফ তাহার পুত্র ইলইয়াছকে অসিয়ত করিয়াছিল-উন্দুলসের শাসনকর্ত্তা এবং বনিউম্মিয়ার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে এবং তাহাদের রাজত্ব মজবুত না হইলে যেন ধর্ম্মের কথা প্রকাশ না করে। সে সদা-সর্ব্বদাই ইসলাম প্রকাশ করিত। কুফরের কথাগুলি পিতার অসিয়ত অনুসারে গোপন করিত"।

অতএব, ছালেহ ইবনে-তারীফও তাহার দাবী প্রচার ও প্রকাশ করে নাই-ইহাই ঐতিহাসিকদের মত। আবুমানছুরের দাবী সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব লিখিয়াছেন যে, সে নবুওয়তের দাবী করিয়া ২৭ বৎসর জীবিত ছিল।

ইহাও মৌলানার আর একটা মিথ্যা। শেখুল-ইসলাম ইবনে তায়মিয়া মিনহাজুস সুন্নাহ্ কিতাবে আবুমানছুরের কথা লিখিয়াছেন যে, সে একজন মুলহেদ ছিল, শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, নমাজ রোজা অস্বীকার করিত, তখনকার গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে লোকদিগকে উত্তেজিত করিত ইত্যাদি। তাহার নবুওয়তের দাবী এবং দাবী করার পর ২৭ বৎসর জীবিত থাকার কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই।

কিন্তু আমি বলি, সত্য সত্যই যদি কোন ইতিহাসে এরূপ কাহারও কথা কেহ লিখিয়াও থাকে যে, কেহ মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়া ২৩ বৎসরের অধিক জীবিত ছিল, তাহা হইলে কোরানের বিরুদ্ধে সেই ইতিহাসের রেওয়ায়াতকে মিথ্যা মনে করাই একজন প্রকৃত ইমানদারের কাজ হইবে।

অতএব, হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রায় ৩০ জন অর্থাৎ-২৭ জন উল্লেখিত ভণ্ড নবী আসিয়া কোরানের বর্ণিত মাপকাঠি অনুসারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার এক মস্ত বড় প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে।

الاشياء تعرف باضدادها - (عربی محاورہ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিভিন্ন দাবীর তাৎপর্য্য

মৌলানা রুহুল আমিন 'কাদিয়ানী-রদ' পুস্তকের ৫ম ভাগের ২য় অধ্যায় "মির্জা সাহেবের পনরটি উন্নত দরজার বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে এমন কতকগুলি ধোঁকা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যাহা পাঠ করিলে প্রত্যেক বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত পাঠকই এই ওয়াজ-ব্যবসায়ী মৌলানার বিদ্যা-বুদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ চরিত্রের সঠিক স্বরূপ ধরিতে পারিবেন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের বর্ণিত বিবরণ

১নং বিবরণ

মির্জা সাহেব প্রথমে শিয়ালকোটের আদালতে সাধারণ মুহরী ছিলেন ইত্যাদি।

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে হেয় প্রতিপন্ন করিবার ঘৃণিত মানসিকতার বশবর্ত্তী হইয়া মৌলানা রুহুল আমীন এমন কথাই বলিয়া ফেলিলেন যে, হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)ও এই নির্ব্বোধ মৌলানার বেলাগাম জবান হইতে অব্যাহতি পান নাই।

আমরা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব যে, মৌলানা রুহুল আমীন এই কথা অবগত নহেন যে, হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে বিবি খদিজা (রাঃ)-এর তেজারতী কারবারের কার্য্যকারী ছিলেন এবং নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) সামান্য কয়েক 'কীরাত' বেতন লইয়া কোরেশদের ছাগ ছড়াইতেন।

كُنْتُ ارعاها على قراريط - (ابن ماجه كتاب التجارات باب ٥)

এই রকম হযরত ইয়োছফ (আঃ) মিশরের বাদশাহ্ ফেরাউনের খাজাঞ্চিগীরি চাকুরী লইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন ঃ—

اجعلنى على خزائن الارض - (يوسف: ٥٦)

এবং এই চাকুরী লাভ করিয়াছিলেন।

তবে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যদি নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে সাধারণ মুহরীর কার্য্য করিয়া থাকেন তাহাতে শানে নবুওয়তের বিরুদ্ধে কি দোষ হইতে পারে? আর যদি দোষ হইয়া থাকে তবে সেই দোষ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর উপর আসে কি না? *(নাউজুবিল্লাহ্)*

بازی بازی باریش بابا ہم بازی

খেলা করিতে করিতে বাপের দাড়ী নিয়াও খেলা!

২নং বিবরণ

(১) তিনি মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করিয়াছেন।

(২) নবুওয়তের দাবী নয় মুজাদ্দাদিয়তের দাবী করিয়াছেন।

(৩) মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের জন্য প্রতিশ্রুত মসিহ্ হইবার দাবী করিয়াছেন।

(৪) নিজেকে মসিহে ও মাহ্দী প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন— 'ইসা (আঃ)-ই মাহদী।'

(৫) তিনি "ইমামোজ্জামান" হইবার দাবী করিয়াছেন।

(৬) তিনি নবী হইবার দাবী করিয়াছেন।

(৭) তিনি কৃষ্ণ অবতার হইবার দাবী করিয়াছেন।

উত্তর

মৌলানা সাহেবের জ্ঞান ও বুদ্ধির নিতান্ত অভাব না হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই সমস্ত দাবী পরস্পর বিরোধী নহে। উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রতিশ্রুত মসিহ্ হযরত মাহ্দী যে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম মুজাদ্দিদ ইহাতে কোন স্থির মস্তিষ্ক মুসলমানের আপত্তি থাকিতে পারে না।

প্রতিশ্রুত মসিহ্ ইমাম মাহদী যে এই উম্মতের আখেরী জমানার একজন 'ইমাম' ইহাতেও বা আপত্তির কি আছে, আমরা বুঝিতে অক্ষম। আর প্রতিশ্রুত মসিহ যে একজন 'গয়র-তশরিয়ী' নবী হইবেন ইহা মৌলানা নিজেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। ('কাদিয়ানী-রদ' পুস্তকের ২য় খণ্ড, ৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

তবে, মুজাদ্দাদিয়তের দাবী করিতে নবুয়তের দাবী অস্বীকার করিয়াছেন, এই রকম আরও কতিপয় জায়গাতে নবুওয়তের দাবী যে অস্বীকার করিয়াছেন এই আপত্তির উত্তর হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) স্বয়ং তাঁহার "এক গলতীকা এজালা" নামক পুস্তিকায় পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—

"جس جس جگہ میں نے نبوت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے
کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں
مستقل طور پر نبی ہوں۔ مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتداء
سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لئے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ

سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی
جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے مَیں نے کبھی انکار نہیں کیا بلکہ
انہیں معنوں سے خُدا نے مجھے نبی اور رسُول کر کے پکارا۔"

(ایک غلطی کا ازالہ طبع سوم صـ)

"যেখানে যেখানে আমি নবুওয়ত অস্বীকার করিয়াছি, কেবল এই অর্থে অস্বীকার করিয়াছি যে, আমি স্বাধীনভাবে কোন শরীয়ত নিয়া আসি নাই এবং আমি স্বাধীন নবী নহি, কিন্তু এই অর্থে যে, আমি আমার অনুকরণীয় রসুল (সাঃ) হইতে অভ্যন্তরীণ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া তাঁহারই নাম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই মধ্যবর্ত্তিতায় খোদার তরফ হইতে অদৃশ্য জ্ঞান লাভ করিয়াছি— আমি রসুল এবং নবী হইয়াছি-কিন্তু কোন নূতন শরীয়ত ব্যতিরেকে। এই রকম নবী বলিয়া কথিত হইতে আমি কখনও অস্বীকার করি নাই এবং এই অর্থেই আল্লাহ্তালা আমাকে নবী এবং রসুল নামে অভিহিত করিয়াছেন।" *(এক গলতীকা এজালা, ৮পৃঃ)*

আর তিনি শুধু কৃষ্ণ অবতার কেন আরও বহু নবীর নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্ব খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই সমস্ত দাবীর মধ্যে কোন রকম পরস্পর বিরোধ নাই এবং 'মুহাদ্দাছ' হওয়া 'নবী' হওয়ার বিরোধী নহে। কারণ মুহাদ্দাছ অর্থ— যাঁহারা আল্লাহ্র কালাম লাভ করেন, অতএব প্রত্যেক নবীই যে আল্লাহ্র কালাম প্রাপ্ত হন ইহাতে কোন তর্ক নাই।

এতদ্ব্যতীত, জ্ঞানীদের নিকট ইহা অবিদিত নয় যে, নবুওয়ত প্রাপ্তির পর প্রথম প্রথম স্বয়ং নবীগণও নিজের পূর্ণ মর্য্যাদা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কারণ, কোনরূপ উচ্চ মর্য্যাদার আকাঙ্খা তাঁহাদের থাকে না। এই জন্য নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)ও প্রথম প্রথম বলিতেন ঃ—

لا تخيّروني على موسىٰ - (مسلم كتاب الفضائل جلد ٢ صـ ٢٦٠، بخاری كتاب الخصومات باب ٣)

من قال انا خير من يونس ابن متّىٰ فقد كذب -

(ترمذی جلد ٢ صـ ١٥٦، بخاری كتاب التفسير سورة النساء باب ٢٣)

"আমাকে মুসা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিও না।" *(মুসলিম)*

"যে ব্যক্তি আমাকে ইয়ুনুস নবী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিবে, সে মিথ্যা কথা বলিবে।" *(তেরমিজী)*

কিন্তু পরবর্ত্তীকালে আঁ-হযরত (সাঃ) নিজ ফজিলত সম্বন্ধে প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়াছেন ঃ—

انا سيّد ولد آدم (ابوداؤد كتاب السُنة باب ١٣، ابن ماجه كتاب الزهد باب ٣٧)

"আমি সমস্ত মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" এমন কি, সাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন মুসলমান মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) প্রথম নবুওয়ত প্রাপ্তির সময় বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, তাঁহার কি হইতে চলিয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ) জিব্রীলের প্রথম সাক্ষতের সময়, কোরানের প্রথম নজুলের দিন বুঝিতেই পারেন নাই যে, কি হইতে চলিয়াছে। তখন তিনি সমস্ত ঘটনা আসিয়া তাঁহার বিবি হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করিলেন এবং বিবি খাদিজা তাঁহার ভাই ওরকা ইবনে নোফলের নিকট তাঁহাকে লইয়া গেলেন। তিনি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বুঝইয়া দিলেন যে, —

هذا الناموس الذى انزل على موسٰى . (بخارى كتاب التفسير تفسير سورة علق)

"এই সেই ফেরেস্তা যিনি আসিয়াছিলেন মুসার নিকট।"

অতএব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যদি প্রথম প্রথম নিজের প্রকৃত মর্য্যাদা সরলতার দরুন না বুঝিয়া থাকেন এবং নবুওয়ত অস্বীকার করিয়া শুধু মুহাদ্দাছ হইবার দাবী করিয়া থাকেন তাহা হইলেও কোন হক-পছন্দ শিক্ষিত লোক এতেরাজ করিতে পারেন না। আর 'ইসাই যে মাহদী' ইহা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথা নয়, স্বয়ং আঁ-হযরতের বাণী।

لا مهدى الا عيسى ابن مريم . (ابن ماجه باب خروج المهدى وعيسٰى)

ইবনে-মাজার এই হাদীস সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

৩নংবিবরণ

মির্জা সাহেব নিজের মোজেজা মাহ্দী মসিহ ও এমামোজ্জমান হওয়ার জন্য প্রায় সমস্ত কালি কলম ব্যয় করিয়াছেন এবং জীবনের অমূল্য সময়টুকু বিপক্ষ লোকদের প্রতি গালি বর্ষণ করিতে ব্যয় করিয়াছেন। অহঙ্কারী ব্যক্তি মুজাদ্দিদ হওয়া দূরের কথা একজন পরহেজগারও হইতে পারে না।

উত্তর

আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষগণ অল্লাহ্তালার আদেশ অনুযায়ী যে-সমস্ত পদ-মর্য্যাদার ঘোষণা করেন তাহাতে তাঁহাদিগকে অহঙ্কারী বলার মত মূর্খতা আর নাই। তাহা হইলে সমস্ত নবীদের নবুওয়তের দাবী এবং জনসাধারণকে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে আহ্বান করা—স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দাবী — انا سيّد ولد آدم (ابوداؤد كتاب السُنة باب ١٣، ابن ماجه كتاب الزهد باب ٣٧) ইত্যাদি সবই অহঙ্কার হইবে— نعوذ بالله

হযরত মুসা (আঃ)-এর দাবীর বিরুদ্ধে ফেরাউনও এই কথাই বলিয়াছিল ঃ—

وتكون لكما الكبرياء فى الارض (يونس : ٧٩) "তোমরা পৃথিবীতে বড় হইতে চাও"। আর আমি পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি যে, হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) কাহাকেও গালি দেন নাই। অল্লাহ্‌র তরফ হইতে যাঁহারা মানবের সংশোধনের জন্য আবির্ভূত হন তাঁহাদের পক্ষে মানবের প্রকৃত দোষ দেখাইয়া দেওয়াও কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। তিক্ত ঔষধের মত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কঠোর সত্য কথাগুলি দুনিয়া-তালেব মৌলানাদের গায় তীব্রভাবে লাগিয়াছে, তাই তাহারা চেঁচাইয়া উঠিয়াছে।

৪নং বিবরণ

انت منى بمنزلة ولدى

انت منى بمنزلة اولادى

اسمع ولدى (الهام)

মির্জা সাহেব খোদার পুত্র হইবার দাবী করিয়াছেন।

উত্তর

আমি এই এলহামগুলি সম্বন্ধে ৪র্থ খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। আর মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের উল্লিখিত তৃতীয় কথাটি হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রণীত কোন গ্রন্থে নাই। ইহা মৌলানা সাহেবের জলন্ত মিথ্যা কথা। প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বরের এলহামগুলির রূপক অর্থকে বিকৃত করিয়া পেশ করিয়া জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার ঘৃণিত চেষ্টা করা হইয়াছে। মৌলানা রোম বলিয়াছেন—

اولياء اطفال حق اند اى پسر

চতুর্থ খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা দেখুন।

৫নং বিবরণ

মির্জা সহেবের হায়েজ ও বাচ্চা হইবার বিবরণ।

"بابو الٰہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہے۔ یریدون ان یبروا طمثك بابو الٰہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے۔ مگر خدائے تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہونگے اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ بچہ ہو گیا ہے ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہیں"!

উত্তর

পাঠক দেখিতে পাইলেন, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের মেছোয়াবাজারী রুচি। আমি জিজ্ঞাসা করি, মির্জা সাহেবের হায়েজের বিবরণ লিখিতে যাইয়া মৌলানা যে এবারত নকল করিয়াছেন এই এবারতের মধ্যে কি মির্জা সাহেবের হায়েজ হইবার কথা আছে? এই এবারতের মধ্যে ত শত্রু পক্ষের মনোবৃত্তির কথা এইভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তাহারা তোমার মধ্যে কোনরূপ দোষ ত্রুটি আছে কিনা তাহা তালাস করিয়া বেড়ায়, কোন রকমের নাপাকি তোমার মধ্যে আছে কিনা তাহারা অনুসন্ধান করে, কিন্তু আল্লাহ্‌তালার ধারাবাহিক এনাম ও পুরস্কারের ফলে তোমার মধ্যে কোন রকম দোষ-ত্রুটি ও নাপাকি নাই বরং তোমার মধ্যে প্রকৃত মানব সন্তানের গুণাবলীর উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে তুমি আল্লাহ্‌তালার পুত্র স্থানীয় হইয়াছ। মৌলানা রোম বলিয়াছেন —

اولیاء اطفال حق ۔ انداے پسر (حقیقۃ الوحی تتمہ ص۴۳ طبع اوّل روحانی خزائن جلد ۲۲ ص۵۸۱)

"আওলীয়াগণ আল্লাহ্‌তালার পুত্র।"

উপরোক্ত এবারতের মধ্যে ত শত্রুদের নির্ব্বুদ্ধিতার এবং হেমাকতের (বোকামীর) দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হায়েজ শব্দের অর্থ হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) 'নাপাকি', 'পলিদি' এবং 'খাবাছত' বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি মৌলানা রুহুল আমীনের স্ত্রীলোকের হায়েজ বলিয়া বিদ্রূপ করায় তাহার হেমাকত ছাড়া আর কিছুই প্রমাণ হইতেছে না। তবে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এলহামে এই শব্দটি কেন ব্যবহার হইল? এলমে-তছাওফ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকিলেও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাহা বুঝিতে পারিতেন যে, সূফীদের পরিভাষায় এই শব্দটি উপরোক্ত মর্ম্মে ব্যবহার হইয়া থাকে।

তাজকেরাতুল-আওলিয়া কেতাবের ৪৬১ পৃষ্ঠায় হযরত শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তার লিখিয়াছেন —

"جیسے عورتوں کو حیض آتا ہے ایسا ہی ارادت کے راستہ میں مریدوں کو حیض آتا ہے اور مرید کے راستہ میں جو حیض آتا ہے تو وہ گفتار سے آتا ہے اور کوئی مرید ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حیض میں ہی پڑا رہتا ہے اور کبھی اس سے پاک نہیں ہوتا۔ اور ایسا آدمی بھی ہوتا ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا۔ ہمیشہ پاکی میں رہتا ہے۔"

(تذکرۃ الاولیاء در ذکر ابوبکر واسطیؒ از حضرت فریدالدین عطارؒ)

"মেয়েলোকদের যেমন হায়েজ হয় এই রকম এবাদতের পথে মুরীদদেরও হায়েজ আসে। মুরীদের পথে যে হায়েজ আসে, তাহা কথাবার্ত্তা হইতে উৎপত্তি হয়। কোন কোন

মুরীদ এই রকম হয় যে, সদা-সর্ব্বদা হায়েজের মধ্যেই পড়িয়া থাকে, কখনো ইহা হইতে পাক হয় না। আর এই রকমও কেহ আছে যে, তাহাদের হায়েজ মোটেই আসে না, সদা-সর্ব্বদাই তাঁহারা পবিত্র থাকেন।"

তফছীরে রূহুল বয়ানে লিখিত আছে—

كما ان للنساء محيضا فى الظاهر هو سبب نقصان ايمانهن لمنعهن عن الصلوٰة والصوم فكذالك للرجال محيض فى الباطن وهو سبب نقصان ايمانهم لمنعهم عن حقيقة الصلوٰة -

"স্ত্রীলোকদের যেমন বাহ্যভাবে হায়েজ হইয়া থাকে এবং ইহা তাহাদের ইমানের ক্ষতির কারণ হয়—তাহাদিগকে নমাজ-রোজা হইতে রহিত রাখে, এই রকম পুরুষেরও আধ্যাত্মিকভাবে হায়েজ হয় এবং এই হায়েজ তাহাদিগকে নমাজ ও রোজার তত্ত্ব হইতে, হকিকত হইতে বঞ্চিত রাখে"। (তফছীর রুহুল বয়ান, ১ম জিলদ, ২৩৬ পৃঃ)।

অতএব এই 'হায়েজ' নিয়া ঘাটাঘাটি করাতে মৌলানা রুহুল আমীনের শরাফত, বিদ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির পরদাও ফাঁক হইয়া গিয়াছে।

৬নং বিবরণ

মির্জা সাহেবের আল্লাহ্তালার বীর্য্য হওয়ার বিবরণ

"انت من مّائِنا وهم من فشل (انجام آتھم ص۵)

তুমি আমার পানি (বীর্য্য) হইতে আর তাহারা শুষ্ক হইতে।"

উত্তর

কি রকম পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের তরবীয়ত হইয়াছে তাহা আমাদের জানা নাই, তবে তাহার কথাবার্ত্তা এবং তাহার রুচির রং দেখিয়া অনেক সময় আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় যে, এই রকম লোকের বকাবকীর জওয়াব দেওয়া কি আমাদের পক্ষে উচিত হইয়াছে। কিন্তু আজ মুসলমানদের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতনের যুগে, আকাশের তলের সর্ব্ব নিকৃষ্ট জীবের কবলে পড়িয়া হৃত-সর্ব্বস্ব মূক অজ্ঞ-জনসাধারণ ধনমানের সঙ্গে অমূল্য রত্ন ইমান হারাইতে বসিয়াছে দেখিয়া এই রকম রুচি-সম্পন্ন লোকের জওয়াব দিতেও আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। পাঠক দেখিতে পাইলেন মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এলহাম 'ماء' শব্দের অর্থ 'বীর্য্য' করিয়াছেন।

রসুলে করীম (সাঃ)-এর নিম্নলিখিত হাদীসে মৌলানা সাহেব ماء শব্দের অর্থ বীর্য্য করিবেন কি?

من فطر صائمًا على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء
ومن اشبع صائمًا سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى
يدخل الجنة "(ابن ماجه كتاب الصيام باب ٥٣)

এই হাদীছে হযরত রসুল করীম (সাঃ) রোজাদারকে ماء দিয়া এফতার করাইবার ছোওয়াবের কথা বলিয়াছেন।

আরবী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছেলেরাও জানে যে ماء শব্দের অর্থ পানি ; ماء الله অর্থ — আল্লাহ্‌র পানি। কোরান শরীফে এই শব্দের বহু ব্যবহার আছে।

وجعلنا من الماء كل شئ حيّ - (سورة انبياء: ٣١)

"প্রত্যেক বস্তু আমি পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি"। সমস্ত বস্তুই কি আল্লাহ্‌র বীর্য্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে? সমস্ত পানিই যে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ; সমস্ত পানির প্রকৃত মালিক যে আল্লাহ্ ইহাও কি এই মৌলানা নামধারী লোকটিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

فتلك امكم يا بني ماء السماء - (بخاری كتاب الانبياء باب ٨)

"এই তোমাদের মা, হে আসমানের পানির পুত্রগণ!" (মুসলিম) এই হাদীসে কি আস্‌মানের পানি অর্থ আসমানের বীর্য্য?

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) স্বয়ং এই এলহামের অর্থ করিয়া দিয়াছেন—

"تو ہمارے پانی سے ہے اور وہ لوگ فشل سے۔ اس جگہ پانی سے مراد ایمان
کا پانی استقامت کا پانی، تقویٰ کا پانی، وفا کا پانی، صدق کا پانی، حب اللہ کا پانی،
ہے جو خدا سے ملتا ہے اور فشل بزدلی کو کہتے ہیں جو شیطان سے آتی اور ہر
ایک بے ایمانی اور بدکاری کی جڑ بزدلی اور نامردی ہے۔"

(انجام آتھم حاشیہ صفحہ ٥٦ طبع اوّل)

"তুমি আমার পানি হইতে, আর উহারা "ফাশেল" হইতে। এইখানে পানির মর্ম্ম ইমানের পানি ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের পানি, তাকওয়ার পানি, বিশ্বস্ততার পানি, সততার পানি এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতের পানি যাহা খোদা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং "ফাশেল" ভীরুতাকে বলে যাহা সয়তান হইতে আসে, আর প্রত্যেক বেইমানি এবং বদকারীর মূল-ভীরুতা এবং নামরদী।" *(আনজামে-আথম, ৫৬পৃঃ)*

এত পরিষ্কার বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এইরূপ লজ্জাকর ধোঁকা দেওয়া তাঁহার অভ্যন্তরীণ চরিত্রের ফটো ছাড়া আর কিছুই নহে।

৭নং বিবরণ

মির্জা সাহেবের খোদার বিবি হওয়ার দাবী—

মির্জা সাহেবের খাস মুরীদ কাজি ইয়ার মোহাম্মদ লিখিয়াছেন।

উত্তর

কাজি ইয়ার মোহাম্মদ নামীয় বিকৃত আহমদীয়ত হইতে মুরতাদ ব্যক্তিকে মির্জা সাহেবের খাস মুরীদ বলা মুছায়লামা কাজ্জাবকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মুরীদ বলার মত মিথ্যা কথা এবং ধোঁকা। অতএব কাজি ইয়ার মোহাম্মদের কথা দিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সম্বন্ধে আপত্তি করা প্রকাশ্য ধোঁকা। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে ইয়ার মোহাম্মদের এই বর্ণনাকে আমরা সম্পূর্ণ মিথ্যা মনে করি।

৮নং বিবরণ

মির্জা সাহেবের গর্ভস্থিতি হওয়ার দাবী—

مریم کی طرح عیسٰی کی رُوح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں
مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ
اس الہام کے مجھے مریم سے عیسٰی بنایا گیا - (حقیقۃ الوحی ص۳۳۵ حاشیہ طبع اوّل)

"মরিয়মের ন্যায় ইসার রুহ আমার মধ্যে ফুৎকার করা হইল। রূপকভাবে আমাকে গর্ভিণী স্থির করা হইল। অবশেষে কয়েক মাসের পর যাহা দশ মাসের অতিরিক্ত নহে এই এলহাম দ্বারা মরিয়ম হইতে ইসাতে পরিণত করা হইল।"

মির্জা সাহেব মাতা হইলেন, বাঁচ্চা হইলেন, আবার বাঁচ্চার পিতাও হইলেন। ইহা আশ্চর্য্যজনক কথা নহে কি?

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই জ্ঞানগর্ভ কথা যে প্রকার অশ্লীল ইঙ্গিতসম মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব পেশ করিয়াছেন তাহা একজন আলেম নামধারীর পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা।

'গর্ভ' শব্দ এবং 'মরিয়ম' শব্দ দেখিয়াই মৌলানা সাহেবের হৃদয় অশ্লীল কল্পনায় কলুষিত হইয়া গিয়াছে। অথচ তিনি নিজেই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এবারতের তরজমা করিতে এই কথা গোপন করিতে পারেন নাই যে, হযরত মসিহে মাওউদ বলিয়াছেন -- استعارہ کے رنگ میں অর্থাৎ "রূপকভাবে আমাকে গর্ভিনী স্থির করা হইল।"

সাহিত্যিক মাত্রই অবগত আছেন যে, রূপকভাবে এই রকম ব্যবহার ভাষার মধ্যে মাধুর্য্য, গভীরত্ব ও ব্যাপকত্ব সৃষ্টি করে, কিন্তু অজ্ঞ কাটমোল্লাদিগকে ইহা বুঝাইব কেমন করিয়া।

হযরত নেজামি (রহঃ) সেকেন্দর-নামায় লিখিয়াছেন—

ے ضمیرم نہ زن بلکہ آتش زن ست
کہ مریم صفت بکر و ابستن است

হযরত উরফী (রহঃ) বলিয়াছেন ঃ—

ے مریم من فیض جبریل از مزاج خود گرفت
مریمے را برد بالا ذہن عیسےٰ زائے من

এই দুইটি কবিতায় নেজামি নিজকে মরিয়মের মত কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী বলিয়াছেন এবং উরফী নিজকে প্রথমে মরিয়মের মত জিব্রীলি ফয়েজ লাভ করিয়া পরে মরিয়ম হইতে ইসারূপে জাত হইবার দাবী করিয়াছেন। নিজেই মাতা এবং নিজেই বাচ্চা, আবার বাচ্চার পিতাও হইলেন উরফী নিজেই। কোন কাটমুল্লার মাথায় এই কথা ঢুকিবে কি? প্রত্যেক জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যিক এই সুন্দর রূপকের ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। নেজামি এবং উরফীর এই কবিতাদ্বয় নিয়া কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে মৌলানা রুহুল আমীনের মত এরূপ অশ্লীল বিদ্রূপ করিতে শুনা যায় নাই। বরং নেজামি এবং উরফীর এই কবিতাদ্বয়ের মর্ম্ম অনুসারে তাহারা বিনা উস্তাদে স্বভাব কবি বলিয়াই সাহিত্যিকগণের নিকট গৃহীত ও আদৃত হইয়াছেন।

অতএব কবিত্বের মধ্যে যেমন কেহ মরিয়মের মত কোন অন্য মানুষের সংশ্রবে না আসিয়াও জ্ঞানগর্ভে গর্ভবতী হইয়া স্বভাব কবি হইতে পারে এবং কেহ কেহ এরূপ স্বভাব কবি হইতেও উন্নততর অবস্থায় প্রসূত ও পরিণত হইতে পারে, যেমন নেজামী ও উরফী দাবী করিয়াছেন, এরূপ রুহানিয়ত ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়াও কেহ কেহ রুহানিয়তে প্রথমে মরিয়মের মরতবা লাভ করিয়া এবং পরে আরও উন্নত অবস্থায় মসিহের মরতবা লাভ করিলে তাহাদিগকে রূপক ভাষায় মরিয়ম হইতে প্রসূত মসিহ বলা অন্যায় হইবে না। এই কথার দিকেই আল্লাহ্তালা কোরান শরীফে ইঙ্গিত করিয়াছেন :—

ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأت فرعون (الى قوله تعالى) ومريم
ابنت عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و
صدقت بكلمت ربها وكتبه وكانت من القنتين .

(سورة تحريم)

"আল্লাহ্তালা মোমেনদের জন্য দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ফেরাওনের স্ত্রীকে এবং এমরানের বেটি মরিয়মকে, যিনি নিজ সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আমি তাহাতে আমার রূহ ফুৎকার করিয়াছিলাম এবং তিনি আল্লাহ্র বাক্যগুলি ও কিতাবের তছদীক করিলেন, এবং তপস্বীদের অন্তর্গত হইলেন।"

এই আয়াতে আল্লাহ্তালা মোমেনদের জন্য মরিয়মকে আদর্শরূপে পেশ করিয়া মরিয়মের পরবর্ত্তী অবস্থা মরিয়ম হইতে ইসা উৎপন্ন হওয়ার কথা বলিয়া এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, মরিয়মের মত মরতবা লাভ করিতে পারিলে তোমাদের মধ্যেও আর এক উন্নত-তর অবস্থার জন্ম হইয়া তোমরা মরিয়মী মরতবা হইতে ইসার মরতবাতে উন্নীত হইতে পার। এইরূপ রুহানী দ্বিতীয় জন্মের কথা সূফীয়ানে কেরামাও বলিয়াছেন। যথা —

ইমামত্তায়েফা শেখ ছাহরাওরদী রহমতুল্লা বলিয়াছেন ঃ—

"يصير المريد جزء الشيخ كما ان الولد جزء الوالد فى الولادة الطبعية وتصير هذه الولادة انفا ولادة معنوية كما ورد عن عيسى صلوات الله عليه لن يلج ملكوت السماء من لم يولد مرتين فبالولادة الأُوْلٰى يصير له ارتباط بعالم الملك لأنبهذه الولادة يصير له ارتباط با الملكوت قال الله تعالى كذالك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض و ليكون من الموقنين" وصرف اليقين على الكمال يحصل فى هذه الولادة و بهذه الولادة يستحق ميراث الانبياء ومن لم يصله ميراث الانبياء ما ولد و ان كان على كمال الفطنة والذكاء"

(عوارف المعارف لِإِمَامِ الطايفة الشيخ السهروردى جلد اوّل ص۴۰)

"মুরীদ নিজ পীরের অংশ হইয়া পড়ে। দৈহিক জন্মে পুত্র যেমন পিতার অংশ ঠিক এই রকম। মুরীদের অভ্যন্তরীণ জন্ম হয়। হযরত ইসা (আঃ) বলিয়ছেন, যে ব্যক্তির দুইবার জন্ম হয় নাই সে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রথম জন্মে মানুষের এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধ হয় এবং দ্বিতীয় জন্মে মানুষের সম্বন্ধ হয় স্বর্গীয় রাজ্যের সঙ্গে। কোরানের আয়াত— نُرِى ابراهيم ملكوت السموات (الانعام: ۷۵) এর এই অর্থ।

খাঁটি এবং পূর্ণ বিশ্বাস এই আধ্যাত্মিক জন্মেই লাভ হইয়া থাকে এবং এই জন্মেই মানুষ নবীদের মীরাছের অধিকারী হয়। আর নবীদের মীরাছ যাহারা লাভ করিতে না পারে তাহাদের জন্ম হয় নাই, তাহারা যতই কেন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হউক না কেন।" *(অওয়ারেফুল, মারেফ, ১ম জিলদ, ১৫ পৃঃ)।*

হযরত ইমামুত্ত্বায়েফা শেখ ছাহরাওরদীর বর্ণনায় প্রমাণ হয় যে, নিজের মধ্য হইতেই মানুষের আবার নিজের জন্ম হয়, ইহাকে সূফীগণ রূহানী জন্ম বলেন।

নিজেই বাচ্চা নিজেই মা কেমন করিয়া হইল, এই তত্ত্ব-কথায় একজন দুনিয়ার কাট-মুল্লার মাথা ঘুরিয়া গেলেও আহলে-মারেফত এই হকীকতের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

বিখ্যাত সূফী হযরত ছাহল (রাঃ) বলিয়াছেন—

الخوف ذكر والرجاء انثى معناه منهما يتولد حقايق الايمان ۔

(شرح تعرف ص۵۴)

"ভয় পুরুষ এবং আশা স্ত্রী অর্থাৎ এই উভয়ের মিশ্রণে ইমানের হকিকতের জন্ম হয়।"

৯নং বিবরণ

মির্জা সাহেবের প্রসব বেদনা

"پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے درد زہ تنہ کھجور کی طرف لے آئی"

(کشتی نوح ص۴۷ طبع اوّل)

এইরূপ বাতিল মতগুলি দ্বারা কি ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে? এইরূপ কলুষিত রূপক বর্ণনার কি আবশ্যক হইয়াছে?

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এখানেও ভাল কথার অশ্লীল অর্থ করিয়া নিজের কলুষিত মানসিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন ঃ—

"میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت اور وحی الٰہی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔ اسی کی نسبت میری گھبراہٹ ظاہر کرنے کے لئے یہ الہام ہوا تھا فاجاءہ المخاض الی جذع النخلۃ قال یالیتنی متّ قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ مخاض سے مراد اس

جگہ وہ امور ہیں جن سے خوفناک نتائج پیدا ہوتے ہیں اور جذع النخلۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی اولاد مگر صرف نام کے مسلمان ہیں بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ دردانگیز دعوت جس کا نتیجہ قوم کا جانی دشمن ہو جانا تھا اس مامور کو قوم کے لوگوں کی طرف لائی جو کھجور کی خشک شاخ یا جڑ کی مانند ہیں تب اس نے خوف کھا کر کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتا اور بھولا بسرا ہو جاتا۔"

(براہین احمدیہ حصہ پنجم صـ۵۳ حاشیہ طبع اوّل)

এবং কিশ্‌তিয়ে নূহ কিতাবের এবারত এইরূপ ঃ—

"پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے دردزہ تنہ کھجور کی طرف لے آئی یعنی عوام الناس اور جاہلوں اور بے سمجھ علماء سے واسطہ پڑا جن کے پاس ایمان کا پھل نہ تھا جنہوں نے تکفیر و توہین کی اور گالیاں دیں اور ایک طوفان برپا کیا۔" (کشتیٔ نوح صـ۴۷ طبع اوّل)

পাঠক দেখিতে পাইলেন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর এবারতে আপত্তিকর কোন কথাই নাই।

মানসিক কষ্টের আতিশয্য বুঝাইবার জন্য 'প্রসব বেদনা' শব্দের ব্যবহার ভাষায় খুব দুর্লভ নহে।

গালাতিয় ইঞ্জিলে পল বলিতেছেন, "তোমরা আমার বৎস, আমি পুনরায় তোমাদিগকে লইয়া প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।" *(গালাতিয়, ৪র্থ অধ্যায়, ১৯ পদ)।*

পাঠক, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর কথাগুলিকে বিকৃত করিয়া কিংবা সেগুলির বিকৃত অর্থ করিয়া অশ্লীল আকারে পেশ করা একজন আলেম নামধারীর পক্ষে শোভনীয় হয় নাই। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর মতগুলিকে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বাতিল বলিয়া প্রমাণ করিবার মত কোন একটি কথাও এই ৫ম খণ্ড পুস্তকে পেশ করিতে পারেন নাই। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর মতগুলিকে বাতিল সাব্যস্ত করিবার জন্য কত প্রকারের জঘন্য মিথ্যা এবং ধোঁকাবাজিতে এই বইগুলি ভরিয়া দিয়াছেন তাহা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর আসল কিতাবের সঙ্গে মিলাইয়া আমার এই প্রতিবাদখানা এবং মৌলানার 'কাদিয়ানী–রদ' পাঠ করিলে পাঠক সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এইজন্যই মৌলানাগণ লোকদিগকে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর সকল কিতাব পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন এবং কোন আহমদী আলেমের কাছে আসিতেও নিষেধ করেন, পাছে তাহাদের গুপ্ত রহস্য বাহির হইয়া পড়ে।

১০ নং বিবরণ

"فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الاوّل والآخر مظہر الحق والعلاء کان اللہ

نزل من السماء ۔ (سبز اشتہار مورخہ ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء)

এস্থলে মির্জা সাহেব নিজের পুত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন, যেন স্বয়ং খোদা আসমান হইতে নামিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে মির্জা সাহেবের খোদার পিতা হইবার দাবী হইল না কি?

উত্তর

'খোদা যেন আসমান হইতে নামিয়া আসিয়াছেন,' এই কথা এবং 'খোদা যেন নিজে আসিয়া আমাকে সাহায্য করিলেন,' 'খোদা যেন নিজ হাতে ধরিয়া আমাকে বাঁচাইলেন' এই প্রকারের কথা ভাষাতে অতি বিরল নহে। উপরোক্ত উর্দ্দু এবারতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাঁহার এক পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, আল্লাহ্তালা তাঁহাকে এত সাহায্য করিবেন যেন আল্লাহ্তালা নিজে নামিয়া আসিয়াছেন। এই কথার মধ্যে আপত্তির কি আছে?

কোরান শরীফে রসুলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধেও আল্লাহ্তালা বলিয়াছেন ঃ—

مارمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ جلد اوّل)

"যাহা তুমি নিক্ষেপ করিয়াছ তাহা তুমি নহ বরং আল্লাহ্ স্বয়ং নিক্ষেপ করিয়াছেন।"

মৌলানা সাহেব এই আয়াতের কি অর্থ করিবেন, তিনি কি রসুল করীম (সাঃ)-কে খোদা বলিবেন?

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি মিথ্যার এলজাম ও উহার প্রতিবাদ

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব 'কাদিয়ানী-রদ' পুস্তকের ৫ম ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে "মির্জা সাহেবের মিথ্যা বলার বিবরণ শীর্ষক" প্রবন্ধে কতকগুলি প্রবঞ্চনামূলক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন এবং এই অনর্গল মিথ্যা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কোরান শরীফের

لعنة الله على الكاذبين - (كليات الامامات الحكم، ١٥ اگست ١٩٠٣ء صـ٢)

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লানত এই পবিত্র বাক্যটিরও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমরা সর্ব্ব-প্রথম 'আমীন' বলিতেছি।

পাঠক দেখিতে পাইলেন, আল্লাহ্‌র 'লানত' মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের উপর কি রকম মূষলধারে বর্ষিত হইয়াছে, এবং কি ভয়াবহভাবেই না তিনি আল্লাহ্‌র লানতে গেরেফতার হইয়াছেন। আল্লাহ্‌র লানতে না পড়িলে এত জঘন্য ধরনের মিথ্যা কি কাহারও পক্ষে বলা সম্ভবপর হইতে পারে? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র অভিশাপগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও পক্ষে মিথ্যার নাজাছতের মধ্যে এত প্রকাশ্যভাবে নিমজ্জিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না। এই 'কাদিয়ানী-রদ' পুস্তকে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের যে অভ্যন্তরীণ স্বরূপ ও গুপ্ত রহস্য বুদ্ধিমানের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে তাহা কি আল্লাহ্‌তালার কম লানতের ফল?

چوں خدا خواهد کہ پردۂ کس درد
میلش اندر طعنۂ پاکاں برد

পাঠক এই 'কাদিয়ানী-রদ' পুস্তকের পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে তাহার যে স্বরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন অবশিষ্ট অংশেও তাহার আরও কতেক নমুনা দেখুন।

মৌলানার ১নং প্রবঞ্চনা

মির্জা সাহেব নিজের পুস্তক লেখিতে বহু মিথ্যা কথা যোগ করিয়াছেন এবং নির্ভীক-চিত্তে মিথ্যাভাবে আস্‌মানি কিতাবগুলির বরাত দিয়া থাকেন। মির্জা সাহেবের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। ভ্রান্তিমূলক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার সাক্ষীগণের সংখ্যা ৬০ লক্ষ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার মুরীদের সংখ্যা ৭০ সহস্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যখন তাঁহার মুরীদগণের সংখ্যা ৭০ সহস্র হইল ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের সাক্ষীর সংখ্যা ৬০ লক্ষ হইবে কীরূপে?

উত্তর

ইহার উত্তরে সর্ব্ব প্রথম আমি বলিতেছি—

لعنة الله على الكاذبين - آمين - (كاپی الہامات۔الحکم، اگست ۱۹۰۳ء صفحہ)

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর গ্রন্থ হইতে কোন মিথ্যা মৌলানা প্রমাণ করিতে পারেন নাই, পারিবেনও না। তিনি কোন আস্‌মানি কিতাবের মিথ্যা বরাত দেন নাই। ইহাও মৌলানা সাহেব প্রমাণ করিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে এবং হইতে থাকিবে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাঁহার যে–সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছেন সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। আল্লাহ্‌র কালাম ও ভবিষ্যদ্বাণী বুঝিবার মত রুহানী শক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহারা তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

দুনিয়ার কোন নবীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বিরুদ্ধ পক্ষের ভ্রমান্ধ ও স্বার্থান্ধ ধর্ম্ম–যাজকেরা কখনো স্বীকার করে নাই। আমি পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছি, "হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর সঙ্গে সমসাময়িক মৌলানা–মৌলবীগণ বিরুদ্ধাচরণ করিবে এবং তাঁহার সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি বুঝিতে না পারিয়া কাফেরী ফতোয়া দিবে" এই কথা মুজাদ্দীদে আলফেছানী (রহঃ) তাঁহার মকতুবাতে লিখিয়াছেন। হযরত পীর মহীউদ্দিন ইব্‌নে আরবী লিখিয়াছেন ঃ—

اذا خرج هذا الامام المهدى فليس له عدو مبين

الا الفقهاء خاصة - (مکتوباتِ امام ربانی دفتر دوم)

"ইমাম মাহদী (আঃ) প্রকাশ হইলে মৌলানা মৌলবীগণই তাঁহার প্রধান শত্রু হইবে।" *(ফতুহাতে মক্কীয়া)*

অতএব মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রমুখ মৌলবীগণ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইলেও তাহা স্বীকার করিব কেন? পাঠক হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি তাঁহার নিজ গ্রন্থে পাঠ করিলে এই সমস্ত মৌলানাদের ধোঁকাবাজীর ঠিক স্বরূপ ধরিতে পারিবেন।

এতদ্ব্যতীত মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পেশ করা কথা দ্বারাও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যে পূর্ণ হইয়াছে তাহাই প্রমাণিত হয়— অবশ্য যাহারা বিবেক ও বিচার–বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন নাই তাহাদের কাছে।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বলিয়াছেন, মির্জা সাহেবের যেহেতু ৭০ সহস্র মুরীদ, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার ৬০ লক্ষ সাক্ষী হইল কি করিয়া?

অন্যায় জিদে মৌলানার নেহায়েৎ সাধারণ বুদ্ধির বিলোপ সাধন না হইলে এবং দীনদারী ও তাক্‌ওয়ায় সামান্য কিছু বাকী থাকিলে মৌলানা বুঝিতে পারিতেন যে,

ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ৬০ লক্ষ সাক্ষী হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কেবল নিজ মুরীদ হইতে পেশ করেন নাই বরং বিরুদ্ধ পক্ষের যে-সমস্ত গয়র আহমদী, হিন্দু, শিখ, খ্রীষ্টান ইত্যাদির সাক্ষ্যও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) পেশ করিয়াছেন তাহাদের সমষ্টি ৬০ লক্ষ হইবে।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) 'হকিকতুলওহি' এবং 'নজোলুল-মসিহ' ইত্যাদি কিতাবে বহু হিন্দু মুসলমান বিপক্ষ লোকের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে কছম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন।

শত্রু পক্ষের লোককে সাক্ষী করিয়া যে কথা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) দুনিয়ার সামনে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাকে মিথ্যা বলা বোকামি বা বেহায়ামি ছাড়া আর কি হইতে পারে? তিনি যদি শুধু ৭০ সহস্র নিজ ভক্ত মুরীদকেই সাক্ষী করিতেন, তাহা হইলে মৌলানা সাহেবের মত লোকে আপত্তি করিবার সুযোগ পাইত। ৬০ লক্ষ শত্রু-মিত্র লোকের সাক্ষীকে মৌলানা অবিশ্বাস করিবেন কি করিয়া?

الفضل بما شهدت به الاعداء - (عرب محاوره)

মৌলানা মনে করিয়াছেন যে-সমস্ত লোক হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে গ্রহণ করেন নাই তাহারা কি আর ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দিবেন?

المرء يقيس على نفسه - (عرب محاوره)

মানুষ নিজের মত সকলকেই মনে করে । এরূপ মনে করিয়া মৌলানা সাহেব মস্ত বড় ভুল করিয়াছেন। রসুল করীম (সাঃ) আকাশের নীচে সর্ব্বনিকৃষ্ট জীব সকলকেই বলেন নাই। বিধর্ম্মীদের মধ্যেও নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া এমন লোক এখনও বিদ্যমান আছে যাহারা মিথ্যা কথাকে অন্ততঃ ঘৃণা করে।

অতএব ৭০ সহস্র শিষ্য লইয়া ৬০ লক্ষ সাক্ষ্য পেশ করাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি উজ্জ্বল ও দৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ے گفتگو ایک رنگ نباشد غافل و ہوشیار را
در نفس باشد تفاوت خفتہ و بیدار را

২নং প্রবঞ্চনা

মির্জা সাহেব ৩ নম্বর আরবাইনে লিখিয়াছেন—

مولوی غلام دستگیر قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی اسمٰعیل علی گڑھ
والے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا ہے کہ اگر وہ کاذب ہے تو ہم سے

پہلے مرے گا۔" (حقیقۃ الوحی ص۳۳۳ مع حاشیہ طبع اوّل، نزول المسیح ص۱۹ طبع اوّل پیشگوئی نمبر۴۶)

উক্ত মৌলবী সাহেবদ্বয় নিজের কেতাবে এরূপ লিখেন নাই ইহা মির্জা সাহেবের জ্বলন্ত মিথ্যা কথা। কোন মির্জায়ী ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারেন কি?

উত্তর

مشتے کہ بعد از جنگ یاد آید ؛ بر کلۂ خود باید زد

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নিজের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের প্রায় ১২৫ জন বিখ্যাত আলেমের নামে নামে সাজ্জাদানশীন পীর সাহেবানদের মোকাবেলায় এস্তেহার পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে মোবাহালার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন এবং এই আহ্বান 'আঞ্জামে আথম' কিতাবেও প্রকাশ করিয়াছেন। *(আঞ্জামে আথম, ৪৫–৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)*

এই মোবাহালার আহ্বানের মধ্যে তিনি এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন—

"مَیں یہ بھی شرط کرتا ہوں کہ میری دُعا کا اثر صرف اس صورت میں سمجھا جائے کہ جب تمام وہ لوگ جو مباہلہ کے میدان میں بالمقابل آویں ایک سال تک اُن بلاؤں میں سے کسی بلا میں گرفتار ہو جائیں۔ اگر ایک بھی باقی رہا تو مَیں اپنے تئیں کاذب سمجھوں گا اگرچہ وہ ہزار ہوں یا دو ہزار اور پھر ان کے ہاتھ پر توبہ کروں گا۔ اور اگر مَیں مر گیا تو ایک خبیث کے مرنے سے دنیا میں ٹھنڈا اور آرام ہو جائے گا۔" (نزول المسیح ص۱۹، ۲۰۳ طبع اوّل)

কিন্তু এই মোবাহালার আহ্বান পাঠ করিয়া এবং ময়দানে হাজির হইয়া কেহই মোবাহালা করিতে সাহস করে নাই এবং অধিকাংশ মৌলানা-মৌলবী ও সাজ্জাদানশীন পীর একেবারে নীরব থাকে আর অনেকেই মুবাহালার প্রকাশ্য ময়দানে উপস্থিত না হওয়ার লজ্জা ঢাকিবার জন্য নানা প্রকার বাহানা করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করিয়া ফেলে, এবং এইভাবে লিখিত মোবাহালার মধ্যে গেরেপ্তার হইয়া, অল্প দিনের মধ্যেই মারা পরে। মৌলবী গোলামদস্তগীর এবং মৌলবী ইছমাইল আলিগড়ী ঐ সমস্ত লিখিত মোবাহালাকারীদের অন্যতম।

ঐ সমস্ত মোবাহালাকারীগণ মারা যাওয়ার পরই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ঐ সকল লোকের মৃত্যুকে নিজের সত্যতার দলিলস্বরূপ নিজের বিভিন্ন কিতাবাদি দ্বারা প্রকাশ করেন। তখন কিন্তু কেহই মৌলবী ইসমাইল আলীগরী এবং মৌলবী গোলাম

দস্তগীর সম্বন্ধে এই প্রতিবাদ করে নাই যে, মির্জা সাহেবের এই কথা মিথ্যা। তাই বলিয়াছিলাম,

مشتے کہ بعد از جنگ یاد آید
بر کلۂ خود باید زد

"যে ঘুষিটা লড়াইর পরে মনে হয় সেইটা নিজের মাথায়ই মারিয়া ফেলা উচিত।"

সমসাময়িক কেহই যখন মৌলবী ইসমাইল আলীগড়ী ও মৌলবী গোলাম দস্তগীর কছুরীর মোবাহালার কথা অস্বীকার করে নাই, আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই অস্বীকারের কোন মূল্য নাই, বরং সমসাময়িক লোকের কোন প্রতিবাদ না করা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর কথার সত্যতার প্রমাণ যে, উক্ত মৌলবীদ্বয় হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর মৃত্যুর দোয়া করিয়া— মোবাহালা করিয়াই মারা গিয়াছে।

কিন্তু পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, মৌলবী গোলাম দস্তগীর কছুরীর লিখিত পুস্তিকা ফতহে–রহমানীর ২ পৃষ্ঠায় এই মোবাহালার কথা স্বীকার করিয়াছেন ঃ—

"مرزا جی نے رسائل اربعہ فقیر کو بھیج کر بشمولیت بہت سے علماء دین متین کے فقیر کو بھی مباہلہ کے واسطے قسمیں دے کر بلایا اور مباہلہ نہ کرنے والے کو ملعون بنایا۔" (فتح رحمانی صـ২)

"মির্জা সাহেব ৪ খানা পুস্তিকা আমার কাছেও পাঠাইয়াছেন এবং অন্যান্য আলেমদের সহিত আমাকেও মোবাহালার জন্য কছম দিয়া আহ্বান করিয়াছেন এবং যাহারা মোবাহালা না করিবে তাহাদিগকে লানতি বলিয়াছেন।"

মৌলবী গোলাম দস্তগীর তাঁহার এই কিতাবের ২৬ পৃষ্ঠায় এইভাবে দোয়া করিয়া মুবাহালা করিয়াছেন—

"اللھم یا ذوالجلال والاکرام یا مالک الملک جیسا کہ تُو نے حضرت محمد طاہر مولف مجمع البحار الانوار کی دُعا اور سعی سے اس مہدیٔ کاذب اور جعلی مسیح کا بیڑا غارت کیا تھا ایسا ہی دعا و التجا اس فقیر قصوری کان اللہ لہ سے جو سچے دل سے تیرے دین متین کی تائید میں حتی الوسع ساعی ہے مرزا قادیانی اور اس کے حواریوں کو توبہ نصوح کی توفیق رفیق فرما اگر یہ مقدر نہیں تو اُن کو مورد اس آیتِ فرقانی کا بنا۔ فقطع دابر

القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين -
انك على كل شئ قدير وبالاجابة جدير - آمين -
(فتح رحمانی ص۲۶-۲۷)

পাঠক দেখিতে পাইলেন, মৌলবী গোলাম দস্তগীর কছুরী উল্লিখিত নিজ কেতাবে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর সঙ্গে মোবাহালা স্বীকার করিয়া ও প্রকাশ্য ময়দানে উপস্থিত না হইয়া লিখিত মোবাহালা করিয়াছিল; এবং ইহা পাবলিশও করিয়াছিল; এবং এখন পর্য্যন্ত এই কিতাবখানা কোন কোন লোকের কাছে বিদ্যমান আছে অথচ মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এত বড় প্রকাশ্য কথার অস্বীকার করিতে জিহ্বায় একটুও জড়তা আসিল না — এবং তিনি একটুও চিন্তা করিলেন না যে, কেহ যদি এই কিতাব দেখাইয়া দেয় তাহা হইলে তিনি কি জওয়াব দিবেন। তিনি হয় ত মনে করিয়াছেন যে, এত দিন পূর্ব্বের এই সাময়িক ঝগড়া সম্বলিত ছোট কেতাব কি আর পাওয়া যাইবে?

ع چہ دلاورست دزدے کہ بکف چراغ دارد

পাঠক, মৌলবী গোলাম দস্তগীর কছুরীর এবারত দেখিতে পাইলেন এবং মৌলবী ইসমাইল আলীগড়ী সম্বন্ধে শুনুন। মৌলবী ইসমাইল আলীগড়ীও মোবাহালার কিতাব লিখিয়া প্রেসে ছাপাইতেছিলেন, এমন অবস্থায় মৌলবী ইসমাইল আলীগড়ী মোবাহালার তাছিরে (প্রভাবে) আল্লাহ্‌র আজাবে পড়িয়া মারা যান। ইহা দেখিয়া ঐ কিতাবখানা অর্দ্ধমুদ্রিত অবস্থায় প্রেসের মধ্যেই নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। হযরত মুন্সি আবদুল্লাহ্ সাহেব ছান্নোরী এ সম্বন্ধে চাক্ষুস সাক্ষ্য বর্ণনা করিয়াছেন।

মৌলবী ইসমাইল আলীগড়ীর মোবাহালার কেতাব প্রেসে দেওয়া এবং মুদ্রিত হইতে থাকাকালীন তাহার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) মৌলবী ইসমাইল আলীগড়ীর মোবাহালার ফলে মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করিয়া দেন। কিন্তু তখন কোন মৌলবী বা মৌলানাই এই মোবাহালা অস্বীকার করিতে সাহস করে নাই। অতএব প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের ইহাকে মিথ্যা বলার কোন অধিকার নাই? ইহা দ্বারা মৌলানা রুহুল আমীনেরই মিথ্যা প্রমাণ হয়।

৩নং প্রবঞ্চনা

তিনি হকিকাতুল ওহির ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف

৯। - لاکھ بات بنائیے لیکن ایسا نہیں ہوگا

এই এবারতের সমস্ত কথাই মিথ্যা। মির্জা সাহেব কোন কিতাব হইতে উপরোক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, হযরত ইসা (আঃ) মদ পান করিবেন ও শূকর ভক্ষণ করিবেন, মির্জায়ীগণ ইহার কোন প্রমাণ দিতে পারিবেন কি?

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এবারতের অর্দ্ধেকটা পেশ করিয়া উল্টা মর্ম্ম বয়ান করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন এখানেও ধোঁকা দিয়াছেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আসল এবারত এইরূপ—

"کسی حدیث صحیح سے اس بات کا پتہ نہیں ملے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے جو اُمتی نہیں ہے یعنی آپؐ کی پیروی سے فیضیاب نہیں اور اسی جگہ سے اُن لوگوں کی غلطی ثابت ہوتی ہے جو خواہ نخواہ حضرت عیسٰی کو دوبارہ دنیا میں لاتے ہیں اور وہ حقیقت جو الیاس نبی کی دوبارہ آنے کی تھی جو خود حضرت عیسٰی کے بیان سے کھل گئی اس سے کچھ عبرت نہیں پکڑتے بلکہ جس آنے والے مسیح موعود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے اُس کا اُنہیں حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی ہوگا اور اُمتی بھی مگر کیا مریم کا بیٹا اُمتی ہو سکتا ہے؟ کون ثابت کرے گا کہ اس نے براہ راست نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے درجۂ نبوت پایا تھا؟ هذا هو الحق وان تولوا فقل تعالوا ندعوا ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين - اور ہزار کوشش کی جائے اور تاویل کی جائے یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگے گا اور جب لوگ

قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا اور جب لوگ عبادت
کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف
متوجہ ہوگا اور شراب پیئے گا اور سؤر کا گوشت کھائے گا اور اسلام
کے حلال و حرام کا کچھ پروا نہیں رکھے گا۔"

পাঠক দেখিতে পাইলেন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কি বলিয়াছেন এবং মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই কথাকে কি মর্ম্মে পেশ করিয়াছেন।

"من چہ می سرایم و تمبورۂ من چہ می سراید"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) প্রমাণ করিলেন যে, ইস্রায়ীলি উম্মতের মসিহ যেহেতু অন্য শরীয়তের নবী এবং স্বাধীন নবী, তিনি রসুল করীম (সাঃ)–এর তাবেদারী করিয়া নবুওয়ত প্রাপ্ত হন নাই, অতএব তিনি শরীয়তে মোহাম্মদীয়ার অধীন হইয়া আমল করিতে পারেন না। আর বর্তমান খ্রীষ্টানী শরীয়ত অনুযায়ী আমল করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কেননা, ইহা বিকৃত হইয়া গিয়াছে— শরাব, শূকর ইত্যাদি হারাম জিনিষকে খৃষ্টানগণ হালাল করিয়া নিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি ছহী ইস্রাইলী শরীয়ত অনুসারেও আমল করিতে পারেন না, কেননা, তাহা মনসুখ হইয়া গিয়াছে। নিজের নবুওয়ত হইতে বরখাস্ত হইয়াও অন্য নবীর উম্মতে আসিতে পারেন না এবং নিজের নবুওয়তে স্থাপিত থাকিয়াও আসিতে পারেন না। অতএব ইস্রায়িলী মসিহ্‌র এই উম্মতে আসা অসম্ভব।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর কথাকে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যেভাবে বিকৃত করিয়া পেশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া ইহুদীরাও লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া ফেলিবে।

৪নংপ্রবঞ্চনা

মির্জা সাহেব 'জঙ্গে–মুকাদ্দসে' লিখিয়াছেন— 'আথমকে ১৫ মাস পর্য্যন্ত হাবিয়াতে নিক্ষেপ করা হইবে, এবং তাহার উপর কঠিন লাঞ্ছনা উপস্থিত হইবে যদি সে সত্যের দিকে রুজু না করে'।

আর কিশ্‌তিয়ে নূহে লিখিয়াছেন—

"ভবিষ্যদ্বাণীর বিবরণ এই ছিল, যে–ব্যক্তি নিজের আকীদার হিসাবে মিথ্যাবাদী, সে প্রথমে মরিবে।"

মিষ্টার আথম ১৫ মাসের মধ্যে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন নাই এবং মির্জা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হইয়াছে, এই লজ্জা নিবারণের জন্য ১৫ মাসের মধ্যে মরিবে স্থলে প্রথমে মরিবে লেখা হইয়াছে, ইহা জ্বলন্ত মিথ্যা কথা নহে কি?

উত্তর

১৫ মাসের মধ্যে মরিবে, আর যে মিথ্যাবাদী সে প্রথম মরিবে, এই দুইটা কথাকে মৌলানা সাহেব পরস্পর বিপরীত বুঝিতেছেন; এইরূপ বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। অন্যায় জিদ মৌলানাকে এরূপ অন্ধ করিয়া দিয়াছে যে, এই সহজ কথাটাও মৌলানার মাথায় ঢুকিতেছে না। ১৫ মাসের মধ্যে মরিবে সত্য হইয়াও পাদরী আথম হযরত মসিহে মাওউদের পূর্ব্বে মরিবে সত্য হইতে পারে। ১৫ মাসের মধ্যে মরিবে কথাটা মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর পূর্ব্বে মরিবে কথার বিপরীত নয়। দুইটা কথাই এক সঙ্গে সত্য হইতে পারে। অধিকন্তু ইহাতে মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী এমনভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে জ্ঞান না পাইলে এই রকমভাবে ভবিষ্যতের কথা শর্ত্ত করিয়া বলা মানব বুদ্ধির অতীত।

কোন মানুষ নিজের বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাহায্যে হয়ত বলিয়া ফেলিবে যে, অমুক ব্যক্তি এত দিনের বেশী বাঁচিতে পারে না বা এতদিনের মধ্যে মরিবে, কিন্তু মানুষের জ্ঞান এই কথা কেমন করিয়া বলিবে যে, সত্যের দিকে যদি সে প্রত্যাবর্ত্তন না করে তাহা হইলে এতদিনের মধ্যে মরিবে, আর যদি সত্যের দিকে রজু করে তবে এত দিনে মরিবে না।

দুনিয়ার কোন জ্ঞান ও বিজ্ঞান এইরূপ শর্ত্ত করিয়া মরা এবং না মরার দুইটা দিকের কথা বলিতে পারে না। তারপর চিন্তা করিবার বিষয়, একজন মানুষ কোনরূপ পার্থিব জ্ঞানের বলে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ার মত যদি বলেও যে, অমুক ব্যক্তি এতদিন পর্যন্ত মরিবে, কিন্তু নিজের মৃত্যুর কথা কেমন করিয়া বলিবে যে, অমুকের না মরা পর্যন্ত আমি মরিব না। যদি কেহ এই রকম বলিতে পারে এবং ইহা সত্য হয় তাহা হইলে কোন ঈমানদার মানুষ, যাহার হৃদয়ে একটুও খোদার ভয় আছে, সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে যে, এমন খবর স্বয়ং আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই দিতে পারে না—

لا يظهر على غيبه احدًا الا من ارتضى من رسول ـ (الجن ٢٧-٢٨)

অতএব মিষ্টার আবদুল্লাহ্ আথম সমন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী যাহা জঙ্গে–মুকাদ্দসে এবং হকিকতুল–ওহিতে এবং কিশ্‌তিয়ে–নূহে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে পরস্পর বিরোধ নাই, বরং এই বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন দিক দিয়া ভবিষ্যদ্বাণীর গুরত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে, এক ভবিষ্যদ্বাণীর উপলক্ষে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হইয়াছে। যথা ঃ–

১। সত্যের দিকে রুজু না করিলে ১৫ মাসের মধ্যে আথম মরিবে।

২। আথমের মৃত্যু পর্যন্ত মসিহে মাওউদ স্বয়ং জীবিত থাকিবেন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়া বোকা বানাইবার জন্য বলিতেছেন, মির্জা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হইয়াছে। কিন্তু পাদরী আথমের ঘটনা এবং মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার নিজ গ্রন্থে পাঠ করিলে যাহাদের

মাথায় একটুও বুদ্ধি আছে তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে, মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই কথা স্বীকার করিতেছেন যে, মসিহে মাওউদ (আঃ) ১৫ মাসের মধ্যে আথমের মরিবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, সে যদি সত্যের দিকে রুজু না করে এই শর্ত্তে। অতএব সত্যের দিকে রুজু করার ফলে যদি ১৫ মাসের মধ্যে না মরে তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বাণীকে কোন বুদ্ধিমান মিথ্যা বলিতে পারে না।

পাদরী আথমের সঙ্গেও এই ঘটনাই ঘটিয়াছে। মসিহে মাওউদ (আঃ) যখন মোবাহাছার পর আথমের সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, আথমকে "১৫ মাস পর্যন্ত হাবিয়াতে নিক্ষেপ করা হইবে এবং তাহার উপর কঠিন লাঞ্ছনা উপস্থিত হইবে যদি সে সত্যের দিকে রুজু না করে" তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনার পর হইতে আথম ইসলাম ও হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে গালি-গালাজ করার ও দুর্নাম রটনা করিয়া লিখনি চালনা করার চির অভ্যাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন অর্থাৎ রুজু করে, এবং ফলে ১৫ মাস পর্যন্ত মরিয়া যাওয়া হইতে অব্যাহতি পায়, পরে যখন মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের মত এক দল বিরুদ্ধবাদী মৌলানার দল চেঁচামেচি করিতে আরম্ভ করিল যে, আথম ১৫ মাসের মধ্যে মরে নাই, তখন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া পুনঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—

"مسٹر آتھم اگر قسم کھاویں کہ انہوں نے رجوع الی الحق نہیں کیا تو ہزار
(پھر لکھا) کہ چار ہزار روپیہ انعام ملے گا۔"

"মিষ্টার আথম যদি কছম খাইয়া বলে যে, সে সত্যের দিকে রুজু করে নাই, তাহা হইলে দুই হাজার টাকা, পরে লিখিয়াছেন ৪ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে।" কিন্তু আথম কিছুতেই কছম খাইতে রাজি হইল না, পরে মসিহে মাওউদ (আঃ) বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন—

"اب اگر آتھم قسم کھالیوں تو وہ ایک سال قطعی اور یقینی ہے جس کے
ساتھ کوئی شرط نہیں تقدیر مبرم ہے اور اگر قسم نہ کھاویں تو پھر بھی خدائے
تعالیٰ ایسے مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑے گا جس نے حق کا اخفا کر کے دنیا کو
دھوکہ دینا چاہا اور وہ دن دور نہیں نزدیک ہے۔"

(اشتہار انعامی چار ہزار روپے صـ۱۱)

"এখন যদি আথম কছম খায়, তবে এক বৎসরের মধ্যে সে নিশ্চিতভাবে মরিয়া যাইবে ইহাতে কোন শর্ত্ত নাই, ইহা অটল অদৃষ্ট। আর যদি সে কছম না খায় তবুও

আল্লাহ্‌তালা এই রকম পাপীকে ছাড়িবেন না, যে সত্য গোপন করিয়া জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে চায়, সেই দিন খুবই নিকটে, দূরে নহে।" অতঃপর মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সে এক বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়, আর মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা জগতময় রাষ্ট্র হয়।

আথম সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী যে বিভিন্ন দিক দিয়া পূর্ণ হইয়াছে তাহা কোন ইমানদার ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারে না। ১ম ভবিষ্যদ্বাণীর পর সত্যের দিকে রুজু করিয়া মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাওয়াতে ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আবার সত্যের দিকে রুজু করিয়া যে, সে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, এই সত্য সাক্ষ্য গোপন করার অপরাধে মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সে এক বৎসরের মধ্যেই মরিয়া গিয়াছে। এইহেতু খ্রীষ্টান জগতে এক হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। তারপর মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আথমের মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবিত থাকাতেও ভবিষ্যদ্বাণীর আর এক দিক পূর্ণ হইয়াছে। এস্থলে আর একটা কথা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে ১৫ মাস সম্বন্ধে আথম নিজে স্বীকার করিয়াছে যে, বড় বড় অজগর সর্প যেন আথমকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, সবুজ পোষাকধারী আথমকে আক্রমণ করিয়াছে, ইত্যাদি অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়া সে ভীত হইয়াছিল। (আঞ্জামে আথম, জিয়াউল হক দ্রষ্টব্য)। সত্যের দিকে সে কতক রুজু করিয়াছিল বলিয়া মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইলেও লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

বস্তুতঃ আথম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী যে বিভিন্ন দিক দিয়া পূর্ণ হইয়া ক্রুশ ধ্বংস ও ইসলামের বিজয় ঘোষণা করিয়াছে এই সত্যকে গোপন করিবার শত চেষ্টা করিলেও তাহা গোপন থাকিবার নয়, গোপন থাকিবে না।

يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره
ولو كره الكافرون ٥ (الصف : ٩)

৫নং প্রবঞ্চনা

মির্জা সাহেবের পরম ভক্তি-ভাজন মুরীদ মৌলবী আবদুল করীম সাহেব কারবঙ্কল রোগে আক্রান্ত হইলে মির্জা সাহেব তাঁহার সুস্থতার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন।

দোয়ার ফলাফল সম্বন্ধে ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ আল্ হাকাম পত্রিকায় লেখেন,

"اس دعا میں مَیں نے بہت تکلیف اُٹھائی یہانتک کہ اللہ تعالیٰ نے
بشارت کی اور عبداللہ سنوری والا خواب دیکھا جس سے نہایت دردناک
دل کو تسلی ہوئی۔"

"এই দোয়া সম্বন্ধে আমি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, এমন কি, আল্লাহ্‌তালা সুসংবাদ নাজিল করিলেন এবং আবদুল্লাহ্ ছেন্নাওরীওয়ালা স্বপ্ন দেখিলাম, যাহাতে নিতান্ত ব্যথিত হৃদয় শান্তি প্রাপ্ত হইলাম।"

কিন্তু মৌলবী সাহেব ১১ই অক্টোবর তারিখে উক্ত পাড়ায় এন্তেকাল করেন এবং মির্জা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইয়া গেল। মির্জা সাহেব এই লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য হকিকতুল-ওহীর ৩২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم اس بیماری کا ربانکل یعنی سرطان سے
فوت ہوگئے تھے ان کے لئے مَیں نے بہت دُعا کی تھی مگر ایک الہام بھی
اس کے لئے تسلی بخش نہ تھا۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۳۲ صـ۳ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۵ء)

পাঠক ! ইহা মির্জা সাহেবের জ্বলন্ত মিথ্যা কথা নহে কি ?

উত্তর

স্বপ্নে দেখিয়া তছল্লি পাওয়া আর একটি এলহামও আল্লাহ্‌র তরফ হইতে "তছল্লি বখ্‌স" না পাওয়া এই দুইটি কথার মধ্যেও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বিরোধ দেখিতে পাইতেছেন এবং দ্বিতীয় কথাটিকে মিথ্যা বলিতেছেন। মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারেন নাই যে, স্বপ্ন দেখিয়া তছল্লি পাইয়াও তছল্লিবখ্‌স এলহাম না পাওয়ার কথা সত্য হইতে পারে। কারণ, স্বপ্নের তাবীর বুঝিতে ভুল করা আম্বিয়াদের জন্যও যে অসম্ভব নহে। ইহা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও অস্বীকার করিতে পারেন না। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) হিজরতের জায়গা স্বপ্নে দেখিয়া হিজ্‌র বা ইয়ামামা মনে করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত পক্ষে উহা মদীনা ছিল।

সুতরাং 'আল্ হাকাম' পত্রিকায় উল্লেখিত বর্ণনায় এক স্বপ্নের যে তাবীর হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বুঝিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সাময়িকভাবে তছল্লি পাইয়া থাকিলেও পরে এলহাম প্রাপ্ত হইয়া তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়াছিলেন। এলহামগুলি ১০ই সেপ্টেম্বর 'আল্ হাকাম' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। এলহামগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

۴۷ برس کی عمر انا للہ و انا الیہ راجعون ان المنایا
لا تطیش سہامہا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی
خلقکم تو ثرون الحیوٰۃ الدنیا ۵
کفن میں لپیٹا گیا۔ (الہامات حضرت مسیح موعودؑ)

অতঃপর এই এলহাম অনুসারে হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব আর রোগমুক্ত হইলেন না; এবং ১১ই অক্টোবর এন্তেকাল করেন।

সুতরাং মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই কথা বলা যে, মির্জা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইয়া গেল জ্বলন্ত মিথ্যা, বরং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এলহাম বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। আর স্বপ্নের তাবির ও এলহামি ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে বৈষম্য দেখাইয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের বাচালতা।

৬নং প্রবঞ্চনা

মির্জা সাহেব জমিমায়ে বারাহীনে আহমদীয়া কিতাবে ৫ম খণ্ডে ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

جواب شہادت الخطاب المليح فی تحقیق المهدی والمسیح جو مولوی
رشید احمد گنگوہی کی خرافات کا مجموعہ ہے۔

এস্থলে মির্জা সাহেব "আল খেতাবুল মলিহ ফি তহকীকুল মাহদী ওল মসিহ" কেতাবকে মৌলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের প্রণীত কেতাব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা মির্জা সাহেবের মিথ্যা কথা, কারণ উক্ত কেতাবটি মৌলানা আশরফ আলী থানবী সাহেবের প্রণীত।

উত্তর

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের উদ্ধৃত এবারতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) উক্ত কেতাবকে মৌলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর প্রণীত কিতাব বলিয়া প্রকাশ করেন নাই বরং উক্ত কেতাবের কথাগুলিকে মৌলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর "খুরাফাতকা মাজমুওয়া" অর্থাৎ বাচালতার সমষ্টি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ মৌলানা আশরফ আলী থানবী সাহেব যে মৌলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গহী সাহেবের একজন বিশিষ্ট সাগ্‌রেদ ও শিষ্য তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

মৌলানা আশরফ আলী থানবী সাহেবের প্রণীত কেতাবে যে তাহার পীর ও উস্তাদ মৌলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীরই মতামত প্রকাশ হইয়াছে তাহাও মৌলানা আশরফ আলী সাহেব অস্বীকার করিতে পারেন না। বিশেষতঃ মৌলানা আশরফ আলী থানবী প্রণীত উক্ত কিতাবের শেষ পৃষ্ঠায় মৌলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব নিম্ন-লিখিত কথাগুলি লিখিয়া নিজে মোহর করিয়া সমর্থন করিয়াছেন, এবং ইহাই নিজের মতামত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

مرزا غلام احمد قادیانی کا کلمات و دعاوی جہانتک مجھے معلوم ہُوئے
بے شک موجب فسق ہیں اور وہ قطعًا فاسق اور ضالّ ومضلّ اور داخل
فرقہائے مبتدعہ اہل اہواء ہے اس سے اور اس کے پیروان سے ملنا
ہرگز ہرگز جائز نہیں اور یہ جو لوگ اس کی تکفیر کرتے ہیں وہ بھی حق پر ہیں فقط
واللہ تعالیٰ اعلم بندہ رشید احمد گنگوہی - (مہر)

সুতরাং মৌলানা আশরফ আলী থানবীর প্রণীত কেতাবের কথাগুলি যে তাঁহার পীর সাহেব মৌলানা রসীদ আহমদ গাঙ্গুহীর বাচালতারই সমষ্টি তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন উপায় নাই।

৭নং প্রবঞ্চনা

মির্জা সাহেব জরুরতুল-ইমাম ১৭ পৃঃ লিখিয়াছেন—

بائیبل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چار سو نبی کو شیطانی الہام ہوا تھا - (یرمیاہ باب ۲۳ آیت ۱۷)

"বাইবেলে লিখিত আছে একবার চারিশত নবীর সয়তানী এলহাম হইয়াছিল।"
আরও তকরীরে দিল পাজিরের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

اس سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ انبیاء علیہ السّلام کو بھی جھوٹے الہام ہوجاتے ہیں -

"এতদ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে যে, নবীগণেরও মিথ্যা এলহাম হইয়া থাকে।"

মির্জা সাহেবের কোন কোন এলহাম মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছিল বলিয়া পয়গম্বরগণের উপর উপরোক্ত মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

বাইবেলের রাজা বলির ২২ অধ্যায়ে লিখিত আছে, চারিশত গণককে ইস্রাইলের রাজা নিজের জয় পরাজয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে তাহারা তাহার জয়ী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন। কেবল এক নবী তাহার পরাজয়ের কথা ঘোষণা করেন। অবশেষে রাজা যুদ্ধে নিহত হয়। মির্জা সাহেব গণকদিগকে প্রকৃত নবী বলিয়া সত্যের অপমান করিয়াছেন।"

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এস্থলে নিজের অভ্যাস মত হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর কথার মর্ম্ম বিকৃত করিয়া পেশ করিয়াছেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর কোন এলহাম মিথ্যা প্রমাণ হয় নাই।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নবীগণের মিথ্যা এলহাম হইত বলিয়া কোথাও লিখেন নাই। তকরীরে-দিলপজির নামে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কোন কিতাব নাই। আর এই নামের কিতাবের ৭ পৃষ্ঠার বরাত দিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে উর্দ্দূ এবারত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই এবারতও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর নয়।

اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے "এতদ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে" কথা দ্বারা বুঝা যায় যে-কোন বিরুদ্ধবাদীর লিখা উদ্ধৃত করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উপর আরোপ করিবার সময় মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের হুস্ হাওয়াছ ঠিক ছিল না। কারণ, এস্থলে نقل را عقل باید "নকল করিতে যে আকলের দরকার হয়" উহার সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) জরুরতুল ইমামে লিখিয়াছেন-

واضح ہو کہ شیطانی الہامات ہونا حق ہے اور بعض ناتمام سالک لوگوں
کو ہوا کرتا ہے اور حدیث النفس بھی ہوتی ہے جس کو اضغاث احلام
کہتے ہیں۔

বাইবেলের যে চারি শত নবীর কথা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বাইবেলের প্রথম রাজা বলি, অধ্যায় ২২, পদ ১৯ পাঠ করিলে প্রত্যেক পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যে রেফারেন্স দিয়াছেন তাহা সত্য। এবং মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার জন্য তাহা অস্বীকার করিতেছেন।

ইংরেজী বাইবেলের উক্ত এবারত নিম্নে প্রদত্ত হইল—

Then the king of Israil gathered the prophets together, about four hundred men, and said unto them, Shall I go against Ramoth-gilead to battle or shall I forbear? And they said, go up; for the Lord shall deliver it unto the hand of the king.

(I. Kings 22, Sec.6)

And all the prophets prophesied so, saying, Go up to Ramoth-gilead, and prosper ; for the Lord shall deliver it unto the king's hand.

(I.Kings 22, Sec. 12)

And the Lord said unto him, where -with? And he said, I will go forth, and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And he said, Thou shalt persuade him, and prevail also: go forth, and do so.

(I.kings 22, Sec. 22)

বাইবেলের ১ম রাজা বলির যে দীর্ঘ রেফারেন্স আমি পেশ করিলাম তাহা পাঠ করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, চারিশত নবী সয়তানী এলহাম দ্বারা যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল তাহা মিথ্যা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। সুতরাং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর এই রেফারেন্সকে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব মিথ্যা বলিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। তবে বাইবেলের পরিভাষায় যে–সমস্ত ভবিষ্যদ্বক্তা নবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) প্রকৃতপক্ষে ইসলামী পরিভাষায় নবী বলেন নাই বরং তিনি বলিয়াছেন, তাহাদিগকে অপরিপক্ক আধ্যাত্মিক লোক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর বলার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু যে, অপরিপক্ক লোকের উপর সয়তানী এলহামও হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত নবীদের উপর কখনও সয়তানী এলহাম হইতে পারে না। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বাইবেলের কথা বলিতে বাইবেলের পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হই যে, মৌলানা রুহুল আমীন এবং তাঁহার দলের গয়ের–আহমদী মৌলানাদের প্রায় সকলই বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) সম্বন্ধে এই বিশ্বাস রাখেন যে, হযরতের উপরও একবার (নাউজুবিল্লাহ্) সয়তানী এলহাম হইয়াছিল। যে–সমস্ত তফছীর পড়িয়া মৌলানা সাহেবেরা বড় গর্ব্ব করিয়া থাকেন, ঐ সমস্ত তফছীরে লিখিত আছে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) একবার সূরা নজ্‌ম পাঠ করিতে ছিলেন, এমন সময় হযরতের মুখে জারি হইয়াছিল—

تلك الغرانيق العُلىٰ انّ شفاعتهم لترتجى - (تفسير كبير امام رازى تفسير سورة النجم)

তফছীরে জালালাইন, জুরকানী, সরেহ মুওয়াহিবুল্লুদন্নিয়া ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

আমরা আহমদীগণ কিন্তু তফছীরকারকদের এই কথা কখনও বিশ্বাস করি না যে, হযরতের মুখে এই সয়তানী কথা জারী হইয়াছিল (নাউজুবিল্লাহ্)।

পাঠক ! হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী সবগুলিই পূর্ণ হইয়াছে এবং পূর্ণ হইতে থাকিবে, কিন্তু ধর্ম্মের দুশমন ব্যবসায়ী ধর্ম্ম যাজকেরা কখনও কোন নবীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে নাই, এই জামানায়ও করিবে না।

৮নং প্রবঞ্চনা

মির্জা সাহেব নিজের সুর নরম করিয়া লিখিয়াছেন যে "এই ভবিষ্যদ্বাণী : একটি দুইটি নহে বরং শতাধিক ভবিষ্যদ্বাণী।" তির ইয়াকোল কুলুব কিতাবে লিখিত আছে, "এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ না করিয়া এবং বারংবার আহমদ বেগের জামাতার কিংবা আথমের উল্লেখ করিয়া লোকদিগকে ধোঁকা দেওয়া হইতেছে।"

এরূপ সুর নরম করা মির্জা সাহেবের মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ নহে কি?

উত্তর

পাঠক দেখিতে পাইলেন, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উপরোক্ত কথায় যাহা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব উদ্ধৃত করিয়াছেন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সুর নরম করেন নাই। বরং আরও দৃঢ়তার সহিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ বিরুদ্ধবাদীদের অনর্থ বাহানার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

বাস্তবিক ইহা চিন্তা করিবার বিষয় যে, যিনি তিরইয়াকোলকুলুব এবং হকিকতুল-ওহি এবং নজুলুল-মসিহ ইত্যাদি কিতাবে শত শত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, এবং তাহা লক্ষ লক্ষ শত্রু ও মিত্রের সাক্ষাতে পূর্ণ হইয়াছে, এবং যিনি নিজের বহু বিপক্ষ লোকের সাক্ষ্যও পেশ করিয়াছেন, ঐ সমস্ত শত শত ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীও যে পূর্ণ হইয়াছে ন্যায়তঃ ইহাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়; এবং যাহারা অস্বীকার করিতেছে তাহারা হয়ত বুদ্ধির অভাবে বুঝিতে পারিতেছে না কিংবা দুষ্ট-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া বাহানা করিতেছে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এমন ভবিষ্যদ্বক্তার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

"لا يظهر على غيبه احداً الا من ارتضى من رسول" (الجن: ٢٦، ٢٧)

"আল্লাহ্‌তালা তাঁহার মনোনীত রসুল ছাড়া আর কাহারও কাছে অদৃশ্য বিষয় প্রকাশ করেন না।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যে-প্রমাণ দ্বারা দুষ্ট-বুদ্ধি প্রণোদিত বাহানার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন সেই প্রমাণকে মৌলানা বলিতেছেন "নরম সুর"।

আসল কথা— مولوی آں باشد کہ چپ نشود

যাহারা যুক্তি-প্রমাণ বুঝে না তাহাদিগকে চুপ করান ভারী মুস্কিল।

শত শত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে দেখিয়াও যাহারা দুই একটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে অন্যায় বাহানা উপস্থিত করে তাহাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ঐ সমস্ত দুষ্ট লোকের কথা পেশ করিয়াছেন, যাহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হুদায়বিয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে, যে সময় পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল সেই সময় পূর্ণ হইতে না দেখিয়া, এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ১৪/১৫ শত সাহাবী সমভিব্যাহারে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা বলিয়া তর্ক করে, আর তিন হাজার অবিসম্বাদিত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখই করে না।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই দৃষ্টান্তের উপর মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কতকগুলি প্রবঞ্চনা করিয়াছেন ঃ—

(ক) মির্জা সাহেব নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি অযথা আক্রমণ ও মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

উত্তর

মিথ্যা কথা—নবী করীম (সাঃ)–এর প্রতি কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই এবং করিতে পারেনও না। হযরত নবী করীম (সাঃ)–এর তাবেদারী করার ফলেই ত তিনি ইমাম মাহদী ও মসিহরূপে আবির্ভূত হইবার দাবী করিয়াছেন।

(খ) "হযরত নবী (সাঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্ধারিত সময় পূর্ণ হয় নাই"। ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

উত্তর

হযরত নবী করীম (সাঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্ধারিত সময় পূর্ণ হয় নাই এই কথা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলেন নাই। ইহা মৌলানার ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন وقت اندازہ کردہ پر অর্থাৎ "যে সময় পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল সেই সময় পূর্ণ হয় নাই।"

আল্লাহ্তালার তরফ হইতে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার কোন নির্দ্ধারিত সময় দেওয়া ছিল না। এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–ও বলেন নাই যে, ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্ধারিত সময় পূর্ণ হয় নাই। অবশ্য যে বৎসর ইহা পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল সেই বৎসর পূর্ণ হয় নাই এবং ১৪/১৫ শত সাহাবি সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ইহা মৌলানা সাহেব নিজেও স্বীকার করিয়াছেন এবং এরূপ মনে করাতে আঁ–হযরত (সাঃ) এবং সাহাবীদের কোন দোষ হয় নাই।

মানবসুলভ এজ্তেহাদী ভুল খুবই স্বাভাবিক—

"قل انما انا بشر مثلكم" (الكهف: ١١١)

(গ) "ইহা হযরতের স্বপ্ন ইহা কোন এলহামি ভবিষ্যদ্বাণী নহে।"

উত্তর

হাদীস শরীফে আসিয়াছে— رؤيا الانبياء وحى

"আম্বিয়াদের স্বপ্নও ওহির মধ্যে পরিগণিত" এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নবী নিজেও ইহাকে মামুলি স্বপ্ন মনে করেন নাই, বরং এই স্বপ্ন অনুসারেই "ওমরা" করিবার জন্য ১৪/১৫ শত সাহাবী সমভিব্যাহারে রওয়ানা হইয়া 'হুদাইবিয়া' নামক স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন, যদিও এই স্বপ্ন আঁ–হযরতের ধারণা মত সেই বৎসর পূর্ণ না হইয়া পরিবর্ত্তী বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল।

আল্লাহ্তালা স্বয়ং এই স্বপ্নের গুরুত্বের 'তছদীক' করিতেছেন—

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد

الحرام انشاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين"۔

(سورة الفتح: ٢٧)

"নিশ্চয় আল্লাহ্তালা রসুলের এই স্বপ্নকে যে,—নিশ্চয়ই তোমরা মসজিদে হারামে মাথা কামাইয়া কিংবা চুল ছোট করিয়া নিরাপদে প্রবেশ করিবে—সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন।"

যে স্বপ্ন কোরানের অংশীভূত হইয়াছে, যে স্বপ্নের ভবিষ্যদ্বাণীকে আল্লাহ্তালা পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া কোরানে ঘোষণা করিতেছেন, সেই স্বপ্নকে—হাঁ আঁ-হযরতের স্বপ্নকে "এলহামি ভবিষ্যদ্বাণী নয়" বরং "মামুলি স্বপ্ন" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার বা হাল্কা করিবার চেষ্টা করা বেইমানি ছাড়া আর কি হইতে পারে?

(ঘ) কোন রেওয়ায়েতে আঁ-হযরত (সাঃ) স্বপ্ন দেখিয়া ছফর করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। ছহী রেওয়ায়েতে আছে হুদায়বিয়াতে উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

উত্তর

মিথ্যা কথা, কিংবা বিরাট অজ্ঞতা!

ے ہر کہ نداند و بداند کہ بداند

در جہل مرکب ابدالدھر بماند

মৌলানা সাহেব! একটু কান খুলিয়া শ্রবণ করুন, আল্লামা জালালুদ্দিন ছায়ুতী তফছীরে জালালাইন সূরা ফতহের তফছীরে লিখিয়াছেন:—

راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم عام الحديبية قبل خروجه انه يدخل مكة هو واصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون فاخبر بذالك اصحابه ففرحوا فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم بذالك وراب بعض المنفقين -

"হযরত রসুল করীম (সাঃ) হুদাইবিয়ার বৎসর ছফরে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার আসহাব সমভিব্যাহারে মাথা কামাইয়া এবং চুল ছাটিয়া নিরাপদে মক্কাতে প্রবেশ করিতেছেন। আসহাবদিগকে এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে তাঁহারা সকলই খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। অতঃপর যখন তাঁহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গে ছফরে বাহির হইলেন এবং কাফেরগণ তাঁহাদিগকে হুদাইবিয়া নামক স্থানে বাধা

প্রদান করিল, তখন ইহা তাহাদের জন্য খুব কঠিন সমস্যা হইয়াছিল, এবং কোন কোন মুনাফিক সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।"

তফছীর রুহুল বয়ান, ৪র্থ জিলদ্ ১—৫ পৃষ্ঠায় আছে ঃ—

ان رسول الله صلعم رأى فى المنام انه دخل مكة هوو
اصحابه أمنين ..... واخبر بذالك اصحابه ففرحوا
ثم اخبر اصحابه انه يريد الخروج للعمرة .....
وكان المسلمون لا يشكون فى دخولهم مكة وطوافهم
بالبيت۔

"রসুল করীম (সাঃ) স্বপ্নযোগে দেখিয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁহার আসহাবগণ মক্কাতে নিরাপদে প্রবেশ করিতেছেন... এই সংবাদ আসহাবদিগকে দিলে তাঁহারা খুবই আনন্দিত হইলেন। অত:পর আসহাবদিগকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি ওমরা করিবার জন্য মক্কার ছফর করিতে ইচ্ছা করেন... মুসলমানগণ মক্কাতে প্রবেশ এবং তাওয়াফ করিতে পারা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিতেন না।"

তফছীরে খাজেন, ৪র্থ জিলদ্, ১৯২ পৃষ্ঠায় আছে :-

ان رسول الله رأى فى المنام هو بالمدينة قبل ان
يخرج الى الحديبية انه يدخل المسجد الحرام هو و
اصحابه أمنين ۔

"আঁ-হযরত (সাঃ) মদীনা শরীফের মধ্যে হুদাইবিয়ার দিকে বাহির হইবার পূর্ব্বে এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি এবং তাঁহার আসহাবগণ মক্কাতে নিরাপদে প্রবেশ করিতেছেন।"

তফছীর মাদারিকুত্বনজীল, ৩য় জিলদ্, ১৭৭ পৃষ্ঠায় আছে:—

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل خروجه الى الحديبية

"রসুল (সাঃ) হুদাইবিয়ার দিকে ছফর করিবার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন।"

তফছীর জামেয়ুল বয়ান:—

انه عليه السلام رأى فى المنام
قبل الخروج الى الحديبية

"হুদাইবিয়া যাইবার পূর্ব্বে হযরত স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন।"
তফছীর আবুছাউদ:—

رأى قبل الخروج الى حديبية

"হুদাইবিয়ার দিকে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।"
মাআলিমুত্তনজীলে, ৬ষ্ঠ জিল্‌দ, ৩৭ পৃষ্ঠায় আছে:—

ان النبى صلى الله عليه وسلم رأى فى المنام بالمدينة قبل ان يخرج الى الحديبة ـ

"আঁ-হযরত (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখান হইয়াছিল— হুদাইবিয়ার দিকে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে।"

তফছীর রহুল মায়নী, ৭ম জিল্‌দ, ১৬২ পৃষ্ঠায় আছে:—

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام قبل خروجه الى الحديبية

"আঁ হযরত (সাঃ) স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, হুদাইবিয়ার দিকে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে।"
মৌলবী শাহ আবদুল হক সাহেব মুহাদ্দীস দেহলবী সাহেব মাদারিজুন্নবুওত কিতাবে লিখিয়াছেন:—

بد آنکہ آنحضرت صلعم بعد از دیدن ایں خواب بتہیّہ اسباب سفر مشغول شد و یاران را خبر کرد کہ بعمرہ می روم

"আঁ-হযরত (সাঃ) এই স্বপ্ন দেখিবার পর ছফরের জরুরী আসবাব-পত্র সংগ্রহ করিতে ব্যাপৃত হইলেন এবং আসহাবদিগকে সংবাদ দিলেন যে, ওমরা করিতে যাইবেন।"

জাদুলমাআদ, ১ম জিল্‌দ, ৩৮৩ পৃষ্ঠায় আছে :—

اخبر سبحانه انه صدق رسوله رؤياه فى دخولهم المسجد آمنين وانه سيكون ولابد ولكن لم يكن قد آن وقت ذالك فى هذا العام والله سبحانه علم من مصلحة تاخيره الى وقت مالم تعلموا انتم فانتم احببتم استعجال ذالك والرب تعالى يعلم من مصلحة التاخير ـ

"আল্লাহ্‌তালা তাঁহার রসুলকে মসজিদে হারামে নিরাপদে প্রবেশ করা সম্বন্ধে সত্য খবর দিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় ইহা ঘটিবে, কিন্তু এখনও এই বৎসর

ইহার সময় আসে নাই এবং আল্লাহ্ পাক জানেন এই ঘটনাকে যে সময়ের কথা তোমরা জান না সেই সময় পর্য্যন্ত পিছাইয়া দেওয়ার মধ্যে যে সৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তোমরা ত ইহাকে শীঘ্র হওয়াই পছন্দ করিয়াছিলে— এবং আল্লাহ্তালা জানেন পিছাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য কি।"

প্রিয় পাঠক! হুদাইবিয়ার বিখ্যাত ঘটনা সম্বন্ধে শিক্ষিত মুসলমান মাত্র অবগত আছেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) স্বপ্ন দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, এই বৎসরই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবে এবং এই জন্যই ১৪/১৫ শত সাহাবী লইয়া ওমরা করিতে রওয়ানা হইয়াছিলেন এবং রাস্তায় হুদাইবিয়ার নিকট বাধা প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন এবং তখন বুঝিতে পারেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী এই বৎসরই পূর্ণ হইবে মনে করা ভুল হইয়াছে।

কাফেরদের কাছে বাধা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে সাহাবাদের মধ্যে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। আল্লাহ্র ওয়াদা আছে নিরাপদে ওমরাহ্ করিতে পারিবে এইজন্য সাহাবাগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই কথার উপরই জোর দিয়াছিলেন যে, কিছুতেই আমরা সন্ধি করিয়া ফিরিয়া যাইব না। এমন কি, হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখন কুরবানী করিত আদেশ দিলেন তখন হযরতের জান-নেছার (উৎসর্গীকৃত) ভক্তগণ প্রথমে এই আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইলেন না, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল আল্লাহ্র ওয়াদা আছে, এই বৎসরই আমরা মস্জিদ-হারামে প্রবেশ করিব। আঁ-হযরত (সাঃ) যখন শুনিলেন যে, কেহই তাঁহার আদেশ অনুসারে কুরবানী করিতে অগ্রসর হইতেছে না তখন তিনি হযরত উম্মেছালমার কাছে চলিয়া আসিলেন। হযরত উম্মুল মুমেনীন উম্মেছালমা এই পরামর্শ দিলেন যে, অন্যের অপেক্ষা না করিয়া আপনি নিজের কুরবানী করিয়া ফেলুন, তাহা হইলে আর কেহই ইতস্ততঃ করিতে পারিবে না। বিবির এই পরামর্শ অনুসারে আঁ-হযরত (সাঃ)-ও তাহাই করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাহাবাগণই তাহাই করিলেন। এই সমস্ত ঘটনা কোন শিক্ষিত মুসলমানের অবিদিত নাই এবং আমার বিশ্বাস মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

কিন্তু তথাপি তিনি জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার জন্য এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অজ্ঞ জনসাধারণকে ক্ষেপাইবার দুষ্ট-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া দুররুল-মানছুরের এক জয়ীফ রাওয়ায়েতের বাহানা করিয়া লিখিয়া দিলেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) স্বপ্ন না দেখিয়াই ওমরা করিতে ১৪/১৫ শত সাহাবী লইয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন। আর যখন স্বপ্ন দেখিলেন যে, তোমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে পারিবে তখন কাফেরদের বাধা দেওয়ায় ফিরিয়া আসিলেন।

بریں عقل و دانش بباید گریست (فارسی محاورہ)

(ঙ) কোরানের মর্ম্মের বিরুদ্ধে হযরতের স্বপ্নকে ভ্রান্তিমূলক স্থির করা মির্জা সাহেবের দুঃসাহস নহে কি? ইহাই কি তাঁহার ইমানদারীর লক্ষণ?

উত্তর

اولٹا چور کوتوال کو ڈانٹے

অজ্ঞ জনসাধারণকে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এত বড় মিথ্যা কথাটা বলিলেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আঁ–হযরত (সাঃ)–এর স্বপ্নকে ভ্রান্তি–মূলক কখনও বলেন নাই, বলিতে পারেনও না। ইহা মৌলানা রুহুল আমীনের আর এক নম্বর মিথ্যা এবং চালবাজি।

ইমানের কোন গন্ধও যদি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের জোব্বার ভিতরে বাকী থাকিত, তবে তিনি এত বড় মিথ্যা কথা বলিয়া ধোঁকা দিতে সাহসী হইতেন না। স্বপ্ন বর্ণিত ঘটনা কোন্ সময় পূর্ণ হইবে উহার আন্দাজা করিতে ভুল করা, আর স্বপ্ন ভ্রান্তি–মূলক হওয়া এক কথা নহে, ইহাও যে মৌলানার মগজে ঢুকে না আমরা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) রসুল করীম (সাঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা বলেন নাই বরং ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার সময় সম্বন্ধে আন্দাজা করিতে এজ্‌তেহাদী ভুল হইয়াছিল বলিয়াছেন।

৯নং প্রবঞ্চনা

মোহাম্মদী বেগমের সহিত আস্‌মানে নেকাহ পড়ান হইয়াছিল বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা সত্ত্বেও এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল না—ইত্যাদি—

উত্তর

এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছে, ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আমি এই পুস্তকের অন্য খণ্ডে লিখিয়া আসিয়াছি। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব মেছুয়া বাজারী সুরে এই প্রশ্নটা বারে বারেই উত্থাপন করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই ভবিষ্যদ্বাণী যাহাদের সম্বন্ধে করা হইয়াছিল তাহারা ত এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ হওয়া স্বীকার করিয়া আহমদী হইয়াছেন, আর মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বলিতেছেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই।

مدعی سُست گواہ چُست

প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদী বেগম সম্বন্ধীয় শর্ত্তযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী শর্ত্ত অনুসারে পূর্ণ হইয়াছে। আর "আস্‌মানে নেকাহ পড়ান হইয়াছিল" কথার অর্থ বুঝিবার জন্য আমি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের সামনে এক হাদীস পেশ করিতেছি। আঁ–হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন—

ان الله زوجنى مريم بنت عمران وكلثوم اخت موسى
وامرأة فرعون قالت هنيئاً لك يا رسول الله -

"আল্লাহ্তালা আমার নেকাহ্ পড়াইয়াছেন এমরানের বেটি মরিয়মের সঙ্গে, মুসার ভগ্নী কুলসুমের সঙ্গে, আর ফেরআউনের স্ত্রীর সঙ্গে।"

(তিবরাণী ও হাকেমের রেওয়ায়েত, তফছীর ফতহুল বয়ান, ৭ম জিল্দ, ৯৯ পৃঃ)।

আমি জিজ্ঞাসা করি, এই মৃত স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আল্লাহ্তালা যে আঁ-হযরতের নেকাহ্ পড়াইয়াছিলেন ইহার তাৎপর্য্য কি?

একটু গভীরভাবে চিন্তা করার যাহাদের অভ্যাস আছে তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে, আস্মানে নেকাহ্ পড়াইয়া দেওয়ার অর্থ— এই পার্থিব জীবনের নেকাহ্ নয় বরং আধ্যাত্মিক প্রভাবের অধীনে আনা। আঁ-হযরতের সঙ্গে ফেরাউনের স্ত্রী এবং মরিয়ম এবং কুলসুমের মরিয়া যাওয়ার পরও আল্লাহ্তালার নেকাহ্ পড়াইয়া দেওয়ার এই অর্থ যে, তাঁহাদের বংশধরগণ রসুল করীম (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক প্রভাবের অধীনে আসিয়াছে।

এই রকম মোহাম্মদী বেগমের পার্থিব নেকাহ অন্য লোকের সঙ্গে হইয়া থাকিলেও তিনি হযরত মসিহে মাওউদের আধ্যাত্মিক প্রভাবের অধীনে আসিয়া আস্মানি নেকাহ প্রমাণ করিয়াছেন।

নেকাহ বা স্ত্রীলোকের নাম দেখিয়াই যাহাদের মন অশ্লীল চিন্তায় কুলষিত হইয়া পড়ে, অশ্লীল ভাষায় বাজারি বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করে, তাহাদের খোপরিতে এই সমস্ত কথা না ঢুকিলেও ইমানদার পরহেজগারের জন্য ইহা বুঝা মুস্কিল নয়। মোহাম্মদী বেগমের স্বামী স্বয়ং এবং মোহাম্মদী বেগমের খান্দানের বহু লোক এবং এতদ্দেশীয় বহু লোক এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা দেখিয়া মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

১০নং প্রবঞ্চনা

মির্জ্জা সাহেব মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, হযরত ইউনুছ নবীর উম্মতের উপর ৪০ দিবসের মধ্যে আজাব নাজিল হওয়া আস্মানে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ইহা একেবারে ভ্রান্তিমূলক কথা, ইহার কোন প্রমাণ নাই।

উত্তর

কোরান শরীফে আসিয়াছে—

فلولا كانت قرية امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس
لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحيوة الدنيا

مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۔ (یونس: ۹۹)

"এমন কোন বস্তি নাই ইউনুছ নবীর কৌম ব্যতিরেকে যাহারা ইমান আনিয়াছিল, ফলে এই পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাকারী আজাব হইতে তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল, এবং এক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সম্পদভোগী করিয়াছিলাম।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও এই আয়াত উল্লেখ করিয়া তরজমা করিয়াছেন— "পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আজাব দূরীভূত করিয়াছিলাম এবং এক জামানা পর্য্যন্ত ফলভোগী করিয়াছিলাম।" কিন্তু কেন এবং কোন আজাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত তফছীর মৌলানা সাহেব উল্লেখ করেন নাই এবং ইহাও উল্লেখ করেন নাই যে, হযরত ইউনুছ আলাইহেছ্ছালাম কেন তাঁহার স্বজাতির উপর নারাজ হইয়া হিজরত করিয়াছিলেন।

"وذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر عليه" (الانبياء: ۸۸)

"জন্নুন অর্থাৎ ইউনুছ নবীকে স্মরণ কর, যখন তিনি (তাঁহার স্বজাতির উপর) নারাজ হইয়া হিজরত করিয়াছিলেন এবং ধারণা করিলেন যে, আমি তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিব না।" *(সুরা আম্বিয়া)*

মৌলানা সাহেব এই সমুদয় আয়াত উল্লেখ করিয়াও বিস্তৃত তফছীর উল্লেখ করেন নাই। তবে শুনুন— ইব্নে আব্বাছের এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে—

بعث الله يونس الى اهل قرية فرَدّدوا عليه ماجاءهم
به فامتنعوا منه فلما فعلوا ذالك اوحى الله اليه انى
مرسل اليهم العذاب فى يوم كذا وكذا فاخرج بين
اظهرهم فاعلم قومه الذى وعد الله من عذابه اياهم
فقالوا ارمقوه فان خرج من بين اظهركم فهو والله كائن
ما وعدكم فلما كانت الليلة التى وعدوا بالعذاب فى
صبيحتها ادلج فراه القوم فحذروا فخرجوا من القرية
الى براز من ارضهم وفَرَّقُوا بين كل دابة واولادها ثم
عجوا الى الله وانابوا واستقالوا فاقالهم الله۔ وانتظر

يونس الخبر عن القرية و اهلها حتى مر به ماؤ فقال ما فعل
اهل القرية قال ان نبيهم لما خرج من بين اظهرهم
عرفوا انه صدقهم ما وعدهم من العذاب فخرجوا من
القرية الى براز من الارض ثم فرقوا كل ذات ولد ولدها
ثم عجوا الى الله وتابوا فتقبل منهم واخر عنهم العذاب
فقال يونس عند ذلك لا ارجع اليهم كذابا ابدا ومضى على
وجهه -

(اخرجه الى جرير و ابى حاتم فتح البيان جلد ، ص٥٩)

"আল্লাহ্তালা হযরত ইউনুছ (আঃ)-কে এক বস্তিবাসীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে রদ করিয়াছিল এবং তাঁহার নিকট যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। এই রকম করিলে পর আল্লাহতালা তাঁহার নিকট ওহি পাঠাইয়াছিলেন যে, আমি নিশ্চয়ই অমুক দিনে তাহাদের উপর আজাব পাঠাইব, তুমি তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাও। তখন তিনি তাঁহার স্বজাতির নিকট এই প্রতিশ্রুত আজাবের কথা ঘোষণা করিলেন। তখন তাহারা বলিল, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখ, যদি তিনি বাহিরে চলিয়া যান তবে, আল্লাহ্র কছম, নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুত আজাব নাজেল হইবে। অতঃপর যখন সেই আজাবের রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল সেই সকালে তাহারা অন্ধকার দেখিতে পাইয়া ভীত হইল এবং বস্তি হইতে বাহির হইয়া এক খোলা মাঠে চলিয়া গেল এবং প্রত্যেক জন্তুকে তাহাদের সন্তান হইতে পৃথক করিল। তৎপর উচ্চঃস্বরে চীৎকার করিল, আল্লাহ্তালার দিকে ঝুঁকিল, আজাব দূর করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিল। আল্লাহ্তালা তাহাদের আজাব দূর করিয়া দিলেন। হযরত ইউনুছ (আঃ) সেই বস্তি এবং বস্তিবাসীদিগের খবরের অপেক্ষা করিতে ছিলেন, এমন কি, একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, তাহাদের নবী যখন তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া গেল তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, নবীর প্রতিশ্রুত আজাবের কথা সত্য। তখন তাহারা গ্রাম হইতে এক খোলা মাঠে বাহির হইয়া প্রত্যেক সন্তানবতীকে সন্তান হইতে পৃথক করিল, আল্লাহ্কে চীৎকার করিয়া ডাকিল এবং তৌবা করিল। অত:পর তাহাদের তৌবা কবুল হইল এবং আজাব তাহাদিগ হইতে হটাইয়া দেওয়া হইল। তখন হযরত ইউনুছ নবী বলিলেন, এমত অবস্থায় আমি তাহাদের নিকট মিথ্যাবাদী হইয়া কখনও ফিরিয়া যাইব না এবং তিনি সম্মুখের দিকে চলিয়া গেলেন।"

তফছীর নিশাপুরীতে লিখিত আছে—

قال لهم يونس اجلهم اربعين ليلة .... الخ

(تفسير نشاپوری برحاشيه ابن جرير جلد ۱۱ ص۱۱۵)

"হযরত ইউনুছ (আঃ) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের আজাবের নির্দ্ধারিত সময় ৪০ দিবস।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কি রকম দুঃসাহসিকতার সহিত একেবারে ছোফেদ ঝুট বলিয়া ফেলিলেন যে, এই কথা কোরান ও হাদীসে নাই।

কোরান এবং হাদীসে বিনা শর্ত্তে আজাবের কথা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইমান আনা এবং কান্নাকাটী করা ও তৌবা করার ফলে আল্লাহ্তালা প্রতিশ্রুত আজাবকে দূর করিয়া দিলেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ইহাই বলিয়াছেন।

১১নং প্রবঞ্চনা

কোরান শরীফ, তৌরাত ও ইঞ্জিলে মসিহে মাওউদের জামানায় প্লেগ হইবে উল্লেখ আছে বলিয়া কোরান শরীফ ও বাইবেলের উপর মিথ্যা অপবাদ করিয়াছেন।

উত্তর

কোরান, হাদীসে, তৌরাত ও ইঞ্জিলে হযরত মসিহে মাওউদের জামানার প্লেগের ভবিষ্যদ্বাণী মৌজুদ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী বুঝিবার জন্য যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দরকার সেই জ্ঞানের ও মারেফতের অভাবেই কোরানে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁহার পূর্ণ হওয়া বুঝিতে পারিতেছেন না।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহঃ) তাঁহার মকতুবাতে লিখিয়াছেন— সমসাময়িক আলেমগণ হযরত মসিহে মাওউদের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি বুঝিতে না পারিয়া অস্বীকার করিবে। অতএব মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রমুখ মৌলানাগণ যদি কোরান শরীফে প্লেগের ভবিষ্যদ্বাণী না দেখিতে পায়, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

" اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض
تكلمهم ان الناس كانوا بايا تنا لا يوقنون" (النمل، ۸۳)

সূরা নমল আয়াত-৮২

"তাহাদের উপর যখন খোদার কথা পূর্ণ হইবে—(অর্থাৎ আখেরি জামানায় মসিহে মাওউদ আগমন করিবেন) তাহাদের জন্য একপ্রকার জমিনের কীট বাহির করিব ইহারা তাহাদিগকে জখমি করিবে যেহেতু তাঁহারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহকে (যাহা মসিহে মাওউদ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে) বিশ্বাস করিবে না।"

قال ابوعبدالله امام حسين وقرء تكلمهم من الكلم

وهو الجرح -

"ইমাম হুসেন বলিয়াছেন এই আয়াতে تكلمهم অর্থ জখম করা।"

এই জখমকারী কীট বা জন্তু প্লেগের কীট ছাড়া আর কিছুই নহে। হাদীস শরীফেও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীদের আজাবের কথা আসিয়াছে—

ثم يرسل الله عليهم النغف فى رقابهم -

"অতঃপর আল্লাহ্তালা তাহাদের গ্রীবাদেশে ফুঁড়া পাঠাইয়া দিবেন"—এই হাদীসে বর্ণিত গ্রীবাদেশের ফুঁড়াও প্লেগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। "লেইন্স"-এর আরবী অভিধানে نغف অর্থ ফুঁড়া এবং প্লেগ লিখিত আছে, আর বেহারুল-আনওয়ার কিতাবে লিখিত আছে—

قدام القائم موتان موت احمر وموت ابيض موت

احمر هو السيف وموت ابيض هو الطاعون -

"ইমাম মাহদীর জামানায় দুই প্রকার মৃত্যুর আজাব আসিবে— লাল মৃত্যু ও সাদা মৃত্যু। লাল মৃত্যু যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বারা সংঘটিত হইবে। আর সাদা মৃত্যু প্লেগ।"

এতদ্ব্যতীত বাইবেলের সখরিয় পুস্তকে ১৪/১২ পদে এবং মথির ২৪ অধ্যায়ে ৩/৮ পদে মহামারীর কথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব স্বীকার করিতেছেন।

এই মহামারীও প্লেগেরই নামান্তর যেহেতু ইংরাজি বাইবেল সখরিয় পুস্তকে মহামারী স্থলে লিখিত আছে—And this shall be the plague where-with Lord wilt smite all the peole—আর মথি ও সখরিয় পুস্তকের হাওয়ালা সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব লিখিয়াছেন, "এখানে মসিহ সম্বন্ধে কোন কথা নাই।"

ইহা মৌলানা সাহেবের বুঝিবার ভুল, কিংবা মিথ্যা কথা। পাঠক নিজে পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, মথির যে অধ্যায়ের কথা মৌলানা সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন সেই অধ্যায়ের উপরে মোটা অক্ষরে "মসিহের দ্বিতীয় আগমনের লক্ষণসমূহ" শীর্ষ দেওয়া হইয়াছে—এবং উক্ত অধ্যায়ে মসিহের দ্বিতীয় আগমনের যাবতীয় লক্ষণ ভূমিকম্প, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মিথ্যা দাবীকারীর আগমন, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। আর বর্ত্তমান যুগে ঐ সমস্ত লক্ষণই পূর্ণ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত সখরিয় পুস্তকেও মসিহের দ্বিতীয় আগমনের লক্ষণসমূহই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই প্রকাশ্য কথা অস্বীকার করিয়া নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

১২নং প্রবঞ্চনা

মির্জা সাহেবের কথায় বুঝা যায় যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়াছিল, কিন্তু ইহা মির্জা সাহেবের বাতিল দাবী, কারণ, হযরত একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়া তাবীর করিয়াছিলেন, তিনি এস্থলে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই।

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা বলেন নাই, এই কথা মৌলানা রুহুল আমীনের জঘন্য ও ঘৃণিত প্রকৃতির মিথ্যা। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর যে এবারত মৌলানা সাহেব নিজে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও এই কথা নাই যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। বরং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, স্বয়ং আঁ–হযরত (সাঃ) পরিষ্কারভাবে বলিতেছেন যে, তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীতে যে–স্থানের কথা নিজ এজ্‌তেহাদে বুঝিয়াছিলেন তাহাতে ভুল হইয়াছিল। এজ্‌তেহাদে বা স্বপ্ন বুঝিতে ভুল হওয়া, আর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হওয়া কি একই কথা? এজ্‌তেহাদী ভুলকে মিথ্যা বলা কি মৌলানার বুদ্ধির দোষ, না জঘন্য প্রকারের চালাকি ও প্রবঞ্চনা?

উক্ত হাদীসটি মৌলানা সাহেবেও উল্লেখ করিয়াছেন—

"عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رایت فی المنام
انی اھاجر من مکۃ الی ارض بھا نخل فذھب وھلی
الی انہ الیمامۃ او ھجر فاذا ھی المدینۃ یثرب"۔

"হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, আমি যেন মক্কা হইতে হিজরত করিতেছি এমন এক ভূমিতে, যাহাতে বহু খর্জ্জুর বৃক্ষ আছে। আমি মনে করিয়াছিলাম ইহা ইয়ামামা কিংবা হিজর নামক স্থান হইবে; কিন্তু হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম, ইহা মদীনা— এছরব।" মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেও ইহার তরজমা করিয়াছেন—"ইহাতে আমার ধারণা হইয়াছিল, উহা ইয়ামামা কিংবা হিজর হইবে, হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম যে, উহা মদীনা এছরব।" এই "হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম" ইহা কখন? অর্থাৎ মদীনায় যাওয়া স্থিরীকৃত হইলে হযরত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বপ্ন দর্শিত স্থান মদীনা। ইহাই হাদীসের মর্ম্ম। অতএব মৌলানার উদ্ধৃত হাদীস ও তাঁহার তরজমা হইতেও পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, আঁ–হযরত (সাঃ)–এর প্রথম ধারণা ইয়ামামা কিংবা হিজর ছহী ছিল না।

নবীদের জন্যও যে কোন কোন সময় মানব–সুলভ এজ্‌তেহাদি ভুল করিবার সম্ভাবনা

আছে, ইহা কি মৌলানা সাহেব অস্বীকার করিতে চান? হুদাইবিয়া সংক্রান্ত ঘটনাও পাঠক দেখিয়া আসিয়াছেন।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব আবার বলিতেছেন, ইহা একটি স্বপ্ন, হযরত ইহার তাবীর করিয়াছিলেন, ইহা কোন ভবিষ্যদ্বাণী নয়। ভবিষ্যতে কোথায় হিজরত করিবেন, সেই জায়গা স্বপ্নে দেখিয়া বর্ণনা করিলে কি ইহা ভবিষ্যদ্বাণী হয় না? আর স্বপ্ন বলিয়া মৌলানা সাহেব এই কথাটাকে হাল্কা করিবার চেষ্টা করিলেন কেন? মৌলানা সাহেবের স্মরণ রাখা উচিৎ ছিল যে—

رؤیا الانبیاء وحی - (بخاری جلد اوّل کتاب التعبیر باب ۳۹)

"নবীদের স্বপ্নও ওহি"

ইমাম নোবী মুস্‌লিম শরীফের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছন:—

کان الانبیاء صلوات اللہ علیہم یوحی الیہم فی منامہم کما یوحی الیہم فی الیقظۃ -

(احمد بن حنبل جلد ۱ صفحہ ۳۷۰ ، بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۳۲ کتاب التعبیر باب)

"নবীদের উপর কখনও ওহি স্বপ্নে এবং কখনও ওহি হয় জাগ্রত অবস্থায়।"

ইমাম ইবনে কাইয়েম লিখিয়াছেন :—

رؤیا الانبیاء وحی فانہا معصومۃ من الشیطان باتفاق الامۃ

(تفسیر منازل السائرین صفحہ)

"নবীদের স্বপ্নও ওহি, কেননা, নবীদের স্বপ্ন সয়তানী হইতে পারে না; সকল উম্মতের সর্ব্ববাদীসম্মত মত ইহাই।"

অতএব স্বপ্ন বলিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হিজরতের স্থান সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীকে হাল্কা করার চেষ্টা করা মৌলানা রুহুল আমীনের ঘৃণিত চালাকি কিংবা জঘন্য ধরনের অজ্ঞতা।

گر ایں مکتبست و ایں ملا کار طفلاں خراب خواہد شد

১৩নং প্রবঞ্চনা

মির্জা সাহেব নিজের সয়তানী এলহামি ভবিষ্যদ্বাণীগুলির দোষ ঢাকিবার জন্য হযরতের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়াছেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) নিজেও এই মনে করিয়াছিলেন যে, হযরতের পর বিবি ছাওদা (রাঃ)-এর মৃত্যু সকলের প্রথমে হইবে। কোন হাদীসে এরূপ কথা নাই যে, তাঁহারা হযরতের সাক্ষাতে হস্ত মাপিয়া ছিলেন, ইহা মির্জা সাহেবের বাতিল দাবী।

উত্তর

ے چوں خدا خواہد کہ پردہ کس دَرَدْ
میلش اندر طعنۂ پاکاں رود

বার বার মিথ্যার নাজাছতে (অপবিত্রতার) ডুবিতে ডুবিতে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের মস্তিস্ক এই রকমভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, নিজের কথার বিরুদ্ধে নিজেই দলিল পেশ করিতেছেন। আবার মসিহে মাওউদ (আঃ)–কে গালি–গালাজ করিয়া যে হাদীস পেশ করিতেছেন তাহা অতি স্পষ্টভাবেই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–কে সমর্থন করিতেছে।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সন্দিগ্ধ রেওয়ায়েতের উপর নির্ভর করে না, তিনি নিজে শত শত কিতাব ইস্তাহারাদি লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। বিপক্ষ হইতে লক্ষ লক্ষ সাক্ষী পেশ করিয়া সেগুলি প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মধ্যে কোনরূপ দোষ (নাউজুবিল্লাহ্) থাকিলেও তাহা ঢাকিবার কোন উপায় ছিল না। এই প্রেসের যুগে নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত জগতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু সত্যের আদর্শ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই কথাও স্বীকার করিয়াছেন এবং জানাইয়া দিয়াছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম্ম ও তফছিলী কৈফিয়ত বুঝিতে কোন কোন সময় স্বয়ং সাহেবে–এলহামের (ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তিদের) পক্ষেও মানব–সুলভ ভুল হওয়া অসম্ভব নয়, বরং কখনও কখনও স্বয়ং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এরূপ হইয়া থাকে, যেন মানুষ মুশরিকদের মত আল্লাহ্‌র নবীকে খোদা মনে করিবার মত মারাত্মক ভুল না করিয়া বসে।

আল্লাহ্‌র নবীদের জীবনে এই রকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। হযরত আদম (আঃ)–এর কথা কে না জানেন?

মৌলানা রুহুল আমীন এবং তাহার দলের মৌলানাগণ যে–সমস্ত তফছীরাদির কথাকে অভ্রান্ত দলিলের মত পেশ করিয়া থাকেন ঐ সমস্ত তফছীরাদিতে বড় বড় নবীদের উপর, এমন কি, স্বয়ং আঁ–হযরত (সাঃ)–এর এলহামে পর্য্যন্ত সয়তানী প্রভাব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। كما مر হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আবির্ভূত হইয়া ঐ সমস্ত তফছীরের ভুল বাহির করিয়াছেন। নতুবা ঐ সমস্ত তফছীরের মান্যকারীদিগের রঙ্গীলা রসুল ইত্যাদি পুস্তকাদির গ্রন্থকারদিগকে ছুরি মারা ছাড়া জওয়াব দেওয়া অসম্ভব ছিল।

এই ভণ্ড–তপস্বী মৌলবী–মৌলানারা এক দিক্ দিয়া মাছুম নবীদের প্রতি নেহায়েৎ জঘন্য কার্য্য আরোপ করিয়া থাকেন, আর এক দিক্ দিয়া মানব–সুলভ এজ্‌তেহাদি ভুলের সম্ভাবনার কথা অন্যের মুখে শুনিলে শত্রুতা সাধনের হীন উদ্দেশ্যে আকাশ–পাতাল

মাথায় করিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করে— "হায় রসুলুল্লাহ্‌র হতক (অপমান) করিয়া ফেলিল, হায় রসুলুল্লাহ্‌র হতক করিয়া ফেলিল।"

এই 'কাদিয়ানী-রদ' পুস্তকের ৫ম খণ্ডের ৪২ পৃষ্ঠায় মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এবারত নকল করিয়া নিজেই হাদীস হইতে মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথার সমর্থন করিয়াছেন। মৌলানা রুহুল আমীনের উদ্ধৃত হাদীস এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এবারত নিম্নে পেশ করিতেছি:—

"মির্জা সাহেব এজালাতুল-আওহামের ৩৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں نے آپؐ کے روبرو ہاتھ
ناپنے شروع کئے تھے تو آپ کو اس غلطی پر متنبہ نہیں کیا گیا یہاں تک کہ
آپ فوت ہو گئے اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بھی یہ ہی رائے تھی کہ
درحقیقت جس بیوی کے لمبے ہاتھ ہیں وہی سب سے پہلے فوت ہوگی
اس وجہ سے باوجود یکہ آپؐ کے روبرو ہاتھ ماپے گئے مگر آپؐ نے
منع نہیں فرمایا۔ (سنن نسائی کتاب الزکوٰۃ باب۵۹، احمد بن حنبل جلد ۶ صـ۱۲۱)

"যখন হযরত (সাঃ)-এর বিবিরা তাঁহার সাক্ষাতে হাত মাপিতে আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহাকে এই ভুলের সংবাদ প্রদান করা হইল না, এমন কি তিনি এন্তেকাল করিয়া গেলেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরতের মত এই ছিল যে, প্রকৃত পক্ষে যে-বিবির হস্ত লম্বা ছিল তিনিই প্রথমে এন্তেকাল করিবেন। এই হেতু তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহারা হস্ত মাপিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি নিষেধ করেন নাই।"

পাঠক, হাদীসটী মেশকাতের ১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:—

عن عائشة ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلن للنبی
صلی اللہ علیہ وسلم ایننا اسرع بک لحاقا قال اطولکن
یدا فاخذوا قصبة یذرعونها وکانت سودة اطولهن یدا
فعلمنا بعد انما کانت طول یدها الصدقة وکانت اسرعنا
لحوقا به زینب وکانت تحب الصدقة۔ (احمد بن حنبل جلد ۶ صـ۱۲۱)

"আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন। নিশ্চয় নবী (সাঃ)-এর কোন কোন বিবি হযরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাদের (বিবিদের) মধ্যে কে সর্ব্বাগ্রে আপনার সহিত

মিলিত হইবে? হযরত বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহার হস্ত বেশী লম্বা হইবে। তখন তাঁহারা একখণ্ড বাঁশ দ্বারা হস্ত মাপিতে লাগিলেন; ছওদার হস্ত সমধিক লম্বা ছিল। পরে আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, হস্ত লম্বা হওয়ার অর্থ দান করা। আমাদের মধ্যে বিবি জয়নব সর্ব্বাগ্রে হযরতের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি দান করা পছন্দ করিতেন।"

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের উদ্ধৃত এবারত এবং হাদীস হইতে অতি পরিষ্কার ভাবেই প্রমাণ হইতেছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিবিগণ যখন এক খণ্ড বাঁশ লইয়া হাত মাপিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন হযরতেরও এই ধারণা ছিল যে, লম্বা হাত বিশিষ্ট বিবি ছওদা (রাঃ)-এর এন্তেকালই হযরতের পরে সকলের প্রথম হইবে; এবং বিবি জয়নবের এন্তেকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেহই বুঝিতে পারিলেন না যে, লম্বা হাত অর্থ— দানশীলতার হাত।

নিজেই হাদীস উল্লেখ করিলেন, আবার কয়েক ছত্র নীচে নিজেই বলিতেছেন, এই মর্ম্মের কোন হাদীস নাই, আশ্চর্য্য!

چہ دلاورست دُزدے کہ بکف چراغ دارد

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কালাম পরস্পর বিরোধ হওয়ার এলজাম ও প্রতিবাদ

'কাদিয়ানী-রদ'-এর ৫ম ভাগে ৪র্থ অধ্যায়ে আসিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত اِختلاف দেখাইতে মনস্থ করিয়াছেন।

যাহারা কোরান শরীফের কথাগুলির মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য বুঝিতে পারে না, যাহারা কোরান শরীফের আয়াতগুলির পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য দেখিয়া শত শত কোরানের আয়াতকে মনছুখ অর্থাৎ রহিত মনে করে তাহারা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কালামে বৈষম্য দেখিতে পাইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। যাহারা কোরান শরীফের শত শত আয়াতকে অন্য আয়াতের বিপরীত মনে করিয়া "মনছুখ" বলিয়া আকিদা রাখে, তাহাদের পক্ষে মসিহে (আঃ)-এর কালামের বৈষম্য নিয়া আলোচনা করিবার অধিকার আছে কি?

পাঠক দেখিতে পাইবেন, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কালামের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য নাই এবং মৌলানা রুহুল আমীন যাহা পেশ করিয়াছেন তাহাতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কালামে বৈষম্য প্রমাণ না হইয়া মৌলানার বুদ্ধি-বৈকল্যই প্রমাণ হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে, কোরান শরীফের মধ্যেও কোনরূপ বৈষম্য নাই; কোরানের কোন আয়াতই মনছুখ হয় নাই, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) মৌলানাদের এই মতের তীব্রভাবে খণ্ডন করিয়াছেন এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কালামেও কোনরূপ বৈষম্য নাই এরূপ ধারণা করা মৌলানার ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞতামূলক ভুল।

১ম ভুল

মির্জা সাহেব প্রথমে মুহাদ্দাস হইবার স্বীকার ও নবী হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন। পরে তদ্বিপরীত নবী হওয়া স্বীকার ও মুহাদ্দাস হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন।

উত্তর

ইহার বিস্তৃত উত্তর আমি অন্য খণ্ডে দিয়া আসিয়াছি। পাঠক যথাস্থলে মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে মৌলানার ভ্রান্তি কোথায় বুঝিতে পারিবেন। এখানে মোটামুটিভাবে কেবল এইটুকু বলিয়া দিতেছি যে, নবীদের নিকট তাহাদের পূর্ণ মর্য্যাদা প্রথম দিনই প্রকাশ হয় না, বরং আল্লাহ্তালার ওহি ও এলহাম কর্ত্তৃক ক্রমশ: প্রকাশ হইয়া থাকে।

এইজন্যই হযরত রসুলে করীম (সাঃ) প্রথম প্রথম বলিতেন—

لا تخيروني على موسى (بخاری کتاب الخصومات باب)

"আমাকে মুসা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিও না।"

من قال انا خير من يونس ابن متى فقد كذب۔ (بخاری کتاب التفسیر سورۃ النساء)

"যাহারা ইউনুছ নবী হইতে আমাকে শ্রেষ্ঠ বলে তাহারা মিথ্যা কথা বলে।"

পরে বলিয়াছেন—

انا سيد ولد آدم (ابن ماجہ کتاب الزھد باب ۳۷)

"আমি মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" এইরূপ ক্রম বিকাশ দ্বারা তাঁহার দাবীর সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-ও প্রথম প্রথম নিজকে শুধু সাধারণ মুহাদ্দাস মনে করিতেন, পরে আল্লাহ্তালার বারংবারের ওহিতে তাঁহাকে নবী ও প্রতিশ্রুত মসিহ বলিয়া প্রকাশ করা হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি যেখানে যেখানে নবুওয়তের অস্বীকার করিয়াছেন সেখানে নূতন শরীয়তওয়ালা স্বাধীন নবী হওয়ার কথাই অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। (অন্য খণ্ডে বিস্তৃত দেখুন)।

২য় ভুল

মির্জা সাহেব প্রথমে গয়র-আহমদীদিগকে কাফের মনে করিতেন না। পরে গয়র-আহমদীদিগকে কাফের বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

উত্তর

যখন তিনি নিজকে নবী বলিয়া মনে করেন নাই তখন গয়র-আহমদীদিগকে কাফের মনে করেন নাই। পরে যখন তিনি আল্লাহ্তালার বারংবার এলহাম ও ওহি কর্ত্তৃক নিজকে নবী বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, তখন গয়র-আহমদীদিগকেও কাফের বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কারণ, নবীর অস্বীকারকারীগণ সর্ব্ববাদী-সম্মত মতে কাফের, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই।

৩য় ভুল

মির্জা সাহেব নবুওয়ত শেষ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন।

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নূতন ধর্ম্ম বা নূতন শরীয়তবিশিষ্ট নবুওয়ত চিরতরে বন্ধ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এবং নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নবীর আবির্ভাব আর

হইবে না বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আর আঁ-হযরতের অধীন গয়র-তশরিয়ী নবুওয়ত জারী আছে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। *(বিস্তৃত আলোচনা অন্য খণ্ডে দেখুন)।*

৪র্থ ভুল

মির্জা সাহেব হযরত ইসা (আঃ)-এর কবর সম্বন্ধে কখনও "গলিল", কখনও "বয়তুল মুকাদ্দাস"

আবার কখনও "শ্রীনগর কাশ্মির" বলিয়াছেন।

উত্তর

বেলাদে-শাম সেই দেশের নাম এবং গলিল সেই এলাকার নাম যে এলাকাতে বয়তুল মুকাদ্দাস অবস্থিত। সুতরাং বেলাদে-শাম, গলিল এবং বয়তুল-মুকাদ্দাস এই কথাগুলির মধ্যে কোন বৈষম্য নাই; ইহাতে বৈষম্য মনে করা ঠিক এই রকম যেমন মৌলানা রুহুল আমীনের বাড়ী বশিরহাটে, চব্বিশ পরগণায়, বাংলা দেশে, বলিলে যদি কেহ বলে যে, এই তিনটি জায়গার কোন্ জায়গার কথা সত্য! তাহা হইলে এরূপ প্রশ্নকারীকে যেমন সকলেই মূর্খ, বোকা মনে করিবে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই প্রশ্নটাও এইরূপ। এই সমস্ত মৌলানাদের ভৌগোলিক জ্ঞান দেখিয়া দয়ার উদ্রেক হয়।

আর শাম দেশের গলিল এলাকায় বয়তুল মুকাদ্দাসে ইসা (আঃ)-এর যে কবর আছে সেই কবরে হযরত ইসা (আঃ)-কে ক্রুশ হইতে বেহুস অবস্থায় নামাইয়া মৃত বলিয়া সন্দেহ করিয়া প্রথমে রাখা হইয়াছিল, পরে তৃতীয় দিবসে তিনি সেই কবর হইতে উঠিয়া নিজের শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গোপনে হিজরত করিয়া কাশ্মির দেশে চলিয়া আসেন, এবং পরে শ্রীনগরে ওফাত প্রাপ্ত হইয়া সমাহিত হন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা "মসিহ হিন্দুস্থান মেঁ" নামক কিতাবে দ্রষ্টব্য।

এস্থলে আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা এই যে, শাম দেশে এবং কাশ্মির দেশে এই দুই দেশেই হযরত ইসা (আঃ)-এর কবর বিদ্যমান আছে। প্রথম কবরে তাঁহাকে বেহুসি অবস্থায় রাখা হইয়াছিল। দ্বিতীয় কবরে ওফাতের পর তিনি সমাহিত হইয়াছেন। অতএব এই দুই স্থানে কবরের উল্লেখ করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করেন নাই। এরূপ মনে করা মৌলানা রুহুল আমীনের অজ্ঞতার দলীল।

৫ম ভুল

শিখদের গুরু বাবা নানকের চুলা বা পিরাহান সম্বন্ধে মির্জা সাহেব বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কোথাও লিখিয়াছেন, গায়েব হইতে আল্লাহ্‌র কুদরতে উহাতে কোরান শরীফের আয়াত অঙ্কিত হইয়াছিল, কোথাও লিখিয়াছেন, বাবা নানকের মুসলমান পীর তাহাকে এই পিরহান দিয়াছিলেন, কোথাও লিখিয়াছেন, খোদার পক্ষ হইতে এলহাম প্রাপ্ত হইয়া এই লম্বা পিরহান প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

উত্তর

শিখ গুরু বাবা নামক (রহঃ) একজন মুসলমান দরবেশ ছিলেন, তাঁহার নিকট একটি পিরাহান ছিল, যাহা এখনও শিখদের ধর্ম্ম মন্দিরে বিদ্যমান আছে। এই পিরাহান 'চুলা-বাবা-নানক' নামে অভিহিত। এই চুলার মধ্যে কোরান শরীফের বিভিন্ন আয়াত, কলেমা শাহাদত ইত্যাদি ইসলামী শিক্ষা লিখিত আছে।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বাবা নানক যে মুসলমান ছিলেন এই কথা প্রমাণ করিয়া শিখদিগকে ইস্‌লামের দিকে আহ্বান করিয়াছেন— এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রমাণাদি পাঠ করিয়া বহু শিখ পাঞ্জাবে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আহমদীয়া সঙ্ঘে যোগদান করিয়া ইসলামের খেদমত করিতেছেন। বাবা নানকের মুসলমান হওয়া প্রমাণ করিবার প্রসঙ্গে তিনি বাবা নানকের এই পিরাহান লাভ করার বিভিন্ন সম্ভাবিত উপায় বর্ণনা করিয়াছেন—অর্থাৎ হইতে পারে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে গায়েব হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিংবা মুসলমান মুরশিদের কাছ থেকে লাভ করিয়াছিলেন, কিংবা আল্লাহ্‌র এলহাম অনুসারে নিজেই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই তিন প্রকারের যে-প্রকারেই ইহা লাভ করিয়া থাকুন না কেন, ইহাতে বাবা নানকের মুসলমান হওয়া প্রমাণ হয়। মসিহে মাওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন:—

یہ بھی ممکن ہے کہ بابا صاحب کو یہ قرآنی آیات الہامی طور پر معلوم ہو گئے
ہوں اور اذنِ ربّی سے لکھے گئے ہوں۔

এই তিন প্রকারের সম্ভাবনার উল্লেখ করার মধ্যে এবং একটা ঐতিহাসিক ঘটনার তিনটি সম্ভাবিত কারণ বর্ণনা করার মধ্যে বৈষম্য মনে করা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের মস্তিস্ক বিকৃতি নহে কি?

৬ষ্ঠ ভুল

মির্জা সাহেব হযরত ঈসা (আঃ) নাজেল হওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন বিপরীত মত বর্ণনা করিয়াছেন।

উত্তর

বিস্তৃত উত্তর অন্য খণ্ডে দিয়া আসিয়াছি। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) দাবীর পূর্ব্বে এবং খোদাতালার তরফ হইতে এলহাম প্রাপ্ত হইয়া অবগত হইবার পূর্ব্বে সাধারণ

মুসলমানদের আকিদাই পোষণ করিতেন, তাহা মসিহে মাওউদ (আঃ) নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন হযরত মসিহ (আঃ) অতিশয় পরাক্রমের সহিত নাজিল হইবেন; এমন কি, প্রথম প্রথম এলহাম পাইয়াও তিনি আরও পরিষ্কার এলহাম পাইবার জন্য আশা করিতেছিলেন। অর্থাৎ প্রথম প্রথম তিনি যে বুঝিতে পারেন নাই তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার দাবীর সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়।

আর " আমি মসিহ ইবনে মরিয়ম হইবার দাবী করি নাই" এবং "আমাকে আল্লাহ্তালা মসিহ ইবনে মরিয়ম করিয়াছেন" এই দুইটি কথার মধ্যেও কোন বৈষম্য নাই। প্রথম কথায় ইস্রায়িলী মসিহ ইবনে মরিয়ম হওয়ায় দাবী করিয়াছেন বলিয়া যে কোন কোন গয়র-আহমদী এলজাম দিয়াছিল, তাহার জওয়াব দিয়াছেন যে, আমি সেই তোমাদের খেয়ালমত ইস্রায়িলী মসিহ হইবার দাবী করি নাই। দ্বিতীয় কথায় এই বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্তালা আমাকে এই উম্মত হইতে মসিহ ইবনে মরিয়ম করিয়াছেন।

৭ম ভুল

মির্জা সাহেব প্রথমে ডাক্তার আবদুল হেকিম খার তফছীরুল কোরানের প্রশংসা করিয়াছেন, পরে নিন্দা করিয়াছেন।

উত্তর

ডাক্তার আবদুল হেকীম খাঁর আকীদা ও আমল খারাপ হওয়ার দরুন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাহাকে জামাত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সে মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল। সে যখন আহমদী ছিল তখন এক তফছীর লিখিতে আরম্ভ করে। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কোন লিখা হইতে হাওয়ালা দিয়া ইহা প্রমাণ করিতে পারে নাই যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ডাক্তার আবদুল হাকিমের তফছীরের প্রশংসা করিয়াছিলেন। আর মৌলানা সাহেবকে মিথ্যা কথায় যেমন অভ্যস্ত দেখিতেছি আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না যে, বাস্তবিকই মসিহে মাওউদ (আঃ) প্রশংসা করিয়াছিলেন। মৌলানা রুহুল আমীনের কথা কিংবা ডাক্তার আবদুল হেকীম খান নিজেও যদি লিখিয়া থাকে যে, মির্জা সাহেব প্রথমে আমার তফছীরের প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

আর যদি বিশ্বাস করিয়াও লই যে, বাস্তবিক হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা হইলেও হইতে পারে যে, তফছীরের কোন কোন অংশের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সমস্ত তফছীরের প্রশংসা করেন নাই এবং তফছীরের অন্যান্য অংশে ইসলামের বিপরীত আকীদা দেখিয়া নিন্দা করিয়াছেন, আর লিখিয়াছেন যে, সে তফছীর লিখিবার উপযোগী নয়। তফছীরের কোন কোন অংশ প্রশংসার উপযুক্ত হইলেও সমস্ত

তফছীর খানা প্রশংসার উপযুক্ত না-ও হইতে পারে। বিশেষতঃ মুরতাদ হইয়া যাওয়ার পর সে তাহার তফছীর হইতে অনেক কথা বাহির করিয়া সেইস্থানে অন্যরূপ কথা লিখিয়া দিয়াছে এবং ইহা সে নিজেই তাহার রেসালা জিক্‌রুল হেকীম নং ৪—৪৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছে।

সুতরাং ডাক্তার আব্দুল হেকীমের তফছীরের প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যে কোন রকম বৈষম্য নাই। এই কথার মধ্যে বৈষম্য দেখান মৌলানা সাহেবের ধাপ্‌পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নহে।

৮নং ভুল

প্রথমে মির্জা সাহেব নিজেকে হযরত ইসা (আঃ) হইতে কম মরতবার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, পরে হযরত ইসা (আঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ হইবার দাবী করিয়াছেন।

উত্তর

ঠিক এই রকম যেমন হযরত রসুল করীম (সাঃ) প্রথমে হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ইউনুছ (আঃ) হইতেও নিজকে শ্রেষ্ঠ বলিতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং পরে বিশ্বের সমস্ত নবী ও রসুলগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী করিয়াছেন।

এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বে করিয়া আসিয়াছি।

৯নং ভুল

মির্জা সাহেব হযরত ইসা (আঃ)-এর মাটি দিয়া পাখী বানানের মোজেজা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কখনও বলিয়াছেন, মেছমেরিজম, কখনও বলিয়াছেন, তালাবের মাটিতে রুহুল কুদুসের তাছির ছিল, কখনও বলিয়াছেন, কাঠের কল, কখনও বলিয়াছেন, নিরক্ষর অজ্ঞ লোকদিগকে মসিহ (আঃ) নিজের সহচর বানাইয়া ছিলেন।

উত্তর

এস্থলে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথাকে বিকৃত করিয়া পেশ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমি অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, পাঠক তথায় দেখিয়া লইবেন। এখানে শুধু এই বলিতে চাই যে, কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, হযরত ইসা (আঃ) মাটি দিয়া পাখী বানাইয়া ফুঁকিয়া উড়াইয়া দিতেন এবং উহা বাস্তবিকই জানদার (জীবিত) পাখী হইয়া যাইত। এমন কি কেহ কেহ বলেন, বাঁদুড় বা 'চামচিকা' পাখী হযরত ইসা (আঃ)-এর সৃষ্টি।

ইহা কোরানের প্রকাশ্য উক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

"قل الله خالق كل شئ وهو الواحد القهار"۔ (رعد: ۱۷)

"خلق كل شئ فقدّره تقديرا"۔ (فرقان: ۳)

"هل من خالق غير الله"۔ (فاطر)

এবং হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে কোরানের উক্তি—

"تخلق من الطين كهيئة الطير" (المائدة: ۱۱۱)

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, এই আয়াতের কয়েক প্রকারের অর্থ হইতে পারে। অর্থাৎ ইহাও হইতে পারে যে, হযরত ইসা (আঃ) মেছমেরিজম বিদ্যা এলহামিভাবে জ্ঞাত হইয়া নিজের আত্মার উত্তাপের সাহায্যে মাটি দিয়া পাখী বানাইয়া কতক্ষণের জন্য উড়াইয়া দিতেন এবং ইহাও হইতে পারে যে, এলহামি জ্ঞানের সাহায্যে কোনরূপ কল তৈয়ার করিবার হেকমত শিখিয়াছিলেন এবং ইহাও হইতে পারে, (যেমন খ্রীষ্টানগণ স্বীকার করিয়া থাকে যে, হযরত ইসা (আঃ) এক তালাবের (পুকুর) মধ্যে যাতায়াত করিতেন) কোন তালাবের মাটির মধ্যে রুহুল কদুছের তাছির ছিল এবং তিনি সেই মাটি দিয়া পাখীর মত বানাইয়া কতক্ষণের জন্য উড়াইয়া দিতেন যেমন মুসা (আঃ)–এর লাঠি কতক্ষণের জন্য সাপ হইত; কিম্বা ইহাও হইতে পারে যে, মাটি সদৃশ উম্মী নিরক্ষর লোকদিগকে পাখী যেমন নিজের ছানাদিগকে সযত্নে নিজের শরীরের উত্তাপ দিয়া ক্রমশঃ শিক্ষা দিয়া আকাশে উড্ডীয়মান করিয়া দেয়, তিনিও শিষ্যদিগকে নিজের রুহানিয়তের উত্তাপ দিয়া যত্নে হেদায়াত ও তরবীয়ত করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকতার আকাশে উড্ডীয়মান করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ হযরত ইসা (আঃ)–এর এই মোজেজার মধ্যে যে কোন প্রকারের উলুহিয়ত বা ঈশ্বরত্ব নাই, বরং ইসা (আঃ)–এর এই কাজ যে বিরুদ্ধ পক্ষের মোকাবেলাতে অপরাজেয়, অসাধারণ ও অতুল ছিল বলিয়া মোজেজা ছিল, তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ইসা (আঃ)–এর মোজেজা অস্বীকার করেন নাই বরং মোজেজার হকিকত (তাৎপর্য্য) বর্ণনা করিয়াছেন। বিভিন্ন জামানার নবীদের মোজেজা ভিন্ন ভিন্ন জামানা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

মুসা (আঃ)–এর লাঠিকে সাপ বানাইয়া দেখান বর্ত্তমান জামানার উপযোগী নয় বলিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)–এরূপ মোজেজা দেখান নাই। এইরূপ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন, মেছমেরিজমের সাহায্যে মোজেজা দেখান আমি পছন্দ করি না অর্থাৎ ইহা জমানার উপযোগী নয়, যেরূপ রসুল করীম (সাঃ) লাঠিকে সাপ বানাইয়া দেখান পছন্দ করেন নাই। ইচ্ছা করিলে তিনিও ইহা দেখাইতে পারিতেন।

খ্রীষ্টানগণ হযরত ইসা (আঃ)–এর মোজেজাকে অতিরঞ্জিত করিয়া যে মোশরেকী আকিদার প্রচার করিয়াছে খ্রীষ্টানদের মোকাবেলাতে এবং খ্রীষ্টানদের আকীদার সাহায্যকারী মুসলমান মৌলানাদের প্রতিবাদে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এই প্রকার মোশরেকী আকীদার খণ্ডন করিয়া কোরান শরীফে বর্ণিত আয়াতের যুক্তিসঙ্গত অর্থ করিয়াছেন এবং যত প্রকার সম্ভাবিত অর্থ হইতে পারে তাহা পেশ করিয়াছেন। এই বর্ণনাতে কোনরূপ পরস্পর বিরোধ নাই। এই যুক্তিসঙ্গত অর্থগুলি এইরূপ অতি রঞ্জিতও নয় যাহাতে হযরত ইসা (আঃ)–এর খোদা বা খোদার পুত্র হওয়া প্রমাণ হইতে পারে। এই জন্যই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই মোজেজায় অতি–মানবীয় গুরুত্ব নাই বলিয়াছেন।

আমাদের অনুরোধ, পাঠক এসম্বন্ধে বিস্তৃত অবগত হইতে চাহিলে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর কিতাব "এজালায়ে আওহাম" পাঠ করিবেন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেবরা হযরতের কি রকম জ্ঞান–পূর্ণ কথাকে কি রকম বিকৃত করিয়া পেশ করিয়া থাকেন।

১০নং ভুল

মির্জা সাহেব দাজ্জাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত বর্ণনা করিয়াছেন, কখনও প্রত্যেক সত্য–গোপনকারী দুনিয়াদারকে দাজ্জাল বলিয়াছেন। কখনও বর্ত্তমান জমানার উন্নতজাতি সকলকে দাজ্জাল বলিয়াছেন, কখনও পাদরীদিগকে দাজ্জাল বলিয়াছেন। কখনও ইব্নে সায়্যাদকে দাজ্জাল বলিয়াছেন।

উত্তর

দাজ্জাল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিয়া আসিয়াছি। এস্থলে শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই 'কাদিয়ানি–রদ' পুস্তকেই মিথ্যা নবুওয়তের দাবীকারীদিগকে দাজ্জাল বলিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে হাদীস পেশ করিয়াছেন— دجالون كذابون - (بخارى كتاب الفتن باب ٢٥) এই হাদীসে ত বহু দাজ্জালের কথা আসিয়াছে।

আর আখেরী জামানায় দাজ্জাল বাহির হইবার কথাও মৌলানা সাহেব স্বীকার করেন। আর হযরত রসুল করীম (সাঃ)–এর সামনে হযরত উমর কসম খাইয়া ইব্নে সাইয়্যাদকে দাজ্জাল বলিয়াছেন এবং আঁ–হযরত অস্বীকার করেন নাই। বরং হযরত (সাঃ) "সন্দেহ করিয়া বলিয়াছেন, আমার সময় যদি দাজ্জাল বাহির হয়" আমি দাজ্জালের সঙ্গে বহস করিব। (বুখারী ও মুস্লিম দ্রষ্টব্য)।

দাজ্জাল সম্বন্ধে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত মৌলানা সাহেবগণও পোষণ করিয়া থাকেন।

ایں گناہیست کہ در شہر شما نیز میکنند فما ھو جوابکم فھو جوابی

তাহাদের যে উত্তর আমাদেরও সেই উত্তর। আহমদী জামাতের বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেবগণ দাজ্জালের প্রকৃত অর্থ কি, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া আঁ-হযরত দাজ্জাল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, দাজ্জালের প্রকৃততত্ত্ব ও ব্যাপক অর্থ ইত্যাদি গোপন করিয়া কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ, এক কিম্ভুতকিমাকার আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের কাহিনীর মত আশ্চর্য্য কাহিনী অজ্ঞ জন-সাধারণকে শুনাইয়া রাখিয়াছেন। তাই এখন মৌলানা সাহেবেরা দাজ্জালের ব্যাপক অর্থ ও প্রকৃত-তত্ত্ব শুনিয়া বেভাচেকা খাইয়া, আবল-তাবল বকিতে আরম্ভ করেন।

যে কুফরী শক্তির প্রভাবে ইসলাম ও মুসলমান জাতি আজ বিধ্বস্ত, যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়া সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়া ছলে বলে লোকের ধন ও ইমান নষ্ট করিয়াছে, কনষ্টান্টিনোপল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যাহারা বাহির হইয়াছে, দ্রুতগামী বাহনের (গাধার) সাহায্যে যাহারা সকাল হইতে বিকাল পর্য্যন্ত, দেশের মশরিক হইতে মগরিব পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ করে, তাহাদের দাজ্জাল হওয়া সম্বন্ধে কোন মুসলমান সন্দেহ করিতে পারে না।

এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বে করিয়া আসিয়াছি এবং মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাদি পাঠ করিলে সত্যান্বেষী পাঠক আরও গভীর তত্ত্ব-পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

১১নং ভুল

দাব্বাতুল-আরজ সম্বন্ধে মির্জা সাহেবের ভিন্ন ভিন্ন মত। প্লেগের কীটকে দাব্বাতুল-আরজ বলিয়াছেন, আবার ঐ সমস্ত ওয়াজ ব্যবসায়ী আলেমগণকে দাব্বাতুল আরজ বলিয়াছেন, যাহারা নিজেদের মধ্যে আস্‌মানি শক্তি রাখে না।

উত্তর

ভাষা তত্ত্ববিদগণ আমার এই কথা স্বীকার করিবেন যে, প্রত্যেক ভাষায় এবং উম্মুল-আলছেনা আরবী ভাষায় এই রকম বহু শব্দ ও বাক্য আছে যাহার একাধিক ও বহু অর্থ হইতে পারে। অফুরন্ত জ্ঞানপূর্ণ কোরান শরীফে প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ অর্থ আছে।

আখেরী জমানায় দাব্বাতুল-আরজের দুই অর্থই মসিহে মাওউদ (আঃ) করিয়াছেন, জমিনী কীট বলিতে আখেরী জমানার দুনিয়াদার মৌলবী-মৌলানা, যাহারা মানুষের সঙ্গে ধর্ম্ম নিয়া দুনিয়াদারী ব্যবসা হিসাবে কালাম করিবে তাহাদিগকেও দাব্বাতুল-আরজ বলা হইয়াছে। আর আখেরী জামানায় আল্লাহ্‌র আজাবরূপ যে জমিনী কীট মানুষের গ্রীবাদেশে জখম করিবে অর্থাৎ প্লেগের কীট উহাকেও দাব্বাতুল-আরজ বলা হইয়াছে।

এক বাক্যের দুই অর্থ এবং ছহী অর্থই দুইটি হইতে পারে। ইহাতে মৌলানা সাহেবের আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর ব্যাখ্যা হযরত নবী করীম (সাঃ)–এর কোন্ ব্যাখ্যার বিপরীত, তাহা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব উল্লেখ না করিয়া "মির্জা সাহেব নবী করীম (সাঃ)–এর ব্যাখ্যার বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছেন" বলিয়া জন-সাধারণকে ধোঁকা দিয়াছেন।

দাব্বাতুল–আরজ যে কেয়ামতের এক চিহ্ন এই কথা সত্য। হযরত রসুল করীম (সাঃ)–ও মসিহে মাওউদের বর্ণনায় (مسلم كتاب الفتن حديث ۱۱۰) প্লেগকে তাঁহার বিরুদ্ধাবাদীদের উপর আজাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব ইহাও কেয়ামতের চিহ্ন, আর ধর্ম্ম নিয়া যে মৌলানা সাহেবেরা ব্যবসা করিবে ইহাকেও কেয়ামতের চিহ্ন স্বরূপ تعلم لغير دين বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং দাব্বাতুল–আরজের এইরূপ ব্যাখ্যা ঠিক হইবার সঙ্গত কারণ আছে।

আবুদাউদের হাসিয়ার লিখিত আছে ঃ—

قيل فى التوفيق بين رواية الدابة ان يكون جاسوسا
دابة وامرءة وانه يصح اطلاق الدابة على الانسان لغة
فانه اسم لكل مايدب على الارض۔

(برحاشيه ابوداؤد كتاب الملاحم ص ۲۴۶)

সুতরাং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) দাব্বাতুল–আরজের যে দুই রকম অর্থ করিয়াছেন এই দুই রকম অর্থই ছহী এবং উহাতে কোনরূপ পরস্পর বিরোধ নাই।

১২নং ভুল

মেরাজ সম্বন্ধে মির্জা সাহেবের ভিন্ন ভিন্ন মত। কখনও বলিয়াছেন সশরীরে আসমানের দিকে মেরাজে গমন করিয়াছেন, আবার কখনও বলিয়াছেন এই অনুজ্জ্বল শরীরের সহিত মেরাজ হইয়াছিল না বরং উহা অতি উচ্চ ধরনের কাশ্‌ফ ছিল।

উত্তর

সশরীরে অর্থাৎ জড় দেহের সহিত মেরাজ হইয়াছিল এই কথা হযরত মসিহে মাওউদ কোথাও লিখেন নাই, বলেনও নাই। অনুজ্জ্বল অর্থাৎ জড় দেহের সহিত মেরাজ হওয়া সব সময়ই তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) উজ্জ্বল নূরানী জিছিমের (দেহের) সহিত আঁ–হযরত (সাঃ)–এর মেরাজ স্বীকার করিয়াছেন। ইহাকে সশরীরে মেরাজ বলা বড় ধৃষ্টতা। উজ্জ্বল নূরানী জিছিমের সহিত মেরাজ আর কাশ্‌ফে মেরাজ একই কথা, রূহানী জগৎ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান থাকিলেও মৌলানা রুহুল আমীন

সাহেব বুঝিতে পারিতেন যে এই জড় দেহ ছাড়াও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আর এক প্রকার নূরানী দেহ লাভ করিয়া থাকেন, যে দেহের সাহায্যে অলিউল্লাহ্‌গণ এক মুহূর্ত্তে সমস্ত দুনিয়ায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং একই সময়ে একজন অলিউল্লাহ্‌কে বিভিন্ন স্থানে দেখা গিয়াছে বলিয়া রেওয়ায়েত শুনা যায়।

এই রকম নূরানী সূক্ষ্ম জিসিমের সহিত রসুল (সাঃ)–এর মেরাজ হইয়াছে বলিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন, ইহা অতি উচ্চ ধরনের কাশ্‌ফ্‌।

سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجاست

১৩নং ভুল

মির্জা সাহেব ইসা (অঃ)–এর পয়দাএশ (জন্ম) সম্বন্ধে বিভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছেন। কোথাও লিখিয়াছেন ইসা (আঃ) বিনা পিতায় পয়দা হইয়াছিলেন আর কোথাও লিখিয়াছেন "হজরত মসিহ নিজের পিতা ইয়োছফের সহিত"।

উত্তর

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) হযরত ইসা (আঃ)–এর বিনা পিতায় পয়দাএশ স্বীকার করিয়াছেন, আর বহু জায়গায় ইহা প্রমাণও করিয়াছেন। আর, যেখানে ইসা (আঃ)–এর পিতা হিসাবে ইয়োছফের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেইখানে পালক–পিতা হিসাবে বলিয়াছেন, জন্মদাতা পিতা হিসাবে নয়।

এই সহজ কথাটা মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারেন নাই তাহা কেমন করিয়া মনে করিব? তবে কি তিনি পাবলিককে ধোঁকা দিবার জন্য এরূপ লিখিয়াছেন।

১৪নং ভুল

মির্জা সাহেব "খোদার বেটা" হওয়ার আকীদাকে সবচেয়ে বড় ও ভয়ঙ্কর গোমরাহি যাহার দরুন আসমান জমিন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চায় বলিয়াছেন।

আবার নিজেও খোদাই দাবী, খোদার পুত্র হওয়ার দাবী ইত্যাদি করিয়াছেন।

উত্তর

মিথ্যা কথা এবং মস্ত বড় ধোঁকা। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) খোদা বা খোদার পুত্র হওয়ার দাবী করেন নাই।

"لعنة الله على الكاذبين"

বরং ওহি, এলহাম, কাশ্‌ফ ও স্বপ্নে এই রকমের শব্দ বা কথা দেখা গেলে ইহার যে রূপক ও ইসলামসম্মত অর্থ হইতে পারে তাহা দেখাইয়া দিয়া মানুষের পূজারী

মোশরিকদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, এই রকম কথা ঐশী ভাষায় থাকিলেও ইহার মোশ্‌রেকী অর্থ করা ও মানুষকে অতি মানব কিছু মনে করা মস্ত বড় গুমরাহী।

এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমি এই কিতাবের অন্যত্র করিয়া আসিয়াছি। পাঠক তথায় দেখিয়া লইবেন এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কিতাবগুলি পাঠ করিলে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে বিরুদ্ধাবাদী মৌলানা সাহেবেরা কি জঘন্য প্রকৃতির মানসিকতা নিয়া মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথাগুলিকে বিকৃত করিয়া পেশ করেন।

১৫নং ভুল

মির্জা সাহেব কোথাও খ্রীষ্টানদের ইঞ্জিলকে পরিবর্ত্তীত ও বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়াছেন। আবার তিনি বুখারী শরীফের বরাত দিয়া লিখিয়াছেন যে, এই কিতাবগুলিতে কোনরূপ শব্দের পরিবর্ত্তন নাই।

উত্তর

এই দুই কথার মধ্যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধ নাই কারণ "পরিবর্ত্তীত ও বিনষ্ট" হওয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর নিজের মত, আর "শাব্দিক পরিবর্ত্তন হয় নাই", ইহা ইমাম বুখারীর মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম বুখারীর মত ও ইমাম মাহদীর মত কোন কোন মছলায় এক রকম না হইলে ইহাকে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)এর নিজের কথায় আত্মবিরোধ বলা মৌলানা সাহেবের ভুল।

ইঞ্জিল সম্বন্ধে কোরান শরীফের "يحرفونه" কথার অর্থ বুখারী শরীফে يؤولونه করা হইয়াছে। অর্থাৎ "তাহারা নিজ নিজ গ্রন্থের তহরীফ করে" অর্থ-মানের পরিবর্ত্তন করে। খ্রীষ্টানগণ শাব্দিক পরিবর্ত্তন না করিয়া মানের পরিবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়াছে, ইহাই বুখারীর কথার অর্থ।

শাব্দিক তহরীফ হয় নাই অভ্যন্তরীণ তহরীফ হইয়াছে। এই দুই কথার মধ্যেও আত্মবিরোধ মনে করা মৌলানা সাহেবের আর এক ভুল।

১৬নং ভুল

মির্জা সাহেব খ্রীষ্টান ত্রিত্ববাদকে গ্রীকদের মোশরেকী শিক্ষা হইতে পৌল কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। আবার নিজেও ত্রিত্ববাদ মত গ্রহণ করিয়াছেন।

উত্তর

খ্রীষ্টানী ও মোশরেকী ত্রিত্ববাদের নিন্দা করিয়াছেন, ইহাত ধ্রুব সত্য কথা। কিন্তু তিনিও এই খ্রীষ্টানী ত্রিত্ববাদ মত গ্রহণ করিয়াছেন ইহা মৌলানা রহুল আমীন সাহেবের জ্বলন্ত মিথ্যা।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) খ্রীষ্টানী ত্রিত্ববাদকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়া ইসলামী তৌহীদের যে বীজ বপন করিয়াছেন তাহারই ফলে ইসলামী কলেমার মহা-মহীরূহ্ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত মানবজাতিকে আপন ছায়াতলে একত্র করিবার সূত্রপাত করিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে দুনিয়া ইহার সাক্ষ্য দিবে। আর তিনি 'পাক ত্রিত্ববাদ" নামে যে আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা খ্রীষ্টানী ত্রিত্ববাদ নহে। বরং ইহা খ্রীষ্টানী ত্রিত্ববাদের খণ্ডন এবং ইসলামী তৌহীদ ও ঐশীপ্রেমের আধ্যাত্মিক স্বরূপ।

"তছলিছ" শব্দকে বাহানা করিয়া মৌলানা সাহেব যেরূপ বিকৃত অর্থ করিয়াছেন তাহাতে মৌলানা সাহেবের আধ্যাত্মিকতার নিতান্তই অভাব প্রতিপন্ন হয়।

আমি এ সম্বন্ধে বিস্তৃত লিখিয়া আসিয়াছি, পাঠক এই কিতাবে যথাস্থানে ইহা পাঠ করুন। এখানে আমার বক্তব্য শুধু এই যে, ইসলামী শিক্ষায় আল্লাহ্‌কে মান্য করা, ফেরেস্তাকে মান্য করা, আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহকে মান্য করা, আল্লাহ্‌র রসুলগণকে মান্য করা, এবং তকদীরে বিশ্বাস করা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করা ইমানের অংশ। এখন যদি মৌলানা সাহেবকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, খ্রীষ্টানরা ত্রিত্ববাদ বিশ্বাস করে, আর আপনারা ষড়বাদ, অর্থাৎ ছয় খোদা মানেন, তাহা হইলে মৌলানা সাহেবের যদি নেহায়েৎ সাধারণ বুদ্ধিরও অভাব না ঘটিয়া থাকে তিনি বলিবেন যে, ইসলামী কলেমার এই ৬ প্রকারে বিশ্বাসকে ৬ খোদা বলিয়া আমরা মানি না, বরং এক খোদা এবং বাকী এই পঞ্চম প্রকারের কথার উপর বিশ্বাস রাখাকেই ইমান বলে এবং ইহাই প্রকৃত তৌহীদ এবং পবিত্র ষড়বাদ।

এই রকম পাক তছলীছ অর্থাৎ পবিত্র ত্রিত্ববাদ বলিতে মসিহে মাওউদ (আঃ) মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের মহবত এবং এতদুভয়ের মিলনে এক রুহুল কুদুসের আবির্ভাব হইয়া আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া— এই তিনটি আধ্যাত্মিক অবস্থাকে "পাক তছলীছ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এখানে তিন খোদা স্বীকার করার নাপাক তছলীছ কোথায়? মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের নিজের উদ্ধৃত করা এবারতই যে মৌলানার এই মিথ্যা উক্তির খণ্ডন করিতেছে। খ্রীষ্টানী ভাষায় মোশেরেকী অর্থে তছলীছের ব্যবহার আছে বলিয়া কি আমাদের পক্ষে ভাল অর্থে এই শব্দের ব্যবহার করিতে নিষেধ আছে?

একটু গভীর বুদ্ধির ব্যবহার করিলে মৌলানা সাহেবও বুঝিতে পারিবেন যে, ভাল শব্দগুলির খারাপ ব্যবহার দূর করিবার জন্য আবার সেগুলিকে প্রচুর পরিমাণে ভাল অর্থে ব্যবহার করিতে থাকিলে ক্রমশঃ উহাদের মন্দ অর্থ দূর হইয়া যাইবে। হিন্দুগণ অবতার শব্দকে এই মোশরেকী অর্থে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং কেহ কেহ এখনও করিতেছে। কিন্তু আমরা যদি অবতার শব্দকে উহার প্রকৃত পবিত্র অর্থে, অর্থাৎ

আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রেরিত নবী অর্থে ব্যবহার করিতে থাকি তাহা হইলে ক্রমশঃ হিন্দুদের মন হইতে ঐ অস্বাভাবিক অর্থ দূর হইয়া উহার নেহায়েৎ স্বাভাবিক ইস্‌লামী অর্থ স্থান পাইবে, এবং বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা ভুল করিয়া আল্লাহ্‌তালার নবীদিগকেই যাহারা নিতান্তই মানুষ ছিলেন স্বয়ং খোদা মনে করিয়া বসিয়াছিল।

فتدبروا يا اولى الابصار-

১৭নং ভুল

"মির্জা সাহেব দাজ্জালের কার্য্যকলাপ— মারিয়া ফেলিয়া জীবিত করা, বেহেস্ত-দোজখ সঙ্গে করিয়া ফেরা, আস্‌মান ও জমিন তাহার ক্ষমতাধীনে আসা ইত্যাদি কথাকে এবং ইসা (আঃ)-এর মাটি দিয়া পক্ষী প্রস্তুত করিয়া জীবিত করিয়া উড়াইয়া দেওয়া ইত্যাদিকে মোশরেকী আকিদা, আল্লাহ্‌র্তা'লার ছিফতে শরীক করা মনে করিয়াছেন; আবার নিজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তালার যখন কল্যাণমূলক কোন প্রকার বন্দোবস্ত করার ইচ্ছা করেন তখন আমাকে তাঁহার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার ও ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য নিজের জাতি তাজাল্লি হইতে তাঁহার ইচ্ছা, এলম, অঙ্গ, প্রকৃত তৌহীদ ও একত্বের স্থলাভিষিক্ত করিয়া লন। ইহাতে বুঝা যায় মির্জা সাহেব খোদার সমস্ত কার্য্য করিবার ওকালত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন"।

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এতটুকু জ্ঞানও রাখেন না যে, মানব-জগতে যখন সয়তানী প্রভাব বিস্তার লাভ করে মানুষ ইসলামী তৌহীদের স্বর্গ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া আল্লাহ্‌কেও ভুলিয়া ভৌতিক বাসনাসমূহের পূজায় লিপ্ত ও ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, তখন আল্লাহ্‌তালা তাঁহার তৌহীদের কেন্দ্রস্থল স্বরূপ নবীগণের আবির্ভাব করিয়া থাকেন এবং মানব-জগৎ হইতে সয়তানী প্রভাব দূরীকৃত করিয়া নূতনভাবে এক আধ্যাত্ম জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

এই আধ্যাত্ম জগতের সৃষ্টির কাজে আল্লাহ্‌র নবীগণই রূপকভাবে আল্লাহ্‌র অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্বরূপ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রকাশক হইয়া থাকেন। রূহানিয়ত সম্বন্ধে যাহাদের সাধারণ জ্ঞানও আছে তাহাদের পক্ষে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই সমস্ত আধ্যাত্মিক কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা কঠিনও নয়, আপত্তিকরও নয়। এই জন্যই হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হাতকে আল্লাহ্‌র হাত বলা হইয়াছে—"يد الله فوق ايديهم" এবং রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহতালা বলিয়াছেন :

"مايزال عبدى يتقرب الىّ بالنوافل حتى احبه فاذا
اَحْبَبْتُهٗ كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى

يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها -

(بخارى كتاب الرقاق باب التواضع نمبر ৩৮)

"নফল এবাদত করিতে করিতে বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে, এমন কি, আমি তাহাকে ভালবাসি। আমি যখন তাহাকে ভালবাসি তাহার কান হই, যে কান দিয়া সে শুনে, তাহার চক্ষু হই, যে চক্ষু দিয়া সে দেখে, তাহার হাত হই, যে হাত দিয়া সে ধরে এবং তাহার পদ হই, যে পদ দিয়া সে চলে।" (বুখারী)

এই সমস্ত কথার মর্ম্ম, আর দাজ্জালের খোদাই শক্তির অধিকারী হওয়া, হযরত ইসা (আঃ)–এর কতকগুলি পাখির সৃষ্টি–কর্ত্তা হইয়া আল্লাহ্‌র শরীক হওয়ার মর্ম্ম এক নহে। বাহ্য জগতে খোদাই শক্তির অধিকারী হওয়া আর রুহানী জগতের সৃষ্টির কাজে রূপক ভাবে আল্লাহ্‌র অঙ্গ–প্রত্যঙ্গস্বরূপ হইয়া আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রকাশক হওয়াকে এক কথা মনে করা মূর্খতা নয়ত আর কি?—

بينما انا فى هذه الحالة - الخ

আর মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর এই স্বপ্নে দর্শিত বৃত্তান্তকে বাহ্য জগতের ঘটনার মত অর্থ করিয়া পেশ করা মৌলানা রহুল আমীন সাহেবের প্রকাশ্য ধোঁকা। পাঠক আইনায়ে কামালাত–ইসলাম কিতাবখানা খুলিয়া পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, হযরত মসিহে মাওউদের (আঃ)–এর এই বর্ণনা তাঁহার স্বপ্ন দর্শিত এক বৃত্তান্ত, যাহাতে রূপক ভাবে এক রুহানী হকিকত বর্ণিত হইয়াছে।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাঁহার এই 'কাদিয়ানি–রদ' পুস্তকের ৪র্থ ভাগে এই এবারতের পূর্ব্ববর্ত্তী অংশটুকু—

رأيتنى فى المنام

"আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি" উল্লেখ কারয়াছেন, কিন্তু এস্থলে আসিয়া তিনি স্বপ্নের কথা বাদ দিয়া এবারত পেশ করিতেছেন। এইরূপ জঘন্য প্রকৃতির ধোঁকায় মৌলানা সাহেব তাঁহার 'কাদিয়ানী–রদ' পুস্তকের পাঁচখণ্ড ভরিয়া রাখিয়াছেন। এই এবারতের বিস্তৃত আলোচনা আমি ৪র্থ খণ্ডের উত্তরে করিয়া আসিয়াছি। পাঠক যথাস্থানে পাঠ করুন।

আর বারাহীনে–আহমদীয়ার এবারত—

"انما امرك اذا اردت شيئا أن تقول له كن فيكون"

(الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام
الحکم جلد ۹ نمبر ۵ صـ ۱۲ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۰۵ء)

পাঠক, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর এই এলহাম বারাহীনেআহমদীয়ার ৫।৯৫ পৃষ্ঠায় নাই। এই রেফারেন্স মৌলানা সাহেবের ইচ্ছাকৃত ভুল। মৌলানা সাহেব অন্যত্র এই এলহামের রেফারেন্স 'হকিকতুল ওহি" বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে রেফারেন্স বদলাইয়া অন্য কিতাবের নামে বয়ান করার উদ্দেশ্য এই যে, পাঠক হকিকাতুল ওহির ১০৪ ও ১০৫ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই এলহামে আল্লাহ্তালাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। কোরান শরীফে এই ধরনের কালাম বহু ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন—

اياك نعبد

"আমি তোমারই এবাদত করিতেছি", এস্থলে যেমন আল্লাহ্র কালামে এই একথা মানুষকে বলিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর প্রতি এই এলহামও ঠিক এই রকম।

হকিকতুল–ওহি ১০৪ ও ১০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে—

"رب انی مغلوب فانتصر" "نسحقهم تسحيقا" زندگی کے
فیشن سے دُور جا پڑے ہیں۔ "انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول
له كن فيكون"۔ (الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

"হে আমার রব, আমি পরাভূত, আমাকে সাহায্য কর, শত্রুদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও; তাহারা জীবনের পদ্ধতি হইতে দূরে সড়িয়া পড়িয়াছে। ইহা কেবল তোমারই কাজ যে, তুমি যখন কোন বিষয় হইতে ইচ্ছা কর, বল, হও, অমনি হইয়া যায়?"

পাঠক দেখিতে পাইলেন ইহা মৌলানার ভুল নয়, প্রকাশ্য ধোঁকা।

১৮নং ভুল

মির্জা সাহেব কখনও জাহেরী 'ছবব' (উপকরণ) অবলম্বন করাকে শেরেকের মূল বলিয়াছেন। আবার জাহেরি ছববগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেও আদেশ দিয়াছেন। ইহাতে তিনি লোককে মোশরেক বানাইলেন কি–না?

উত্তর

মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারেন নাই যে, জাহেরী ছববের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং জাহেরী ছববকেই আদি কারণ ও আসল কারণ মনে করিয়া ছববের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করা, এক কথা নহে।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যাহা লিখিয়াছেন তাহার আগা–গোড়া পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, যেখানে জাহেরী ছববকে শিরকের মূল বলিয়াছেন সেখানে জাহেরী ছববের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করিয়া এলাহী শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করার কথা

বলিয়াছেন। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখিয়া এবং জাহেরী ছববগুলির কার্য্যকারিতাও আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই হইতে থাকে এই বিশ্বাস রাখিয়া জাহেরী ছববগুলির ব্যবহার তিনি নিষেধ করেন নাই। তিনি যেখানে জাহেরী ছববগুলিকে শিরকের মূল বলিয়াছেন সেখানে যাহারা জাহেরী ছববকেই প্রকৃত কার্য্যকরী মনে করিয়া আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছে এই রকম নেচারী ও নাস্তিকদের কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, নাস্তিকতার মূল কারণ জাহেরী ছববগুলিকেই আসল ও আদি কারণ মনে করা। কিন্তু এই কথা দ্বারা জাহেরী ছববগুলি আল্লাহ্‌র দেওয়া উপায় হিসাবে অবলম্বন করা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিষেধ বুঝিলেন কোন কথা হইতে? ইহা মৌলানা সাহেবের বুদ্ধির বা জ্ঞানের অভাব নয় কি?

পঞ্চম অধ্যায়

মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও প্রতিবাদ

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবী খণ্ডন করিতে যাইয়া যে প্রকার হীন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা তাঁহার 'কাদিয়ানী-রদ' পুস্তকের কোন নিরপেক্ষ শিক্ষিত পাঠকের বুঝিতে বাকী নাই। এই পুস্তকখানা প্রণয়ন করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবী খণ্ডনের পরিবর্ত্তে তিনি যে তাঁহার নিজেরই অভ্যন্তরীণতার পরদা ফাঁক করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং রসুলে করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যাদ্বাণী "আখেরী জমানার মৌলানাগণ আকাশের নীচে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রাণী হইবে" পূর্ণ করিয়া স্বহস্তে জন-সাধারণের সামনে পেশ করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন বিবেকের কাছে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এইখানে আসিয়া মৌলানা সাহেব তাঁহার শেষ অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। মির্জা সাহেবের নিজের ডিক্রী দ্বারা তাঁহার সত্য ও অসত্যতার পরীক্ষা করিয়াছেন, পাঠক এখানেও মৌলানা সাহেবের বাচালতার বাহাদুরী ও অভ্যন্তরীণ চরিত্রের নিখুঁত ছবি দেখিয়া প্রায় দেড় হাজার বৎসরের পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করুন।

এই অধ্যায়েও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাঁহার পূর্ব্ব-চর্বিত কথার পুনশ্চর্বণ করিয়াছেন, নুতন ধোঁকা এই অধ্যায়ে তিনি অল্পই দিতে পারিয়াছেন, এক কথাকেই বারে বারে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাঁহার দাবীর সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য যে-সমস্ত অকাট্য প্রমাণ পেশ করিয়াছেন কোরান শরীফের নিম্ন-লিখিত আয়াতটি তাহাদের অন্যতম—

"لا يظهر على غيبه احداً الا من ارتضى من رسول"۔ (سورة الجن، ۲۷/۱۷)

"আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার রসুল ব্যতিরেকে আর কাহাকেও অদৃশ্য বিষয় জ্ঞাত করেন না।"

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাঁহার সত্যতা প্রমাণ করিতে আল্লাহ্‌র বর্ণিত এই মাপকাঠি পেশ করিয়াছেন, এবং শত শত ভবিষ্যদ্বাণী লক্ষ লক্ষ লোকের সাক্ষ্যে পেশ করিয়া নিজের সত্যতার ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলে ১ হইতে শত, শত হইতে সহস্র, সহস্র হইতে লক্ষ, লক্ষ হইতে অযুত, মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর গোলামীর অধীনে আসিয়াছেন?

এখন 'আকাশের নীচের" সকল মৌলানা একত্র হইয়া চেঁচাইয়া গগণ তপন ফাটাইয়া ফেলিলেও সেই মহিমাময় উচ্চ হাইকোর্ট হইতে ডিক্রী প্রাপ্ত মোকদ্দমা আর ডিসমিস হইবে না। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এখনও নিরাশ হন নাই, ডুবনশীল ব্যক্তির শেষ প্রয়াসের মত তিনি তাহার দলীলের ভাঙ্গা তক্তাখানার দিকে আবার হাত বাড়াইয়াছেন, ধোঁকাবাজির পুনরাভিনয় করিয়াছেন।

১ম মিথ্যা

মির্জা সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন মিষ্টার আথম ১৫ মাসের মধ্যে মরিয়া যাইবে। কিন্তু আথম ১৫ মাসের মধ্যে মরে নাই।

উত্তর

সত্যের দিকে এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-কে গালি-গালাজ করা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে ১৫ মাসের মধ্যে আথম মরিবে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এই ভবিষ্যাদ্বাণী শুনার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫ মাস পর্য্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ ও আঁ-হযরত (সাঃ)-কে গালিবর্ষণ করার দীর্ঘ অভ্যাস হইতে আথম প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল এবং এই জন্যই ১৫ মাসের মধ্যে মরিয়া হাবিয়ায় পূর্ণভাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আজাব হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, এবং শর্ত্ত-যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর শর্ত্ত অনুসারে বাঁচিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু সে পূর্ণভাবে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইসলাম ধর্ম্মে পুনঃ প্রবেশ করিয়া প্রকাশ্যভাবে মুসলমান হইতে স্বীকৃত হইতেছিল না, এবং তাহার মন যে ইস্‌লামের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে এই সত্য সাক্ষ্যও গোপন করিতেছিল, এইজন্য দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীর নির্দ্ধারিত মেয়াদের মধ্যেই সে মারা যায় এবং মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর জীবিত অবস্থায় নির্দ্ধারিত মেয়াদের মধ্যে মরিয়া ভবিষ্যদ্বাণীর আরও এক দিক পূর্ণ করিয়া দেয়। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সময় খ্রীষ্টান জগৎ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, আর মৌলানা সাহেব বলিতেছেন পূর্ণ হয় নাই। এইখানে মৌলানা সাহেব একটু মন্তব্যও ঝাড়িয়াছেন। "যদি সত্যের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করা সত্য হয়, তাহা হইলে হাবীয়াতে পড়ার কথা সত্য নহে; আর যদি আথম ১৫ মাসের মধ্যে 'হাবিয়াতে পড়িয়াছিল' সত্য হইয়া থাকে তবে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল বলা সত্য নহে।"

ইহার উত্তর এই, সে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর শর্ত্ত অনুযায়ী সত্যের দিকে আংশিক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ণভাবে হাবিয়াতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আজাব হইতে আশিংকভাবে রক্ষা পাইয়াছিল; কিন্তু যেহেতু পূর্ণভাবে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রকাশ্যভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে নাই এই জন্য দ্বিতীয় বার নির্দ্ধারিত মেয়াদের মধ্যে মারা গিয়াছে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার উজ্জ্বল নিদর্শন দেখিয়া কতলোক ইমান লাভ করিয়াছে, কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের ঘোরাইয়া ফিরাইয়া বার বার এই কথাটাকে পেশ করা তাহার ধোঁকা-মূলক হঠকারিতা।

পাঠক! এবিষয়ে আমি এই গ্রন্থের অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, তাহা পাঠ করিবেন এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর গ্রন্থ "আন্‌জামে আথম" কিতাব খানা পাঠ করিলে বিরুদ্ধবাদী মৌলবী–মৌলানাদের ধোঁকা সহজে ধরিতে পারিবেন।

২য় মিথ্যা

মির্জা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদ বেগের দামাদের (জামাতা) মৃত্যু ঘটিয়া মোহাম্মদী বেগমের নিকাহ মির্জা সাহেবের সহিত হয় নাই, এবং মির্জা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়াছে।

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই এবং ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দ অনুযায়ী এবং ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটি শর্ত্ত অনুসারে বিভিন্ন দিক দিয়া ইহা এমন প্রকাশ্য–ভাবে পূর্ণ হইয়াছে যে, স্বয়ং মোহাম্মদী বেগমের স্বামী আহ্‌মদ বেগের দামাদ হযরত মসিহে মাওউদের সত্যবাদিতা স্বীকার করিতেছেন। মোহাম্মদী বেগমের ছেলে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার সাক্ষ্য দিতেছে। মোহাম্মদী বেগমের মাতা, মোহাম্মদী বেগমের তিন ভগ্নী, পুত্র ও ভগ্নীপতি ইত্যাদি লোকগণ এই ভবিষ্যাদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার উজ্জ্বল নিদর্শন দেখিয়া বয়াত করিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর সত্যতা ঘোষণা করিতেছেন। আর এখন পর্য্যন্ত নিঃসম্পর্ক মৌলানা সাহেবগণ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই বলিয়া ঘেউ ঘেউ করিতে থাকিয়া ভবিষ্যদ্বাণীর আর এক দিক পূর্ণ করিতেছে।

ويبقى كلاب متعددة

"ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইলেও কতকগুলি কুকুর চেঁচাইতে থাকিবে।"

মোহাম্মদী বেগমের স্বামী হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত হইয়া এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর সত্যবাদিতা স্বীকার করিয়া মৃত্যুর আজাব হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন—

ضرور ہے کہ وعید کی موت اُس وقت تک تھمی رہے کہ اُس کو بیباک نہ کر دیں۔ الخ

"অবশ্য ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত মৃত্যু আসিতে পারে না যদি সে শঙ্কাহীন হইয়া বিরুদ্ধাচরণ না করে।"

আর মোহাম্মদী বেগমের নিকাহ তাঁহার বিধবা হওয়ার সঙ্গে শর্ত্তযুক্ত ছিল। তিনি স্বামী পুত্র সহ মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর সত্যবাদিতা স্বীকার করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ

হওয়ার সাক্ষ্য দিতেছেন আর আল্লাহ্‌র আজাবের বৈধব্য হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, অতএব ভবিষ্যদ্বাণীর শর্ত্তানুযায়ী নিকাহ্ না হইয়াই পূর্ণ হইয়াছে।

৩নংমিথ্যা

মোহাম্মদী বেগম সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। মির্জা সাহেবের দোয়া কবুল না হইয়া মৌলবী ছানাউল্লাহ্ ও ডাক্তার আবদুল হেকিমের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে করিতে হঠাৎ লাহোরে উলাউঠায় এন্তেকাল করিয়াছেন।

উত্তর

মোহাম্মদী বেগম সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী ও আবদুল্লাহ্ আথম সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অক্ষরে অক্ষেরে পূর্ণ হইয়াছে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর এন্তেকাল উলাউঠা রোগে হয় নাই। এই ঘটনা সরকারী রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়া এই প্রতিপন্ন করিতেছে, যে বিরুদ্ধাবাদী মৌলানারা মিথ্যার নাজাছতে ডুবিয়া রহিয়াছে।

এস্থলে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব যে–সমস্ত অকথ্য গালি–গালাজ করিয়াছে তাহা মৌলানার নিজের উপরই অভিশাপস্বরূপ বর্ষিত হইয়াছে ও হইতে থাকিবে। মৌলবী ছানাউল্লাহ্, ডাক্তার আবদুল হেকিম ও পাদরী আথম সম্বন্ধে এই কিতাবের অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে, পাঠক তথায় পাঠ করুন।

৪নংমিথ্যা

মির্জা সাহেব মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন, মৌলবী মোহাম্মদ বখস, জাফর জটল্লী এবং আবুল হুসেন তিব্বতির লাঞ্ছিত হইবার দোয়া করিয়া এই দোয়া কবুল হইবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হয় নাই।

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর ভবিষ্যদ্বাণী নিতান্তই পরিষ্কারভাবে পূর্ণ হইয়াছে। আবুল হাসান তিব্বতি ভবিষ্যদ্বাণীর পরেই প্লেগ রোগে মারা যায়। আর মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবি এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর হইতে যে–ভাবে লাঞ্ছিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই রকম লাঞ্ছনার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল যে, সাধারণ ভদ্র মুসলমানদের কবর স্থানে পর্য্যন্ত দাফন হইতে পারে নাই।

পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, ভারত বিখ্যাত একজন মৌলবী, যিনি এক সময় আলেম সমাজে সম্মানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, জমানার ইমাম হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এই রকমভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইয়া পড়ে যে, সাধারণ ভদ্র মুসলমানদের কবর–স্থানে পর্য্যন্ত স্থান না পাইয়া অবশেষে

(তাকাইয়ায়ে কন্‌জরান) যেখানে হারাম পেশা কন্‌জরীদিগকে (পতিতা) কবর দেওয়া হয় সেই কবরস্থানে দাফন হইয়া চিরকালের জন্য মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে।

জাফর জটল্লীও কম লাঞ্ছিত হয় নাই (আঞ্জামে বাটালবী দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এত বড় প্রকাশ্য ঘটনা একবারে গলা ঝাড়িয়া ছাফ অস্বীকার করিয়া ফেলিলেন, তাহাদের কিছুই হয় নাই।-এর চেয়ে বড় ধোঁকা আর কি হইতে পারে?

আর অপর পক্ষে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সম্মান— তাঁহার জমাত দিন দ্বিগুণ রাত চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইতেছে। দুনিয়ার কোণায় কোণায় আহমদ কাদিয়ানী মসিহে মাওউদ রূপে গৃহীত হইতেছেন।

৫নংমিথ্যা

মির্জা সাহেব তিন বৎসরের মধ্যে মানব শক্তির সাধ্যাতীত কোন নিদর্শন প্রদর্শন করিতে, দোয়া করিয়াছিলেন, এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, এই দোয়া যদি কবুল না হয় আর তিন বৎসরের মধ্যে কোন নিদর্শন প্রদর্শন করা না হয় তবে তিনি নিজেকে মিথ্যাবাদী মনে করিবেন।

তিন বৎসরের মধ্যে মানব শক্তির সাধ্যাতীত কোন নিদর্শন মির্জা সাহেবের সহায়তা কল্পে প্রকাশ হয় নাই।

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মির্জা সাহেব এজাজে-আহমদী নামক একখানা কিতাব প্রণয়ন করিয়া অমৃতসরের মৌলবী ছানাউল্লাহ্‌কে ২০ দিবসের মধ্যে ইহার উত্তর লিখিয়া ছাপাইয়া রেজেষ্টরী করিয়া পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন।

এই এজাজুল-মসিহ কিতাব খানা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এক উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে কেয়ামত পর্য্যন্ত কায়েম থাকিয়া— হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা ঘোষণা করিবে। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজেও লিখিতেছেন ঃ-

"এক্ষণে আপনারা বুঝুন, উক্ত পুস্তকখানি ডাক যোগে অমৃতসরী মৌলবী সাহেবের নিকট পৌঁছিবে, তিনি ৯০ পৃষ্ঠা কেতাবের পদ্য গদ্য সংযুক্ত আরবী কেতাবের উত্তর লিখিয়া পরিষ্কার করিবেন তৎপরে উহা কম্পোজ করিয়া ২/৩ বার প্রোফ দেখিয়া সংশোধন করিয়া ছাপাইয়া অমৃতসরী মৌলবী সাহেবের নিকট পাঠাইবেন, আবার তিনি রেজিষ্টরী ডাক যোগে মির্জা সাহেবকে পাঠাইবেন, পিয়ন তাঁহাকে পার্শ্বেল দিবেন, ইহা ২০ দিনের মধ্যে হওয়া কীরূপে সম্ভব।

মির্জা সাহেব কোন আরবকে কয়েক শত টাকা দিয়া এই কেতাবখানা পূর্ব হইতেই প্রনয়ণ করাইয়াছিলেন।"

২০ দিনে মধ্যে অসম্ভব বলিয়াই এই অতুলনীয় কালামের মোজেজা হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-ও এই কিতাবখানা ২০ দিনের চেয়েও অল্প দিনের মধ্যে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'মুদ্' নামক স্থানের মুবাহাছা, যাহা আহমদী ওলামা ও মৌলবী ছানাউল্লাহ্ সাহেবেরই সঙ্গে হইয়াছিল, সেই মুবাহাছার ঘটনার বিবরণ সম্বলিত কবিতাবলী যদি পূর্ব হইতে বহুদিন ধরিয়া কোন আরবকে টাকা দিয়া লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় (যদিও ইহা মিথ্যা) তাহা হইলে ভবিষ্যতের হুবহু ঘটনা লিখার দরুন 'এজাজ' অর্থাৎ মোজেজা হইয়া পড়ে। আর যদি এই 'মুদ' নামক স্থানের মুবাহাছার ঘটনাবলী সম্বলিত আরবী কাব্য খানা মুবাহাছার পরে লিখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মুবাহাছা শেষ হইবার তারিখ হইতে এই কবিতা খানা মৌলবী ছানাউল্লাহ্র নিকট পাঠান পর্য্যন্ত যে-সময় লাগিয়াছে তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে কবিতা প্রণয়নের সময় হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর জন্য ২০ দিনও বাকী থাকে না। ২রা নভেম্বর 'মুদ' নামক স্থানে মুবাহাছা হইয়াছিল, আর ১৫ই নভেম্বর "এজাজে আহমদী" নামক আরবী কাছিদা প্রণীত, কাতেব কর্তৃক লিখিত ও মুদ্রিত হইয়া, ডাক যোগে প্রেরিত হইয়া মৌলবী ছানাউল্লাহ্ সাহেবের নিকট পৌছে। ২রা নভেম্বর মুবাহাছা হয়, মুনাজারার এই দুই দিন বাদ দিলে বাকী থাকে তের দিন। কাতেব কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া ও মুদ্রিত হইয়া আসিতে যদি ৪ দিন কম পক্ষে ধরিয়া লওয়া হয় তবে আর ৯ দিন বাকী থাকে। পেক্ হইয়া ডাকযোগে প্রেরিত হইয়া মৌলবী ছানাউল্লাহ্র নিকট বিলি হইয়া পৌছিতে পৌছিতে আরও ৩দিন যদি ধরিয়া লওয়া হয় তবে এত বড় কছিদার জন্য হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে শুধু ৬ দিন বাকী থাকে, যে আরবী কছিদা বিপক্ষদের কথা অনুযায়ী "আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ মির্জা সাহেব"৬ দিনে প্রনয়ণ করিতে পারেন, তাহা মৌলবী ছানাউল্লাহ্ সাহেব নিজের সমস্ত গয়র আহমদী দলের বহু উলামার সাহায্য নিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর উত্তেজনাপূর্ণ চেলেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও না লিখিতে পারাতে এই কছিদা যে মানবশক্তির সাধ্যাতীত, তাহাতে কি সন্দেহ করিবার কোন পথ আছে?

মৌলানা সাহেব এস্থলে এত বড় ৯০ পৃষ্ঠার পদ্য ও গদ্যযুক্ত আরবী গ্রন্থ ২০ দিনে প্রণয়ন, প্রকাশ ও প্রেরণ মানব শক্তির পক্ষে অসম্ভব স্বীকার করিতেছেন।

কিন্তু এত বড় গ্রন্থ যদি মির্জা সাহেব ১৩ দিনে মৌলবী ছানাউল্লাহ্ সাহেবের হাতে পৌছাইতে পারেন, তাহা হইলে কোন নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান ইহাকে মোজেজা বলিয়া অস্বীকার করিতে পারে না, অন্ততঃ মৌলানা রুহুল আমীন ত পারেনই না, তিনি যে নিজেই 'অসম্ভব' বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আরবী গ্রন্থ একখানা দুইখানা নয়-বহু আরবী গ্রন্থে আরব, মিশর, শাম, পারস্য ইত্যাদি সমস্ত দুনিয়ার আরবী, সাহিত্যিকদিগকে মোকাবেলা করিবার জন্য চেলেঞ্জ দিয়াছেন এবং বহু শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই মোকাবেলায় সমস্ত দুনিয়া পরাভব স্বীকার করিয়াছে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সমস্ত দুনিয়াকে সমবেত হইয়া আরবী সাহিত্যে মোকাবেলা করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এমন ঘুষখোর কোন বাহাদুর আরব থাকিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই হযরত মসিহে মাওউদের মোকাবেলাতে মরদে-ময়দান হইয়া অগ্রসর হইত, অন্ততঃ বহু সহস্র টাকার লোভে হইলেও, আর দুনিয়া ব্যাপিয়া খ্যাতি ও সম্মান অধিকন্তু ছিল।

আর যদি কছিদা পূর্ব হইতে লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে কছিদাখানা পাঠ করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকে স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা আরব দ্বারা নয় বরং স্বয়ং খোদাতালা এলহাম দ্বারা পূর্ব হইতেই লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। যেহেতু এই আরবী কছিদা খানাতে 'মুদ' নামক গ্রামে ২রা নভেম্বর তারিখে ঘটিত মুবাহাছার বর্ণনা আরবী কছিদায় বর্ণিত হইয়াছে। ভবিষ্যতের হুবহু ঘটনা আল্লাহ্তালা ছাড়া আর কে বলিতে পারে?

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব "এই গ্রন্থ আল্লাহ্র তরফ হইতে মোজেজা হইলে ২০দিনের শর্ত্ত কেন" এই প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমার নিবেদন এই যে, হযরত ইমাম গাজ্জালি তাঁহার 'আল-এক্তেছাদ' নামক কিতাবে লিখিয়াছেন—

"اگر کوئی نبی یوں کہے کہ میری صداقت کی علامت یہ ہے کہ میں اپنی انگلیوں کو حرکت دیتا ہوں اور اس وقت تم اپنی انگلیوں کو حرکت نہیں دے سکو گے حالانکہ دوسرے وقتوں میں تم میں سے ہر ایک یہ کام کر سکتا ہے اور جب دیکھا تو ایسا ہی ہوا یعنی اُس نبی نے اپنی انگلی کو حرکت دے دی اور دوسرے لوگ نہ دے سکے تو کیا اُس کو معجزہ نہیں کہا جائے گا۔ ضرور کہا جائے گا۔"

(علم الکلام صـ۱۷۲ ترجمہ الاقتصاد)

সুতরাং ২০ দিনের সময় দেওয়াতে এই কাজের অসাধারণত্ব ও অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

৬নং মিথ্যা

মির্জা সাহেব বদর পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

"আমি যে কাজের জন্য এই ময়দানে দণ্ডায়মান আছি উহা এই যে, আমি খৃষ্ট পুজার স্তম্ভ চূর্ণ করিব। ত্রিত্ববাদের স্থলে একত্ববাদ প্রচার করিব, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর গৌরব, মহত্ত্ব ও মর্য্যাদা পৃথিবীতে প্রকাশ করিব। আর আমি যদি এই সকল কার্য্য না করিয়াই মরিয়া যাই তবে সকলেই সাক্ষী থাকুক যে, আমি মিথ্যাবাদী।"

মির্জা সাহেবের দাবীর পরে অধিকাংশ ইসলামী রাজ্যগুলি অন্য জাতিদের হস্তগত হইতে চলিয়াছে। ইসলামী শরীয়তের স্থলে নানা প্রকার অপকার্য্য প্রকাশিত হইতেছে। খ্রীষ্টান পাদরীরা বহু মুসলমানকে খ্রীষ্টান করিয়া লইতেছে। তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম লোপ করিবেন কি, তাঁহার ফতোয়ায় প্রায় ৪০ কোটি মুসলমান কাফের হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি।

উত্তর

যাহা হউক, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এতক্ষণে স্পষ্টতঃই স্বীকার করিতেছেন যে, তাহাদের—তথা-কথিত মুসলমান জাতির ঘোর অধ:পতন হইতেছে। কিন্তু মৌলানা সাহেব ইহার কারণ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবী মনে করিতেছেন। কোরানের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন, প্রত্যেক নবীর আগমনের পর সেই নবীকে অস্বীকার করার দরুন আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যে-আজাব আসে সেই আজাব দেখিয়া অস্বীকারকারীগণ সেই আগন্তুক নবীকেই দোষারোপ করিয়া থাকে।

"انا تطيرنا بكم" (يٰس: ١٩)

তাহারা ভাবে না এক জনের মিথ্যা দাবীর দরুন সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আল্লাহ্‌র আজাব আসিল কেন? মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও ভাবেন নাই, হযরত মির্জা সাহেবের দাবীর দোষে তাহাদের মাথায় আসমান ভাঙ্গিয়া পড়িল কেন?

কোরানের রৌশনীতে চিন্তা করিলে মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারিতেন যে, মসিহে মাওউদের আগমনের পর খোদার যে-গজব তাহাদের উপর নাজেল হইয়াছে উহার কারণ আল্লাহ্‌র প্রেরিত এই মহাপুরুষকে অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নহে। আল্লাহ্ বলিয়াছেন—

ماكنا معذبين حتى نبعث رسولا - (بنى اسرائيل: ١٧)

"আমি রসুল না পাঠাইয়া আজাব পাঠাই না"। আর মসিহে মাওউদের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই তাহারা যে অধপতনের দিকে দ্রুত নামিয়া আসিতেছিল, উহার কারণ তাহারা প্রকৃত ইসলাম হইতেই দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রকৃত ঈমান এবং ইসলাম থাকিলে তাহাদের এই ভয়াবহ শোচনীয় অধ:পতন হইত না। আল্লাহ্ বলিয়াছেন-

لاتهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين -

"অলস হইও না এবং চিন্তা করিও না, তোমরা যদি মোমেন থাক, তোমরা প্রবল থাকিবে।"

অতএব, তাহাদের অধঃপতনের কারণ তাহাদের ইমানের অভাব, ইসলাম হইতে দূরে সড়িয়া পড়া এবং তাহাদের উদ্ধার-কর্ত্তা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নহে। মৌলানা সাহেব বলেন, "চল্লিশ কোটী মুসলমানকে মির্জা সাহেব কাফের করিয়া দিয়াছেন।" কোরানের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিলে মৌলানা সাহেব নিজেই বুঝিতে পারিতেন, আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষ কাহাকেও কাফের করেন নাই, তাহারা নিজের আমলের দোষে বহু পূর্ব্ব হইতেই ইসলাম হইতে দূরে সড়িয়া পড়িয়াছিল। বহু পূর্ব্ব হইতেই এই কথা কথিত হইয়া আসিতেছে—

مسلمانان در گور و مسلمانی در کتاب

অতএব কোরান শরীফের ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে লক্ষ্য করিয়া মুসলমান জাতির বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এবং কোরানে বর্ণিত অতীত যুগের নবীগণের সফলতার ইতিহাস সামনে রাখিয়া বিচার করিলে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব ও তাঁহার অসাধারণ সফলতা কাহারো অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বস্তুত: অসাধারণ প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া হিমালয়ান বাধা ডিঙ্গাইয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)—

ليقطع دابر من هلك عن بينة. (الانفال: ٤٣)

আয়াতের মর্ম্মানুযায়ী ক্রুশ ধ্বংস করিয়া বিধ্বস্ত ইসলাম সৌধকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পুনঃ গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। যেখানে শুধু নাম ছাড়া আকাশের নীচে ইসলামের আর কিছুই বাকী ছিল না, যেখানে কতকগুলি অক্ষর ছাড়া কোরানের শিক্ষা সপ্তর্ষি মণ্ডলীতে উঠিয়া গিয়াছিল, যেখানে "মুসলমানী দর কেতাব ও মুসলমান দরগুর" হইয়া পড়িয়াছিল, সেখানে জান-নেছার মুসলমানদের এক মজবুত জামাত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঠিক অতীত যুগের নবীদের জামাতের মত তাহারা আজ ইসলামের বিজয় অভিযানে দিক বিদিক দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে; তাঁহারা মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সুদৃঢ় রুহানী দুর্গে প্রবেশ করিয়া—

چو دور خسروی آغاز کردند
مسلمان را مسلمان باز کردند

ইমাম মাহদীর হাতে বয়াত করিয়া জান-মাল আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করিয়া নব প্রেরণায় উন্মাদিত হইয়া নূতন করিয়া ইসলামকে আকঁড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহারা যে আজ

খ্রীষ্টানদের লুলুপ দৃষ্টি হইতে, খ্রীষ্টানী প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, বরং তাহাদেরই হাতে যে আজ খ্রীষ্টান চার্চ্চ পরাভূত, বহু খ্রীষ্টান তাহাদেরই কাছে ইস্‌লামের শান্তি নিকেতনে আশ্রিত। অতএব হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাঁহার প্রতি অর্পিত কাজ সুচারুরূপে সমাধা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। তিনি খ্রীষ্ট পুজার স্তম্ভকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন; খ্রীষ্টানদের খোদাকে কবরস্থ প্রমাণ করিয়াছেন; ত্রিত্ববাদিতার অসারতা প্রমাণ করিয়া তৌহীদের উচ্চমিনার তছলীছের কেন্দ্রে গাড়িয়া দিয়াছেন; হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর মহিমা, হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর গৌরব ও সর্ব্ব–শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীময় প্রচার করিয়াছেন ও বিশ্ব কণ্ঠে মোহাম্মদীয় গৌরব গাঁথা গীত হইবার যে সুর তুলিয়া দিয়াছেন তাহা ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া দুনিয়ার কোণায় কোণায় প্রতিধ্বনিত হইতে চলিয়াছে এবং শনৈঃ শনৈঃ ইসলামের বিজয় পতাকা দুনিয়ার কুফর স্থানের বিভিন্ন কেন্দ্রে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ পাঞ্জাবের ভিতর হইতে বিজয়ের যে ইঙ্গিত উষার অরুণ আভাষের মত জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাতে বেশ বুঝা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ইস্‌লামী আলোতে সমস্ত দুনিয়া উদ্ভাসিত হইবে। ভণ্ড–তপস্বী ব্যবসায়ী ধর্ম্মজাজকদের শত ফুৎকারেও আর এই আলো নির্ব্বাপিত হইবে না।

يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ٥ (الصف: ٩)

মৌলানা সাহেবগণ চক্ষু বন্ধ করিয়া অস্বীকার করিলেও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর সফলতা ক্রমশ: প্রভাতের সূর্য্যের মত উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে।

কিন্তু যাহারা এখনও মোহাম্মদী মসীহ মাহদী (আঃ)–এর পতাকা তলে সমবেত হইয়া ইসলামী জেহাদে যোগদান করে নাই তাহারা যে 'মূখ্‌বেরে ছাদেক' (সাঃ)–এর ভীতিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী

"ضربت عليهم الذلة والمسكنة" "لتتبعن سنن من قبلكم"

—ঐশী গজবে পড়িয়া ক্রমশঃ ইমান, আমল এবং রাজ্যগুলি পর্য্যন্ত হারাইয়া ইহুদী সদৃশ লাঞ্ছিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

৭নং মিথ্যা

ডাক্তার আবদুল হেকীম পাটিয়ালবী মির্জা সাহেবের মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল, সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মির্জা সাহেব ১৯০৮ সনের ২৬শা মে তারিখ এন্তেকাল করিয়াছেন।

আর মির্জা সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্তালা বলিয়াছেন, আমি তোমার আয়ু বৃদ্ধি করিব, কিংবা শত্রুর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিব। আল্লাহ্তালা আমার জয় ও শত্রুর পরাজয়, আমার সম্মান ও শত্রুর লাঞ্ছনার ওয়াদা করিয়াছেন এবং শত্রুদিগকে আছহাবুলফীলের মত ধ্বংস করিবার ওয়াদা করিয়াছেন।

উত্তর

পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যখন নিজের ওফাত সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়া আল ওছিয়ত নামক একখানা কিতাব প্রকাশ করিয়া জগৎময় প্রচার করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর দিন খুব সন্নিকটে এবং আহমদী জামাতকে উপদেশ-পূর্ণ ওছিয়ত-নামা লিখিয়া দিয়া জামাতকে তাঁহার ওফাতের পর কী ভাবে কার্য্য চালাইতে হইবে শিক্ষা দিয়া আল্লাহ্র কাছে যাইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া পড়েন,

"خدائے عزوجل نے متواتر وحی سے مجھے خبر دی ہے کہ میرا زمانہ
وفات نزدیک ہے اور اس بارے میں اس قدر وحی اس قدر تواتر سے
ہوئی کہ میری ہستی کو بنیاد سے ہلا دیا۔" (الوصیّت صـ۲)

তখন ইহাকেই শত্রুতা সাধনের সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া ডাক্তার আবদুল হাকিম খাঁ প্রথমে হযরত মসিহে মাওউদের ওফাত সম্বন্ধে তিন বৎসরের মিয়াদ দিয়া এক ভবিষ্যদ্বাণী করে। *(আশরায়ে-কামেলা নামক বিরুদ্ধবাদীর পুস্তক, ১৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)*

তারপর সে লিখিয়াছে, "জুলাই ১৯০৭ হইতে ১৪ মাস পর্য্যন্ত মির্জা সাহেব মরিয়া যাইবেন।" (আশরায়ে কামেলা, ১৬৪ পৃঃ) তারপর আবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে, "মির্জা ১৪ আগষ্ট ১৯০৮ পর্য্যন্ত মরিয়া যাইবে।" আশারা, ১৬৪ পৃঃ)

ডাক্তার আবদুল হেকীম যখন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)—এর এলহামাদি দেখিয়া এই সমস্ত বিভিন্ন ভবিষদ্বাণী করিতেছিল তখন আল্লাহ্তালা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে এলহাম করিয়া জানাইয়াছিলেন, আমি শত্রুকে মিথ্যাবাদী করিব কিংবা তোমার আয়ু বৃদ্ধি করিব।

কিন্তু ডাক্তার আবদুল হেকীম যদি তাহার উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উপর কায়েম থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্তালা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। কিন্তু ডাক্তার আবদুল হেকীমের দুর্ভাগ্য যে, সে তাহার উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে স্থির থাকিতে পারে নাই। সে আবার 'পয়সা' ও 'আহলে-হাদীস' খবরের কাগজে এই মর্ম্মে আর এক ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করে—

مرزا ۲۱ ساون سمت ۱۹۶۵ (۴ اگست ۱۹۰۸ء) کو مرض مہلک میں
گرفتار ہوکر ہلاک ہوجائے گا مرزا کے کنبہ سے ایک بڑی معرکۃ الاراء
عورت مرجائے گی۔

"মির্জা ৪ঠা আগষ্ট, ১৯০৮ তারিখে এক ধ্বংসকারী রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়া যাইবে এবং মির্জার খান্দান হইতে একজন অতি প্রতাপশালিনী স্ত্রীলোক মরিয়া যাইবে।"

(দৈনিক পয়সা আখ্‌বার, ১৫ মে; ১৯০৮, ৪ পৃ:, কলাম ২) (আহলে-হাদীস, ১৫ মে, ১৯০৮, ২ পৃঃ)।

পাঠক দেখিতে পাইলেন, ডাক্তার আবদুল হেকীম খাঁ এই ৪ঠা আগষ্ট তারিখ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া তাহার নিজের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে যাহা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর নিজের এলহামের উপর আন্দাজ করিয়া রহিত করিয়া দিয়াছিল এবং আল্লাহ্‌তালাও ডাক্তার আবদুল হেকীমের ৪ঠা আগষ্টের ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিবার জন্য স্বীয় প্রিয় মসিহে মাওউদকে তাঁহার নিজ ওয়াদা অনুযায়ী ২৬ শে মে, ১৯০৮ইং সনে ইহধাম হইতে নিজের সন্নিধানে উঠাইয়া লইলেন।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ডাক্তার আবদুল হেকীম নিজের এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়ায় লাঞ্ছিত হইয়াছে।

আহমদী জামাতের প্রবল শত্রু মৌলবী ছানাউল্লাহ্‌ও এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে—

کہ ہم خُدا لگتی کہنے سے رُک نہیں سکتے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب اگر
اس پر بس کرتے یعنی ۱۴ ماہ پیشگوئی کرکے مرزا کی موت کی تاریخ مقرر نہ
کر دیتے جیسا کہ انہوں نے کیا۔ چنانچہ ۱۵ مئی کے اہلحدیث میں اُن کے
الہامات درج ہیں کہ ۲۱ ساون یعنی ۴ اگست ۱۹۰۸ء کو مرزا مرے گا تو
آج وہ اعتراض نہ ہوتا جو معزز ایڈیٹر پیسہ اخبار نے ۲۷ کے روزانہ
پیسہ اخبار میں ڈاکٹر صاحب کے اس الہام پر چھپا ہوا کیا ہے۔ ۲۱ ساون
کی بجائے ۲۱ ساون تک ہوتا تو خوب ہوتا غرض سابقہ پیشگوئی سے سالانہ

اور ۱۴ ماہیہ کو اسی اجمال پر چھوڑے رہتے اور ان کے بعد میعاد کے اندر
تاریخ مقرر نہ کر دیتے تو آج یہ اعتراض نہ ہوتا۔ (حقیقۃ الوحی "نشانات")

অর্থাৎ যদি সে পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরের আর ১৪ মাসের ভবিষ্যদ্বাণীদ্বয়কে এজমালি রাখিয়া দিত, আর ২১ শ্রাবণ অর্থাৎ ৪ঠা অক্টোবর তারিখ নির্দ্ধারিত করিয়া না দিত তাহা হইলে খুব ভাল হইত। আর বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে আপত্তি উঠিতেছে তাহা উঠিত না।

আমরা বলিব—

ع مشتے کہ بعد از جنگ یاد آید بر کلہ خود باید زد

আর ঐরূপ করিলেও আল্লাহ্তালা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

সুতরাং তারিখ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া যে সে নিজেই নিজের ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছে, তাহা প্রবল বিরুদ্ধবাদীও স্বীকার করিতেছে।

কিন্তু আমাদের মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এখনও ہنوز مرغی کی ایک ٹانگ "মুরগীর এক ঠ্যাঙ্গ বলিয়া যাইতেছেন।" এই খানে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্তালার এলহামে তাঁহার ওফাতের যে খবর সন্নিবেশিত ছিল সেই খবর লইয়া সয়তান যে খেলা খেলিতে চাহিয়াছিল ইহাকেই কোরানের ভাষায় استماع السرق বলে। কিন্তু আল্লাহ্তালা ইহাকে যেভাবে ব্যর্থ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া প্রত্যেক ইমানদারের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

অতঃপর ডাক্তার আবদুল হেকীম খাঁ যে প্রকার যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া পার্থিব নরকে পচিতে পচিতে অবশেষে যে প্রকার লাঞ্ছনার সহিত পরকালের নরকে চলিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে— আর পাটিয়ালাবাসীরা অবগত আছেন, কীভাবে ডাক্তার আবদুল হেকীম আছহাবেফীলের মত পচিয়া গলিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

اعوذ باللہ من سوء الخاتمۃ

১০নং মিথ্যা

মির্জা সাহেব মৌলবী ছানাউল্লাহ্র নামে ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন। উহার নাম "মৌলবী ছানাউল্লাহ্ সাহেবের সহিত শেষ মীমাংসা।"

এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে মির্জা সাহেব ছানাউল্লাহ্র জন্য বদ-দোয়া করিয়া বলিয়াছিলেন, মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীর জীবদ্দশায় ধ্বংস করিয়া ফেলা হউক। মির্জা সাহেব ইহাও লিখিয়াছেন যে—

اجیب کل دعائک الا فی شرا کائک - (انزول المسیح ص۲۱۳، حقیقۃ الوحی ص۲۴۳، انجام آتھم ص۱۸۱)

ইহাতে বুঝা যায়, মির্জা সাহেবের এই দোয়া কবুল হইয়াছিল। তারপর মির্জা সাহেব ১৯০৭ সালের ২৫ এপ্রিলের পত্রিকায় লিখিয়াছেন ঃ—

"ছানাউল্লাহ্ সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে প্রকৃত পক্ষে আমার পক্ষ হইতে ছিল না, বরং খোদার পক্ষ হইতে উহার ভিত্তি রাখা হইয়াছে।" কিন্তু মির্জা সাহেব মৌলবী ছানাউল্লাহ্র জীবদ্দশায় লাহোরে হায়েজা পীড়ায় এন্তেকাল করিয়া গেলেন, পক্ষান্তরে মৌলবী ছানাউল্লাহ্ অমৃতসরী এখনও জীবিত, ইহাতে বুঝা গেল মির্জা সাহেব প্রতিশ্রুত মসিহ মাহদী ইত্যাদি কিছুই ছিলেন না।

উত্তর

১৫ই এপ্রিল, ১৯০৭ সনে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) মৌলবী ছানাউল্লাহ্ অমৃতসরীকে যে এস্তেহার পাঠাইয়াছিলেন তাহার সম্যক মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব উদ্ধৃত করেন নাই। সবখানা এস্তেহার দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, উক্ত বিজ্ঞাপন খানায় হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) মৌলবী ছানাউল্লাহ্কে মোবাহালার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন—এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) স্বয়ং নিজের পক্ষের মোবাহালার দোয়া প্রকাশ করিয়া মৌলবী ছানাউল্লাহ্ সাহেবকে মোকাবেলাতে মোবাহালার দোয়ার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) শুধু মৌলবী ছানাউল্লাহ্কেই যে মোবাহালার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি আরও বহু বিরুদ্ধবাদীকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত লেখরাম, আমেরিকার ডুই, চেরাগুদ্দিন জমুনী, ইসমাইল আলিগড়ী ইত্যাদির মোবাহালাজনিত মৃত্যু হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন। দলিলাদি দিয়া বুঝাইয়া দিবার পর হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) প্রত্যেক ধর্ম্মের বিখ্যাত লোকদিগকে মোবাহালার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। মোবাহালা কবুল করিয়া যাহারা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করিয়া মোবাহালা করিয়াছে তাহারা মোবাহালার ফলে আল্লাহ্র আজাবে গ্রেফতার হইয়া দোজখে চলিয়া গিয়াছে।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন—

"گواہ رہ اے زمین اے آسمان کہ خُدا کی لعنت اُس شخص پر کہ اس رسالہ کے پہنچنے کے بعد نہ مباہلہ میں حاضر ہوا اور نہ تکفیر اور توہین کو چھوڑے اور ٹھٹھا کرنے والی مجلسوں سے الگ ہو۔"

(انجام آتھم ص۶۷)

এই মোবাহালার আহ্বানে মৌলবী ছানাউল্লাহ্ সাহেবের নাম ১১নং ঘরে ছিল।

১৯০৭ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনখানাতেও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) মৌলবী ছানাউল্লাহ্‌কে লিখিয়াছিলেন ঃ—

میرے اس تمام مضمون کو آپ اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں
اس کے نیچے لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔

(اہلحدیث ۲۶ اپریل ۱۹۰۷ء)

"আমার এই মজমুন সম্পূর্ণভাবে আপনি আপনার পত্রিকায় ছাপাইয়া দিন, এবং নীচে আপনার যাহা অভিরুচি লিখিয়া দিন।" পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, মৌলবী ছানাউল্লাহ্ অমৃতসরী—আহলে-হাদীস পত্রিকার এডিটর, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই বিজ্ঞাপন খানা যাহাতে তাহাকে মোবাহালার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল, ২৬ এপ্রিল, ১৯০৭ সনের আহলে-হাদীস পত্রিকায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া ইহার উত্তরে মোবাহালা হইতে অস্বীকার করিয়া লিখেন—

یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں۔

"তোমার এই লিখা আমি মঞ্জুর করি না।"

اس دُعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی۔ اور بغیر میری منظوری کے اس
کو شائع کر دیا۔

"এই দোয়ার মুঞ্জরী আমার নিকট হইতে লন নাই এবং আমার মঞ্জুরী ছাড়াই ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।"

উক্ত জওয়াবে মৌলবী ছানাউল্লাহ্ আরও লিখিয়াছেন :—

خُدا کا نبی تو رحیم کریم ہوتا ہے آپ میری موت کے پیچھے کیوں پڑ گئے
ہیں۔ خصوصًا ایسے وقت میں جب امرتسر لاہور میں ہزاروں لوگ طاعون
سے مر رہے ہیں۔

বস্তুতঃ, মৌলবী ছানাউল্লাহ্ সাহেবের নিজের পরিচালিত আহলে-হাদীস পত্রিকার ২৬ এপ্রিল, ১৯০৭ সনের সংখ্যা খানা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর মোবাহালার জন্য আহ্বানের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া তিনি কেমন ভীত হইয়া পড়েন এবং পরিষ্কারভাবে মোবাহালা করিতে অস্বীকার করিয়া নিজ

পত্রিকায় প্রচার করেন এবং নিজেই স্বীকার করেন যে, মোছেইলেমা কাজ্জাবও ত হযরত রসুল করীম (সাঃ)–এর পর জীবিত ছিল। সুতরাং পূর্ব্বে মরিয়া গেলেই মিথ্যাবাদী প্রমাণ হইবে কেন? ইত্যাদি বহু কথা বহু নাকে–কান্না কান্দিয়া মৌলবী ছানাউল্লাহ্ সাহেব এই আহুত মোবাহালা হইতে অব্যাহতি পান।

তারপর যখন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর ওফাত তাঁহার নিজের ভবিষ্যদ্বাণী ও ওছিয়ত প্রকাশ করার পর হইয়া গেল তখন মৌলবী ছানাউল্লাহ্ বিভিন্ন মজলিসে বিভিন্ন সুর গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কখনও বলেন, আমার সঙ্গে মোবাহালা করিয়া মির্জা সাহেব মারা গিয়াছেন। যখন কোন ব্যক্তি দেখাইয়া দেয় যে, জি মৌলানা সাহেব! আপনি ত মোবাহালা করিতে রাজি হন নাই, আর দুই পক্ষে রাজি হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে দোয়া না করিলে মোবাহালা হয় না—সুতরাং মোবাহালা না করিয়াই, বরং মির্জা সাহেবের মোবাহালার আহ্বানকে পরিষ্কার অস্বীকার করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া এখন বলিতেছেন, মির্জা সাহেব মোবাহালায় মারা গিয়াছে। তখন মৌলানা তাহার সূর বদলাইয়া বলিতে থাকেন, মোবাহালা না হইলেও মির্জা সাহেবের দোয়া ত ছিল; তাঁহার যে, সকল দোয়াই কবুল হয় বলিয়া তিনি বলিয়াছেন।

কোন অভিজ্ঞ লোকের সামনে এমন কথা বলিলে তখনই মৌলবী ছানাউল্লাহ্র মুখবন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এই কথা বলিয়া যে, ১৫ ই এপ্রিল ১৯০৭ সনের বিজ্ঞাপনের এবারত যদি মির্জা সাহেবের এক তরফা দোয়া হইত তাহা হইলে আপনার নিকট হইতে মঞ্জুরী লইবার কথা কেন বলিলেন এবং মির্জা সাহেবের দোয়াকে আপনি মঞ্জুর না করিবার কি অর্থ? তখন মৌলানা সাহেব এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। এমন কি, ২৬শে এপ্রিল, ১৯০৭ সনের আহ্লে–হাদীস পত্রিকাখানা কাহারো কাছে আছে জানা থাকিলে তিনি এই প্রসঙ্গ সেই মজলিসে আর উত্থাপনই করেন না।

কিন্তু বাঙ্গালা দেশের অজ্ঞ জন–সাধারণকে ধোঁকা দিবার জন্য মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বলিতেছেন যে, মির্জা সাহেবের নিজের বদ্–দোয়া অনুসারেই মির্জা সাহেব মারা গিয়াছেন এবং তাঁহার দাবী অনুসারে তিনি মিথ্যাবাদী।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর মোবাহালার আহ্বানে যাহারা যোগ দিয়াছে তাহারা আল্লাহ্র আজাবে পড়িয়া মারা গিয়াছে এবং যাহারা ভীত হইয়া বলিয়াছে, বদকার লোকও ত দীর্ঘ জীবন পায়, তাহারা মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। তাহারা বাঁচিয়া থাকিয়া হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)–এর সফলতা ও জামাতের তরক্কী দেখিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। তাহাদের জন্য এই লাঞ্ছনার জীবনও আল্লাহ্র তরফ হইতে কম আজাব নয়।

আর হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) হায়জা রোগে এন্তেকাল করিয়াছেন, একথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের জঘন্য প্রকৃতির ঝোট। পাঠক দেখিয়া আসিয়াছেন, এই

'কাদিয়ানী-রদ' বই খানার আগা-গোড়াই জঘন্য প্রকারের ঝোট এবং ধোঁকায় পূর্ণ রহিয়াছে।

এই পাঁচ খণ্ড পুস্তকে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব নিজের অভ্যন্তরীণ চিত্রের যে ছবি নিজ হাতে অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহাও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। মৌলানা সাহেবদের অবস্থা এরূপ হইয়াছে বলিয়াই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব হইয়াছে।

পরিশিষ্ট
ইস্‌লামে নবুওয়ত

"দুনিয়াতে আর কখনও নবীর আবির্ভাব হইবে না, মহামানব হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফার আবির্ভাবের পর (সাঃ) আল্লাহ্‌তালার এই অনুগ্রহ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে"—এই ভ্রান্ত ধারণাটাও মুসলমানদের জন্য হযরত ইমাম মাহ্‌দীকে গ্রহণ করিবার একটা প্রধান অন্তরায়। এই ভুল বিশ্বাসটা সর্ব্বসাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এত ব্যাপ্ত ও দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে যে, হযরতের পরে আর কোন নবী আসিতে পারে এরূপ চিন্তা করিতেও অনেকেই শিহরিয়া উঠে। কিন্তু যাহারা অন্ধ বিশ্বাসের অর্গল হইতে হৃদয়ের দ্বার আল্লাহ্‌, রসুল ও বিবেকের পবিত্র বাণীর জন্য মুক্ত করিয়া দিবেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ে এই মহাসত্য ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে যে, মানব-জাতির ইহ-পরকালের একমাত্র কল্যাণ বিশ্বস্রষ্টার শ্রেষ্ঠতম রহমত, নবুওতের চিরমুক্ত দ্বার কখনও রুদ্ধ হইয়া যায় নাই, হইতে পারেও না। যুগে যুগে আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহই ত মানুষকে গুমরাহীর পঙ্কিলতম কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। বারে বারে তমসাচ্ছন্ন আধ্যাত্ম জগতে রেসালতের তরুণ তপন উদিত হইয়া দিশেহারা মানব-মণ্ডলীকে আল্লাহ্‌র দিকে পথ দেখাইয়াছে। কিন্তু দিগ্‌ভ্রম হইলে যেমন সূর্য্যই যেন ভুল করিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় মানুষও বারে বারে তাহাই করিয়াছে।

আমি আশ্চর্য্য হই, যখন দেখি যে, মুসলমান জাতি "খায়রুল উমাম" বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া দাবী রাখিয়াও আল্লাহ্‌তালার এই শ্রেষ্ঠতম অনুগ্রহ হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত মনে করেন, আর বিশ্বাস করেন যে, বিশাল বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ, হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর আবির্ভাবে এই রহমত চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে কি তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহের আর দরকার নাই? আর কি তাহাদের পতনের ভয় নাই? ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা হইতে তাহারা কি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে? না, তাওত নয়, বরং হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাহাদের শোচনীয় পতন অভিশপ্ত ইহুদীদের চাইতে একটুও যে কম নয়! তবে তাহাদের উদ্ধারের জন্য নবী আসিবেন না কেন? আল্লাহ্‌ ও রসুলের অভ্রান্ত মীমাংসা এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে এবং যাহারা গতানুগতির শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া কোরান ও হাদীসের মীমাংসা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারাই এই অখণ্ডণীয় সত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, আল্লাহ্‌তালার চির পবিত্র নিয়ম— লক্ষ্যভ্রষ্ট মানব-জাতির প্রতি নবী পাঠাইয়া তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করা—বন্ধ হইয়া যায় নাই, বরং প্রত্যেক প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য ঠিক পূর্ব্বেরই মত প্রচলিত রহিয়াছে।

তবে মানব-জাতির শৈশব ও কৈশোর অবস্থা পার হইয়া যাওয়ার পর মানবতার পরিণতির পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বিশ্বাবাসীকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিবার জন্য যে সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক পূর্ণ বিধানের দরকার ছিল তাহা মঙ্গলময় বিধাতা হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) কর্ত্তৃক পূর্ণ করিয়াছেন। আর নূতন বিধান ও নূতন ধর্ম্মের কোন আবশ্যক নাই। কারণ হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রদত্ত ধর্ম্ম অতীত জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের নিত্য সত্য-সমূহ ও ভবিষ্যৎ জগতের জন্য চিরকল্যাণকর আইন কানুনের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব নূতন বিধান ও নূতন ধর্ম্ম লইয়া আর কোন নবী আসিবেন না, আসিবার দরকারও নাই। মানব জাতির জন্য পূর্ণ ধর্ম্ম আসিয়াছে।

"اليوم اكملت لكم دينكم"- (المائدة:٣)

অর্থাৎ "আজ আমি তোমাদের ধর্ম্মকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করিয়াছি।"

কিন্তু অতীত জগতের ইতিহাস ও কোরান শরীফ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সব নবীই নূতন বিধান ও নূতন ধর্ম্ম লইয়া আবির্ভূত হন নাই, বরং প্রাগইস্‌লামী যুগে এই রকম বহু নবীর আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা পূর্ব্ব প্রচলিত ধর্ম্মকে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যার আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট মানবকে সেই পূর্ব্বতন ধর্ম্মে পরিচালিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমরা বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কারক নবী নামে আখ্যাত করিতে পারি। এইরূপ নবীর কথা কোরানে এইভাবে উল্লেখ আছে :—

انا انزلنا التوراة فيها هدًى ونورٌ يحكم بها النبيّون -(المائدة:٤٥)

অর্থাৎ "আমি তৌরাত অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে আলো ও হেদায়ত (পথপ্রদর্শন) রহিয়াছে। ইহা দ্বারাই নবীগণ আদেশ করিতেন।" এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৌরাতের শরীয়ত অর্থাৎ ধর্ম্ম-বিধান মতে আদেশ করিবার জন্য বহু নবীর আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহাদের নিজের কোন ধর্ম্ম-বিধান বা শরীয়ত ছিল না।

তৌরাতের ধর্ম্ম-বিধান মতে পরিচালিত করিবার জন্য, যাহা নির্দ্দিষ্ট সময় ও জাতির জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল, যদি নবীগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে তবে কোরানের ধর্ম্ম-বিধান মতে পরিচালনা করিবার জন্য, যাহা জগতের সমস্ত জাতি ও কালের জন্য আবির্ভূত হইয়াছে এবং এই ধর্ম্মের অনুগামীগণের জন্য ঠিক আগেরই মত গুমরাহ্ হইবারও কথা রহিয়াছে, নবী যে আসিতে পারে এবিষয়ে কোনও বিবেকশীল লোকের সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ পবিত্র কোরান শরীফে যখন নবীগণের আবির্ভাবের নিম্নলিখিত কারণগুলি বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

"كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبيّين مبشّرين

ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس
فيما اختلفوا فيه " (سورة البقرة: ٢١٣)

"ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم اٰيتك ويعلمهم
والكتاب والحكمة ويزكيهم "

(سورة البقرة: ١٣٠)

১। আল্লাহ্‌র মোজেজা বা নিদর্শন দ্বারা ইমানকে দৃঢ়িভূত করা।

২। নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন ও আত্মাকে পবিত্র করা।

৩। আল্লাহ্‌র কালামের প্রকৃত জ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া।

৪। ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে যখন ঘোর মতভেদ উপস্থিত হয় তখন সেই মতবৈষম্যের মীমাংসা করিয়া দেওয়া।

৫। ধর্ম্মভ্রষ্ট মানব-জাতিকে সত্যপথ প্রদর্শন করা।

৬। ধর্ম্মপ্রাণ সাধুজনকে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সুসংবাদ-যুক্ত ঐশী আশ্বাসবাণী জ্ঞাপন করা।

৭। অবিশ্বাসী দুষ্কৃতকারীদিগকে আল্লাহ্‌র আজাবের ভয়পূর্ণ সতর্কবাণী জ্ঞাপন করা।

আমারা দেখিতে পাই হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পর মুসলমানদের মধ্যেও এই সমস্ত কারণ বিদ্যমান আছে। অতএব তাহাদের মধ্যেও যে নবীর আবির্ভাব হইবে ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? ইহুদী জাতির পতন হইলে আল্লাহ্‌র নবী আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিল, কিন্তু মুসলমান জাতির পতন হুবহু ইহুদীদের মত হইলেও আল্লাহ্‌তালা তাহাদের উদ্ধারের জন্য কোন নবী পাঠাইবেন না, তাহাদিগকে গুমরাহ্ করিবার জন্য শুধু দাজ্জালই আসিবে, উদ্ধারের জন্য কোন নবী আসিবেন না, জগতের শ্রেষ্ঠতম নবীর উম্মতের প্রতি করুণাময়ের এরূপ বিরূপভাব কোন চিন্তাশীল মুসলমান বিশ্বাস করিতে পারে না।

নবীর আবির্ভাবের যে-সাতটি কারণ উপরে বর্ণিত হইয়াছে উহার প্রত্যেকটিই এই শেষ যুগে বিশেষত: মুসলমানদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে।

মুসলমানগণ কমজোর হইয়া পড়িয়াছে, তাই আল্লাহ্‌র নিদর্শন দ্বারা আবার তাহাদের ইমানকে দৃঢ় করিবার জন্য নবীর আবির্ভাব একান্ত আবশ্যক।

মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র কলুষিত হইয়া তাহাদের আত্মাকে অপবিত্র করিয়া দিয়াছে। তাই ঐশী-প্রেম জাগাইয়া দিয়া তাহাদের চরিত্র ও আত্মাকে পবিত্র করিবার জন্য পূর্ণ আদর্শ বা নবীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। আল্লাহ্‌র কালামের প্রকৃত তাৎপর্য্য

হইতে মুসলমান অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ে তাহাদের এত মত-বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে যে, এখন আবার আল্লাহ্‌র তরফ হইতে কোন নবী আসিয়া মীমাংসা না করিলে প্রকৃত ইস্‌লামকে বুঝাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

মুসলমান কর্ত্তৃক ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছে বলিয়াইত আজ মুসলমানদের এই শোচনীয় অবস্থা। ধর্ম্মের গ্লানি হইলেই নবীর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম্মপ্রাণ, স্বল্প-সংখ্যক, শিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্‌র অভয়বাণী না আসিলে এই অধর্ম্মের প্রভাবের যুগে তাঁহারা বাঁচিবে কি করিয়া? দুর্ব্বল শিষ্টের জন্য আল্লাহ্‌র অভয়বাণী আনয়ন করাই নবীদের আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অধর্ম্মের প্রভাবের যুগে দুষ্ট ধার্ম্মিকদিগকে ধ্বংস করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে ভীতিপূর্ণ সাবধান বাণী জ্ঞাপন করাও নবীদের আবির্ভাবের আর একটি উদ্দেশ্য। অধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমানে কে অস্বীকার করিবে?

অতএব কোরানে বর্ণিত নবীর আবির্ভাবের এই সাতটি শ্রেষ্ঠতম কারণ বিদ্যমান হইয়া অতি দৃঢ়তার সহিত প্রমাণ করিতেছে যে, মহানবীর পরেও সংস্কারক নবীর আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং আমাদের এই বর্ত্তমান যুগই আর এক নবীর যুগ।

এতদ্ব্যতীত কোরান শরীফ, হাদীস ও বিজ্ঞ ইমাম ও গবেষণাকারী আওলিয়াগণের উক্তিগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পরেও সংস্কারক নবী আসিবার কথা রহিয়াছে।

"يبنى ادم اما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم
اياتى فمن اتقى و اصلح فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون"۔

(سورة الاعراف : ٣٦)

"হে বনী-আদম, তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্যে হইতে যখন রসুলগণ আসিবেন এবং আমার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করিবেন তখন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিবে এবং নিজেকে সংশোধন করিবে, তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখ করিবে না।"

এই আয়াতের পূর্ব্বাপর লক্ষ্য করিলে অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌তালা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতগণকে সম্বোধন করিয়া রসুলগণের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন এবং এই আয়াতে ইহাও বুঝা যায় যে, ভবিষ্যতে যে রসুলগণ আসিবেন তাঁহারা সংস্কারক রসুল হইবেন।

" وعدالله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم

وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم
من بعد خوفهم امنا - يعبدوننى لا يشركون بى شيأ
فمن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون"۔

(سورة النور: ٥٦)

"তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং ভাল কাজ করিয়াছে তাহাদের সহিত আল্লাহ্তালা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি পৃথিবীতে তাহাদের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিবেন যেরূপ খেলাফত তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের মধ্যে করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের ধর্ম্মকে, যাহা আল্লাহ্তালা তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, দৃঢ় করিয়া দিবেন, এবং ভীত হইবার পরে তাহাদিগকে নিরাপদ করিবেন। তাহারা আমার এবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিবে না। তৎপর যাহারা কুফরী করিবে তাহারাই প্রকৃত পাপী।"

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্তালা কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। ধর্ম্মের দিক দিয়া মুসলমানগণ অত্যন্ত কমজোর হইয়া পড়িবে। অমুসলমান প্রভাব মুসলেম প্রভাবকে এত ক্ষীণ করিয়া দিবে যে, মুসলমানদের টিকিয়া থাকাই দায় হইবে এবং মুসলমানগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িবে, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণের মত খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিয়া আল্লাহ্তালা তাহাদের ধর্ম্মকে মজবুত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের প্রভাবও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

কোরান শরীফে পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মত অর্থে আহ্লে-কেতাব্ (বনী ইস্রাইল) বুঝায়। এই আয়াতে পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণের—অর্থাৎ আহ্লে-কেতাবদের খেলাফতের মত খেলাফত দিবার অঙ্গীকার আছে এবং কোরান শরীফে আহ্লে-কেতাব্দের খেলাফতের কথা এইভাবে উল্লেখ আছে:—

"ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل"۔ (البقرة: ٨٨)

"আমি মুসাকে কেতাব দান করিয়াছি এবং তাঁহার পরে কতিপয় রসুলকে তাঁহার অনুবর্ত্তী করিয়াছি।"

"انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون"۔ (المائدة: ٤٥)

"আমি তৌরাত কেতাব অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে আলো ও হেদায়াত রহিয়াছে, ইহা দ্বারাই নবীগণ আদেশ দান করিত"

উপরোক্ত এই দুইটি আয়াতে অতি পরিষ্কারভাবেই বর্ণিত আছে যে, নবীগণই মুসা (আঃ)-এর পর তাঁহার খলিফারূপে তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন।

হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর উম্মতগণের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণের খেলাফতের মত যে খেলাফতের প্রতিজ্ঞা আছে তাহা যে নবুওয়তেরই নামান্তর, একটু চিন্তা করিলে বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই তাহা বুঝিতে পারেন। আল্লাহ্তালা কোরান শরীফে অনেক জায়গায় নবীদিগকে খলিফা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

"افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه و من قبله كتاب موسى اماما ورحمة ـ اولئك يؤمنون به" (هود: ١٨)

"যে–ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রকাশ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাহার পরও আল্লাহ্র নিকট হইতে একজন সাক্ষী আসিবে এবং তাহার পূর্ব্বে পথ প্রদর্শক ও আল্লাহ্র অনুগ্রহরূপে মুসার কেতাব ছিল, তাহারা সকলেই ইহাকে বিশ্বাস করেন।.."

এই আয়াত শরীফেও আল্লাহ্তালা হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর পর আল্লাহ্র নিকট হইতে একজন 'শাহেদ' আসিয়া কোরানের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। "আল্লাহ্র নিকট হইতে শাহেদ" কোরানে নবী অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

যথা "انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم" (المزمل: ١٥)

"আমি তোমাদের প্রতি সাক্ষ্যরূপে রসুল পাঠাইলাম তোমাদের উপর।"

"الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير" (الحج: ٧٥)

"আল্লাহ্তালা ফেরেস্তা ও মানুষ হইতে রসুলগণ নির্ব্বাচিত করেন।"

এই আয়াতে অতি পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, ফেরেস্তা ও মানুষ হইতে রসুল নির্ব্বাচিত করিবার আল্লাহ্তালার যে অটল নিয়ম রহিয়াছে তাহা বন্ধ হইয়া যায় নাই; বরং এই চিরপ্রচলিত পবিত্র নিয়ম ভবিষ্যতের জন্যও খোলা রহিয়াছে। হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)–এর পর যদি এই পবিত্র সনাতন নিয়ম বন্ধ হইয়া যাইত তাহা হইলে এখানে আল্লাহ্তালা 'মোজারে' অর্থাৎ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য যে কাল ব্যবহৃত হয় তাহা ব্যবহার করিতেন না يصطفى শব্দের অর্থ—নির্ব্বাচিত করেন বা করিবেন বই আর কিছুই হইতে পারে না। আল্লাহ্তালা যদি হযরত রসুল করীম (সাঃ)–এর পর এই নিয়ম বন্ধ করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে "নির্ব্বাচিত করিয়াছি বা করিতাম" বলিতেন। কিন্তু তিনি তাহা বলেন নাই; বরং নির্ব্বাচিত করিবার নিয়ম যে প্রচলিত রহিয়াছে, বন্ধ করেন নাই, তাহা বলিয়াছেন।

কোরান শরীফে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে "খাতামান্নাবিয়ীন" বলা হইয়াছে। কেহ কেহ এই "খাতামান্নাবিয়ীন" শব্দের অর্থ শেষ নবী করিয়া এই ভুল বিশ্বাসে পড়িয়াছে যে, হযরতের পর আর কোন নবী আসিবেন না। অথচ যাহাদের আরবী সাহিত্যে একটুও অভিজ্ঞতা আছে তাহারা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, 'খাতাম' শব্দের এইরূপ ব্যবহার 'শেষ' অর্থে হয় না। আমি নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাঁহারা 'খাতামান্নাবিয়ীন' শব্দের অর্থ "শেষ নবী" করিয়া থাকেন তাঁহারা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে 'খাতাম' শব্দের কি অর্থ করিবেন?

انا خاتم الانبياء وانت يا علي خاتم الاولياء

(تفسير صافي)

"আমি খাতামুল আম্বিয়া এবং তুমি, হে আলী, খাতামুল্ আওলিয়া।"

এখানে হযরত রসুল করীম (সাঃ) নিজকে 'খাতামুল-আম্বিয়া' ও হযরত আলীকে 'খাতামুল-আওলিয়া' বলিয়াছেন। তবে কি হযরত আলী (রাঃ)-এর পর আর কোন 'অলি' হয় নাই? বড় পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী, শেখুলকুল্ মুহিউদ্দিন ইব্নে আরাবী, খাজা মুইনদ্দিন চিস্তি, বাইজিদ বোস্তামী (রহঃ) এই সমস্ত মহাত্মাগণের অলি হওয়া কি সব মিথ্যা হইয়া গেল? যদি মিথ্যা না হইয়া থাকে, সত্যই যদি তাঁহারা অলিই ছিলেন তাহা হইলে উপরোক্ত হাদীসে খাতামুল-আওলিয়ার যে অর্থ খাতামুল-আম্বিয়ারও ঠিক সেইরূপ অর্থই হইবে। অধিকন্তু এই হাদীসে হযরত রসুল করীম (সাঃ) নিজের খাতামুন্নাবিয়ীন হওয়ার অর্থ নিজেই করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত হযরত রসুল করীম (সঃ)-এর সহধর্ম্মিণী হযরত আয়েসা ছিদ্দিকা (রাঃ) যিনি হযরতের সাহাবী-সাহাবীয়াদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-জ্ঞানবতী ছিলেন, এমন কি, অনেক সময় সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ হইলে তিনি মীমাংসা করিয়া দিতেন, তিনি বলিয়াছেন :—

"قولوا انه خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي بعده"

(مجمع البحار تكمله)

"তোমরা তাঁহাকে খাতামান্নাবিয়ীন বল, তাঁহার পরে নবী নাই, এই কথা বলিও না।"

দ্বিতীয়তঃ, "فجع القريظ بخاتم الشعراء" (ديوان الحماسه از ابو تمام)

"কবিদের যিনি 'খাতাম' তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত কবিতা ব্যথিত হইয়াছে।" এখানেও "কবিদের খাতামের" অর্থ—শেষ কবি কেহই করিবেন না।

তৃতীয়তঃ, বেরেলী নিবাসী মৌলবী আহ্মদ রেজা খাঁ সাহেব যিনি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর একজন প্রধান বিরোধী ছিলেন তাঁহার 'ফতোয়া-য়ে রজভিয়া' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"کما حققه خاتم المحققین سیدنا الوالد قدس سره فی بعض فتاواه" (نبراس شرح العقائد نسفی ص۴۴۵)

"আমার পিতা যিনি খাতামুল-মুহাক্কেকীন ছিলেন তিনি তাঁহার কোন কোন ফতুয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন—"

এখানে নিশ্চয়ই বেরেলী নিবাসী বিখ্যাত মৌলবী সাহেব নিজের পিতা সম্বন্ধে 'খাতাম' শব্দ শেষ অর্থে ব্যবহার করেন নাই।

চতুর্থতঃ, 'খাতাম' শব্দের এই ভাবের প্রভাব পারসি ভাষাতেও ঢুকিয়াছে। অর্থাৎ 'খত্‌ম' শব্দ পারসি ভাষাতেও উপরোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ے بعد ازیں مادر نزاید زیر چرخ چنبری
شہ چوں سلطان غیاث الدین وگدا چوں انوری
ے ختم شد بر تو سخاوت بر من مسکین سخن
چوں شجاعت بر علی بر مصطفےٰ پیغمبری

"হে সুলতান গিয়াসউদ্দিন, তোমাতে ছাখাওত খত্‌ম হইয়াছে এবং আমাতে কবিত্ব খত্‌ম হইয়াছে, যেমন হযরত আলীতে বাহাদুরী এবং হযরত মুস্তাফার উপরে পয়গম্বরী খত্‌ম হইয়াছে।" ইহাতে অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, সুবিজ্ঞ পার্‌সি কবি আন্‌ওয়ারী সাহেব খত্‌ম শব্দকে শেষ অর্থে ব্যবহার করেন নাই, এবং শ্রেষ্ঠত্বের অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদীস لا نبی بعدی -এর ভ্রান্ত অর্থ "রসুলুল্লাহ্‌র পর আর কোন প্রকারের নবী আসিবেন না" করিয়া ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হইতে দূরে সড়িয়া রহিয়াছেন। অথচ তাঁহারাই আবার হযরত ইসা নবীর আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন না যে, হযরতের পর যদি কোনও নবী আসিবেন না তবে ইসা নবী কেমন করিয়া আসিবেন? আর যদি ইসা নবী আসিবার কথাই ঠিক হইয়া থাকে, তবে কোন প্রকারের নবী আসিবেন না, একথা কেমন করিয়া বলা চলে। কিন্তু হায়! বর্ত্তমান জামানার কতিপয় ওলামা ও তাহাদের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এই দুইটি পরস্পর বিপরীত বিশ্বাসই প্রচলিত রহিয়াছে। যাহা হউক, এখন আমি উক্ত হাদীসের প্রকৃত মর্ম্ম যাহা মোছলেম ইতিহাসের বিখ্যাত গবেষণাকারী ইমাম ও আওলিয়াগণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

১। হযরত আয়েসা ছিদ্দিকা (রাঃ)–এর উক্তি যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

২। শেখুলকুল হযরত মহিউদ্দিন ইব্নে আরাবী তাঁহার ফতুহাতে–মক্কিয়া নামক কিতাবে লিখিয়াছেন :

"النبوة التى انقطعت بوجود رسول الله صلعم انما هى نبوة التشريع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخًا لشرعه صلى الله عليه وسلم ولا يزيد فى شرعه حكمًا اخر وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى بعدى اى لا نبى يكون على شرع يخالف شرعى بل اذا كان يكون تحت حكم شريعتى" (فتوحات مكيّہ باب ۳، جلد ۲ صـ۳)

"হযরত রসুল করীম (সাঃ)–এর আবির্ভাবে যে–নবুওয়ত বন্ধ হইয়াছে তাহা শুধু শরীয়তওয়ালা নবুওয়ত বই কিছুই নহে। নবুওয়তের পদ বন্ধ হয় নাই। এমন কোন শরীয়ত (বিধান) আসিবে না যাহা হযরতের শরীয়তকে রহিত করিয়া দিবে বা হযরতের শরীয়তে নূতন কোন অতিরিক্ত হুকুম আনয়ন করিবে। 'আমার পর কোন রসুল বা নবী নাই'—অর্থাৎ এমন কোন নবী হইবেন না যিনি আমার শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন; বরং যখন কোন নবী হইবেন, তখন আমার শরীয়তের আদেশের অধীন হইবেন।"

৩। হযরত মহিউদ্দিন ইব্নে আরাবী ফছুছুল–হেকাম নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"فابقى لهم النبوة العامة التى لا تشريع فيها" (فتوحات مكيّہ باب ۳، جلد ۲ صـ۳)

"অতএব আল্লাহ্তালা সাধারণ নবুওয়ত বাকী রাখিয়াছেন যাহাতে কোন শরীয়ত নাই।"

৪। হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) তাঁহার 'তফহিমাতে এলাহিয়া' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"ختم به النبيون اى لا يوجد من يامره الله سبحانه بالتشريع" (تفهيمات الهيّہ)

"হযরতের দ্বারা নবীদিগকে খতম করা হইয়াছে কথার অর্থ— এমন কেহ আসিবে না যাহাকে আল্লাহ্তালা মানবের প্রতি শরীয়ত দিবার হুকুম দিবেন।

৫। মোল্লা আলী কারী (রাঃ) তাঁহার বিখ্যাত মৌজুয়াতে–কবীর নামক গ্রন্থে আলোচ্য হাদীসের এই অর্থ করিয়াছেন :—

"المعنى انه لا ياتى نبى بعده ينسخ ملته ولم يكن من امته" (موضوعات كبير صـ۵)

"হযরতের পরে এমন কোন নবী আসিবেন না যিনি হযরতের ধর্ম্মকে রহিত করিয়া দিবেন এবং হযরতের উম্মতের অন্তর্গত হইবেন না।"

৬। ইমাম শায়রানী সাহেব তাঁহার আল-ইয়াওয়াকিত-ওয়াল জাওয়াহের নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"فان مطلق النبوة لم يرتفع وانما ارتفع نبوة التشريع"-(اليواقيت والجواهر جلد ٢ ص)

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই সাধারণ নবুওয়ত উঠিয়া যায় নাই, কেবল এই রকম নবুওয়ত উঠিয়াছে, যাহা নূতন শরীয়ত নিয়া আসে।"

৭। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা কাসেম সাহেব নানোতোভী (রহঃ) তাঁহার তাহজীরোন্নাছ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :— হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পরও যদি কোন নবী আসেন, তবে তাঁহার খাতামান্নাবীয়ীন হওয়ার বিরুদ্ধে হইবে না।

উপসংহারে পরম-করুণাময় রহমান, রহীম, আল্লাহ্তালার দরগাহে আমরা এই ভিক্ষা চাহিতেছি, হে আরহামুররাহেমীন! তুমি আমাদের এই নগণ্য ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গ্রহণ কর। আমাদের সকল দুর্ব্বলতা ঢাকিয়া দিয়া ইহাকে মানুষের হেদায়াতের উপকরণ করিয়া দাও— আমীন!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ؛

—ঃ সমাপ্ত ঃ—